Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

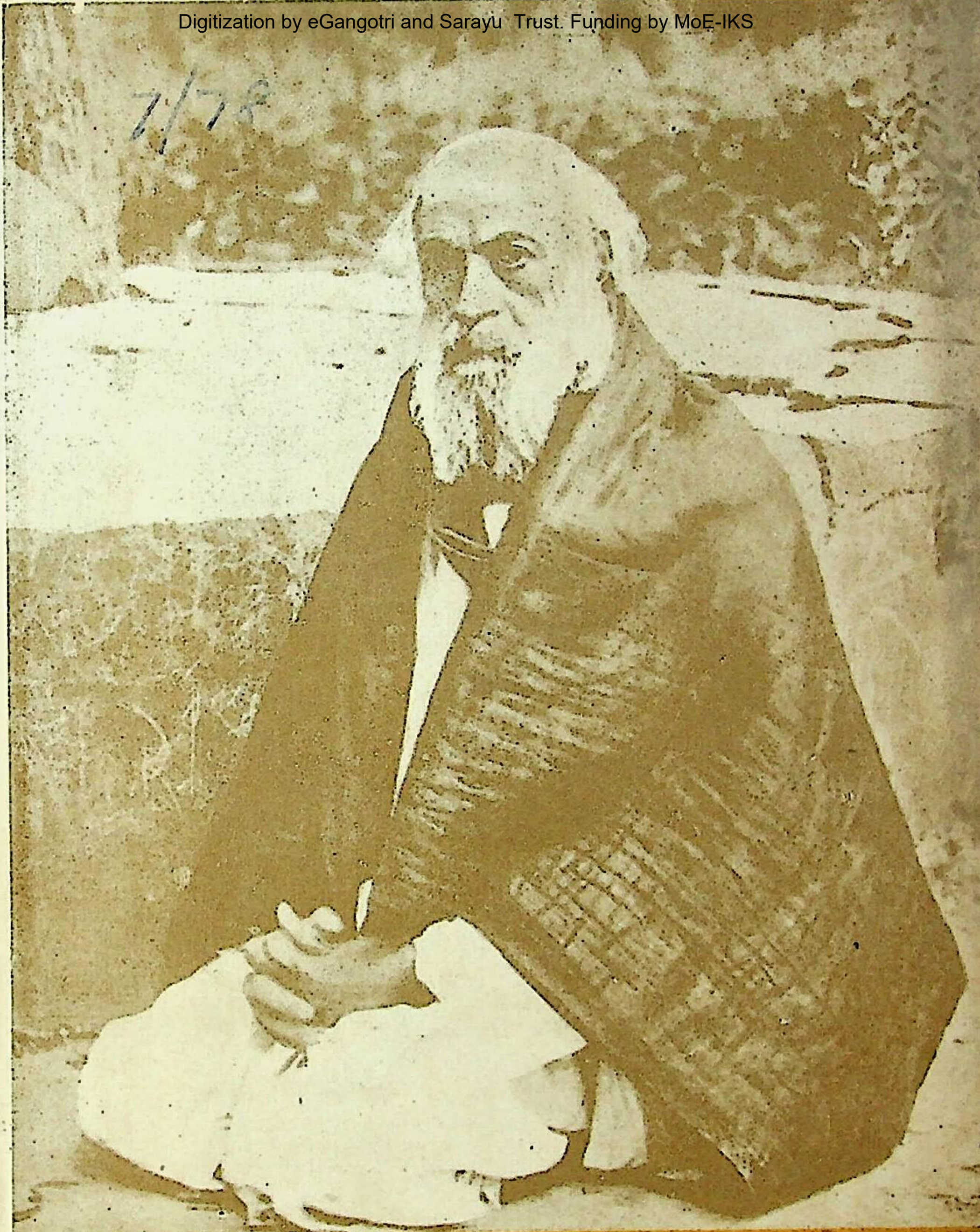

শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

[চতুর্দশ ভাগ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

: এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী :

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ ও ১৩শ ভাগ

(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ —Entitled "M. The Apostle and the Evangelist"

সমস্ত গ্রন্থই পনের ভাগে সমাপ্ত

ক্রমশঃ বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে

: এই সকল গ্রন্থে আছে :

ভারতীয় সংস্কৃতি—আধ্যাত্মিকতা—আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে—বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ—যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

প্রাপ্তিস্থান

1. Sri Ramakrishna Sri Ma Prakashan Trust (Sri Ma Trust)
   579, Sector 18B, Chandigarh.
2. General Printers & Publishers Pvt. Ltd.
   119, Lenin Sarani, Calcutta-13
3. General Books
   A-66, College Street Market, Calcutta-12
4. Sri Ramakrishna Sri Ma Prakashan Trust
   4, Jadunath Sanyal Street, Lucknow (U.P.)
5. Smt. Vijaya Prabhakar,
   Goharasala Bhavan
   Set No. 1, Lower Bharari Road,
   Simla-1 (Himachal).
6. Mrs. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi-60.
7. Dr. Indra Sanghi
   400N, First Block
   Rajaji Nagar, Bangalore-10.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/78

Library

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram
Varanasi

PRESENTED
Presented by a Devotee
(Calcutta) 22/2/75

LIBRARY
No. 7/78
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I

No. 7/78

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

16-4-77				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

চতুর্দশ ভাগ

LIBRARY
No..............
Shri Shri Ma An... mayee Ashram
BANARAS

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

PRESENTED

পরিবেশক :
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেকটার ১৮-বি
চণ্ডীগড়

C গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Paper used :
The West Coast Paper Mills Ltd., Bombay-1

প্রথম সংস্করণ
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৮১

মূল্য বার টাকা

জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 7178
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

যায় মানুষ, ফিরে দেবতা ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহরণ ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

বেদান্তবক্তা 'কালী তপস্বী' ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

একদিকে জগন্নাথ, অন্যদিকে বৈদ্যনাথ ৫১

পঞ্চম অধ্যায়

পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেওয়া ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্যদেবের লীলাভূমি পুরী ৭১

সপ্তম অধ্যায়

জগন্নাথের আহ্বানে ৮৪

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রে ক্রাইস্টের জন্মদিনে ৯৩

নবম অধ্যায়

গির্জায় ও সিদ্ধাশ্রমে ১০৬

দশম অধ্যায়

দেবত্বের সন্ধানে—ক্রাইস্ট ও রামকৃষ্ণ ১২১

একাদশ অধ্যায়

এই ব্রহ্মজ্ঞান যাবে ওয়েস্টে, তবে তারা বাঁচবে ... ১৩৮

দ্বাদশ অধ্যায়

বকুলতলে ব্রহ্ম হরিদাস ১৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভুবনেশ্বরের পথে ১৬৮
চতুর্দশ অধ্যায়
লিঙ্গরাজ মন্দিরে ১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায়
প্রত্যাবর্তন ১৮৯
ষোড়শ অধ্যায়
জগন্নাথের রাজবেশ ২০৪
সপ্তদশ অধ্যায়
পরিক্রমা ২২২
অষ্টাদশ অধ্যায়
চৈতন্যময় পুরী ২৩৭
ঊনবিংশ অধ্যায়
ধর্মজীবন—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ২৪৮
বিংশ অধ্যায়
এই সব দেবচিত্র মনের খোরাক ২৬০
একবিংশ অধ্যায়
ডায়েরীপাঠ—মাথন তুলে ঘোলে থাক ... ২৭০
পরিশিষ্ট ২৮১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

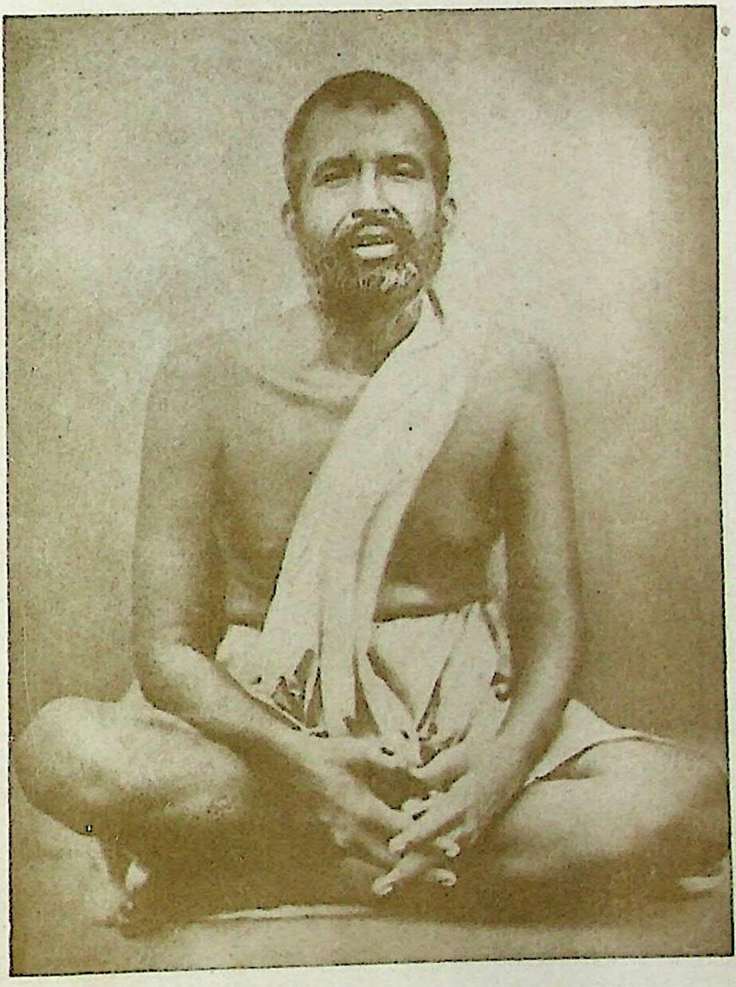

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

ভূমিকা

এবারের পটভূমিকা শ্রীক্ষেত্র—জগন্নাথের পুরী। এখানে শ্রীম কয়েকমাস ধরিয়া সাধু ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে বাস করেন শশীনিকেতনে। শ্রীম লীলাচঞ্চল। একদিকে সমুদ্রসৈকতে পাথর কুঠিতে একান্তে শ্রীম প্রত্যূষে তিনঘণ্টা ধ্যান করেন এবং অপরাহ্নে পুনরায় দুইটা হইতে তিনঘণ্টা একান্তে ধ্যানমগ্ন থাকেন। ভক্তরা কখনও কখনও সঙ্গোপনে গিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেন, শ্রীম সিদ্ধাসনে "সম-শির-গ্রীব-কায়ং" মুদ্রায় ধ্যানমগ্ন। চক্ষু নিমিলিত, যেন স্পন্দনহীন। কখনও ভক্তরা দেখিতেন, চক্ষুর দুই কোণ বহিয়া অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে ঝরনার মত। কখনও শরীর পুলকিত।

ইহার পরই উঠিয়া চলিলেন ৺জগন্নাথ দর্শনে। এক মাইলেরও অধিক দূরে। শ্রীমর বয়স এখন বাহাত্তর। মন্দিরে ভক্তরা তাঁহার সঙ্গে অনেক সময়ই সঙ্গী হইতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, যাঁহারা জগন্নাথের মন্দিরে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এই দর্শন ও পরিক্রমা কত কঠিন! বৃদ্ধ শরীরে তিনঘণ্টা গভীর ধ্যান করিয়া এক মাইল পায়ে হাঁটিয়া মন্দিরের পরিক্রমা কত শ্রমসাধ্য! যুবক ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা করিয়া অতি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু শ্রীমর কখনও ক্লান্তিবোধ হইতে দেখি নাই।

শ্রীমর দর্শন ও পরিক্রমা—সাধারণ লোকের দর্শন ও পরিক্রমা হইতে ভিন্ন। উন্নত ললাটের নীচে শালগ্রাম সদৃশ ভক্তিরসে আপ্লুত নয়নদ্বয় দেখিয়া মনে হইত ইহাতে ক্লান্তির লেশও নাই। অধিকন্তু আছে প্রেমরসে সিঞ্চিত হইয়া এক অপূর্ব মনপ্রাণ উন্নতকারী দৈবী আকর্ষণ। যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণ উহা দেখিয়া তাঁহাদের এই দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমাজনিত ক্লান্তি লজ্জায় দূর করিতেন। জগন্নাথ ও তাঁহার পার্শ্বদেবতাগণ মন্দিরের চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক। প্রতিটি স্থানে গ্রাম্য ও সরলবিশ্বাসী ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের মত প্রতিটি মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। ভক্তরা ভাবিতেন, এই দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয় কত ভক্তি ও বিশ্বাসে! এই কথা ভাবিয়া তাঁহাদেরও দেহশ্রম দূর হইত। অন্ততঃ পঁচিশটির অধিক স্থানে এই প্রকার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, যুক্তকরে প্রার্থনা ও চরণামৃতাদি প্রসাদ ধারণ করিতেন। সাধারণ লোককে একবার দুইবার কেহ প্রসাদ দিলে বিরক্ত হইয়া যায়। একবার দুইবার হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলে দম বাহির হইয়া যায়। কিন্তু এই বৃদ্ধ মহাপুরুষের আচরণ ঠিক বিপরীত। নানা মন্দিরে তিনি যতই এইরূপ প্রণাম পরিক্রমা প্রসাদ ধারণ করিতেন, ততই তাঁহার চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইত, মন যেন কোন্ দূর আনন্দময় ধামে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। এই বৃদ্ধ শরীরটা যেন মেসিনের মত দিব্যানন্দে মগ্ন মনের পিছনে পিছনে যাইতেছে। সাধারণ লোকের দেখি শরীরটা যেন মনটাকে চালনা করে। শ্রীমর তাহার বিপরীত। মন শরীরকে চালনা করিতেছে।

শ্রীম কয়েকমাস ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। নিত্য তাঁহার এই প্রোগ্রাম। সকালে সমুদ্রতটে দীর্ঘকাল ধ্যান। তার পরই এই মন্দির-প্রণাম, প্রার্থনা ও পরিক্রমা। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত বাস করিয়াছেন, সেই সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ অবাক হইয়া ভাবিতেন, কোথা হইতে এই শক্তি, এই উদ্দীপনা আসিতেছে! শ্রীমর দৈনন্দিন জীবন শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু এই মন্দিরদর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমার সময় এই যুবকের তেজ কি করিয়া এবং কোথা হইতে আসিত, ইহা যুবক ব্রহ্মচারীদের নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল।

যে সব সাধু ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার সহিত নির্জন মিহিজাম-আশ্রমে বাস করিতেন তাঁহারা দর্শনাদিতে শ্রীমর এই প্রকার প্রচুর শক্তি প্রকাশের এই পরিচয় পান নাই। মিহিজামে তিনি ছিলেন যেন অরণ্যে সর্ব বাধাবিনির্মুক্ত সিংহ—একটি প্রাচীন ঋষি। মন সর্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্মুখ, আর মৌন। যখনই মনকে নীচে নামাইয়া আনিতেন তখনই উহাকে উপনিষদ্ গীতাদি শাস্ত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত করিতেন, ভক্তগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত ব্যাখ্যা করিতেন। গভীর ধ্যান হইতে মনকে নামাইয়া ঈশ্বরীয় চিন্তার ভিতর দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে উদ্দীপিত করিতেন। এই পুরীধামে শ্রীম মিহিজামের অরণ্যের মত শুধু ধ্যানমগ্ন নন, তিনি লীলাচঞ্চলও। শ্রীম বলেন, এখানকার সব ব্যবস্থা ভিন্নরূপ। সারাদিন দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা কর, আর সন্ধ্যায় অল্প ধ্যান ও চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পাঠ কর।

শ্রীমকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'পুরীতে আমিই জগন্নাথ।' ঠাকুরের জীবিত অবস্থাতেই পাঁচ ছয়বার তাঁহাকে পুরীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিতেন, 'পুরীতে আমার যাবার যো নাই। সেখানে গেলে আমার শরীর ত্যাগ হবে।' কেন? না, তাঁহার পূর্বাবতার চৈতন্যলীলার কথা স্মরণ হইয়া মহাভাবে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইবে। চৈতন্যদেব সেখানে চব্বিশ বৎসর কাল বাস করেন সন্ন্যাসের পর মাতৃআজ্ঞায়। ইহার মধ্যে চার বৎসর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় তীর্থগুলিতে কাটান। শেষের আঠার বৎসর একটানা পুরীতে বাস করেন। তাহারও শেষের বার বৎসর একটানা মহাভাবে অতিবাহিত করেন। এই সব পুর্বস্মৃতি স্মরণ হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ত্যাগ হইবে। অথচ ঐখানকার পূর্বলীলার কথা ও জগন্নাথের সুসমাচারের জন্য প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইত। তাই শ্রীমর মাধ্যমে ঐ সকল সংবাদ লইতেন। শ্রীম যে ঠাকুরের চৈতন্য-অবতারেরও অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন! এবারের রামকৃষ্ণ-অবতারেও অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট পার্ষদ, তাঁহার লীলাপ্রচারের বেদব্যাস!

শ্রীম বলেন, এই পুরীতে যেমন একদিকে জলীয় সমুদ্র লবণাম্বু, অপর দিকে সূক্ষ্ম অদৃশ্যে প্রেমসমুদ্র বিদ্যমান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ এই প্রেমসমুদ্রের জমাটবাঁধা সাকার বিগ্রহ। চৈতন্যদেব নিত্য ঐ সাকার প্রেমবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমর সঙ্গী সাধু ব্রহ্মচারীগণ দেখিতেন 'চক্রনয়ন'-বিচিত্র জগন্নাথ মূর্তি। শ্রীম দেখিতেন, সাক্ষাৎ চিন্ময় ভাবঘন ঠাকুরের মূর্তি! তাই কখনও ভক্তগণকে বলিতেন, যাহারা ধ্যান এবং শাস্ত্রাদিপাঠের রসিক তাহাদের যদি সাক্ষাতেই দর্শন হয়, ভগবান চক্ষের সম্মুখে, তবে কে যায় চক্ষু বুঁজিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁহাকে দেখিতে? তাই এসব স্থানের ভক্তগণ ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠে অত যত্নশীল নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ভগবানকে, সরল বিশ্বাস শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের পটভূমিকায়।

শ্রীমকে আমরা তিনটি ভাবে দর্শন করিয়াছি তিন স্থানে—কলিকাতায়, মিহিজামে ও জগন্নাথ-পুরীতে। তিন স্থানেই শ্রীমর ভিতরে একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব লক্ষিত হইত। বাহিরে স্থান-বিশেষের পরিবর্তনে তিনটি বিভিন্ন ভাব দেখিতাম।

কলিকাতায় শ্রীম নিজ পরিবারে থাকিতেন। পরে মর্টন স্কুলের পরিচালনা আর অহর্নিশ ভক্তগণকে রামকৃষ্ণ-কথামৃত পরিবেশন। এই তিন অবস্থায়ও তাঁহার ভিতরে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, বাহিরে অবশ্য কর্মচঞ্চলতা। কিন্তু এই কর্মচঞ্চলতা অযুক্ত প্রাকৃত কর্মীদের চঞ্চলতা নহে। এই কর্মচঞ্চলতাও ঈশ্বরের নিষ্কাম সেবাভাবে মণ্ডিত। তাই উহা ভক্তগণের নিকট এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হইলেও শ্রীমর মনের ভাব শান্ত ও সমাহিত। শুধু কি তাঁহার নিজেরই সমস্যা—পারিবারিক বা স্কুল পরিচালনার? অসংখ্য ভক্তগণেরও ধর্মজীবনের সমস্যার সমাধান শ্রীমকেই করিতে হইত। কোন ভক্ত হয়তো আত্মীয়জনের বিয়োগে শোকজর্জরিত। কেহ বা আর্থিক সঙ্কটে পতিত। কেহ কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ। কাহারও হয়তো কর্ম নাই, তাই অশান্ত। আবার কোন সাধক ভক্ত ধর্মপথে অগ্রসর হইতে দারুণ বাধা প্রাপ্ত। কেহ বা সাংসারিক ও ধার্মিক সমস্যায় পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তমনা। কোন যুবক ভক্ত ত্যাগব্রত গ্রহণ করিতে উৎসুক কিন্তু সংস্কারজনিত তুচ্ছ বিষয়ে তাঁহার বিচারশক্তি রুদ্ধ। এইরূপ নানা সমস্যাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বদা বেষ্টিত। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাতেও তাঁহার অন্তরের প্রশান্ত গম্ভীর ভাবটি ব্যাহত হইতে দেখি নাই, বরং বাহ্য মনটিও ভগবদ্‌রসে মণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যাইত।

মিহিজামে তাঁহার রূপটি ভিন্ন। সেখানেও অন্তরের গভীরে ঐ প্রশান্ত গম্ভীর ভাবটি অব্যাহত। বাহিরে ঐ স্থানে সংসারী ভক্তগণের সমস্যা হইতে বিমুক্ত। সাধু ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের সাধনপথের সমস্যা থাকিলেও শ্রীম ঐ সমস্যা সমাধানে কলিকাতার ভক্তগণের সমস্যা সমাধানের মত বিব্রত নহেন। এই স্থানে ব্রহ্মচারীদিগকে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই দূর করিতে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাদিগকে নির্জনে অরণ্যে ধ্যানের জন্য একান্তে একা একা এক একবারে তিন চারঘণ্টা করিয়া রাত্রি, প্রভাত ও অপরাহ্ণে পাঠাইয়া দিতেন। ধ্যানের সামগ্রী তিনি নিজে বলিয়া দিতেন এক একজনকে এক এক প্রকার। নিজেদের মনের সহিত ভক্তগণ শ্রীমর দ্বারা নির্দিষ্ট ঠাকুরের কথিত ধ্যানের সামগ্রীটির সহিত সংগ্রাম করিতেন। ঐ সময়ে কখনও ব্রহ্মচারীগণ নিরাশার অন্ধকারময় ভূমিতে নিপতিত হইতেন। কখনও ঠিক তাহার বিপরীত দিকে আশার মনোহর মূর্তিতে স্বীয় মন সংযোগ করিতেন। অরণ্য হইতে ফিরিয়া তাঁহারা শ্রীমর সম্মুখে আসিলে, শ্রীম তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন এবং ঠাকুরের দুই একটি কথামৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের এই সংশয় নিরসন করিতেন। আর তাহাতে তাঁহাদের মন সরস হইত। ব্রহ্মচারীদের ঈশ্বরীয় পথের এই সকল সমস্যা নিরাকরণের সময়ও শ্রীমর অন্তরের স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব সদাই অক্ষুণ্ণ থাকিত। এখানে তাঁহার মনের অভ্যন্তরস্থ ভাবটি আর বাহিরের ভাবটি প্রায় একরূপই হইত—শান্তি সুখ আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। তাই তাঁহার সান্নিধ্যে ভক্তগণের মনেও অজানিতভাবে তাঁহার এই সুখ শান্তি ও আনন্দময় ভাবটি সঞ্চারিত হইত।

জগন্নাথ-পুরীতেও শ্রীমর মনের স্বাভাবিক সুখ, শান্তি ও আনন্দময় ভাবকে সাধু ও ভক্ত ব্রহ্মচারীগণের সমস্যা চঞ্চল করিতে পারিত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে শ্রীমর বাহ্য মনটি ভগবৎলীলার সেবায় চঞ্চল হইলেও উহা বৈষয়িক সমস্যার দ্বারা যেরূপ চঞ্চল হয় সেইরূপ হইত না। পুরীতে শ্রীমকে দেখা যাইত, সাধারণ সরলবিশ্বাসী একটি ভক্তের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ। তাঁহার নিত্য জগন্নাথদর্শন ও অন্যান্য পার্শ্বদেবতাগণের দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমায় চাঞ্চল্য দেখা গেলেও ঐ চাঞ্চল্য সাধু ভক্তগণের মনের উপর ঈশ্বরীয় ভাবপ্রসূত স্থৈর্য্যের উদ্রেক করিত। তাহাতে সাধু ও ভক্তগণ ঈশ্বরীয় আনন্দে আপ্লুত হইতেন। একজন অযুক্ত প্রাকৃত লোকের সাংসারিক বিষয়ে চঞ্চল মনের প্রতিক্রিয়া অপর একজন সাংসারিক লোকের মনে সর্বদা চঞ্চলতারই সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্রীমর ঈশ্বরীয় লীলাদি দর্শনের জন্য যে চাঞ্চল্য তাহা ভক্তদের মনে সাংসারিক ও বৈষয়িক সমস্যাজনিত চাঞ্চল্যের মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত দৈবী আনন্দ ও শান্তিময় ভাবরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিত। পুরীতে শ্রীম সদাই ভগবৎলীলা দর্শন, স্মরণ ও প্রণামাদিতে চঞ্চল। তাই তাঁহার ঈশ্বরদর্শনজনিত অন্তরের প্রশান্ত ভাবটি এইরূপ বাহ্য দৈবী চঞ্চলতার সহিত মিলিত হইলেও সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকিত।

সাধু ব্রহ্মচারীগণ শ্রীমর এই বিভিন্ন ভাববিপর্যয়ের ভিতরও তাঁহার স্বাভাবিক ভাবটি এবং বাহ্য মনটি একই আনন্দময় সূত্রে গ্রথিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, কি করিয়া মনের এই সাম্য রক্ষিত হয়! তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, যাঁহাদের 'মন্দিরে মাধব' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারাই সদা এ রকম আনন্দময়। অতএব শ্রীম ও ঠাকুরের পার্ষদগণের সহায়তায় আমাদের মনেও এই 'মাধব' প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে এই জীবনেই। এই সঙ্কল্পটি সাধু ব্রহ্মচারীগণ গ্রহণ করিতেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বেদান্তোক্ত চারিটি যোগসাধনেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন নিজের কাছে রাখিয়া—জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। শ্রীমকে এই চার যোগেই specialised

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পারদর্শী) দেখিতে পাইতাম যদিও তাঁহার নিজস্ব ভাব শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমাভক্তি।

জগদম্বার নির্দেশে শ্রীমকে ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থ আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীম আচার্য। লোকশিক্ষায় ঈশ্বরীয় নানাভাবের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই ঠাকুর তাঁহাকে নানা ঈশ্বরীয় ভাবে পারদর্শী করেন। সাকার ও নিরাকার দর্শনে দীক্ষিত করেন। আর লৌকিক জ্ঞানে তো তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট খ্যাতি ও উপাধিতে মণ্ডিত করিয়াই ছিলেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে। ঠাকুর বলিতেন, নিজের প্রাণ নরুনেতেই লওয়া যায়। অপরের প্রাণ লইতে হইলেই ঢাল তলোয়ারের প্রয়োজন হয়। তাই ঠাকুর তাঁহাকে লৌকিক বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যায় যুগপৎ বিশারদ করিয়াছিলেন।

শ্রীম-দর্শনের চতুর্দশ ভাগ শ্রীম-চরিত্রের এই মধুময় দিব্যভাব বহন করে। ভক্ত বন্ধুগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরব্রহ্মের সাকার নররূপ শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিয়া দিব্য সুখ শান্তি ও আনন্দে এই সংসারকে মজার কুঠিতে পরিণত করিয়া অবস্থান করুন—গ্রন্থকারের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ওঁ রামকৃষ্ণ।

বিনীত
গ্রন্থকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসীমঠ)
ঋষিকেশ, হিমালয়।
দুর্গাপূজা, ১৩৭৮, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ।

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 7/78
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রথম অধ্যায়

যায় মানুষ, ফিরে দেবতা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল সাতটা। শ্রীম চেয়ারে বসা দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া আছেন বিনয় ও জগবন্ধু। শ্রীম কিছুদিনের জন্য তপস্যায় যাইবেন বাহিরে। পুরীর কথা হইতেছে। আবার কখনও বৈদ্যনাথধামের কথাও হইতেছে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রমহারাজ (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। আবার বারবার পত্র লিখিতেছেন যাইবার জন্য। এখনও নিশ্চয় হয় নাই কোথায় যাইবেন। উভয় স্থানেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। বৈদ্যনাথ শিবক্ষেত্র যোগভূমি। আবার দেবীর হৃদয়পীঠ। একান্ত স্থান। চারিদিক উন্মুক্ত—কোথাও পাহাড়। এখানে ঠাকুরের ভক্ত সাধুগণ রহিয়াছেন।

অন্যদিকে আবার জগন্নাথ ও চৈতন্যদেবের টান। ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন—আমিই জগন্নাথ, আমিই গৌরাঙ্গ। নিজে জগন্নাথ-ধামে যান নাই। বলিতেন, পুরী গেলে শরীর যাবে মহাভাবে। চৈতন্য (গৌরাঙ্গ)-অবতারের চব্বিশ বছরের লুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইবে। কিন্তু শ্রীমকে পাঁচ ছয়বার সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে। আবার এই চক্ষে জীবন্ত চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর পথে—সপার্ষদ। তাহাতে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। তাই আবার বলিয়াছিলেন, তোমার চৈতন্য-ভাগবতপাঠ শুনে তোমায় চিনেছি। এক সত্ত্বা, যেমন পিতা ও পুত্র।

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। চৈতন্য-অবতারেও তাঁহার লীলাসহচর ছিলেন। তাই তিনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। ইদানীং শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ ও চৈতন্যভাবে বিভোর। কখনও বলেন, জগন্নাথের ডাক এসেছে। শেষ অবধি জগন্নাথ-চৈতন্যের ডাকে সাড়া দিলেন বলিয়া মনে হয়। কি কি দ্রব্য সঙ্গে যাইবে তাহার একটা ফর্দ করিতে বিনয়কে বলিয়াছিলেন। বিনয় আজ সেই ফর্দ দিলেন। তিনি উহা নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করিতেছেন। এইবার মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অপ্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে না যায়। আবার প্রয়োজনীয় জিনিসও যতটা না হলে নয় ততটা নেওয়া। (ফর্দ দেখাইয়া) এইগুলি বাদ দিলেও হয়।

তপস্যার ভাবে যেতে হয় এইসব মহাতীর্থে। শরীরটা রক্ষা হয় যতটায়, ততটা নেওয়া। দেহের আরামের জন্য নয়—মনের শান্তির জন্য, ঈশ্বরচিন্তার জন্য যাওয়া। বাবুরা যায় ওসব স্থানে অন্যভাবে। দেহের সেবার জন্য যায়। ভক্তরা যাবে মনের সেবা, আত্মার সেবার জন্য। সেখান থেকে যখন ফিরে আসবে, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে আসবে। শ্রীভগবানের পুত্ররূপে ফিরবে। যাবে পিতার পুত্ররূপে, ফিরবে ঈশ্বরের পুত্র হয়ে—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

সাধু হলে অত কিছুর দরকার নেই। একখানা কম্বল কাঁধে ফেলে চললো। পয়সা নাই রেলে উঠেছে। চেকার ধরেছে। তখন হাতে ইঙ্গিত করে (ডান হাত অর্ধেক উপরে তুলিয়া) এমন করে বলে, নেই কিছু (হাস্য)। আর আমি যাচ্ছি, সঙ্গে কত কিছু যাচ্ছে। (ক্ষণকাল ভাবার পর) কলিকাল! এখন সাধুও বুঝি সঙ্গে কিছু কিছু নেয়।

অন্তেবাসী—সদ্ভাবানন্দজী আমায় লিখেছেন আপনাকে নিয়ে বিদ্যাপীঠে অবশ্য যেতে। সেখানে তাঁরা ঘর সব ঠিক করে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শ্রীম—তা তো হলো। কিন্তু ওখানে যাওয়া বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সব পরের ছেলে নিয়ে ঘর। বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ! ওখানে থাকলে ওসব দেখতে হয়। খালি চোখ বুঁজে থাকলে পাপ স্পর্শ করবে। এ বয়সে এসব আর পারা যায় না। হেমেন্দ্রমহারাজ বলেন, এখানেই থাকুন বরাবর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি না দেখতে পার তবে ওসব কাজ করা কেন? পরের ছেলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করা—বড়ই responsible (দায়িত্বপূর্ণ) কাজ। বরং গৃহীদের পক্ষে সহজ। তারা নিজের ছেলেকে মানুষ করে। এখানে করা হয় অন্যের ছেলেকে।

তাই তো, দু' দু'টো ছেলে মরে গেল। ওরা বলছিল, খেলছিল। ওদিকে কেউ বড় একটা ছিল না। তাই গাছে উঠে ছেলেটি পা পিছলে পড়ে যায়। তাতেই শেষে মৃত্যু। আর একটার কোনও কারণই পাওয়া গেল না। মাত্র অনুমান করা হয়েছে। সত্য ঘটনা কি, তা তিনিই জানেন। কেউ কেউ বলে, সাপে কেটেছে। কিন্তু কেউ দেখে নাই চোখে।

হেমেন্দ্র বললেন, আমিও কেঁদেছি ঐ ছেলেদু'টির জন্য। তা কাঁদবে না। অমন করে মানুষ করা হাতে ধরে। আর ছোট ছেলেরা শীগ্‌গির ভালবেসে ফেলে!

তাই তো আমরা ওখানে (চারতলায় শ্রীমর কক্ষের পাশে) ক্লাস রেখেছি ছোট ছেলেদের। ওরা রাস্তায় দেখলে দৌড়ে আসে। কত কথা জিজ্ঞাসা করে, যেমন আপনার লোককে করে। কেন? না, মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে কথা কই। আর ফষ্টিনষ্টি করি, তাই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—হেমেন্দ্র সেদিন এসে হাজির, সঙ্গে নিয়ে যাবে। গাড়ীর টাইম ঠিক করে এসেছে। বললাম, কি করে যাওয়া হয় এখন—মেয়েটির (নাতনীর) অসুখ। হেমেন্দ্র বললে, ওসব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি চলুন।

সাধু কিনা, তাই ওরূপ বলে। আমি পরে বলি, তা কি করে হয়? যাদের সঙ্গে এতদিন থাকা গেছে, কি করে তাদের বিপদে ফেলে যাওয়া যায়? তারপর চোখের সামনে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে। অমনি বললেই হল। আমার এই কথা শুনে তখন বলে, ঐ ছেলেরা মরলে আমিও খুব কেঁদেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

এখন সকাল আটটা। শ্রীম দ্বিতলে নামিতেছেন, সঙ্গে বিনয় ও জগবন্ধু। দ্বিতলে দুইজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা উপরে উঠিতেছিলেন। একজন আসিয়াছেন শ্রীহট্ট হইতে। আর একজন মায়ের জন্মস্থান ৺জয়রামবাটির লোক। ইঁহার নিকট হইতে শ্রীম দাঁড়াইয়া জয়রামবাটির সমস্ত সংবাদ লইতেছেন। মায়ের পিতৃকুলের সকলের সংবাদ একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার ঐ গ্রামের অপর লোকদেরও সংবাদ লইতেছেন। ঐ গ্রামের একটি ছেলে শ্রীমর কাছে থাকে, নাম গোকুল। সে মর্টন স্কুলের কিছু কাজ করে। শ্রীম তাঁহার সুখ্যাত করিতেছেন। বলিলেন, বেশ চটপট কাজ করতে পারে। আলস্য নেই।

জয়রামবাটির ভক্ত—ঐ ভাব টিকলে হয়।

শ্রীম (বিস্ময়ে)—তুমি এতো কম বয়সে এমন পাকা কথা শিখলে কোথায়? তুমি তো খুব পাকা লোক দেখছি!

বলাইয়ের প্রবেশ। এতক্ষণে শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়াছেন বেঞ্চে, দক্ষিণাস্য সিঁড়ির সামনে। ভক্তরাও বসা বাম পাশে। একটু পরে আসিল গোকুল। তারপর আসিল গদাধর, সঙ্গে তাহার পিতা। শ্রীমর সহাস্য বদন। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (গোকুল ও গদাধরের প্রতি)—ইনি বললেন, শেষ অবধি এই ভাব টিকলে হয়—আমরা একটি ছেলের প্রশংসা করায়। খুব পাকা লোক। কি আশ্চর্য! এতো অল্প বয়সে অত পাকা কথা কি করে শিখলো?

শ্রীম (সকলের প্রতি)—যার অন্যের উপর অবিশ্বাস তার নিজের উপরও অবিশ্বাস আছে। তা হলেই তার নিজের weaknessগুলি (দুর্বলতা) সর্বদা guard (সচেতন) রাখতে পারে।

একটি ভক্ত (স্বগত)—আমার present stage (বর্তমান অবস্থা) অনেকটা এরূপ।

শ্রীম—আর এক রকম আছে—ভাবে, আমি কি হলুম। তারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপদ। যে নিজের defect (দোষ) জানে তার ভয় কম। সে প্রার্থনা করবে তার হাত থেকে মুক্ত হতে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি defect (দোষ) শুধরে দেন।

শ্রীম (জয়রামবাটির ভক্তের প্রতি)—গোকুল যাত্রার দলে ছিল তিনমাস। দেখছি এর এতে ভাল লেগেছে। একদিন যাত্রা করলে রক্ষে নেই, আবার তিনমাস। আবার পঞ্চাশ ষাট জায়গায় গান গেয়েছে। আচ্ছা, কি পড়েছে ও ?

জয়রামবাটির ভক্ত—সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি)—ইংরেজী কাগজ পড়বে। যেও, মাঝে মাঝে গিয়ে বসবে রিডিং রুমে। সময় কম হলে করে নেবে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—খুব কাজ করে হুস করে সরে পড়া।

সত্যবানের প্রবেশ, হাতে একখানা চিঠি। প্রণাম করিয়া শ্রীমকে বলিতেছে, সম্ভাবমহারাজ এটা দিয়ে বলতে বলেছেন, আপনি অবশ্য অবশ্য বিদ্যাপীঠে যাবেন। তাঁরা সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

শ্রীম—তাই তো। ওদিকে টানছেন জগন্নাথ, আর এদিকে বৈদ্যনাথ। দেখ, কার টান বেশী (হাস্য)। বস্তুত সবই এক। কিন্তু ভক্তের রুচিভেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই এক নানা হয়েছেন। যার যা ভাল লাগে সে তাঁর ভজনা করুক। কিন্তু অন্তরে থাকবে ঐ উদার ভাব—এক ঈশ্বরই বহু হয়েছেন।

শ্রীম (স্বগত)—বৈদ্যনাথ বেশ জায়গা। উন্মুক্ত প্রশস্ত মাঠ। আবার পাহাড় আছে। বেশ নির্জন। পুরীতে আছেন জগন্নাথ আর সাগর। বনও আছে। উভয় স্থান নির্জন। বিদ্যাপীঠে সাধুসঙ্গে থাকা যায়। কিন্তু কর্ম রয়েছে।

শ্রীহট্টের ভক্ত—আমার কাশী যাবার ইচ্ছা! কিছুদিন গিয়ে বাস করতে চাই।

শ্রীম—বেশ ভাল। খাবার সুবিধা বৃন্দাবনে বেশী। মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ পাওয়া যায় সামান্য কিছু দিলেই। রান্নাবান্না করতে গেলে ঐতে সময় চলে যায়। বৃন্দাবন কেমন লাগে আপনার?

শ্রীহট্টের ভক্ত—আজ্ঞে ভাল। কিন্তু পয়সাকড়ির অভাব। কাশী কাছে।

শ্রীম—আমি কাশী প্রথম যাই যখন, তখন আমার বয়েস সতের। গঙ্গার এপার থেকেই লোক বলতে লাগলো, ঐ কাশী। এই কথা শুনে আমি আনন্দে একেবারে নাচতে লাগলাম। শুনেছি কিনা সর্বদা, লোক কাশীবাস করে ঈশ্বরলাভের জন্য সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। আমার বারচারেক হয়েছে কাশী! শেষবার যাই বছর বার আগে। মা-ঠাকরুন ছিলেন তখন কাশী। আমাদের স্নেহ করতেন কিনা! তখন সবই অন্য রকম লাগতো।

একটি ভক্ত (স্বগত)—মিহিজামের তপোবনে বাস করার সময় ঠাকুরের কৃপার কথা উল্লেখ করে শ্রীম বলেছিলেন—গুরু লাল চশমা পরিয়ে দিয়েছিলেন তাই সব লাল (অর্থাৎ ঈশ্বরময়) দেখতাম। মা-ঠাকরুন কাশীতে থাকায়, তাঁর দিব্যস্নেহে শ্রীমর কাছে কাশীর রূপই হয়তো বদলে গেছিল। হয়তো দিব্য স্নেহময় আনন্দময় কাশী শ্রীম দর্শন করেছিলেন মায়ের স্নেহকৃপায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, ঠন্‌ঠনের মা-কালীর চাহনিটি কি স্নেহপূর্ণ!

শ্রীহট্টের ভক্ত—ইনি কাপড়পরা।

শ্রীম—না, না। চোখদু'টির কথা বলছি। কি স্নেহমাখা দৃষ্টি—স্নেহ যেন বিগলিত হয়ে পড়ছে। ঠাকুর ওখানে বসতেন। মাকে গান শুনাতেন। তাই মা জাগ্রত জীবন্ত। করুণাময়ী করুণা বিতরণ করছেন সংসারতপ্ত জীবদের অকাতরে।

একটি ভক্ত (স্বগত)—আহা, শ্রীমর মন এখন মায়ের দিব্য স্নেহদৃষ্টিতে নিমগ্ন! শ্রীমর দৃষ্টি তাই অন্তর্মুখ আর বাৎসল্যরসে তা সিঞ্চিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

মর্টনের ছাদ। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসা বেঞ্চে সামনাসামনি শ্রীমর সম্মুখে—ডাক্তার বক্সী বিনয় ও শুকলাল, বড় জিতেন যতীন ও রমণী, বলাই ভৌমিক ও গদাধর, ছোট নলিনী ও জগবন্ধু প্রভৃতি। প্রজ্জলিত হ্যারিকেন লণ্ঠন আসিতেই শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। আধঘণ্টা পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তর দিকের 'তপোবনে' পায়চারী করিতেছেন। 'তপোবনে' বড় বড় টবে ছোটবড় অনেক গাছ—ফল পুষ্প ও তুলসীর।

বেলুড় মঠের সাধুদের প্রবেশ। তাঁহারা অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিজয়ার প্রণাম করা। সাধুগণ ছাদে প্রবেশ করিতেই ভক্তগণ দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীমও সাধুদের দেখিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সাধুরা মধ্য রাস্তায় শ্রীমর সহিত মিলিত হইলেন, জলের ট্যাঙ্ক ও লোহার সিঁড়ির মধ্যস্থলে। শ্রীম যুক্তকরে 'নমস্কার, নমস্কার' বাক্যে সাধুদের আবাহন করিলেন। অন্ধকারে এখনও সাধুদের চিনিতে পারিতেছেন না। তাই সাধুরা নিজের নাম বলিতেছেন।

আসিয়াছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, আত্মবোধানন্দ ও অভয়ানন্দ। আর স্বামী দয়ানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ ও বিমুক্তানন্দ। সাধুরা জানেন, শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না। তাই তাঁহারা পূর্ব হইতে একটি সশ্রদ্ধ আনন্দময় ক্রীড়ার পরিকল্পনা করিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে আজের দিনে সকলে শ্রীমর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন।

একজন প্রথমে অগ্রসর হইলেন পায়ে হাত দিতে। শ্রীম তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। এই ফাঁকে অপরে পায়ে হাত দিলেন। এই কৌশলে সকলে হরিলুটের মত হুড়াহুড়ি করিয়া শ্রীমর পায়ে হাত দিলেন। সাধুদের সশ্রদ্ধ প্রেমলীলারই জয় হইল। শ্রীম আজ স্নেহাস্পদদের নিকট পরাজিত। তিনি প্রসন্ন বদনে সাধুদের লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। শ্রীম বসিলেন নিজ কক্ষে প্রবেশ দরজার সম্মুখে, দক্ষিণাস্য। সাধুরা বসিলেন তাঁহার সম্মুখে উত্তরাস্য। সকলেই বেঞ্চে বসা।

শ্রীম অনেকদিন পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে নিকটে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া আদর করিতেছেন, যেমন মা করেন। ইনি অতি অল্পবয়সে সাধু হন। শ্রীমর মায়ের মত স্নেহোপদেশ তখন তাঁহাকে নানা ভাবে প্রচুর সহায়তা করে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে সর্বদাই একটি দিব্য মধুর স্নেহবন্ধন রহিয়াছে। এবার আনন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি)—তোমরা বাঙ্গালোরেই ছিলে বরাবর? ভাল আছ?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—পরে নেট্রামপল্লী ছিলাম। এটা একটা গ্রাম্য আশ্রম, মাদ্রাজের কাছে। খুব ভক্ত লোক সব। আশ্রমটি যেন সমগ্র গ্রামের ঠাকুরবাড়ী। স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলেই নিত্য আসে যেমন দেবালয়ে গিয়ে থাকে।

তামিল ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হয়। কিন্তু শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তামিল ভাষা শিখেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তা হলে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতে হবে। তাই শিখেন নাই।

শ্রীম—পুরানো ভক্ত রামু রামানুজ আদি কেমন?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—সকলেই ভাল। ওঁরাও ভাল আছেন। রামু শশীমহারাজের হাতে গড়া।

শ্রীম—শশীমহারাজ নিষ্ঠাভক্তির স্তম্ভস্বরূপ। নিজে সেবাকার্য করতেন। বরানগর মঠের সব কাজ নিজে করতেন। আলমবাজার মঠেও তাই। মাদ্রাজে গিয়েও তাই। নিজে করতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। কেউ সহায়তা করতে গেলে ভাল, না গেলেও ভাল। 'অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ'—গীতায় আছে, সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ। সারা দিনরাত সেবায় মগ্ন। জীবন্ত সেবা! ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতে যে ভাব নিয়ে করতেন, মহাসমাধির পরও ঐভাবে সেবা করতেন। কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট! এই করে করে শরীরে ব্যাধি বাসা বাঁধে। উঃ, কত কর্ম! পাঁচটা লোক হিমসিম খেয়ে যেতো ওঁর সঙ্গে কাজ করে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—বাইরের কাজ, মিশনের কাজও দিন দিন বাড়ছে। এত বেড়েছে যে এখন আর ধ্যানজপের অবসর মেলা কঠিন হয়ে পড়েছে। মিশনের কাজ শুরু করলেন স্বামীজী, ঠাকুরের অভিপ্রায় জেনে।

আচ্ছা, মাস্টারমশায়, তা হলে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা reconciled (সামঞ্জস্য) হয় কি রকম করে? ঠাকুর বললেন, তাঁর চিন্তায় ডুবে যাও। স্বামীজী বললেন, কাজ কর।

শ্রীম (সঙ্গে সঙ্গে)—তবে গুরু-উপদিষ্ট কর্ম করবে চিত্তশুদ্ধির জন্য। আর একরকম কর্ম করেন, যেমন অবতারাদি সিদ্ধ অবস্থায়, তাঁর দর্শনের পর। এই কর্ম লোকশিক্ষার জন্য করেন। আর তা না হলে গুরু যা বলেন তাই করা।

গুরুর বাক্যে বিশ্বাস চাই। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে ছাই হবে, ঠাকুর বলতেন। গুরুকে দেখতে হবে, যেন ঈশ্বর এই মুখে কথা কইছেন। এইসব ঠাকুরের মহাবাক্য!

তা না হলে, ঠাকুর বলতেন, গুরু করবে না। এ তো আর ব্যবসা নয়। তিনি বলতেন, দিনে রেতে তাঁকে দেখবে, তবে গুরুপদে বরণ করবে। তা না হলে, এখন যে শ্রদ্ধা একটু পরই তা অশ্রদ্ধা হয়। তাই ফস্ করে গুরু করতে নাই।

৪

শ্রীম কি স্মরণ করিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—এমন আছে, গুরু যদি অন্যায় বলেন, তা-ও করতে হবে। ঠাকুর একটি গল্প করতেন।

এক গুরুর একটি বিধবা শিষ্যা ছিল। গুরুর ছেলের পৈতে হবে। শিষ্যরা কে কি দিবে তার ফর্দ হলো। লোক খাওয়ান হবে কি না। শিষ্যা বললে, আমি দই দেব। উৎসবের দিন দু'শো লোক খাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যা খুব গরীব কিন্তু অতি সরল আর গুরুভক্ত। সে ঐদিন হাতে একটি ভাঁড়ে একটু দই নিয়ে উপস্থিত। প্রণাম করে আনন্দে বললো, এই দই গুরুদেব! গুরু রেগে শিষ্যাকে বললেন, তুই নদীতে গিয়ে ডুবে মর। আমাকে কলঙ্ক দিলি! অত লোক খাবে, আর এইটুকু দই! বলেই লাথি মেরে ভাঁড়টা ভেঙ্গে ফেললো। শিষ্যা গুরুর ক্রোধ অপনোদনের জন্য কাঁদতে লাগলো। আর নদীতে গিয়ে জলে নেবে ডুবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ডোবা হলো না। সারা নদীতে কোমর জল। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো, হায়, আমার গুরুবাক্য রক্ষা হলো না।

ভগবান তখন দর্শন দিয়ে একটি দইয়ের ভাঁড় দিলেন, ঠিক শিষ্যার ভাঁড়ের মত। বললেন, যা এটা নিয়ে যা। যত ঢালবে তত পড়বে। বলেই উলটিয়ে ধরে রাখলেন। আর দইয়ে নদী ভরে গেল। শিষ্যা অতি আনন্দে হাসতে হাসতে গিয়ে গুরুর হাতে ওটা দিলে। গুরু আবার রেগে গেল। সে তখন ভাঁড়টা উলটিয়ে ধরলো। আর দইয়ে সারা অঙ্গন ভরে গেল। গুরু কন্যাপ্রতিম শিষ্যাকে বক্ষে ধারণ করে কেঁদে কেঁদে বললে, মা যিনি তোকে এটা দিয়েছেন তাঁকে একবারটি আমায় দেখাতে হবে। শিষ্যা অতি আনন্দে 'হাঁ' বলে, গুরুকে নিয়ে নদীতীরে চলে গেল। পড়ে রইল ছেলের পৈতে আর লোক খাওয়ান।

শিষ্যা ডাকতেই ভগবান উপস্থিত। সে বললো, ঠাকুর, আমার গুরুদেবকে একটিবার দর্শন দিন। ভগবান বললেন, তা হয় না, মা। তোর শেষ জন্ম। আর এর এই প্রথম জন্ম। খুব কান্নাকাটা করায় তখন একবার গুরুকে দর্শন দিলেন। এই গল্পটির দ্বারা ঠাকুর বুঝাচ্ছেন, গুরু যা বলেন তা করতে হয় অন্যায় হলেও, আর গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। ঈশ্বরবুদ্ধি করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আচ্ছা, এটা কি একবারেই হয়, না ক্রমে ক্রমে হয়?

শ্রীম—ক্রমে ক্রমে। অভ্যাস করতে করতে হয়। 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—একদিন দুপুরের সময় একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, উপায় কি? তৎক্ষণাৎ ready answer (উত্তর প্রস্তুত)—'গুরুবাক্যে বিশ্বাস।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আচ্ছা, মাস্টারমশায়, মনে এমন সব ভাব ওঠে যা ওঠা উচিত নয়। আমরা ঠাকুরকে ধরেছি। এমন ঠাকুর, তবুও কেন আমাদের মনে অমন সব ভাব উঠবে? তিনি কেন আমাদের দেন না অমন শক্তি যাতে এসব না ওঠে মনে?

যেমন শুনেছি, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাদের বলতেন, আমার এক একটা ঐরূপ ভাব উঠ্‌ত। আর ঠাকুর ছুঁয়ে দিতেন। অমনি ঐ ভাব চলে যেতো। তিনমাস আর ঐ ভাব উঠতো না। ঐ কথা স্মরণ থাকতো না; এমন শক্তি আমাদের কেন দেন না ঠাকুর? আমরা তো তাঁর কাছে ঐ চাই।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আপনারা ঠাকুরকে এখন দেখেন কি?

শ্রীম—ও কথা যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে নেই। কারণ, বললেই বিশ্বাস হয় না। ঠাকুর বলতেন, বিশ্বাসেরও আবার ডিগ্রি আছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ওসব কথা বললেও বিশ্বাস করে না। তাই গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আপনাদের জিজ্ঞাসা করব না তো কার কাছে যাব—আপনি মহাপুরুষ! ঠাকুরের ছেলেদের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। আমাদের দ্বারা আর কিছু হবে না। এখন আপনারা যদি কিছু করে দেন।

শ্রীম—ব্যাকুলতা হলে আর বাকী কি রইল—the last step in the ladder. তারপরই ছাদ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—তাও তো নেই, ব্যাকুলতা নেই। মন যেন কি রকম একটা tangible some thing (জীবন্ত আশ্রয়) ঠাকুরের কাছ থেকে চাইছে। তা নইলে আমরা আর পারছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম—কাঁচা অবস্থায় বোঝা যায় না। ঘুমন্ত লোক—গাড়ী চলে গেছে কাশী—ঘুম ভাঙ্গলে বলছে, আমি হাওড়া স্টেশনেই রয়েছি। তুমি বুঝতে পারছ না কোথায় আছ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—যাই বলুন মাস্টারমশায়, tangible কিছু না পেলে আর চলছে না। বিশ্বাস দাঁড়াবার আধারটি চাই। হাতে নাতে না পেলে কিছু হচ্ছে না।

শ্রীম—স্বামীজীকে বলেছিলেন, চাবি আমার কাছে রইল। কাজ কর। তারপর খুলে দেব। একটু খাদ না থাকলে কাজ হয় না, তাই।

মানুষ খালি complain (অনুযোগ) করে। কিন্তু দেখছে না কত করুণা, কত পেয়েছে। প্রথম, মনুষ্যত্ব আর মুমুক্ষুত্ব। তারপর মহাপুরুষ-সংশ্রয়। আবার ভারতে জন্ম। তার ওপর এই সময়ে জন্ম—গরম গরম—একেবারে অবতার। এই সেদিন চলে গেলেন। তাঁর সময়ের প্রায় সকলই রয়েছেন।

সুবিধাগুলো দেখবে না। খালি অসন্তোষে তো হবে না, সন্তোষ চাই। তাঁর সময়কার সাধুরা রয়েছেন। কত সুবিধা!

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আচ্ছা, এখনও কি ঠাকুরকে দেখেন?

শ্রীম—শুনতে পেতাম, কেউ কেউ কখনও দেখতে পেয়েছেন। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন।

স্বামী আত্মবোধানন্দ—আপনার ঐ গল্পটি খুব ভাল—বাইবেলের মার্থা ও মেরি—এই দুই ভগ্নীর।

শ্রীম—হাঁ। বলরামবাবুর বাড়ীতে বলেছিলাম।

শ্রীম (স্বগত)—Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. (St. Luke 10-41).

But one thing is needful : and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. (St. Luke 10-42).

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—মার্থা, মেরি দু'বোন। তাদের বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রাইস্ট গেছেন। মার্থা তখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মেরি, ক্রাইস্টের কাছে বসে আছে আর একদৃষ্টিতে দেখছে। গৃহকর্মে মার্থা সহায়তা চাইছে। মেরির কানে ঢুকছে না ঐ কথা। মার্থা ক্রাইস্টের নিকট অভিযোগ করলো। ক্রাইস্ট তখন বললেন এই কথা—মার্থা, তুমি নানা কাজে নানানথানায় জড়িত হয়ে গেছো। কিন্তু মানুষের জীবনে একটি জিনিসের দরকার। সেটি মেরি লাভ করেছে। এটি কেউ কখনও অপহরণ করতে পারবে না।

সেই 'one thing' হচ্ছে ঈশ্বরে প্রেম। ওদের (ক্রিশ্চিয়ানদের) কর্মযোগ আছে কিনা। ক্রাইস্ট বললেন, তা থেকে 'প্রেম' ভাল।

এবার সাধুগণ মিষ্টিমুখ করিবেন। রসগোল্লা, সন্দেশ ও সিঙ্গাড়া আসিয়াছে। ভক্তগণ হাত ধুইতেছেন। আর শ্রীম নিজ হাতে মিষ্টান্ন দিতেছেন, এই স্থূলশরীরের আহার। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কথাও বলিতেছেন—কারণশরীরের আহার।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—বরানগর মঠে নেচে নেচে হতো এই গানটি—(শ্রীম গাহিতেছেন)—

চল গুরু দু'জন যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে।
এ দেহ ছিল শ্মশানের সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুলবাগান,
তার সৌরভেতে আকুল করে মুনিঋষির মন হরে॥

গুরু বই উপায় নেই। যখনই গোলমালে পড়া যায়, তখনই শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—আমাদের অপরাধ হচ্ছে—এঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন এখানে।

স্বামী দয়ানন্দ—চলুন, আমরা ঘরে গিয়ে বসি। (শ্রীমর প্রতি) আপনি বসুন।

শ্রীম—তা কি হয়? আপনারা না বসলে কি আমরা বসতে পারি? আপনাদের দর্শন করে এঁদের আহ্লাদ হয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে দর্শন করছেন। সব young এঁরা। কষ্ট কোথায়—এ যে লাভ সবটাই!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে, সাধু দর্শন করলে কর্ম কমে যায়। কমে যায় কেন, নিশ্চয় কমে যায়। সাধুরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরে এসে। এতেও কষ্ট! কত কৃপা তাঁর—ঘরে সাধু এসে দর্শন দেন!

এমন দেশ! রাস্তা দিয়ে সাধু যায় আর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে লোকে দেখে। এ জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না।

সাধু ভগবানের রূপ। সাধুসেবা সাধুসঙ্গ করলে ভগবানের সেবা করা হয়। সাধুদর্শন করলে ভগবানের সেবা করা হয়। সাধুর ভিতর তাঁর প্রকাশ বেশী কিনা। তাই এঁরা সব দাঁড়িয়ে থেকে দর্শন করছেন।

সাধুরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রাত্রি নয়টা। ভক্তরাও অনেকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, সর্দি হইয়াছে। অন্তেবাসী, বিনয় প্রভৃতি পাশে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—আচ্ছা, জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) বয়স কত হবে ?

অন্তেবাসী—প্রায় চল্লিশ হবে।

শ্রীম (বিস্ময়ে)—বল কি। তাহলে তো বড় অন্যায় হলো। অমন করে বলা হ'ল। আমি মনে করে বসে আছি সেই বিশ বাইশ বছরের ছেলেটি। কত তপস্যা করেছে বাঙ্গালোর মায়াবতী—কতস্থানে। আমাদের apology (ক্ষমা) চাওয়া উচিত। কাল সকালে আপনি যান অদ্বৈতাশ্রমে। হাত জোড় করে বলবেন, তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন apology (ক্ষমা) চাইতে। বলবেন, তিনি কিন্তু মনে করেছিলেন সেই কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেটি, সেই জিতেন। প্রথম প্রথম এখানে আসাযাওয়া করতো কিনা। সেই কথাই মনে আছে।

কলিকাতা, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতি ভবন,
৭, শংকর ঘোষের লেন।
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল,
দেবীপক্ষ, শুক্লাদ্বাদশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহরণ*

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের সভাগৃহ। অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টা। জ্যৈষ্ঠ মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পাশে ভক্তগণ বসা—ডাক্তার বক্সী বিনয় ও সুখেন্দু, অমৃত যোগেন ও উকীল ললিত ব্যানার্জী, শান্তি ও রাখাল, শুকলাল ও মনোরঞ্জন, এটর্নি বীরেন বোস ও জগবন্ধু প্রভৃতি।

শ্রীম সাতদিন হয় মিহিজাম হইতে ফিরিয়াছেন। কয়েকমাস সেখানে থাকার ফলে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কলিকাতার জলবায়ুতে এই কয়দিনের মধ্যেই শরীর খারাপ হইয়াছে। খুব সর্দি হইয়াছে। তাহার উপর গ্রীষ্মের দারুণ গরম। কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে।

আজ ১৭ই মে, ১৯২৩ খ্রীঃ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার।

৺জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মায়ের প্রধান সেবক স্বামী সারদানন্দজীর চেষ্টায়। দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্বামী দেবাত্মানন্দ, ঐ মন্দিরের প্ল্যান ও উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমকে পাঠাইয়াছেন। মন্দিরের প্ল্যান দেখিবার জন্য ভক্তদের খুব আগ্রহ। কিন্তু প্রশান্তগম্ভীর শ্রীমর আগ্রহ আজ অতি অত্যন্ত। মাতৃদর্শনার্থী বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া শ্রীম মন্দিরের প্ল্যানটি ভক্তদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া অতি আনন্দে ও ঔৎসুক্যে উহা দেখিতে লাগিলেন। শ্রীমর দেখা আর

---

*আহরণ = অনিবার্য কারণে 'আহরণে' সময়ের পারম্পর্য (Chronology) ব্যাহত। 'আহরণ' এই গ্রন্থে আগন্তুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ হয় না। মনে হয়, তিনি যেন মাকে জীবন্ত দর্শন করিতেছেন ঐ মন্দিরে। মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত।

উৎসবের বিবরণ কয়েকবার পাঠ হইল। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক ব্রহ্মচারী পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ মায়ের ভাবে ভরপুর। যে সন্ন্যাস চাহিয়াছে তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছেন অকাতরে। কৃপার যেন বন্যা!

শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, ধন্য যাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন! কি দিন! জগদম্বার নবরূপে আগমন জগতের কল্যাণের জন্য। এই প্রতিষ্ঠার মানে এই—সংসারতপ্ত ভক্তগণের একটি জুড়াবার স্থান হল—সেখানে মায়ের নিত্য আবির্ভাব থাকবে। যে যাবে সেই মায়ের দিব্য স্নেহপীযূষ পানে ধন্য হবে বহুকাল। এটি জগদম্বার নূতন পীঠ। মা-ই তাঁর অবিদ্যামায়ায় জীবগণকে জগতে বদ্ধ করেন। আবার তিনিই মুক্তির সন্ধান বলে দেন বিদ্যামায়ারূপে। জগদম্বার নূতন পীঠ জয়রামবাটি।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর আর একটি পত্রের পাঠ শুনিলেন। এইটিও একজন সাধু লিখিয়াছেন আলমোড়া হইতে। লিখিয়াছেন, আশীর্বাদ করিবেন যেন এই জীবনেই ঈশ্বরদর্শন হয়। এত আয়োজন এখন। আপনারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ রহিয়াছেন। এবার যেন জন্মটা সফল হয় ঠাকুরের কৃপায় আর আপনাদের আশীর্বাদে।

শ্রীম বলিলেন, দেখ কি ব্যাকুলতা! যেন এই জীবনেই ঈশ্বর-দর্শন হয়। ঠাকুর এসে এই ব্যাকুলতার ঝরনা খুলে দিয়েছেন। নইলে এসব দেখা যায় না। সাধু, তীর্থ, তপস্যা সবই চিরকাল আছে। কিন্তু ব্যাকুলতা নাই। এটি হয় অবতার এলে। ঠাকুর এইমাত্র এসেছেন অবতার হয়ে। তাই এসব কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অবতার না এলে তখন ঐ গীতার কথা—'অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'। তখন হবে হচ্ছে করে। এই জন্মেই চাই, এই ক্ষণে চাই—এ হয়েছে ঠাকুর এসেছেন বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার গান হইতেছে। ব্রহ্মচারী রমেশ গাহিতেছেন রামকৃষ্ণ বন্দনা—'গাও রে জয় জয় রামকৃষ্ণনাম'।

সকলে গাহিলেন—

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।
বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি তাঁর দু কাঁধে সদা ঝুলে॥

শ্রীম এই দ্বিতলের গৃহে বসিয়াই ভক্তদের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, ও কারো কারো হয়। হবে না কেন ? কিন্তু আমার ও পথে যাবার যো নেই। মা আমায় এমন অবস্থায় রেখেছেন। আমি কেবল শুদ্ধাভক্তি চাই, আর কিছু না। সিদ্ধাই—রোগ সারান, দেয়াল থেকে পেঁড়া বের করা, হেঁটে গঙ্গা পার হওয়া—এসব তিনি চাইতেন না। বলতেন, রোগ সারানোর জন্য ঈশ্বর ডাক্তার কবরেজ করেছেন। জীবনধারণের জন্য তিনি অগ্নি ও জল, সূর্য ও বর্ষা, চন্দ্র ও শস্য, বায়ু আদি কত কি করে রেখেছেন পূর্ব থেকে। আবার মাতৃপেটে স্থান, মাতৃস্তনে দুগ্ধ, মাতাপিতার স্নেহ! ওষধি বনস্পতি, commerce, agriculture (কৃষি বাণিজ্য) সারা বিশ্বটাই জীবের রক্ষার জন্য করে রেখেছেন।

এগুলির জন্য আবার কেন তাঁকে বলা ? লাউ কুমড়া কেন তাঁর কাছে চাওয়া ? আর সংসারে থাকতে গেলে ওগুলি—রোগ শোক, দুঃখ, বিবাদবিসম্বাদ থাকবেই। তাই চাইতে হয় তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি। ক্রাইস্ট তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, 'these things'—অর্থাৎ সাংসারিক জিনিস তাঁর কাছে চায় যারা হীন থাকের লোক। ঠাকুরও ঐ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'ই-গুলো'র জন্য ভেবো না —অর্থাৎ সাংসারিক জিনিসের জন্য। তাঁর কাছে চাও কেবল ভক্তি।

জগবন্ধু—ঠাকুর কাকে বলতেন, এসব কথা ?

শ্রীম—এই যারা সর্বদা যেতো, সর্বদা কাছে থাকতো তাদের জন্য বলেছিলেন—অন্তরঙ্গদের জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মানুষশরীর ধারণ করে ঈশ্বর, ঠাকুর আমাদের কাছে এসেছেন। ঠিক আমাদের মত হয়ে, রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সব নিয়ে। তবে তো মানুষ তাঁকে ধরতে পারবে, তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পারবে। মানুষশরীরে ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ। তাই মানুষশরীর ধারণ। তাঁকে ভালবাসলেই সব হয়ে গেল। স্বরূপে তাঁকে ধরা অতি কঠিন। এই শিক্ষাটি আমরা লাভ করলাম মিহিজামের মাঠে। রাখালরা ছাগলদের তাদের ডাকে ডাকতো—'বুর্‌রুর্ বুর্‌রুর' করে। ঐটে দেখে বুঝলুম ঈশ্বর কেন মানুষ হয়ে আসেন—মানুষের ভাষা, মানুষের আচরণ নিয়ে। নইলে যে বুঝতে পারবে না।

ঠাকুরের রোগ শোক দারিদ্র্য সব ছিল। আবার দিবানিশি ঈশ্বরে মন নিমগ্ন। মানুষ তবে বুঝতে পারবে—তাঁরই যখন এসব হয়েছে, আমাদের হবে এতে আশ্চর্য কি! তা হলেই ঐসব দুঃখাদির সময় ভরসা পাবে, ঈশ্বরকে ডাকবে।

ক্রাইস্ট ভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা আনন্দ কর। কারণ আমি সংসার জয় করেছি। তোমরাও তাই করতে পারবে, কারণ আমি তোমাদের ভার নিয়েছি। 'In the world ye shall have tribulation : but be of good cheer ; I have overcome the world.' (St. John 16–33).

ঠাকুরও বলছেন, 'আমায় ধর, আমি সব করে দিব।' অবতার-শরীর নিয়ে এসে এসব অভয় দিয়ে গেছেন ভক্তদের।

শ্রীকৃষ্ণও তাই বলেছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ'—আমি তোমাদের মুক্তি দিব। মানুষশরীর ধারণের secret (রহস্য) এই—মানুষকে, ভক্তকে অভয় দেওয়া।

২

আজ ২২শে জুন ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বিকালে শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে বসা ভক্তগণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট নলিনী, সুধীর, জগবন্ধু প্রভৃতি। বেলুড় মঠ হইতে ঈশানস্কলার ব্রহ্মচারী ধীরেন ও বুড়ো হরিদা (স্বামী গৌরবানন্দ) আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আর দুইজন ভক্তও আসিয়াছেন। সাধুরা ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম ইহাতে ব্যস্ত হইয়াছেন। 'না, না। ওরূপ করতে নেই', বলিয়া তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। শ্রীমর আদেশে ভক্তগণ সাধুদের প্রণাম করিতেছেন। সাধুদের নিকট মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা মিষ্টিমুখ করিয়া মঠে রওনা হইলেন। শ্রীমর ইঙ্গিতে অন্তেবাসী সাধুদের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেলেন।

হৃদয় মুখার্জির জ্ঞাতি নলিনীবাবু আসিয়াছেন। একটু পর আসিলেন যশোহরের একজন গ্র্যাজুয়েট। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন সকলকে লইয়া গিয়া দ্বিতলের সভাগৃহে বসিতে। তিনি উপরে আসিলেন। সন্ধ্যার আলো আসিতেই 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন ভক্তসঙ্গে। শ্রীমর কথায় একজন ভক্ত চারতলার ঘর হইতে দেবী পুরাণ আনিয়াছেন। আর তিনতলা হইতে শ্রীমর পৌত্রের এস্‌রাজখানা আনিলেন। আটটার সময় একটি ভক্তকে বলিলেন, উঠুন পড়ুন গিয়ে—পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। ভক্ত চলিয়া গেলেন।

পরের দিন গঙ্গা দশহরা। অনেক ভক্ত আজ বারে বারে আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম দ্বিতলের বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন মাদুরে পূর্বাস্য। নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়াছেন—শুকলাল, ছোট জিতেন, সুধীর, সুখেন্দু, রমণী, সঙ্গী যুবক, উকীল ললিত ব্যানার্জী, ভাটপাড়ার বড় ললিত। আজ তিনজন নূতন ভক্ত আসিয়াছেন। বিনয় গিয়াছেন স্টুডেন্টস্ হোমে আর ডাক্তার বক্সী কালীঘাটে।

শ্রীমর কথায় বড় ললিত প্রথমে বাল্মীকিকৃত সমগ্র গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন, পরে সমগ্র রামস্তোত্র, জটায়ুকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাস্তোত্র ঃ—মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি।
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথিং প্রার্থয়ে।

রামস্তোত্র ঃ—

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং, সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং, সততম্ প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রং॥

শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছেন—স্থির নিশ্চল। পাঠ সমাপ্ত হইলে ভক্তমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যোগবাশিষ্ঠে আছে শরভঙ্গ ঋষি একটি কুটীরে বসে 'রাম রাম' জপ করছেন। শবরী আর এক কুটীরে বসে 'রাম রাম' করছেন। তিনি ব্যাধকন্যা। অনেক দিন সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করেছেন। তাই ঋষিদের মত তিনিও 'রাম রাম' জপ করছেন।

বনবাসের সময় রাম লক্ষ্মণ যখন তাঁদের কাছে এলেন তখন উভয়ে বললেন, রাম তুমি দাঁড়াও। তোমার সম্মুখেই এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করি। এই সব কাহিনী ভারতের সনাতন ইতিহাস। শরীরধারণ ভগবানদর্শনের জন্য। তা হয়ে গেলে কেন আর শরীরের ভার বহন করা? উভয়ে অগ্নি প্রবেশ করলেন।

জ্ঞানলাভের পর শরীর ত্যাগ করা যায়। এতে আত্মহত্যা হয় না। এঁড়েদহের একটি যুবক আর বরানগরের গোপাল ঠাকুরকে দর্শন করে শরীর ত্যাগ করেন। কেহ কেহ আত্মহত্যার দোষ আরোপ করলে ঠাকুর উহার খণ্ডন করলেন। বললেন, না এটা আত্মহত্যা নয়। জ্ঞানলাভের পর এতে দোষ নাই। মানে ঠাকুরই তো ভগবান, তাঁকে দর্শন প্রণাম ও তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে শরীর ত্যাগ করেছেন। তাই দোষের নয়। জাবাল-উপনিষদেও আছে, জ্ঞানলাভের পর শরীর ত্যাগ করলে আত্মহত্যা হয় না—'বীরাধ্বনে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আপনারা গান করুন। আমি উপর থেকে খেয়ে আসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ সকলে সমস্বরে গাহিলেন প্রথমে ঠাকুরের আরতি—'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়', ইত্যাদি। তারপর স্তব—'ওঁ হ্রীং ঋতম্'। তারপর রমণীর নেতৃত্বে সকলে গাহিলেন—

গান। নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার॥

গান। যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

মর্টন স্কুলের পুরাতন শিক্ষক মহেন্দ্রবাবু এখন সাধু। তাঁহার নাম দ্বারকাদাস বাবাজী। তিনি আজ হরিদ্বার হইতে আসিয়াছেন। তিনিও ভজনে যোগদান করিলেন। তিনি শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীম আসিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

এখন রাত্রি নয়টা।

আজ শনিবার। ২১শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। অপরাহ্নে শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন। একজন সাহেবও আসিলেন। শ্রীমর শরীর অসুস্থ থাকায় বিশেষ কিছু কথা হয় নাই। শ্রীম সাহেবকে বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীরে এসেছেন অর্থাৎ তিনি অবতার। আর বলেছিলেন ক্রাইস্টের মত—'আমায় ধর। আমি সব করে দিব।'

সন্ধ্যার পর আজও ভক্তরা গান গাহিলেন। আটটায় সভাভঙ্গ হইল। ভক্তরা কেহ কেহ ডাক্তারের বাড়ীতে কাশীপুর গেলেন।

পরদিন রবিবার। সকালে ছোট অমূল্য বিনয় ও জগবন্ধু মঠ দর্শন করিলেন। অপরাহ্নে তাঁহারা ৺কাশীপুর শ্মশান দর্শন করিলেন। এখানে ঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিসাৎ হয়। সেই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র বেদী নির্মিত হইয়াছে। তারপর ভক্তগণ কাশীপুর উদ্যান দর্শন করেন। অসুস্থ হইয়া এখানে ঠাকুর দশমাস ছিলেন। এখানেই ঠাকুর মহাসমাধি লাভ করেন। এখন এখানে একজন আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ভক্ত বাস করেন। তিনি দয়া করিয়া ঠাকুরের ঘর ও বাগান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিতে অনুমতি দেন। সন্ধ্যার পর ভক্তরা ডাক্তার বক্সীর গাড়ীতে কাশীপুর হইতে মর্টন স্কুলে আসিলেন।

শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে মঠ, কাশীপুর শ্মশান ও কাশীপুর উদ্যানের সংবাদ লইলেন। বলিলেন, এই উদ্যানে ঠাকুরের ভাব জীবন্ত। মঠের হাতে এলে ভাল হয় এই স্থানটি। এখানে তিনি নিজেকে স্পষ্ট করে প্রচার করেছেন। বলেছেন, অন্তরেও সচ্চিদানন্দ বাইরেও সচ্চিদানন্দ দেখছি। আর দেখছি, ঐ সচ্চিদানন্দ একটা চামড়া দিয়ে ঢাকা। একপাশে একটা ঘা। বলেছিলেন, এখন দ্বৈতভাব দূর হয়ে গেছে। মা আর ছেলে নাই, সবই মা, সচ্চিদানন্দ। বলেছিলেন, জড় নাই সব চৈতন্য। হাড় মাস সব চৈতন্য। সব ভেদ দূর হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ সবই ব্রহ্ম।

মাখন হোড়ের প্রবেশ, সঙ্গে কুলগুরু। ইনি তর্কপঞ্চানন উপাধিধারী আর ব্রাহ্মণ সমাজের সম্পাদক। ইনি ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়িয়াছেন। শ্রীম আজ বেশী কথা কহিতে সমর্থ নহেন সর্দ্দির জন্য। তাই গান গাহিতে বলিলেন। মাখন ও অন্য একজন ভক্ত এক একটি করিয়া শিবের গান করিলেন। ডাক্তার কার্তিক বক্সী গাহিলেন, 'বাজিছে শ্যামের মোহন বেণু'।

গান সমাপ্ত হইল। শ্রীম এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন স্বামীজী দু'টি গান গাইলেন দক্ষিণেশ্বরে। একটি—'চিন্ময় মম মানসহরি চিন্ময় নিরঞ্জন'। অপরটি—'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে'। তারপর স্বামীজী উঠে চলে গেলেন। এদিকে ঠাকুরের ভাব সমাধি হয়েছে। নীচে নেমে এসে ঠাকুর বলছেন, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। 'আগুন জ্বালিয়ে' মানে ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপন। আহা, কি কণ্ঠ স্বামীজীর! যেন গন্ধর্ব কণ্ঠ। মন স্থির হয়ে যায়। আর ঠাকুরেরও সমাধি হয়ে যেতো।

পরের দিনও মাখন হোড় আসিয়াছেন। দ্বিতলের ঘরে ভক্তসভা। শ্রীম মাদুরে বসা। মাখন তাঁহার কুলগুরু তর্কপঞ্চানন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের কথা পাড়িলেন। গতকাল তাঁহাকে মাখন শ্রীমর নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন, উনি মঠে গিছলেন। ঠাকুরকে মানেন। কথামৃত ও স্বামীজীর বই পড়ে ব্রাহ্মণ সমাজের সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

মাখন আবার বলিলেন, আমি কালীমহারাজের (স্বামী অভেদানন্দের) কাছে গিছলাম। তাঁর কাজ করার ইচ্ছা কলকাতায়। বললেন, এখানে আশ্রম করতে হবে। আর বললেন, কর্মী পেলে টাকা বের করবেন।

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। উঠা যাক্, বলিয়া শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তগণও উঠিলেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, অতগুলি প্রতিষ্ঠান হওয়া ভাল না পৃথক পৃথক্—বেদান্ত সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি আদি। একটার ব্রাঞ্চ হলে বেশ ভাল হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় বলিলেন, কতরকম প্রকৃতি করেছেন ঈশ্বর। সকলেরই আহার তিনি জুটান। ঠাকুরই তো ঈশ্বর। তাই তিনি সকলের নিকট যেতেন। কারুকে বাদ দিতেন না।

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সময় হলেই সব হয়। অসময়ে করতে গেলেই যত বিপদ। কচি অবস্থায় আমের খোসা ফেলে দিলে কি হয়? ভিতরে শাঁস হবে, বিচি হবে, বড় হবে, পাকবে। তখন খোসা ফেল, দোষ নাই। মানে, unprepared (অপ্রস্তুত) অবস্থায় কোনও কিছু করলে সেটা স্বভাববিরুদ্ধ হয়। প্রত্যেক জিনিসই—natural wayতে (স্বাভাবিক পথে) যাওয়া ভাল। হঠাৎ সন্ন্যাসাদি নেওয়া ভাল নয়। ভিতরে পাকলে তখন ছাড়লে দোষ নাই।

ঠাকুর বলতেন, সন্ন্যাস অনেক রকম আছে। এক রকম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের জ্বালায় জ্বলে বের হয়ে আসা। আর একরকম সন্ন্যাস শোকে-টোকে হয়। আর একরকম, বাল্যকাল থেকেই সন্ন্যাস। আসল সন্ন্যাস হলে, একেবারে নির্জনে গিয়ে থাকে।

আজ শ্রীনাগপঞ্চমী তিথি। ইহা শ্রীমর জন্মতিথি। মঠের জ্ঞানমহারাজ অনেকদিন হইতে ভক্তদের বলিতেছেন, শ্রীমর শরীর থাকতেই জন্মোৎসব আরম্ভ করা উচিত। ভক্তরা তাই শ্রীমকে না জানাইয়া এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। উৎসবস্থলী—কাশীপুর, ডাক্তার বক্সীর গৃহ। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগরাগাদির প্রচুর আয়োজন। মঠের সাধুরাও কেহ কেহ সাহায্য করিয়াছেন। জ্ঞানমহারাজ কয়েক জন সাধু ও ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন।

সকাল হইতে ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য ও মনোরঞ্জন কাজ করিতেছেন। ত্নপুরে আসিলেন ছোট নলিনী। চারিটার পর আসিলেন অন্তেবাসী, স্কুলের ছুটির পর। শ্রীম ততক্ষণ সব জানিয়াছেন। তাই রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত ভক্তদের বসাইয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট অমূল্য, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন। শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিরিঞ্চি, নায়েব, সুধীর, অমৃত, গদাধর প্রভৃতি বসিয়া প্রচুর প্রসাদ পাইলেন। শ্রীমও পাইলেন, কিন্তু অল্প। আনন্দে সকলে জয়গান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আজকাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসব চলিতেছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, আজ ওখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবমিলন'-এর আলোচনা হবে। আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ আছে। আপনি যান। ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। (কথামৃত দেখাইয়া) প্রথমে নৌকাবিহার। এ ত্ন'টো অধ্যায় (২য় খণ্ড—তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ) পাঠ করবেন। এখানে ঠাকুর বলছেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। আর, ব্রহ্ম ও কালী অভেদ। আর দ্বিতীয় ভাগের এখানটা, (দশম খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ, কমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ) পাঠ করবেন। তারপর ঐ বিষয়ে আলোচনা করবেন—শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, ব্রহ্মই মা।

অন্তেবাসীর সঙ্কোচ হইতেছে। তিনি নব যুবক আর আচার্যগণ প্রবীণ ও বহুদর্শী ভক্ত। তাহার উপর আবার গত সপ্তাহ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। আজই উঠিয়াছেন।

শ্রীম বলিলেন, ঠাকুরই ভক্তের হৃদয়ে থেকে কথা ক'ন। সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। যান, তিনি শক্তি দিবেন। ওঁরা সাধুলোক। ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেছেন। তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন। প্রমথবাবু কুমার ব্রহ্মচারী। ঠাকুরের কথা বলতে সঙ্কোচ করতে নেই। আমরা যে তাঁর কথা বলি, তা তিনিই কণ্ঠে বসে কথা কন। আমাদের কথা নয় এসব। সব তাঁর কথা। যান, তিনি আপনার মুখ দিয়ে কথা কইবেন।

অন্তেবাসী রওনা হইলেন নববিধানে। শ্রীম সঙ্গে পাঠাইলেন শচী ও ছোট নলিনীকে। একে একে সকল ভক্তগণ আসিলেন। সকলের শেষে আসিলেন শ্রীম। কেশববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য নন্দবাবু আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রমথবাবু প্রভৃতিও শেষে যোগদান করিলেন। শ্রীমর কথামত অন্তেবাসী প্রথমে কথামৃতের চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলেন। তারপর শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, ব্রহ্মই মা—এ বিষয়ে তিনি আধ ঘণ্টার বেশী বলিলেন। এখন তাঁহার সঙ্কোচ নাই। আছে আনন্দ। তিনি বুঝিলেন, সত্যই কে যেন ভিতর হইতে বলিতেছেন।

১৮ই ও ১৯শে আগস্ট শ্রীম বাতে প্রায় শয্যাগত। বাম হাতে ও পিঠে বেদনা। তাই উভয় দিনই শ্রীমর আদেশে দেবীভাগবত পাঠ হইল—শুকদেবের বৈরাগ্য। দ্বিতীয় দিনে অধিক পাঠ হইল কথামৃত—প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীযুক্ত কেশব সেনাদি ভক্তদের সঙ্গে নৌকাবিহার।

শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তগণও বসা। এখন রাত্রি আটটা। মোহন বেদান্ত সোসাইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজের বক্তৃতার সারাংশ শ্রীম বলিতে বলিলেন। স্বামী অভেদানন্দ আজ self control (আত্ম-সংযম) সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। মোহন সংক্ষেপে বলিতেছেন।

মোহন—একটিই বস্তু একজনকে সুখ দেয় অপরজনকে দেয় দুঃখ। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সুখদুঃখবোধ বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম নয়। এরা মন ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। এই জ্ঞানই সাধককে মন ও ইন্দ্রিয়সংযমে শক্তি প্রদান করে। সাধুরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে। কেন? না, এতে তাদের সুখবোধ হয়। তাদের আদর্শ ঈশ্বরদর্শন। এর জন্যই তারা অনায়াস বা অল্পায়াসলব্ধ দ্রব্যে খুশি। মনটি সর্বদা ভগবানে সংলগ্ন করতে চেষ্টা করে। তারা চায় ব্রহ্মানন্দ, বিষয়ানন্দ নয়। ব্রহ্মানন্দের সন্ধান তাদের অধিক সুখ প্রদান করেন। তাই তারা বাহ্য বিষয় সুখকে গ্রাহ্য করে না। সামান্যভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট থেকে মনের সবটা প্রায় ঈশ্বরের দিকে দেয়।

তোমাদের আদর্শ অতি উচ্চ রাখবে। সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের ঈশ্বরদর্শন করতে হবে, ঋষি হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জীবনের অপর সকল সুখ বিসর্জন দিতে হবে। জগতের সকল সুখ ব্রহ্মানন্দের এক কণিকা। ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে অতি বড় দুঃখেও মন থাকে অবিচলিত। এই অবস্থাটি লাভ করতে হলে, মনকে বিষয় থেকে উঠিয়ে এনে ব্রহ্মে, ঈশ্বরে স্থাপন করতে হবে। সারা জীবনভর এই অভ্যাস করতে হবে যতদিন না আদর্শ লাভ হয়। নিজেদের মনে করবে ঈশ্বরাংশ। তাই অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, সাহস, সত্য ও মুক্তি তোমাদের ভিতর রয়েছে। এই কথা সদা ভাববে। তা হলেই ক্ষুদ্রতা সব ঘুচে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করবে—ভগবান, সহায় হও। আদর্শ কখনও নীচে নামবে না—সর্বদা উচ্চে রাখবে। ঈশ্বরদর্শন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য—মনকে এ কথা সর্বদা শোনাবে।

দেখ না, যার আদর্শ বিষয়ভোগ সে সর্বদা অশান্ত। একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় আজ আনন্দ দিচ্ছে, কাল ওটাতে সুখ নাই। আর একটা বিষয়ের জন্য ছুটবে। এই করে মন চঞ্চল হয়। তা ছাড়া বিষয়-ভোগের জন্য অর্থের দরকার হয়। সেই অর্থসংগ্রহে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাতে অশান্তি দুঃখ বাড়ে। মনঃসংযম হবে না। আবার যাদের অর্থ আছে তাদের উপর ঈর্ষা বেড়ে যায়, যাদের নাই। এই করে মন গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যায়।

যারা ঋষি হবে তাদের অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে—শাক ভাতে তুষ্ট। অভাব যত বাড়বে মনের বাজে খরচ তত অধিক হবে। তাই অল্পে তুষ্ট থেকে কাজে লেগে যাও, তোমরাই দু'দিন পরে ঋষি হবে।

শ্রীম—আচ্ছা, শনিবারের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবেন, আমাদের কি খাওয়া উচিত। পঁচিশ বছর আমেরিকায় ছিলেন। এমন লোক আর পাবেন না। কতবড় পণ্ডিত। আবার ঠাকুরের অন্তরঙ্গ। তাই সকলের যাওয়া উচিত ওখানে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২২শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
৫ই ভাদ্র, ১৩৩০ সাল, বুধবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

বেদান্তবক্তা 'কালা তপস্বী'

১

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। ব্রাহ্ম সমাজের ভাদ্রোৎসবের শেষ দিন। সকালের সম্মিলন নয়টা হইতে এগারটা। শ্রীমর আদেশে ভক্তগণ কেহ কেহ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীম নিজে যোগদান করেন। সঙ্গে ছিলেন ভক্তগণ—শুকলাল, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, মণি ও মণির পুত্র, দুর্গাপদ, সুধীর জগবন্ধু প্রভৃতি। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে মোহন বেদান্ত সোসাইটিতে গিয়াছিলেন। উহা সেন্ট্রাল এভিনিউতে স্থাপিত, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দ্বারা।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন, কাছে ভক্তগণ। মোহন এইমাত্র ফিরিয়াছেন বেদান্ত সোসাইটি হইতে। শ্রীম মোহনকে বেদান্ত ক্লাসের নোট পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। গতকাল শ্রীম অসুস্থ থাকায় কথোপকথন-ক্লাসের নোট পড়া হয় নাই। তাই উহাই প্রথমে মোহন শুনাইতেছেন।

মোহন (স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি)—সাধকদের কি খাদ্য খাওয়া উচিত?

স্বামী অভেদানন্দ—ব্যাধিমুক্ত শরীর আবশ্যক ঈশ্বরদর্শনের জন্য। অতএব যা খেলে শরীর ভাল থাকে তাই খাবে। সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত। তোমার শরীরের পক্ষে অনুকূল খাদ্য খাবে.........। দেশ দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে এই খাদ্যাখাদ্যের বিবাদে।

আত্মসংযম হলো প্রথম সোপান ঈশ্বরদর্শনের। সত্যিকার সুখ কেবল এতেই আছে, এই ঈশ্বরদর্শনে। সংসারী লোক প্রত্যেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ চায়। কি করে উহা লাভ হয় তা সে জানে না। সংসারচক্রে পড়ে। ঈশ্বরদর্শনই সুখের আকর—এই জ্ঞান নিয়ে সংসার করলে সুখ পাবে। ঋষিগণ ও অবতারগণ সংসারে ছিলেন। শুধু জপতপ করে কি হবে মন বশীভূত না হলে? আমরা সব ভুক্তভোগী।

Ideal (আদর্শ) সামনে রেখে বিচার করবে, আসক্তি এলেই বিচার করবে।

প্রশ্ন—নিবৃত্তি তো ভোগের পর হয়?

উত্তর—ভোগ যত করবে ভোগের বাসনা তত বেড়ে যাবে। তবে জ্ঞানলাভের পর ভোগ করা যায়। তাতে আসক্তি থাকে না।

প্রশ্ন—জপেতে মন বশ হয় কি?

উত্তর—হাঁ, হয়। আদর্শ ঠিক থাকলে হবে। শুধু নামে কিছুই হয় না। মন, অনেক সময় কোন সাধু বা ঈশ্বরের হঠাৎ কৃপায়, অথবা স্বপ্নে, বশীভূত হয়। নির্জনে বসে তাঁর চিন্তা করতে হবে। রোজ practice (অভ্যাস) চাই। আসক্তি নিয়ে নির্জনে গেলে সেখানেই সংসার হয়ে দাঁড়াবে। যাতে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় তা করা দরকার। জপ, বিচার, সৎসঙ্গ, পরোপকার, কিংবা এখানে যে আসছো—এসবে উদ্দীপন হয়।

সৎসঙ্গ বড্ড দরকার। বাড়ীতেও পাঁচজনের সঙ্গে বসে সদালাপ করবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। রোজ একটু একটু করতে করতে শেষে অনেকটা হয়ে যায়।

তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। যথার্থ হলে তিনি সহায় হন। বলবে, প্রভো, আমাকে বিচার দাও—সদসৎ বুঝবার শক্তি দাও। এগুলি বেদান্তের শিক্ষা। Practice (অভ্যাস) না করলে কি হবে? শুধু পড়লে বা শুনলে কিছু হবে না।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আমাদের এই শরীরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এ দুই-ই আছে তো?

উত্তর—হাঁ, দুই-ই আছে। এই দুইয়ের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। একটি আর একটির ছায়াস্বরূপ। (কঠ) উপনিষদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দু'টি পাখীর গল্প আছে। একটি পক্ষী, উপরে থাকে, আর একটি নীচে। গাছে সব রকম ফল ফলে—মিষ্টি, তেতো। মিষ্টি ফল খেলে আনন্দ। আর তেতো খেলেই কষ্ট। উপরের পাখীটি কিছুই খায় না, সাক্ষী। খালি দেখছে। নিজের কোনও interest (আসক্তি) নেই। নীচেরটার তা নয়। সে মিষ্টি, তেতো সব ফল খাচ্ছে। তাই সুখদুঃখের আবর্তে পড়ে যায়। উপরেরটি পরমাত্মা। নীচেরটি জীবাত্মা। জীবাত্মা তেতো ফল খেতে খেতে disgusted (বিরক্ত) হয়ে পড়ে। তখন বন্ধুর কথা ভাবে। তার দিকে যেতে চায়। ক্রমে ক্রমে তার দিকে এগিয়ে যায়। শেষে তাতে মিশে যায়। দেহটিই বৃক্ষ। আর পক্ষী দু'টি—পরমাত্মা আর জীবাত্মা।

তোমরা পরমাত্মার অংশ। God made man after His own image (ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের প্রতিমার অনুরূপ করে)। কিন্তু তা থেকে পৃথক হয়েই যত দুঃখ কষ্ট। কঠোপনিষদে আছে, 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে'—জীবাত্মা নিজ কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু পরমাত্মা কিছুই ভোগ করেন না, সাক্ষীস্বরূপ। এই ভোগেই জীবাত্মার পতন হয়। এই ভোগ ত্যাগ করলে মুক্তি হয়। পরমাত্মা থেকে পৃথক এই জ্ঞানেই দুঃখ কষ্ট ভোগ হচ্ছে।

এক পরমাত্মা। কিন্তু তাঁর ছায়া সকলের হৃদয়ে। সূর্যের কিরণে কতকগুলি পাত্রে জল রেখে দাও। একই সূর্যের কিরণ নানা পাত্রে পড়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। আসলে কিন্তু সূর্য এক। যেমন এটি, তেমনি একই পরমাত্মার ছাপ পড়েছে সর্বজীবে। জীব যদি ভাবে আমি পৃথক, তবেই দুঃখ। যদি মনে করে আমার independent existence (পৃথক সত্তা) রয়েছে, তখনি মোহে পতিত হবে। তাই উপনিষদে বলেছেন—'অনিষয়া মুহ্যমান'। জীব যে ঈশ্বর, এই জ্ঞান না থাকায় জীব মোহে পড়েছে বুঝতে হবে। তাই 'মুহ্যমান'।

সর্বজীবে পরমাত্মা নিবাস করছেন। তিনি না থাকলে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুহূর্তও থাকতে পার তুমি? তুমি যে এখানে বসে আছ, এটাও depend (নির্ভর) করছে universeএর (বিশ্বের) উপর। সূর্য নবগ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট। এই সূর্য আবার আর একটি সূর্য দ্বারা পরিচালিত। এইরূপ অনন্ত ব্যাপার। আবার এই সবই depend (নির্ভর) করছে ঈশ্বরের উপর। তিনি না থাকলে কিছুই চলতে পারে না।

মোহে পড়ে আজকালের ছেলেরা বলে, আমি হেন করবো, আমি তেন করবো, আমি জড়বিজ্ঞানের দ্বারা নাম যশ অর্থ উপার্জন করবো। আরে, তুমি কি নাম, কি যশ, উপার্জন করতে পার? তুমি কি নেপোলিয়ানের মত হতে পেরেছ? তিনিই বা কি করলেন? ঈশ্বরের তুলনায় তিনি কিছুই না, একেবারে কিছু নন। তা তুমি আর কি করবে বল? আমরা কীটানুকীট। আমরা কি করতে পারি? আগে আমরা মনে করতাম, সব করতে পারি। এখন দেখছি, আমরা কিছুই করতে পারি না। সব তিনি করছেন। এক মতে আছে, পৃথিবীটা বিশ্বের comparisonএ (তুলনায়) একটি বালুকণা থেকেও ছোট।

পৃথিবীর সকলের মন এক একটি আবর্ত, মস্ত বড় একটা নদীর। অন্যের মনের ভাব জানতে চাও তো ঐ নদী দিয়ে যাও, জানতে পারবে। আমি বুঝতে পারি, আমেরিকায় আমাকে কে চিন্তা করবে। একে বলে telepathy (টেলিপ্যাথি)। যোগীদের এ শক্তি ছিল। তাঁরা সব পরীক্ষা করে নিতেন।

ঈশ্বরকে ভুলে কি হবে? আলোচনা কর, কার শক্তিতে আছ। বৃক্ষ, মশক, কুকুর প্রভৃতির ভিতর ঈশ্বরের শক্তি রয়েছে। এসব বিষয় আলোচনা কর।

প্রশ্ন—স্বপ্ন কি? ইহা সত্য কি?

উত্তর—ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহা তোমার মানসিক চিন্তার প্রতিচ্ছবি। যতক্ষণ তুমি স্বপ্ন দেখছো ততক্ষণ উহা সত্য। স্বপ্নে তোমার মন কর্মঠ। স্বপ্নে তুমি একটি জীব দেখছো। তার অর্ধেকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ, আর অর্ধেকটা অশ্ব। যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তুমি সেটা দেখতে পাচ্ছ না। ঐরূপ জীব তোমার সামনে নাই।

প্রশ্ন—মানুষের freedom (স্বাধীনতা) আছে কি ?

উত্তর—আছে। যেমন, যতক্ষণ হাত আছে ততক্ষণ স্বাধীন, ভেঙ্গে গেলে পরাধীন। তখন কাজ করতে পারে না। যেমন পা ভেঙ্গে গেলে আর চলতে পারে না, তেমনি।

২

প্রশ্ন—পাপ পুণ্য কা'কে বলে ?

উত্তর—পাপপুণ্য, ভালমন্দ—এসব নির্ভর করে প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট চিন্তা, আচরণ ও রীতিনীতির উপর। মুসলমান ধর্মে একাধিক বিবাহের অনুমতি আছে। খ্রীস্টধর্ম ইহার নিন্দা করে। এতেই দেখা যাচ্ছে বিবেকজ্ঞান সর্বত্র একরূপ নয়। অতএব, এই বিবেকজ্ঞান ভালমন্দ নির্ণয়ের মানদণ্ড হতে পারে না। একজন নরঘাতককে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু একজন সেনাপতি পূজিত হয়, আর তার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। তাই তোমার নিকট যা ভাল, অন্যের নিকট উহা মন্দ। একজনের নিকট যা বিষ, আর একজনের নিকট উহা ঔষধ। অগ্নি দাহ করে, কিন্তু উহা একজন ঠাণ্ডায় জড়প্রায় লোকের প্রাণরক্ষা করে। তখন উহা ভাল। কিন্তু যখন অগ্নি একটি শিশুকে দগ্ধ করে, কিংবা একটি গৃহ ভস্মীভূত করে তখন আমরা বলি, অগ্নি মন্দ। অগ্নি সর্বাবস্থায় দগ্ধ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অগ্নি একই সময় ভাল ও মন্দ।

এই সংসারে যা আমাদের বাসনার অনুকূল তাই আমাদের কাছে ভাল। যা অনিষ্ট, ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হয় তা মন্দ। নিজের বা অপরের মঙ্গলের জন্য আমরা যা করি তাকে বলে পুণ্যকর্ম। যে কর্ম আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে, কিন্তু অপরকে দুঃখ দেয় তাকে বলি পাপকর্ম, মন্দকর্ম।

আমরা শিশুকে বলি, আগুনে হাত দিও না। কিন্তু যদি তবুও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে হাত দেয় আর বুঝতে পারে, আগুন দগ্ধ করে, তাহলে বলতে হবে আপাতঃদৃষ্টিতে যা মন্দ কর্ম, পরে উহার ফল হয় মঙ্গলকর। অজ্ঞান থেকে যা করা হয় তাই পাপকর্ম।

খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করে, এই বর্তমান জন্মই পৃথিবীতে আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ইহা বিশ্বাস করে না। অনন্ত স্বর্গ বা নরকে তাদের বিশ্বাস নাই। তারা বলে, এই স্বর্গ নরক ক্ষণস্থায়ী। উহা মনের সৃষ্টি। হিন্দুরা বলে, আজ যে নরকে আছে কাল সে স্বর্গে যেতে পারে। তারা বিশ্বাস করে, আত্মা অমর। কর্মফলে বারবার জন্মমরণ হয় আত্মার। আর আত্মার চরম অবস্থা পরিপূর্ণতালাভ বা মুক্তি।

খ্রীস্টানগণ ইহা স্বীকার করে না, তাদের একজন্মবাদের দোষ এই। কি করে একজন লোক ধর, তার সত্তর বছরের একটি জীবনেই সকল ভালমন্দ কার্য শেষ করতে পারে!

একজন পুণ্যাত্মা কোন মন্দকর্ম করতে পারে না, না পারে অপরের সহিত প্রতারণা করতে। কারণ সে বিশ্বাস করে, অনুভব করে, মনুষ্যজাতি তারই অংশ। একজন পাপাত্মা অপরের অনিষ্ট করে বস্তুত নিজেরই অনিষ্ট করে থাকে।

প্রশ্ন—যে পরজন্মে বিশ্বাস করে না, তার কি দশা হবে?

উত্তর—ইহা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। এটা একটা সত্য। মাধ্যাকর্ষণ একটা সত্য। এখন তুমি এটা বিশ্বাস কর আর নাই কর। বুদ্ধ তাঁর অতীত পাঁচশ' জীবনের কথা জানতেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তোমার ও আমার এর পূর্বে বহুজন্ম হয়ে গেছে। তুমি তা জান না। কিন্তু আমি সব জানি।

চরম সত্যের জ্ঞানই ধর্ম। উহা সকল সংশয় ও দুঃখের অবসান ঘটায়। এইজন্য ধর্মের প্রয়োজন। যে ধর্ম সকল সংশয় ও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি না করতে পারে, তাকে কি করে ধর্ম বলা যায়? খ্রীস্টধর্ম এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারে না।

প্রশ্ন—Ressurection (মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান) কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ বিশ্বাস করে, কবর থেকে মৃত ব্যক্তির শরীর পুনরুত্থান করে। কিন্তু হিন্দুরা বিশ্বাস করে spiritual bodyর (কারণশরীরের) পুনরুত্থান, ঊর্ধ্বগতি। তাই খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ মৃতব্যক্তির শরীরটা কবরে রাখে। আর হিন্দুরা দাহ করে দেয়। তাতে পঞ্চভূতের শরীর পঞ্চভূতে মিশে যায়। খ্রীস্টান ও মুসলমান বিশ্বাস করে, কবর থেকে মৃত শরীরটা অন্তিম বিচারের সময় উঠে এসে দাঁড়াবে। বিচারের ফলে, হয় অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাবে।

মৃত শরীরের দাহপ্রথা উত্তম। আমেরিকায় আমি উহার প্রচার করেছি। আজকাল ওদেশে অনেক দাহকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমাদের বেদান্তবাদী ভক্তদের দাহকেন্দ্রে আমি পৌরোহিত্য করেছি।

পরমহংসদেব বলতেন, 'সব শেয়ালের এক রা'। 'শেয়ালে' মানে সাধুগণ, ধর্মাচার্যগণ। সকল ধর্মেরই সারভাগ ও অসারভাগ আছে। সারভাগে সকল ধর্মাচার্যদের মত এক, সমান। বিবাদ হয় যত অসার ভাগ নিয়ে। এ থেকেই যত সব কুসংস্কারের সৃষ্টি। হিন্দুদের বহু কুসংস্কার আছে।

সকল মানুষকেই মিশ্র কর্ম করতে হয়। সব ভাল কি সব খারাপ, এরূপ কর্ম করার যো নাই। ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম মানুষ করে।

ঘট ভাঙ্গলে মাটি হয়। মাটিও ভাঙ্গা যায়। তখন আকাশ হয়। আকাশ প্রথম সৃষ্টি। তারপর বায়ু আদি।

আমি তোমার ভিতর দু'টি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান নাই। খোঁজ, তা হলে পাবে— seek and ye shall find. সাধনের দরকার। মন purify (শুদ্ধ) করতে হবে। চিত্তশুদ্ধির দরকার। Blessed are the pure in heart, for they see God—পবিত্র হৃদয় যার, ঈশ্বর করতলে তার।

(একজন ভক্তের প্রতি) ছয়মাস সাধন কর, তবে বুঝবে। সাঁতার শিখে জলে নাবে না—সাঁতার শিখবার জন্য জলে নাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যা কর, সব বুঝতে পারবে। তপস্যার বড় দরকার। এ ছাড়া কিছুই হয় না। তপস্যা—তপস্যা চাই।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আকাশ প্রথম সৃষ্টি করলেন, তার প্রমাণ কি?

উত্তর—বাবা, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। পঞ্চাশবার বললেও হয় না। এক কান দিয়ে ঢোকে আর-এক কান দিয়ে বের হয়ে যায়। বৃথা সময় নষ্ট করতে পারি না।

৩

প্রশ্ন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস কি অন্ধবিশ্বাস?

উত্তর—না, গুরুবাক্যে বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়। একজন বেশী জানে। তার নিকট তুমি শিখছ। একে অন্ধবিশ্বাস বলে না। অন্ধ-বিশ্বাস—যেমন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এই বিশ্বাস। সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এর।

প্রশ্ন—দ্বৈত ভাবসাধনা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এইগুলির সাধনা একজনের একসঙ্গে হতে পারে কি?

উত্তর—হতে পারে। তবে একসঙ্গে নয়। পরমহংসদেব সবগুলির সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন—পরমহংসদেব বলতেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। উহা কেমন? যেমন, একটা গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে। যতটুকু দড়ি ততটুকু স্বাধীন। এর বেশী যেতে পারে না।

উত্তর—হাঁ। আমরা যা বলেছি উহাও তাই—তাঁরই কথা।

প্রশ্ন—আমরা কি প্রতিদিন কর্মদ্বারা চালিত হই?

উত্তর—তুমি তোমার অতীতকর্ম দ্বারা চালিত। বাসনা ও প্রবৃত্তি নূতন কর্ম সৃষ্টি করে। কর্ম কিছু বাহ্য জিনিস নয়। তোমার নিজের দেহমন তোমার কর্মের অংশ। কর্ম জনসঙ্ঘে বসে থেকে তোমায় চালিত করে না। তোমার ভিতরই রয়েছে। দেহ ও মন কর্মদ্বারা নির্মিত। সেই মনই তোমায় চালিত করে। তোমার ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, কিন্তু সুপ্তাবস্থায়। কাল যা হবে, তুমি আজ তা করছো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন—ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—এই যন্ত্র যন্ত্রী কি?

উত্তর—তাঁর ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা নয়। যাঁর এ জ্ঞান হয়, তিনি তখন ঝড়ের এঁটো পাতার মত হয়ে যান। যেমন ইন্‌জিন। এটা যন্ত্র। কিন্তু ইনজিনিয়ার যন্ত্রী, অর্থাৎ চালক। এই বিশ্বটাই তাঁর ইচ্ছায় চলেছে যন্ত্রবৎ। কিন্তু তিনি যন্ত্রী, চালক। তেমনি প্রত্যেক জীবের ভিতর থেকে তিনি চালনা করছেন। তিনি যন্ত্রী—এ জ্ঞান হলে, 'তুমি' মরে যাবে। তখন তিনি যা করেন তাই করবে। তোমার বড় individuality (ব্যক্তিত্ব) আসবে। এখন আছ ছোট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অন্ধের মত চোখ বুঁজে আছ।

প্রশ্ন—মনুষ্যজন্মের পর পশুজন্ম হতে পারে কি?

উত্তর—এক মতে, হতে পারে। যেমন জড় ভরত। প্রথম জন্মে রাজা। দ্বিতীয় জন্মে হন হরিণ। আর তৃতীয় জন্মে পরমহংস। আর এক মতে, মানুষ হয়ে পরজন্মে পশুদেহ ধারণ করতে পারে না। তবে মানুষশরীরে পশুভাব নিয়ে জন্ম হয়। মানুষশরীরে সাপটাপের ভাব নিয়ে জন্ম হয়।

প্রশ্ন—আপনার কোন মত?

উত্তর—আমার মনে হয়, শেষটাই ভাল। তবে তুমি একান্ত ইচ্ছা কর, বাঘ হতে পার (সকলের উচ্চহাস্য)। 'যাদৃশী প্রকৃতি যস্য ভাবনা ভবতি তাদৃশী।'

প্রশ্ন—প্রকৃতি কয় রকম?

উত্তর—দু'রকম প্রকৃতি—spiritual and material (আধ্যাত্মিক ও জড়)। Soul is the part of the spiritual—প্রকৃতি (জীবাত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অংশ)।

প্রশ্ন—Soul and God, (জীবাত্মা ও ঈশ্বর) এই দুইয়ের eternity (শাশ্বত সত্তা) খ্রীস্টিয়ানরা বিশ্বাস করে কি?

উত্তর—হ্যাঁ, soulএর (জীবাত্মার) futureটা (ভবিষ্যৎটা) বিশ্বাস করে। Pastটা (অতীতটা) নয়। Godএর (ঈশ্বরের),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস করে। আমি তোমাকে কেবল যুক্তি দিতে পারি, কিন্তু brain (মস্তিষ্ক) নয়। এসব যখন বুঝবে তখন বুঝবে। বুঝান যায় না। তবে শুনে রাখা ভাল, পরমহংসদেব বলতেন।

প্রশ্ন—Mesmerism (মেস্‌মেরিজম্) কাকে বলে ?

উত্তর—মেসমার সাহেব বের করেছেন বলে এই নাম। এর মানে, একটা thoughtএর (চিন্তার) উপর আর একটা thought-এর (চিন্তার) action (ক্রিয়া)। Cat and bird (বিড়াল ও পাখী) দেখ। পক্ষী খেতে এসেছে। আর বিড়াল তাকে খেয়ে ফেললো। আমেরিকায় Ugene's blind-folding theory (ইউজেনের ব্লাইণ্ড-ফোলডিং মত) আছে। এটা বড়ই অদ্ভুত জিনিস। পাঁচশ' লোকের একটা সভা। একটা লোকের উপর আর একটা লোকের আদেশ হল—ঐ ঘর থেকে ঐ ছবিটা নিয়ে এসো। তারপর ঐ মোটর গাড়ীতে ঐটে নিয়ে গিয়ে বস। সে যন্ত্রচালিতের মত তাই করলো। তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। আমি নিজচক্ষে এটা দেখেছি।

ওরা কত করছে এখন। Spiritএর (প্রেতের) সঙ্গে কথা কইছে। হাতে হাত দিয়েছে। আমার কাছে লেখা আছে। ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি, টিয়ারগ্যাস—এসব ঋষিরা ভেবেছিলেন কি ?

হায়রেন্ মেক্সিম আর হায়ডেন্ মেক্সিম (Hyren Maxim and Hyden Maxim) মেক্সিম্ গানের (বন্দুকের) আবিষ্কর্তা। তাঁরা smokeless (ধূমবিহীন) বন্দুকের বারুদ আবিষ্কার করেছেন। আমেরিকায় আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এঁদের। আমায় ভারতের লোক বলে খুব খাতির করতেন। বললেন, quotation (উদ্ধৃতি) করলেন, বন্দুকের বারুদ রামরাবণের যুদ্ধে আবিষ্কৃত হয়। বারুদ চীনারা বের করেছে প্রথমে—এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, ভারতবাসীই প্রথম বারুদ বের করেছে। আরও বললেন, কাঁচ আমাদের দেশের (ভারতের) জিনিস। Taxilar Museumএ (তক্ষশীলার যাদুঘরে) আমি কাঁচের টাইল দেখেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতে আছে, ময়দানব কাঁচ দিয়ে পাণ্ডবসভা এমন করে বানিয়েছিল যে, সব জলময় বলে ভ্রম হতো। দুর্য্যোধন নিজের পরনের কাপড় বাঁচিয়ে চলেছে—তাতে সভাশুদ্ধ লোক হাস্য করল। দুর্যোধন নাকাল হল।

ভারতে কাঁচের বোতল ছিল, সব ছিল। ভুলে গেছ। এখন আমেরিকা যাচ্ছ শিখতে। একটি ছোকরা শিখে এসেছে। তোমরা তাকে patronise (সাহায্য) কর। সে মানিকতলায় ফ্যাক্টারি করেছে। দার্জিলিংএ আমি একটি ইংলিশম্যানকে দেখলাম। সে দেশলাই কিনতে গেছে, তাকে জাপানী দেশলাই দেওয়া হল। নিলে না। বল্‌লে ইংলিশ মেক্ দাও। কিন্তু তোমরা দেশের জিনিস ছেড়ে অপরের জিনিস নাও। অন্যদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তোমরা পেছনে পড়ে আছ। কাজ কর। তোমরাও উপরে উঠবে।

আমেরিকায় একবার থিয়েটার দেখলাম। চীনারা দেখালে। একটা triangular (ত্রিকোণ) জিনিস শূন্যে মারলে। সেটা semicircle (অর্ধবৃত্ত) করে নীচে ফিরে এলো। এখন সায়েন্সের যুগ, তোমরা এসব কর। জড়তা ভেঙ্গে উপরে ওঠ। ভারত আগে অনেক কিছু করেছিল। নানা দেশদেশান্তরে যেতো। এখন কুনো হয়ে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় একটা প্রদেশ আছে। নাম কুমেরাং, ভারতের লোক ওখানে যেতো। নিউজিলাণ্ডেও যেতো। মহাভারতে এসব দেশকে ইষিকবাস নামে বলা হয়েছে।

৪

প্রশ্ন—ভগবানের চিন্তার সহিত যাদের চিন্তা মিলে যায় তারা যা ইচ্ছা করে, তা করতে পারে। Hypnotist (সম্মোহক) অপরকে বশ করতে পারে। তাহলে তার চিন্তাও কি ঈশ্বরের চিন্তার সঙ্গে মিলে যায় তখন ?

উত্তর—না। তবে কতকগুলি নিয়ম আছে thoughtএর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চিন্তার)। সে সেগুলি আয়ত্ত করেছে। সেগুলি দ্বারা অপরকে বশ করে। ঐ নিয়মগুলিও ঈশ্বরের কিনা। এ হিসেবে বলা যেতে পারে যাতুকরের চিন্তা ঈশ্বরের চিন্তার সহিত মিলে গেছে। এটা নিম্ন অর্থে। কিন্তু যোগীদের চিন্তাই ঈশ্বরের চিন্তার সহিত এক হয়ে যায়। ঐতে যোগীরা সব করতে পারে। দেখ, এই যে electricity (বিদ্যুৎশক্তি) কাজ করছে—পাখা ঘুরছে, এতেও ঈশ্বরের নিয়মই কাজ করছে। শেষে দাঁড়াবে, সারা জগৎটাই তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর শক্তিতে চলছে। এসব বিষয় যত আলোচনা করবে ততই বুঝতে পারবে সবই ঈশ্বরশক্তির অধীন। আরও বুঝতে পারবে তুমিও তাঁর শক্তিতে চলছো। সর্বশেষ বুঝতে পারবে তুমি তাঁর সন্তান, সর্বজ্ঞের বাচ্চা।

প্রশ্ন—Evil spirit (অশুভ শক্তি) কি?

উত্তর—সাধারণভাবে এটাতে একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি বোঝায়। পদ্মানদী ভাঙ্গছে। একদিকে চড়া পড়ছে। এদিকের লোক বলছে, বেশ ভাল, good হচ্ছে। অন্যদিকে নষ্ট হচ্ছে। তারা বলছে, মন্দ হচ্ছে, evil। যা তোমায় সুখ দেয় সেটাকে বলছো ভাল, good। যা তোমার অনিষ্ট করে, তোমার স্বার্থের হানি করে, অকল্যাণ করে, সেটাকে বলছো মন্দ, evil। রাম প্রজাকে সুখ দিতেন তাই রামরাজ্য ভাল, good। তার উল্টো হলে মন্দ, evil। যারা কেবল পরের অনিষ্ট করে, তারা হীন স্তরের লোক। এদের আনন্দ অপরের অনিষ্ট ক'রে, callous (নির্মম) হয়ে অপরকে দুঃখ দিতে দিতে। এদেরও evil spirit (দুষ্ট লোক) বলে।

আবার, প্রেতাত্মাদের spirit (ভূত) বলে। এদের ভিতরও ভাল মন্দ, দুই ক্লাস আছে। ভাল প্রেত লোককে সাবধান করে দেয়, তার ভাল করে, তাকে বলে good spirit (ভাল প্রেতাত্মা)। যে অনিষ্ট করে, তাকে বলে দুষ্ট প্রেতাত্মা—evil spirit।

আবার দেখ, একজন সন্ন্যাসী একজনকে পরমার্থ উপদেশ দিল। সে লোক ঘর ছেড়ে চলে গেল পরমার্থসাধনে। যে অজ্ঞান, বিষয়ভোগী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে বলবে এটাকে মন্দ। যে ঈশ্বরপ্রেমিক সে বলবে ভাল, good। ডাক্তার ছুরি চালায় লোকের ভালর জন্য। এটা বাইরে মন্দ দেখালেও, শেষে ভাল—রোগীর সুখ হয়।

একদিক দিয়ে ভাল, অপর দিক দিয়ে মন্দ। এই ভালমন্দ দ্বন্দ্বকে বলে সংসার।

পরমহংসদেব বলতেন, পায়ে কাঁটা বিঁধেছে একজনের। সে আর একটা কাঁটা এনে এটাকে তুলে, দু'টো কাঁটাই ফেলে দেয়। তেমনি জ্ঞানকাঁটা দিয়ে অজ্ঞানকাঁটা তুলে, জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ছেড়ে বিজ্ঞানী হয়ে যাও। অর্থাৎ সমাধিস্থ হও, সর্বভূতে সমদর্শী হও। যতক্ষণ দ্বৈতে বাস, ততক্ষণই ভাল মন্দ দুই। অদ্বৈতী হলে খালি ভাল।

প্রশ্ন—ওয়েস্টের লোক কি আমাদেরই মত শিক্ষা করে, যেমন এখানে আমরা করছি?

উত্তর—না, ওরা লেকচার দেয়। কাগজে লিখবে, তর্ক করবে না। আমেরিকায় conversation class (কথোপকথন প্রথা) ছিল না। ভারতের প্রথা, মজলিশ করে বসে ধর্ম শিক্ষা করা?

প্রশ্ন—Personality (ব্যক্তিত্ব) না হলে তো ঈশ্বরদর্শন হয় না!

উত্তর—না, তা কি করে হবে? Personality মানে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি। চিত্ত শুদ্ধ না হলে কি করে হতে পারে? শুদ্ধচিত্তে ভগবান দর্শন দেন।

উত্তর—অধঃপতন হয়ে যায় কোথায়? তাঁতেই থাকে। পতন হয়, আবার জ্ঞান হয়। আগুন গরম। তুমি বলছো ঠাণ্ডা। যেই ওতে হাত দিলে অমনি হাত পুড়ে গেল। তখন তোমার জ্ঞান হলো, আগুন গরম। তখন বুঝলে। নবজাত বাছুরটা পড়ে যাচ্ছে বার বার। শেষে উঠছে। এই বার বার পতন, উত্থানের কারণ। তাই বলে, mistakes are the masters in the long run—ভুলই শেষে শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বর কি সাকার?

উত্তর—তিনি সাকার, নিরাকার এই দু'য়েরই পার। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত কি। ঈশ্বরের ইতি হয় না—পরমহংসদেব এসব কথা বলতেন।

প্রশ্ন—মুক্তি কি?

উত্তর—বন্ধন থেকে মুক্তি। অজ্ঞান দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছো। জ্ঞান লাভ করে সেই বন্ধন ছিন্ন করা। মানুষ সব ঈশ্বরের সন্তান, এই জ্ঞানলাভ মুক্তি। আর অজ্ঞান বন্ধন কি? আমি অমুক মানুষের পুত্র—এই অজ্ঞান থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মুক্তি। ভগবানকে ছেড়ে যত জ্ঞান, সব অজ্ঞান। তাঁর দর্শন হলে জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভই মুক্তি।

প্রশ্ন—উত্থান পতন কি?

উত্তর—উত্থান পতন বলে কিছু নেই বস্তুতঃ। সবই তাঁ'তে—ঈশ্বরে। যেমন একটা মই। তুমি কতকগুলি ধাপ উঠেছ। তখন যদি নীচের দিকে তাকাও—দেখবে, তুমি উপরে আছ। আবার উপরের দিকে যদি তাকাও—দেখবে, তুমি নীচে আছ। একই মইয়েতে তুমি আছ। অবস্থার তফাৎ মাত্র।

প্রশ্ন—স্বধর্ম কাকে বলে?

উত্তর—মনের স্বাভাবিক ভাবনা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা। সংস্কার অনুযায়ী কাজ।

প্রশ্ন—'সর্বধর্মান্' কি?

উত্তর—সকল রকম কর্তব্য—সামাজিক, পারিবারিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক কর্তব্য। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা আচরণ, বিশ্বাস, মত। ঈশ্বরভজন ছাড়া ধর্মসাধনের অসার ভাগ, এর অর্থ।

প্রশ্ন—এমন উপায় আছে কি, যাতে কাজ করলে মনের উপর দাগ না লাগে, সংস্কার সৃষ্টি না করে?

উত্তর—না। এ পড়বেই, দাগ লাগবেই। তবে দমন করা যায় যখন বুদ্‌বুদ্ উঠে। আগে থেকে বিচার কর, সাবধান হও, তবে কিছু রক্ষা হতে পারে। শুভ অশুভ সংস্কার দুই-ই জন্মমরণের কারণ। এর হাত থেকে রক্ষা হয় কেবল ঈশ্বরের শরণাগত হলে। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের কৃপায়, ঠাকুর বলতেন। দাগ পড়বে আবার উঠে যাবে, জ্বলে যাবে তাঁর কৃপায়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরলাভ কি সকাম নয়?

উত্তর—না। তা নয়। পরমহংসদেব বলতেন, মিষ্টি বেশী খেলে অম্লশূল হয়। কিন্তু মিছরী খেলে অম্লশূল নষ্ট হয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়। হিন্‌চে শাকের মধ্যে নয়।

প্রশ্ন—আহারশুদ্ধির অর্থ কি?

উত্তর—যা খেলে কামাদির উৎপত্তি না হয় সেই আহারই শুদ্ধ আহার। মাছ মাংস খেলে যদি উহা বাড়ে তৎক্ষণাৎ উহা ছাড়া উচিত। আবার শাকসব্জী খেলেও যদি বাড়ে, তখন তাও ছাড়া উচিত। কি খাবে, তা তুমি নিজেই বুঝবে। একজন ছুঁয়ে দিলে বা দেখলে আহারের সময়, আহার্য শুদ্ধ থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়—এটা রামানুজসম্প্রদায় মানে। পুরীতে ছিলাম এদের মধ্যে। দেখলাম, ঘরের চারকোণে চারজন খাচ্ছে। একজন অব্রাহ্মণ ছিল। তার কাছে বসে খাবে না। এ সব আমরা মানি না। এ করে করে দেশ উচ্ছন্নে গেছে।

আজের ক্লাসে স্বামী অভেদানন্দ একজন সভ্যকে কিছু অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন। সভ্যের মন ক্ষুণ্ণ। তিনি ঐ ক্লাসে আর যাইতে চান না। শ্রীম এই কথা শুনিয়া সভ্যকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (সভ্যের প্রতি)—ও সব তো আছেই। ওতে মন দিতে নেই। যারা লোকশিক্ষা দিবে তাদের অনেক জানতে হয়। নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়। অন্যের নিতে হলে ঢাল তলোয়ারের দরকার হয়। 'রাম রাম' করলেই নিজের হয়ে যায়।

যার প্রকৃতিতে যা আছে সে সেই দিকেই যাবে। সায়েন্স যে পড়েছে, তার সায়েন্সের কথা ভাল লাগবে।

কাল ভাগবতে পড়া হয়েছিল জয় বিজয়ের কথা। সনকাদি মুনিরা ভগবানের স্তব করছেন। বলছেন, তুমি না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? তুমি ভিতরে জাগ্রত হয়ে আছ বলেই 'ব্রাহ্মণ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভগবান। তাঁকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ, এই কথাই মুনিরা বলছেন।

বেদান্ত ক্লাসে যাওয়া উচিত। 'কালী তপস্বী' ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, আর মহাপণ্ডিত। আবার আমেরিকায় পঁচিশ বছর বাস। তাঁর কথা শোনা উচিত। মনোযোগ দিয়ে শুনে বাড়ীতে এসে লিখে রাখা উচিত। এতে মনে ছাপ পড়ে যায়। আমরা তাই করতাম। ঠাকুরের কথা শুনে এসে লিখে রাখতাম। তা থেকে কথামৃতের সৃষ্টি। মধুকর হয়ে সকল ফুল থেকে মধু আহরণ করে একটি মধুচক্র রচনা করা। তাতে জীবন মধুময় হবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
২২শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, শনিবার।

চতুর্থ অধ্যায়

একদিকে জগন্নাথ, অন্যদিকে বৈদ্যনাথ

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীমর কক্ষ। সকাল সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ব্যস্ত। অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, বুধবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—একটা important (অতি প্রয়োজনীয়) কাজ করতে হবে এখন। জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) কাছে যেতে হবে। ইনি রয়েছেন অদ্বৈতাশ্রমে। বড় অন্যায় হয়েছে কাল তাঁকে অমন করে বলায়। আপনি হাত জোড় করে বলবেন, উনি (শ্রীম) আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে apology (ক্ষমা) চাইতে। বলবেন, আমরা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের কৃপায়, ঠাকুর বলতেন। দাগ পড়বে আবার উঠে যাবে, জ্বলে যাবে তাঁর কৃপায়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরলাভ কি সকাম নয়?

উত্তর—না। তা নয়। পরমহংসদেব বলতেন, মিষ্টি বেশী খেলে অম্লশূল হয়। কিন্তু মিছরী খেলে অম্লশূল নষ্ট হয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়। হিন্‌চে শাকের মধ্যে নয়।

প্রশ্ন—আহারশুদ্ধির অর্থ কি?

উত্তর—যা খেলে কামাদির উৎপত্তি না হয় সেই আহারই শুদ্ধ আহার। মাছ মাংস খেলে যদি উহা বাড়ে তৎক্ষণাৎ উহা ছাড়া উচিত। আবার শাকসব্জী খেলেও যদি বাড়ে, তখন তাও ছাড়া উচিত। কি খাবে, তা তুমি নিজেই বুঝবে। একজন ছুঁয়ে দিলে বা দেখলে আহারের সময়, আহার্য শুদ্ধ থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়—এটা রামানুজসম্প্রদায় মানে। পুরীতে ছিলাম এদের মধ্যে। দেখলাম, ঘরের চারকোণে চারজন খাচ্ছে। একজন অব্রাহ্মণ ছিল। তার কাছে বসে খাবে না। এ সব আমরা মানি না। এ করে করে দেশ উচ্ছন্নে গেছে।

আজের ক্লাসে স্বামী অভেদানন্দ একজন সভ্যকে কিছু অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন। সভ্যের মন ক্ষুণ্ণ। তিনি ঐ ক্লাসে আর যাইতে চান না। শ্রীম এই কথা শুনিয়া সভ্যকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (সভ্যের প্রতি)—ও সব তো আছেই। ওতে মন দিতে নেই। যারা লোকশিক্ষা দিবে তাদের অনেক জানতে হয়। নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়। অন্যের নিতে হলে ঢাল তলোয়ারের দরকার হয়। 'রাম রাম' করলেই নিজের হয়ে যায়।

যার প্রকৃতিতে যা আছে সে সেই দিকেই যাবে। সায়েন্স যে পড়েছে, তার সায়েন্সের কথা ভাল লাগবে।

কাল ভাগবতে পড়া হয়েছিল জয় বিজয়ের কথা। সনকাদি মুনিরা ভগবানের স্তব করছেন। বলছেন, তুমি না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? তুমি ভিতরে জাগ্রত হয়ে আছ বলেই 'ব্রাহ্মণ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভগবান। তাঁকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ, এই কথাই মুনিরা বলছেন।

বেদান্ত ক্লাসে যাওয়া উচিত। 'কালী তপস্বী' ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, আর মহাপণ্ডিত। আবার আমেরিকায় পঁচিশ বছর বাস। তাঁর কথা শোনা উচিত। মনোযোগ দিয়ে শুনে বাড়ীতে এসে লিখে রাখা উচিত। এতে মনে ছাপ পড়ে যায়। আমরা তাই করতাম। ঠাকুরের কথা শুনে এসে লিখে রাখতাম। তা থেকে কথামৃতের সৃষ্টি। মধুকর হয়ে সকল ফুল থেকে মধু আহরণ করে একটি মধুচক্র রচনা করা। তাতে জীবন মধুময় হবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।
২২শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, শনিবার।

চতুর্থ অধ্যায়

একদিকে জগন্নাথ, অন্যদিকে বৈদ্যনাথ

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীমর কক্ষ। সকাল সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ব্যস্ত। অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, বুধবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—একটা important (অতি প্রয়োজনীয়) কাজ করতে হবে এখন। জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) কাছে যেতে হবে। ইনি রয়েছেন অদ্বৈতাশ্রমে। বড় অন্যায় হয়েছে কাল তাঁকে অমন করে বলায়। আপনি হাত জোড় করে বলবেন, উনি (শ্রীম) আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে apology (ক্ষমা) চাইতে। বলবেন, আমরা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলাম, সেই বিশ বাইশ বছরের ছেলে জিতেন মহারাজ। মনে কর কত তপস্যা করেছেন আর এখন বড় হয়েছেন। অমন করে বলা আমাদের ঠিক হয় নাই।

একটি ভক্ত (স্বগত)—আশ্চর্য ব্যবহার মহাপুরুষদের! স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অতি অল্প বয়সে সাধুজীবনের প্রারম্ভিক প্রেরণা ও উদ্দীপনা শ্রীমর নিকট পান। তথাপি এখন তিনি সন্ন্যাসী, তপস্যা করেছেন আর বয়স হয়েছে বলে কত মান দিচ্ছেন। এমন আর কি বলেছেন কাল রাত্রে। একটু জোরে বলেছেন, complain (অসন্তোষপ্রকাশ) করা কেন, ঠাকুরের অত অহেতুক কৃপা পেয়েও। বলেছেন, এটা ভাবতে হয়। আর শরণাগত হয়ে থাকলে বাকীটাও অর্থাৎ, দর্শন দিয়েও কালে কৃতার্থ করবেন ঠাকুর।

মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট। অদ্বৈত আশ্রম। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর পিছনটা। সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীমর উপদেশমত অন্তেবাসী কথা কহিতেছেন।

অন্তেবাসী (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি)—শ্রীম আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যুক্তকরে আপনার নিকট apology (ক্ষমা) চাইতে। কাল রাত্রে আপনাকে বিশ বাইশ বছরের ছেলে মনে করে অমন বলেছিলেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (লজ্জিত হইয়া সবিনয়ে)—সে কি, আমি তো তাঁর কাছে ছেলেমানুষ। এ যে আমার সৌভাগ্য! এতেই যে আমার গর্ব! তিনি আজও আমাকে পূর্বের ন্যায় আপনজন মনে করেন। আর পিতার ন্যায়, গুরুজনের ন্যায়, অযাচিত আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন। সত্যই আমি অন্তরে কাল প্রচুর তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেছি। এঁদের এই স্নেহবর্ষণই যে আমাদের পথের সম্বল! শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্নেহাশিস্ লাভ, একি কম কথা! এর চাইতে বড় সৌভাগ্য সাধুর আর কি হতে পারে?

শ্রীমর ঐরূপ সশ্রদ্ধ সপ্রেম ব্যবহারে আশ্রমবাসী সাধুগণ হর্ষ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের পক্ষেই সম্ভব এইরূপ দৈবী আচরণ, এই অমানিমানদ ব্যবহার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ, আর জামতাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মহন্ত স্বামী রামেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন। এখন সকাল প্রায় সাতটা। সাধুরা তৈরী হইয়া আসিয়াছেন শ্রীমকে বিদ্যাপীঠে লইয়া যাইবেন। স্বামী সদ্ভাবানন্দ শ্রীমর অতি স্নেহভাজন। ইনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। মিহিজামে বিদ্যাপীঠের আরম্ভের সময় ইনি শ্রীমকে সেখানে লইয়া যান। শ্রীমর স্নেহপীযূষপানে বিদ্যাপীঠ বর্ধিত। কয়েকমাস হইতে শ্রীমকে বিদ্যাপীঠে লইয়া যাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। তাই আজ আসিয়াছেন জোর করিয়াই লইয়া যাইবেন। অগত্যা শ্রীমও যাইবেন স্থির ছিল। কিন্তু তীব্র সর্দি হওয়ায় আর যাওয়া হইল না। বিদ্যাপীঠ ও জামতাড়া আশ্রমে কয়েকমাস থাকিবেন কথা ছিল। তাহাতেও বাধা পড়িল।

সাধুরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীম তখন ভক্তদের বলিতেছেন, জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার রায় বাহাদুর সখীচাঁদও অনেকদিন থেকে পুরী যেতে খুব অনুরোধ করছেন। বারবার ডাকছেন লোকমারফৎ ও পত্রে। একদিকে টানছেন বৈদ্যনাথ আর একদিকে জগন্নাথ। দেখ, কার টান বেশী। শেষ অবধি জগন্নাথের জয় হইল। কারণ শ্রীম কিছুকাল পরে পুরী গেলেন।

রাত্রি আটটা। চারতলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম উপবিষ্ট চেয়ারে, দক্ষিণাস্য দোরগোড়ায়। ভক্তগণ সম্মুখে ও পাশে বসা। জগবন্ধু ছাদে বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন, শরীর একটু খারাপ। শ্রীমরও শরীর খারাপ। তিনি এতক্ষণ নিজকক্ষে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া শ্রীম থাকিতে পারেন না, ড্যাঙ্গায় মাছের মত ছটফট্ করেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা একজন নিচে লইয়া গিয়াছেন। তাই অন্ধকারে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কে কে এয়েছেন নাম করে বলুন। আর বাইরে কে কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন ভক্ত—বাইরে জগবন্ধু, বিনয়, সুখেন্দু ও রমণী।

শ্রীম—আর ঘরে কে কে?

আর একজন ভক্ত—বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী ও বলাই, আর যতীন গদাধর ও রমণী, আর—

বড় জিতেন (কথা শেষ না হইতেই)—কাল জিতেনমহারাজ বেশ বলেছিলেন, something tangible (হাতে নাতে কিছু) না পেলে আর পারছি না।

শ্রীম—এই যে গোলমাল, এতেই তো বেশ বোঝা যায়, গুরুকৃপা হয়েছে। তা না হলে, কেন অন্যলোক তাঁকে পাওয়ার জন্য এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে না?

বড় ফুল দেরীতে ফোটে—যেমন পদ্ম। অন্য ফুল ফুটলো আর ঝরে পড়লো। কিন্তু পদ্ম ফুটতে অনেকদিন লাগে। তেমনি সুঘ্রাণ ও শোভা প্রদান করে বেশীদিন।

বড় জিতেন—আপনি সর্বদা বলেন, life simplify (জীবনযাত্রা সরল) না করলে ধর্ম হয় না।

শ্রীম—একি আর আমাদের কথা। তাঁর কথা, ঠাকুরের মহাবাক্য! তাঁর কৃপা অন্তরে বুঝতে হলে এটা হলো, preliminary requirement (প্রাথমিক প্রয়োজন)। কারণ life simple (জীবন সরল) না করলে কি করে চলবে ও পথে? সব সময়ই যদি খাওয়াপরার চিন্তা থাকে তবে ঈশ্বরচিন্তা হবে কখন? তাই এসব divine (দৈবী) সংকেত রেখে গেছেন ঠাকুর।

বলেছেন, যাদের বিয়ে হয় নাই তারা আর বিয়ে না করে। Bread problem (আহারের সমস্যা) কত সহজ হয়ে গেল এতে। One hundredth part (একশ' ভাগের একভাগ) মাত্র রইল এতে—নিজের শরীরধারণের জন্য। আবার যারা বিয়ে করেছে তাদের এমন কথা বলে দিলেন যে তাদের আর বেশী গোলমালে পড়তে হলো না। বলেছিলেন, আলাদা বিছানায় শোবে আর দুই একটি ছেলেপুলে হলে স্বামীস্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ না, আমরা কি নিয়ে রয়েছি ঘরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি পেটের চিন্তা। যার অর্থ নাই সে তা সংগ্রহের চেষ্টা করছে। আর যার অর্থ আছে সে কেবল ঐ অর্থ দিয়ে পেটপূজার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠাকুর যে বললেন, ঈশ্বরদর্শন মানুষের সকলের শেষ অবস্থা—তার কি হলো? দিন তো যায়। কখন শরীর চলে যায় তার নাই ঠিক।

তাই ঠাকুর বললেন, যারা তাঁকে চায় তারা কোনও রকমে উদরপূর্তি করে বাকী সময় ঈশ্বরের চিন্তায় ও ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত কর। আহার পোষাক পরিচ্ছদ যদি মানুষের সব সময় নিয়ে যায় তবে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন! এইজন্য life simplify (জীবনযাত্রা সরল) করা দরকার। যারা ঈশ্বরকে চায় না, কেবল সংসার চায়, তাদের জন্য ঐ সব অর্থ উপার্জন করা, খাওয়াপরা দেহের সুখ। যারা তাঁকে চায় তাদের মনে করতে হয়, খাওয়াটা একটা রোগ। তাই মনে করে ঔষধের মত পেটে দেওয়া খাদ্য যাতে শরীরটা কাজ করে। তারাই ঈশ্বরের প্রিয়। আর সংসারের প্রিয় অন্য লোক।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম বেঞ্চে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বসা জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি ভক্তগণ। শ্রীমর খুব সর্দি হইয়াছে।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সকাল হইতেই শ্রীমর বিশেষ ভাবান্তর। কখনও নীরব, কখনও কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মনটা দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর করছে। এইদিনে কেশববাবুর সঙ্গে ঠাকুর নৌকাবিহার করেছিলেন। আবার আর একবছর এইদিনে কেশববাবুর মা ঠাকুরকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে এসে আনন্দ করেছিলেন কলুটোলায়। এসব anniversary day (বাৎসরিক আনন্দোৎসবের দিন) হয়ে রইল। ভক্তরা পরে এসব লীলার অভিনয় করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mass mind (জনসাধারণের মন) এখনও ঠাকুরকে নিতে পারে নাই। পরে নেবে। যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা—এসব প্রাচীন উপায়ে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাবে ঠাকুরের নাম। আবার নূতন উপায়ও লাগাবে প্রচারকার্যে, যেমন বায়স্কোপ, ল্যাণ্টার্ন শো, ইত্যাদি। হয়তো সাহিত্যিকগণ ঠাকুরকে তাদের লেখার বিষয় করবে। তখন জনসাধারণের নিকট যাবার আর এক ধাপ অগ্রসর হবে। সাহিত্যে না ঢুকলে প্রচার দ্রুত হয় না।

বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম—এসবের এতো প্রচার কেন? না, এসব সাহিত্যে ঢুকেছিল বলে। তার উপর রাজধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পলিটিক্সের সহায়ে প্রচার হয় সব চাইতে বেশী। আজ যদি westএর (পাশ্চাত্ত্যের) political power (রাজশক্তি) যায় তবে ক্রিশ্চিয়ানিটিও নীচে পড়ে যাবে।

জনসাধারণের ভিতর যে ধর্ম যায় তার রূপ একরকম। কিন্তু ভক্তের জন্য অন্য রূপ।

ক্রিশ্চিয়ানিটিও যাবে কিন্তু ক্রাইস্ট চিরকাল থাকবেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও, সত্য ও সরলতা আশ্রয় কর—তাঁর এই সব মহাবাক্য চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর কেন যেতেন এখানে সেখানে—ব্রাহ্মসমাজাদিতে, নানাস্থানে? না, তাদের ভিতর তাঁর ভাব ঢুকিয়ে দিতে যেতেন। স্বীকার করুক বা না করুক তাঁর প্রভাব পড়বেই। কেশব ও বিজয়কে মিলিয়ে দিতে নৌকাবিহার লীলা করলেন লক্ষ্মীপূর্ণিমা দিনে। যত দিন যাবে তত লোকে বুঝবে এসব। এসব অভিনয় হবে পরে।

আজের লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে যে সব কথা বলেছিলেন তার সার হলো - জীব যাই কর, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কর। তবে শান্তিসুখ পাবে। এটি হলো সাধারণের জন্য উপদেশ। একথা মনে থাকে না লোকের। তাই highest idealটিও (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরলেন সামনে। বললেন, তাঁকে দর্শন কর, তাঁর সঙ্গে কথা কও, তবে জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হলো। মানুষজীবনের এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। শুধু কি এ আদর্শটি বলেই ক্ষান্ত হলেন? তা নয়। নিজে দেখালেন—একেবারে সমাধিস্থ। চিত্রাপি.তর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় বিমল আভা। যা বললেন তা দেখালেন নিজের জীবনে—ঈশ্বরদর্শন। বিজ্ঞানের প্রধান পূজারী ডক্টর মহেন্দ্র সরকার স্তম্ভিত নির্বাক বিস্ময়ে।

অপরাহ্ন বেলা দুইটা হইতেই আজ ভক্তসমাগম হইতেছে। ভাটপাড়া হইতে আসিয়াছেন ললিত রায়। আর রামপুরহাট হইতে আসিয়াছেন, রেক্টার মুকুন্দ। তারপর নিত্যকার কয়েকজন ভক্ত পরপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন—যতীন ও বলাই, ডাক্তার বিনয় ও গদাধর। জগবন্ধু এইখানেই থাকেন। ভক্তগণ নানাভাবে নানারূপ আলোচনার অবতারণা করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ।

পাঁচটার সময় শ্রীম আসিলেন ছাদে। তাঁহার বগলে ধূতি, লাল ও সাদা ডোরাওয়ালা গামছায় মোড়া। ভক্তদের বলিলেন, নমস্কার নমস্কার। আপনারা বসুন। আমি নিচে থেকে আসছি হাত মুখ ধুয়ে। নিচে গেলেন আবার উপরে উঠিলেন। আর নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পর আবার আসিলেন বাহিরে ছাদে। শ্রীম বসা চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসিয়া আছেন শ্রীমর সম্মুখে বেঞ্চে।

কিছুকাল শ্রীম ভক্তদের কুশল প্রশ্ন করিয়া ধ্যান করিতেছেন ভক্তগণও ধ্যান করিলেন। ধ্যানের পর আসিলেন, উপেন মহারাজ। (স্বামী বিমুক্তানন্দ)। তিনি আসিয়াছেন অদ্বৈতাশ্রমের জন্য পাচকের অন্বেষণে। তিনি চান ভক্ত সদানন্দকে পাচকরূপে। সদানন্দ এখন ডাক্তার বক্সীর বাড়ীতে পাচক। ভাল লোক, ভক্ত লোক। আলোচনায় স্থির হইল, ডাক্তার বক্সী তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। সাধুদের কষ্ট না হয়, তাহাই সকলের লক্ষ্য। এইবার অন্য কথা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (স্বামী বিমুক্তানন্দের প্রতি)—হাঁ, কাল আমি জিতেন মহারাজকে সেই কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা ভেবে কথা কইছিলাম। ওমা, যখন উনি বললেন, এইটিন-এইট্টি সিক্সে (১৮৮৬ খ্রীঃ) আমার জন্ম তখন আমার চৈতন্য হলো। ভাবলাম করেছি কি ? কত তপস্যা করেছেন! মায়াবতীতে ছিলেন আট বছর, হিমালয়ে। আবার বাঙ্গালোরে, ত্রিবাঙ্কুরে, মাদ্রাসে কত জায়গায় কত তপস্যা করেছেন। ভাবলাম আমি কাকে কি বললাম।

শ্রীমর এই আন্তরিক অমানিদ আর্তি দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত। আবার কেহ কেহ ঈষৎ হাস্যময়।

প্রায় সাতটায় শ্রীম গেলেন ঠাকুরবাড়ী। সেখানে লক্ষ্মীপূজা হইবে আজ ঠাকুরঘরে। ফিরিলেন রাত্রি দশটায়।

৩

ভক্তগণ সন্ধ্যা হইতে ছাদে বসিয়া আছেন। আহা, পূর্ণিমার চাঁদের কি শোভা আজ! সুষমার সৌরভে যেন পৃথিবী নিমজ্জিত। এই চাঁদ দেখিয়া ভোগীর ভোগ-ইচ্ছার বৃদ্ধি হয়। আর ভক্তের হয় ভক্তির বৃদ্ধি। ভক্তগণ ভাবেন, এই চাঁদ আমাদের অতি আপনার জন। ইনি আমাদের সহস্রশঃ নমস্য। ইনি অতীতের সাক্ষী। ইনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন। আবার পূর্বজ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধের জীবন্ত মধুময় সাক্ষ্য। ভক্তগণ আজের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর স্মৃতিতে নিমগ্ন। এই দিনে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ কেশবসেনের সহিত জাহ্নবীবক্ষে বাষ্পীয় যানে বিহার করিয়াছিলেন।

ভক্তগণ কেহ কেহ হয়ত মানসপটে, হয়ত বা কথামৃত-চক্ষে দেখিতেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর অপরূপ সমাধিস্থ ছবি। দেখিতেছেন, জাহাজের কেবিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়ারে উপবিষ্ট—প্রিয়দর্শন, সহাস্যবদন, আনন্দময় প্রেমানুরঞ্জিতনয়ন। আবার সদা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন জগৎভোলা সর্বত্যাগী প্রেমিক সন্ন্যাসী, এক বিচিত্র মহাযোগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ ভাবিতেছেন, একি অদ্ভুত যোগী! লোক যোগসাধন করে নির্জনে। সিদ্ধ হলেও ঐ নির্জনেই হয় তাঁদের অবস্থান। এই ব্যক্তি, সজন নির্জন উভয়স্থানে সমান ব্রহ্মলীন। তাঁর নিকট দেখছি দক্ষিণেশ্বরের সত্ত্বময় নির্জন তপোবন আর রজের চলমান চঞ্চল নিদর্শন বাষ্পীয় যান সমান। একান্ত কুটীরাভ্যন্তর আর জনবহুল স্টীমারের কক্ষ সমান। কেহ ভাবিতেছেন, কি করে এ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় অবিদ্যার অজেয় আকর্ষণভূমি এই দুরন্ত জগৎ থেকে মনকে টেনে নিয়ে ব্রহ্মসমুদ্রে বিলীন করে দেন মুহূর্তমধ্যে। তিনি নিশ্চয় অবিদ্যার অধিপতি শ্রীভগবান হবেন। নরযোগীর অসাধ্য, সুদুষ্কর এ কাজ! নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মযোগী!

কেহ ভাবিতেছেন, আজের কোজাগর পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্ম সমাজের অতি শুভদিন। কেন না, এই দিনেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম আচার্য কেশব সেনকে বলেছিলেন, শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ, বেদ ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এক। বলেছিলেন, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, দুগ্ধ আর ধবলত্ব যেমন অভেদ, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ —ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। হয়ত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণী সত্যানুসন্ধী যুক্তিবাদী কেশবের হৃদয় মন অধিকার করে বসেছিল। কারণ দেখা যায়, পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে ব্রহ্মশক্তি 'মা মা' নাম উচ্চারিত হচ্ছে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ নববিধান মন্দিরে হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপক নিয়ে বিভোর হয়ে 'মা মা' বলে ব্রহ্মশক্তির আরতি করছেন।

মহামতি ম্যাকস্‌মুলার ইউরোপে বসে কেশবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। ভাবছিলেন, কোথা হতে কি করে নববিধানে এই 'মা মা' নাম ঢুকল। তাঁর এই সংশয় দূর হয়েছিল অনেক বছর পর, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবের মিলনের কথা যখন শুনেছিলেন। আজও নববিধানের বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে একটি দিন ধার্য থাকে রামকৃষ্ণ-কেশবমিলনের এই মধুর মঙ্গলকর উদার শুভক্ষণটির অনুধ্যানের জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশব কি ছোট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'ব্রহ্মশক্তি অভেদ'—এই প্রত্যক্ষানুভূতির উদার বাণী গ্রহণ করে? উত্তর—না, কখনও না। ইহাতে কেশবের তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা, নির্মুক্ত যুক্তিপ্রিয়তা ও ব্রহ্মদর্শনের ব্যাকুল উন্মাদনাই প্রমাণিত হল। কেশব মহাপুরুষ।

কোন ভক্ত হয়তো ভাবিতেছেন, পূর্ণিমার এই দিনেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে নিজের প্রত্যক্ষানুভব—'যত মত তত পথ' বাণী শুনিয়ে দিলেন। এই মহাবাণীই অতি প্রাচীনকালে ঋষিদের মুখ হতে ঋক্‌বেদে উচ্চারিত হয়েছিল—'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' বলেছিলেন, যেমন জল ওয়াটার পানি একই বস্তু—তেমনি আল্লা গড্ (God) ব্রহ্ম কালী—এক। রাম হরি যীশু দুর্গা—সব এক। সকল ধর্মপথেরই গম্য একই স্থান। পথ খালি ভিন্ন। তেমনি বিচার-পথ, ধ্যানপথ, ভক্তিপথ, কর্মপথ সকলেরই গন্তব্য স্থল ঈশ্বর।

ভক্তগণ শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। কেহ ছাদে পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছেন, কেহ সিঁড়ির ঘরে বসা। কেহ বা ছাদের উত্তর দিকের তপোবনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

ভক্তরা নানাস্থান হইতে আসিয়াছেন। শুকলাল ও মনোরঞ্জন আসিয়াছেন বেলেঘাটা হইতে। ছোট জিতেন সুখেন্দু রমণী বিজয় বসন্ত প্রভৃতি কেহ বা কর্মস্থল হইতে আসিয়াছেন, কেহ নিজ বাসস্থান হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু গদাধর ও যতীন।

সাড়ে সাতটায় আসিলেন স্বামী ওঁকারানন্দ। আটটার পর তাঁহাকে লইয়া জগবন্ধু গেলেন পঞ্চানন ঘোষের লেনে—কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে। সঙ্গে ভক্তরাও কেহ কেহ গেলেন। অনেক দিন হইতে কৃষ্ণযাত্রা হইতেছে। আজও হইবে, কিন্তু দেরীতে হইবে—নয়টার পর। সাধু ভক্তরা তাই ফিরিয়া আসিলেন। পরে সংবাদ আসিল আজ আর যাত্রাগান হইবে না।

শ্রীম ফিরিলেন ঠাকুরবাড়ী হইতে দশটার পর। ভক্তগণকে শ্রীম বলিলেন, আপনারা বসে বসে ঠাকুরের চিন্তা করছিলেন তো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দিনে কেশবের সঙ্গে নৌকাবিহার করেছিলেন। তারপর আর একবছর, কেশবের বড় ভাই নবীন সেনের বাড়ীতে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন কলুটোলায়। আহা, কি গান, কি নৃত্য—এখনও দেখছি যেন চোখের সামনে হচ্ছে। কেশব সেনকে বলেছিলেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই ভক্তকে ধরে থাকলে ভগবানের দর্শন হতে পারে। ওরা তো অবতার মানে না। তাই ইঙ্গিত করেছিলেন। ভক্তকে অর্থাৎ ঠাকুরকে ধরে থাকলে ঈশ্বরকে পাবে। হয়েও ছিল তাই। ঠাকুরের কৃপায় কেশব ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। আপনারা এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ী যান।

এখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, মা ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশব আর বিজয়কে নিয়েছেন। তাই তিনি তাঁদের জন্য ব্যাকুল হতেন। মায়ের লোক কিনা এঁরা। বিজয়ের পয়সা নাই। তাই ভক্তদের বলতেন, নৌকো করে, বা গাড়ী করে বিজয়কে নিয়ে আসবে। আর কেশবের কাছে নিজেই যেতেন। কেশবও কখনও আসতেন। কতখানি ভালবাসা। কেশববাবুর অসুখে মায়ের কাছে ডাব চিনি মানত করেছিলেন। শেষ অসুখে দেখতে গেলেন। কেশববাবু বাড়ীর ভিতর ছিলেন। ঠাকুরের তর সইছে না। বলছেন, আচ্ছা, আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসি। বলেছিলেন, মা, যদি কেশবের কিছু হয় তবে কার সঙ্গে তোমার কথা কইবো কলকাতা গেলে? আবার শরীর গেলে কেঁদেছিলেন। আর তিনদিন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তা করবেন না! কেশবই তো প্রথমে ঠাকুরকে চিনেছিলেন। বলেছিলেন, জগতে এখন অমন মানুষ নাই। তুলোর ভিতর যেমন আঙ্গুর রাখে তাঁকে তেমনি রাখা উচিত। অথবা কাঁচের আলমারিতে রাখা উচিত। কেশববাবুই তো প্রথমে ঠাকুরের অতি-মানবতার কথা কাগজে লিখলেন। জহুরী নইলে কি মানিক চিনে! আদি সমাজে কেশবকে চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন, এ দৈবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ। এর ফাত্না ডুবছে। অর্থাৎ ধ্যানে প্রায় ঈশ্বরের কাছে চলে যাচ্ছে মন।

আজের মিলন কেশব ও বিজয়ের নৌকোবিহারে আকস্মিক ঘটনা নয়। কুচবিহারের বিয়ে নিয়ে ছাড়াছাড়ি হয় কেশব বিজয়ের। আজ মিলন হলো। জগদম্বার ইচ্ছাতে আজের নৌকোবিহার। তাই ঠাকুর বললেন, 'মা আমাকে এখানে আনলে কেন, আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারবো?' ঠাকুরের স্পর্শে উভয়ের মন বেড়া ভেঙ্গে ঊর্ধ্বে উঠেছিল। কেশব ও বিজয় উভয়েই ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন।

কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ।
১৫ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল, বৃহস্পতিবার।

পঞ্চম অধ্যায়
পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেওয়া

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। ভক্তগণ কেহ ছাদে, কেহ সিঁড়ির ঘরে বসা—ছোট জিতেন, সুখেন্দু, গদাধর, যতীন, জগবন্ধু, বলাই, বরদা প্রভৃতি। বরদা আর্টিস্ট, সমবায় বিল্ডিংএ তিনি থাকেন।

শ্রীম নিজ কক্ষের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। আর দরজার গোড়ায় চেয়ারে বসিলেন দক্ষিণাস্য। নমস্কারাদির পর নানা লৌকিক প্রসঙ্গ চলিতেছে—আর্ট, সায়েন্স, ব্যবসা বাণিজ্য, কেলিকো প্রিন্টিং, এই সব।

সুখেন্দু কেলিকো প্রিন্টিংএর কাজ করেন। নিজের ফ্যাক্টরী আছে। অনেক লোক কাজ করে। সুখেন্দুর শরীর ভাল নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখেন্দুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম কথা উঠাইলেন। কখনও কখনও ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—একে খারাপ শরীর, তার উপর এই সব কাজের চিন্তা। আচ্ছা, আপনি খান না কেন? খাওয়া খুব ভাল। আর ভাল ভাল সব খাবেন। বলে, সব জড়। কিন্তু কিছুই জড় নয়। সব spiritual (চেতন), সব চৈতন্যময়। এই ফলটল-গুলি সব চৈতন্যময়। তাই উপনিষদে (তৈত্তিরিয়ে) বলেন, অন্ন ব্রহ্ম—'অন্নং ব্রহ্ম ব্যাজানাৎ'। অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্ম বলে জানবে। আবার ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সব ব্রহ্ম। বলেছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম।

খান, খান, ভাল ভাল জিনিস খান। তবে তো দেহে জোর আসবে। অন্নব্রহ্ম দ্বারা দেহব্রহ্মকে রক্ষা করা। মন বুদ্ধি আত্মা সবই খাওয়া থেকে শক্তি পায়।

যা হজম হয় তা খুব বেশী করে খান। সব রস খেতে হয়। কটু-তিক্ত-কষায়, লবণ-অম্ল-মধুর—এই ষড়বিধ রস খেতে হয়। আবার চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়, সব রকম খেতে হয়।

(সহাস্যে) নিজে তো আর খাচ্ছেন না। সেই আত্মাকে খাওয়ান হচ্ছে। তাই পাঁচ রকম খাদ্য জোগাড় করে খাবেন। তাতে আত্মা তুষ্ট থাকবেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—প্রথমটা অবশ্য হয় না। তা আবার অভ্যাস করতে করতে হয়ে যায়। প্রথমটা মনে হয়, আমি খাই। তারপর অভ্যাস করতে করতে হয়ে যায়—আত্মা খান।

গোপালকে লোক পাঁচরকম ভোগ দেয় কেন? তেমনি আত্মাকেও দিতে হয়। ব্যাসদেব বললেন, আমি যদি না খেয়ে থাকি তবে হে যমুনে, তুমি দুই ভাগ হয়ে যাও। গোপীদের রাস্তা করে দাও। অমনি যমুনা হয়ে গেল দু'ভাগ। এই দেখে গোপিনীরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এদিকে গণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছেন। যত সব ক্ষীর-সর-দধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল গোপিনীদের, সব সাবাড় করে দিলেন। আবার বলছেন আমি খাই না। এমনি সব কাণ্ড!

গদাধর—তবে যে সেদিন বললেন, 'বমনাহারবৎ' ইত্যাদি?

শ্রীম—সে তো প্রবর্তকদের জন্য। যারা সবে আরম্ভ করেছে ধর্মাচরণ। ও-ও, তুমি বুঝি এই মানে করে বসে আছ?

মানুষের মধ্যে কত রকম আছে। স্থূল, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আবার সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তকরা 'এ না ও না' করে ছাড়বে। যাদের অনেক সাধুসঙ্গ হয়েছে তাদের কথা আলাদা। যাঁরা ছাদে উঠেছেন অর্থাৎ সিদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁরা দেখেন যে জিনিসে ছাদ তৈরী সেই জিনিসে সিঁড়িও তৈরী।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—আপনাদের তো হয়েই আছে। এতো সাধুসঙ্গ, এতো সাধুসেবা! এই যে উৎসবটি (দুর্গাপূজা) গেল মঠে—রাত্রিবাস, রাত্রি জেগে সেবা—একি অন্যের ভাল লাগবে?

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তাই ঠাকুর বলেন, শাস্ত্র গুরুমুখে শুনতে হয়। আমরা যে একটু বুঝেছি সে কেবল তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে ছিলাম বলে। অধিকারী ভেদে কথা আছে শাস্ত্রে।

মোহন—সকলেই তো শাস্ত্র গুরুর কাছে পড়ে, গুরুমুখে শোনে?

শ্রীম—না, এখানে 'গুরু' মানে অবতার। ঈশ্বরই মানুষ হয়ে আসেন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে। যেমন ঠাকুর।

মোহন—সকলের তো সে সুযোগ হয় না। তারা কি তা হলে শাস্ত্র পড়বে না?

শ্রীম—হাঁ, পড়বে যদি ইচ্ছা হয়। তবে অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। যেখানে মিললো নিলাম। যেখানে মিললো না তা ছেড়ে দিলাম। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশান থাকে। পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু আলাদা করতে হয়। সে কাজ পারেন গুরু অবতার।

শাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য কি? না, জানা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরদর্শন, এইটে। তা যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস করলে হয়ে যায়, তবে কেন পড়া? বিশ্বাস না হলে গুরুবাক্যে গুরুমুখে শাস্ত্র শোনা। ঠাকুর বলেছিলেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল। অত সহজে হয়ে গেলে কে যায় অত ঘুরতে? একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠাকুরকে একদিন দুপুর বেলায়, উপায় কি? তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

মোহন—তা'হলে লোক শাস্ত্র পড়ে কেন?

শ্রীম—কেউ পড়ে পণ্ডিত হতে। তা দিয়ে জীবিকার্জন হয়, নাম যশ হয় এতে। কেউ পড়ে ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে সহায়করূপে। শাস্ত্রের দু'টো দিক আছে—শব্দার্থ আর মর্মার্থ। যারা ঈশ্বরকে চায় তারা মর্মার্থ নেয়।

মুণ্ডক-উপনিষদে শৌনকের কথা আছে। আবার নারদের কথা আছে ছান্দোগ্যে। শৌনক ছিলেন নৈমিষারণ্য গুরুগৃহের চ্যান্সেলার, আচার্য। দশহাজার বিদ্যার্থী সেখানে থাকতো। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। কিন্তু চিত্তে শান্তি ছিল না। তাই পিপ্পলাদ ঋষির কাছে গেলেন শান্তির জন্য। তিনি বললেন, তুমি এতদিন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলে। তাই শব্দার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। তাই শান্তি হয় নাই। শাশ্বত শান্তির স্থান শ্রীভগবান। তাঁকে জানলে শান্তি হয়। তারপর তাঁর উপদেশে তপস্যা করে ভগবানকে জানেন। তখন শান্তি।

নারদেরও তাই। যত জ্ঞান আছে সব লাভ করেছিলেন—নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, দেববিদ্যা আদি। চিত্তে শান্তি ছিল না। তখন অশান্ত মনে ঋষি সনৎকুমারের কাছে যান। বললেন, ঋষিদের মুখে শুনেছি জ্ঞানলাভে শান্তি হয়। কিন্তু অত জ্ঞান লাভ করেও আমার শান্তি নাই কেন? ঋষি বললেন, তুমি শব্দজ্ঞান লাভ করেছ। তাতে শান্তিলাভ হয় না। মর্মজ্ঞান লাভ করলে শান্তি। ঋষির উপদেশে মর্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে শান্তিলাভ করলেন।

ঠাকুর নিশারাত্রিতে অনাহত শব্দ শুনতেন। বাহ্য যত শব্দ সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহত হয়ে উৎপন্ন হয়। (মেঝেতে আঘাত করে) এইটে আহত শব্দ। এর উৎপত্তি মাটি, হাওয়া, আঘাত—এসব মিলে হচ্ছে। অনাহত শব্দ এরূপ নয়। এই অনাহত শব্দই ব্রহ্ম। সদা এই শব্দ হচ্ছে—যোগীরা শুনতে পান। এই অনাহত শব্দের জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই মর্মার্থ। শব্দ ধরে চলে ও শেষে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়।

২

মোহন—পণ্ডিতদের কেবল শব্দার্থজ্ঞানকে লক্ষ্য করেই কি ঠাকুর বলেছিলেন—চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে?

শ্রীম—হাঁ। 'ভাগাড়ে' মানে, ভোগে—কামিনীকাঞ্চনে। তপস্যা চাই। সাধন তপস্যা ছাড়া কামক্রোধাদি রিপু কি করে বশীভূত হবে? তাই তিনি বলেছিলেন, বিবেক বৈরাগ্যহীন পণ্ডিতগুলোকে খড়কুটোর মত মনে হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি)—একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত কালীপূজো করছিলেন কামারপুকুরে। আমরা সেখানে উপস্থিত। বললেন, তুমি নাকি লেখাপড়া শিখেছ? কিন্তু, কি করে গদাইয়ের শিষ্য হলে? গদাই তো শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ে নাই। আমরা তখন ঠাকুরের কাছে যা শুনেছিলাম, তাই দু'চারটে কথা ছেড়ে দিলাম। বলেছিলাম, তাঁর (ঠাকুরের) মুখে শুনেছি, 'চিল শকুন খুব উঁচুতে ওঠে। কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে, কামিনীকাঞ্চনে।' 'আমার ছেলে পণ্ডিতের দরকার নাই'। 'বিবেক বৈরাগ্যহীন পণ্ডিতকে খড়কুটোর মত মনে হয়।' পরে শুনেছিলাম, এরপর থেকে ঐ পণ্ডিত ঠাকুরের ভক্ত হয়।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—যে জিনিস ভাল, অপপ্রয়োগে তার খারাপ ফল হয়। যে বিষে প্রাণরক্ষা হয়, অপপ্রয়োগে তাতে প্রাণহানিও হয়। অভিজ্ঞ লোকের কাছে তার প্রয়োগবিধি শিখতে হয়। দেখ না, শংকরাচার্য—যেমনি জ্ঞানঘন মূর্তি, তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রমূর্তি—তিনি কি বলছেন। বলেছেন, 'শব্দজালমহারণ্যং চিত্তভ্রমণ কারণম্'। আবার সাধনহীন তপস্যাহীন শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশলকে বলছেন, বিষয়ভোগের সাধন। মুক্তির সাধন নয়—'তদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।'

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। এইবার ধর্মাচরণের ব্যবহারিক রূপটি তিনি দেখাইতেছেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—ভাইদের উপর দিন না ভার। এরা এখন করুক। আপনি অনেক করেছেন। এখন বিশ্রাম নিন্। (ভক্তদের প্রতি)—প্রবৃত্তি is alright (ভাল) যদি এতে জান না যায়। সব উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন জান নিয়ে টান পড়ে, তখন আর তা উড়িয়ে দেবার যো নাই। এমনি জিনিস জান।

এই শরীরটিতে সোনা গালাতে হবে। সোনা গালান হয়ে গেলে তখন যায় যাক্—তবে পারে। যতদিন তা না হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততদিন তাকে যত্নে রাখতে হয়। এই শরীরকে অধিক যত্নে রাখলেও বিপদ, আর যত্ন না নিলেও বিপদ। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা, লেজামুড়ো বাদ দিয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—এ (বিষয়কর্ম) কি কম হ্যাঙ্গাম। কাশী যাওয়া, তীর্থ করতে যাওয়া, এতে মন সুস্থ থাকে। আর এ কোথায় কারিগর, কোথায় অমুক।

অনেক তো করেছেন। এবার নিবৃত্তিই ভাল। আচ্ছা, না ছাড়তে পারা যায়—শরীরটা আগে ভাল হোক, তারপর যা ইচ্ছা করবেন। অবসর নিন্।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তিনিই খাদ্য। আবার এক জায়গায় বলেছেন, খাওয়া কাজটাও তিনি। সবই তিনি—খাদ্য খাদক খাওয়া সব তিনি—'ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা'।

যদি বল, যদি তিনিই অন্তরে বাহিরে সব, তবে তপস্যা কেন? তার উত্তর—এইটিই বুঝবার জন্য তপস্যা দরকার। গুরুমুখে হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনেছে। তা সব কি তার বিশ্বাস হয়? কারও কারও এক জন্মেই হয়ে যায়। কারও কারও হয়তো পঞ্চাশ হাজার জন্মে হয়। কি আরও বেশী। এমনি প্রকৃতি তিনি করেছেন।

যেমন, জল নামছে। একটা বাঁধ আছে। এতে এসে আটকে পড়ে। এই বাঁধটা ভেঙ্গে দেবার জন্যই তপস্যা। বাঁধ ভাঙ্গলে অমনি জল সব হুশ্ করে নেমে গেল।

যাকে লাভ হলে আর কিছুই লাভ বাকী থাকে না, সেইটির জন্যই তপস্যা।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ গীতা ৬।২২

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—এই কথায় ঠাকুর বলতেন, অনেক তো করেছো। এইবার তাঁর চিন্তা কর, দু'টি ডালভাতের যোগাড় করে।

আপনার তো কোনও প্রতিবন্ধক নাই। তবে কেন? যাদের সংসার আছে, না করলে নয়, তারা করুক। এতে শক্তিক্ষয় হয়। যে শক্তি অন্য ভাল কাজে লাগতো সেই শক্তি ক্ষয় হচ্ছে।

মানুষগুলি যখন উৎসাহের সঙ্গে এদিককার (সংসারের) কোনও কাজ করে তখন তাদের শক্তির ক্ষয় হয়—শক্তির বাজে খরচ হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এদের কিন্তু—। এতো সাধুসঙ্গ করেছে। আগে একবছর তপস্যা করে এসো, ঋষিরা বলতেন। একবছর তপস্যা করে এলে তখন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তা না করলে যে ধারণা করতে পারবে না।

ঠাকুর জমিটি তৈরী দেখলে, দু'টি একটি কথা ছেড়ে দিতেন। ইহা বীজের মত কাজ করতো। এই যে বাবুরা লেকচার দেয়—এ যেন আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে। তা কারো গায়ে লাগলো না। কিন্তু তাঁর তো এরূপ হবার যো নাই। ঠাকুর দু'টি একটি কথা বলতেন। তাতেই কাজ হয়ে যেতো।

শ্রীম (বরদার প্রতি)—ওখানে (বেদান্ত মঠে) গিছলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরদা—তারপর গিয়ে শুনি, উনি (স্বামী অভেদানন্দ) দার্জিলিং চলে গেছেন।

শ্রীম—ওঁর পা-টা নাকি মাঝে মাঝে ফুলছে। বড় শীত যে দার্জিলিংএ। ওদেশ (আমেরিকা) থেকে চলে এসেছেন ঐ জন্যই নাকি। ডাক্তাররা বললেন, শীতপ্রধান দেশে আর থেকো না। তাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এসেছেন ওদেশ থেকে।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বগত)—'ye shall have its reward'—যেমন ভাব, তেমনি লাভ।

সুখেন্দুকে সাবধান করিতেছেন কি ?

শ্রীম নীচে নামিতেছেন তিনতলায়। আহার করিবেন। সাড়ে আটটায় আহার শেষ করিয়া পুনরায় উপরে আসিলেন। যোগেনবাবু ৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার মারফৎ লক্ষ্মীদিদি শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যোগেনবাবু শ্রীমর জামাতা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, পুরী যেতে বড়ই সাধ হয়! ওখানে গেলে আর পালাবার ভয় থাকে না। চৈতন্যদেব ছিলেন অতকাল। ভক্তের পক্ষে বড়ই ভাল স্থান।

যোগেন—গম্ভীরা—বস্তুতই গম্ভীরা। ভগবানে লগ্ন হয়ে যায় ওখানে। উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। সংসারের কথা মনে থাকে না।

শ্রীম—এই আছে একরকম (ভাব)। আবার antequarianদের (পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের) আলাদা রকম। 'এই মন্দির চারশ' বছরের কি না—এই সব (প্রশ্ন)। ভক্তরা তা দেখবে না। তারা ভাবে, চৈতন্যদেব ঐ গম্ভীরায় ছিলেন।

ডাক্তার বক্সী—গঙ্গা নেই, এই অসুবিধা।

শ্রীম—কেন, সাগর রয়েছেন—'সরসামস্মি সাগরঃ'। আর কি ? 'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী'।

(ভক্তদের প্রতি) তীর্থ মানে কি ? না, যেখানে গেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা, যার কাছে গেলে তাঁর উদ্দীপন হয় সেখানেও তীর্থ। যেমন ভক্তদের, আপনাদের দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা, সে-ও তীর্থ। আপনারা তো জানেন না, কত বড় লোক আপনারা।

ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' অন্য জীবেও তিনি আছেন। তবে যে জানতে পেরেছে যে তিনি আছেন হৃদয়ে, তাকেই বলে ভক্ত। অন্য লোক তা জানতে পারে না। তাই জৈনেরা মহাপুরুষদের তীর্থঙ্কর বলেন—অর্থাৎ যিনি তীর্থ করেন। 'তীর্থি কুর্ব্বন্তি তীর্থানি'—এ ভাগবতের কথা (১।১৩।৮)। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন।

ডাক্তার বক্সী—যে সর্বদা যোগে আছে সেই তো ভক্ত।

শ্রীম—হাঁ। আপনি ভাবছেন, আমি বড় ভক্ত, অমুক ছোট। কিন্তু তিনি একটু ঘুরিয়ে দিলে, যাকে ভাবছেন ছোট, তাকে হয়তো পঞ্চাশ হাত এগিয়ে দিলেন। তাই ছোট বড় বলার যো নাই। বাইরের কাজ দেখেও বোঝা যায় না। তিনি যে কর্তা।

কলিকাতা। ৭ নম্বর শংকর ঘোষ লেন।
পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতির বাড়ী।
২রা অক্টোবর, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্যদেবের লীলাভূমি পুরী

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। ভক্তগণ—ছোট জিতেন বিনয় ও জগবন্ধু, যতীন বলাই ও সুখেন্দু, মনোরঞ্জন ও গদাধর প্রভৃতি গিন্নীমার (শ্রীমর ধর্মপত্নী) জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আজ ৺ পুরীধাম হইতে ফিরিবেন। সঙ্গে ছোট অমূল্য।

এখন সকাল সাতটা। শ্রীম চারতলা হইতে দ্বিতলে নামিয়া আসিতেছেন। কিছুক্ষণ পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় উপরে উঠিতেছেন। আর অতি আনন্দে ভক্তদের বলিতেছেন, আপনারা সেই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ হয়ে থাকুন।

আজ ৩রা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল, শনিবার।

সাড়ে সাতটায় আসিলেন গিন্নীমা, সঙ্গে ছোট অমূল্য। দ্বিতলের সিঁড়ির গোড়ায় ভক্তগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা ও নমস্কার করিলেন। গিন্নীমা ত্রিতলে আরোহণ করিলেন।

ছোট অমূল্য ভক্তদের ৺জগন্নাথের তুলসী ও চন্দন-প্রসাদ দিতেছেন। ভক্তগণ দ্বিতলের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর আনন্দে 'খুড়ো'র (ছোট অমূল্যর) সহিত রঙ্গরস করিতে লাগিলেন। ছোট অমূল্যর বয়স পঁয়ত্রিশ হইবে। বিবাহিত। ঘরে মা স্ত্রী ও একটি কন্যা। হগ্ মার্কেটে দোকান ছিল। আর কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ী আছে। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব নাই। ইদানীং সাধনভজন ও সৎসঙ্গ করেন। বড়ই মধুরভাষী ও মধুরব্যবহারী। শান্তস্বভাব ভগবৎপরায়ণ শ্রীম তাঁহাকে তাই সত্ত্বগুণী মানুষ বলেন। আর তিনি ভক্তদেরও অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদরের 'খুড়ো'। সুখেন্দু একটাকার রসগোল্লা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া 'খুড়ো'কে উপহার দিলেন। শ্রীমর শিক্ষা, তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রার পূর্বে ও পরে সেবা করিতে হয়। তাহাতে ভক্তিলাভ হয়। 'খুড়ো' ভক্তদের সঙ্গে ঐ প্রসাদী মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে ৺জগন্নাথধামের সংবাদ বলিতেছেন।

ভক্তগণ ছোট অমূল্যকে লইয়া চারিতলায় গেলেন। তিনি শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন। শ্রীম সংবাদ পাইয়া সিঁড়ির ঘরে আসিয়া অমূল্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অমূল্য শ্রীমর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

একজন ভক্ত (স্বগত)—কত যাত্রী তো জগন্নাথধাম হইতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের দেখিয়া এরূপ আনন্দ হয় না কেন? এখনই বা কেন আমাদের এই আনন্দ হইতেছে? আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান তো সকলের ভিতরই রহিয়াছেন, শাস্ত্র বলেন। অন্য সময় তাহা হইলে উহার অনুভব হয় না কেন? এখনই বা সেই অনুভব অত প্রগাঢ় ও হৃদয়স্পর্শী কেন? শ্রীমর সান্নিধ্যে কি তাহা হইতেছে? শ্রীম যে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁহার হৃদয়কমলে আনন্দস্বরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত হইবেন নিশ্চয়। আর অমূল্য কি ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া জগন্নাথময় হইয়া গিয়াছেন? তাই কি শ্রীম অমূল্যর শরীরে ৺জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিলেন?

শ্রীমর মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর একবার শ্রীমকে ৺জগন্নাথদর্শনে পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবে। রথের পূর্বে 'নবযৌবনের' সময় সর্বসাধারণের আলিঙ্গনের সময়। তখন অসময়। কিন্তু ঠাকুরের কথায় ও কৃপায় অসীম সাহস করিয়া শ্রীম জগন্নাথকে বেদীর উপর চড়িয়া আলিঙ্গন করিলেন। ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর শ্রীমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, এই আমারও জগন্নাথকে আলিঙ্গন করা হল।

শ্রীম অমূল্যর নিকট হইতে পুরীর সকল সংবাদ লইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতি দেখিয়াছিলেন, আনন্দবাজারে কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ কুড়াইয়া খাইয়াছিলেন, মন্দিরের বিশাল অঙ্গনে বিমলাদেবী ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতিকে দর্শন, পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়াছিলেন— এইসব কথা হইতেছে। আর ঠাকুরের পূর্বাবতার চৈতন্যদেবের পুণ্যনাম-সংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহের দর্শনের কথাও বলিলেন— গম্ভীরা, টোটা গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, হরিদাস মঠ প্রভৃতি। আর ঠাকুরের ভক্তগণের—রাখালমহারাজ, বাবুরামমহারাজ, মহাপুরুষ-মহারাজ, হরিমহারাজ, শরৎমহারাজ, মাস্টারমহাশয় প্রভৃতির আবাসস্থল, বলরামবাবুর শশীনিকেতন, শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান, ক্ষেত্রবাসীর মঠ, লক্ষ্মীদিদির আশ্রম, জটিয়াবাবার মঠ প্রভৃতি নবীন তীর্থস্থানসমূহেরও দর্শনের কথা হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে গিন্নীমা জগন্নাথের টাট্‌কা মহাপ্রসাদ আটকে করিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ ছাদে পঙ্গদ করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অতি উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, আহা, এ স্থানটি যেন শ্রীক্ষেত্র আজ।

রাত্রি সাড়ে আটটা। দ্বিতলের বারান্দা। ভক্তগণ—শুকলাল ও মনোরঞ্জন, বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, বলাই যতীন ও গদাধর, ডাক্তার ও বিনয়, এটর্নি বীরেন ও জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীম ঠাকুরবাড়ী গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিলেন নয়টায়। বড় জিতেন ও ছোট জিতেন কোনও কার্যে চলিয়া গিয়াছেন শ্রীমর আসিবার পূর্বেই। শ্রীম খুব ক্লান্ত। সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এইবার বারান্দার পূর্বধারে গিয়া চেয়ারে বসিলেন। আর ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কর্মে থাকলে বুঝি মন তত স্থির হয় না?

ডাক্তার বক্সী (ব্যগ্রভাবে)—বাবা, কর্মে আবার মন স্থির! সর্বদাই বের হয়ে যাচ্ছে ঐ পথ দিয়ে।

শ্রীম—না। প্রেম হলে এর (প্রেমের) ভিতর দিয়ে (মন) বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। এ অবস্থায় মনের বাজে খরচ হয় না। এ অবস্থায় কখনও চঞ্চল হলেও (মন) যোগভ্রষ্ট হয় না। আর শরীরটা যতদিন আছে, ও তো হবেই। এমন যে অবতারপুরুষ (ঠাকুর) তিনিই দেখিয়ে গেলেন, এসব ছাড়বার যো নেই। নিজের শরীরটাকে দেখিয়ে বলতেন, 'এর ভিতর সব আছে'। বলেছিলেন, 'বিষয়ের মেঘ উঠবেই। আবার নামবে।'

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এখন যারা জন্মেছে, তাদের ভাবনা কি? মনে কর, অবতার এসে সব broadcast করে (চতুর্দিকে ছড়িয়ে) গেছেন। অন্যে যে truths (সত্যসমূহের) একটা সারা জীবনে উপলব্ধি করতে পারে না তিনি ঐ সব উপলব্ধি করে broadcast করে (জগৎময় ছড়িয়ে) গেছেন।

শ্রীম আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বাঙ্গালীরা বড়ই সৌভাগ্যবান। বাবুরা তো জানে না কেন? এদেশে যে অবতার জন্মেছেন! দেখ, দুইবার (চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ) অবতার এলেন।

Worldএর (জগতের) মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। আর তার মধ্যে বাংলা দেশ। এখন চোখও বুজতে হবে না, আর পাতাও উল্টাতে হবে না। এমনি হয়ে যাবে।

ডাক্তার বক্সী—কি করে?

শ্রীম—তাঁর idealগুলি (আদর্শগুলি) চিন্তা করলেই হবে। আর সেইগুলি দেখা। সেইগুলি রূপ নিয়েছে কিনা মানুষে!

যেমন সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ছাড়া ধর্ম হয় না। তাই সাধু তৈরী করেছেন তাঁর idealএর (আদর্শের) মত।

বলেছেন, যার কাছে বসলে ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য—এ বোধ আপনিই এসে যায়, সেই সাধু। এইরূপ সাধু ঠাকুর নিজে তৈরী করে গেছেন। আবার গৃহস্থও তৈরী করেছেন। তারা যেন বড়লোকের বাড়ীর ঝি! তাদের সঙ্গে মিশলেও মনে হবে আপনিই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। এরাও সাধু। প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা বেশীর ভাগই এইরূপ ছিলেন—যেমন ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি।

ঠাকুর সবই করে গেছেন। এখন কেবল সেগুলি চিন্তা করলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না। যেমন বামনকে উঁচু ঢিপির উপর বসিয়ে দিলে সে সব দেখতে পায়, তেমনি। তাঁর দেওয়া আদর্শগুলি চিন্তা করলেই মন ঐ আদর্শের সঙ্গে উঁচুতে উঠে যায়। এ যেমন, বাপ রোজগার করে গেল, ঐশ্বর্য ছেলে ভোগ করে।

তাই বলেছিলেন, তোদের কিছু করতে হবে না। শুধু জানলেই হবে, আমি কে আর তোরা কে ? মানে, ঠাকুর অবতার আর আমরা তাঁর সন্তান।

আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য—জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তিসুখ প্রেম সমাধি। আপনারা এইসব message of hope (আশার বাণী) চিন্তা করতে করতে ঘরে যান।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তরা বিদায় লইতেছেন প্রণাম করিয়া। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শ্রীম বীরেনকে বলিতেছেন, জগন্নাথ টানছেন দেখছি। যেতে হবে শীঘ্র। জোর ডাক এসেছে।

২

মর্টন স্কুলের ছাদ। রাত্রি সাতটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীমর পুরী যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী পরশু রওনা হইবার কথা। তাই এখন জগন্নাথ-পুরীর উদ্দীপন, পুরীর আলাপন।

আজ ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে তিনদিকে বসিয়া আছেন বেঞ্চে। বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, ডাক্তার বিনয় ও সুখেন্দু, যতীন, রমণী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গা মিত্র, এটর্নি বীরেন ও মানিক, মনোরঞ্জন, গদাধর ও জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ দুর্গা মিত্র ও বড় জিতেনের সঙ্গে পুরীর আলোচনা হইতেছে। বীরেন বলরামবাবুর বাড়ী হইতে পত্র আনিয়াছেন, পুরীতে তাঁহাদের বাড়ী শশীনিকেতনে শ্রীমর থাকার জন্য। শ্রীম যেন মনোরথে পুরী চলিয়া গিয়াছেন, যেন সমগ্র পুরীধামটি মনের সম্মুখে দেখিতেছেন। তাই তাহারই কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ওখানে সবই বিরাট—সমুদ্র, জগন্নাথ আর বিস্তীর্ণ আকাশ। জগন্নাথের নিত্য ভোগরাগের ব্যাপারটি দেখলেও বিরাটের কথা মনে হয়।

ঘরে কোন পূজা অর্চ্চা হলে লোক অস্থির হয়ে যায়। কত ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায়। আর ওখানে সাতবার ভোগ নিত্য। কোন কোন ভোগের মহাপ্রসাদে পাঁচ হাজার, দশ হাজার লোককেও খাওয়াতে পারা যায় মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ব থেকে ব্যবস্থা করলে। আবার ছাপ্পান্ন প্রকারের দ্রব্যে নিত্য ভোগ হয়। সবই নিত্য নূতন তৈরী হয়। নিত্য নূতন হাঁড়ীতে রান্না। দু'বার কোনও হাঁড়ীতে রান্না হবে না। তার জন্য কয়েকশ' ঘর কুমোর রয়েছে। তাদের বৃত্তি সব হাঁড়ী যোগান। আবার শোনা যায়, তিন শ' ব্রাহ্মণ নিত্যসেবায় যোগদান করে, কোন না কোন প্রকারে। আবার ষোলটি গ্রাম আছে ব্রাহ্মণদের জন্য দান। সেবা পূজা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠলে এই ষোলশাসনী ব্রাহ্মণেরা তার সমাধান করে। এ তো হল আদি পর্ব।

মধ্য পর্ব দেখ। কত ভক্ত সাধু মহাত্মা সেখানে বাস করছেন। শোনা যায় সেখানে সাতশ' মঠ, সব সম্প্রদায়ের। আবার কি সুন্দর ব্যবস্থা! এই সব তীর্থবাসীরও মঠে রান্নার দরকার নাই। সব রান্না হয় Lord of the Universe এর (জগন্নাথের) রন্ধনশালায়। রন্ধনশালাটি দেখলে বিস্ময় হয়। সুপকারগণ স্নান করে, হবন করে তবে রান্নায় যোগদান করে। সকলের মুখ কাপড়ে বাঁধা যাতে নিষ্ঠীবন দ্বারা ভোগ্যবস্তু অপবিত্র না হয়। কি সুন্দর দৃশ্য—হাঁড়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর হাঁড়ী, তার উপর হাঁড়ী—চাল ডাল তরকারীর। নীচে চালের হাঁড়ী, তার উপর ডাল। তার উপর তরকারী। একটা হাঁড়ীতে দশসের বা তারও অধিক চাল সিদ্ধ হতে পারে। লবণ মশলা কিছুই না। একেবারে সুসিদ্ধ দ্রব্য। খাদ্যপ্রাণের একটুকুও নষ্ট হয় না ভেজালে। অতি পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য! এ থেকেই আজকালের কুকারের সৃষ্টি হয়েছে শোনা যায়।

এই ছাপ্পান্ন প্রকারের ভোগ্যদ্রব্যে মিষ্টান্নই বা কত। এ সবই নিত্য তৈরী হয়। ভোগে কোনও বাসী দ্রব্য লাগে না। তারপর কলা ইত্যাদি ফল, মাখন, কত কি!

ব্যবস্থা ছিল, তিন শ' টাকা দিলে একজন সারা জীবন এক হাঁড়ী ভাত, এক হাঁড়ী ডাল ও এক হাঁড়ী তরকারী পাবে। দেখেছি, এতে দু'জন লোকের পুরো খাদ্য থাকে। এটা সবচাইতে কম টাকার ব্যবস্থা। পাঁচ হাজার টাকা জমা দিলে একজন লোক ছাপ্পান্ন প্রকার ভোগের দ্রব্য পাবে সারাজীবন। এসব ব্যবস্থা ছিল যাতে সকল স্তরের ভক্ত ও সাধু নিশ্চিন্ত মনে শ্রীক্ষেত্রে বাস করে ঈশ্বর-ভজন করতে পারে সারাজীবন।

এবার অন্ত্য পর্ব। কত শত সহস্র সাধু ও ভক্ত সেখানে বাস করছেন কত যুগ ধরে। কতজন ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আর জন্ম-মরণ-চক্রের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। নানা রকমের সাধু, নানা রকমের ভক্ত।

পুরীর কথা মনে হলে আমাদের মনে প্রথমেই ওঠে চৈতন্যদেব ও তাঁর গোষ্ঠীর কথা। গর্ভধারিণীর আদেশে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে চব্বিশ বছর পুরীতে ছিলেন। এর মধ্যে তীর্থাদিতে ছয় বছর কাটিয়েছেন ভারতভ্রমণে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও হয়েছে তাঁর ভাব। কিন্তু organised (কেন্দ্রীভূত) ভাবে হয় নাই বলে তাঁর নাম নাই। কিন্তু তাঁর ভাব তৎকালীন ভারতীয় ধর্মকে উদ্দীপিত করেছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন গুরু নানক। পাঞ্জাবে তাঁর ভাব কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে তাঁর ভাবের সঙ্গে তাঁর নামের অত প্রচার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যদেব ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাই তাঁর ধর্ম পণ্ডিতসমাজে পরিজ্ঞাত। নিত্যানন্দের প্রচারে massএ (জনসাধারণে) তা পোঁচেছে। আর গুরু নানক ছিলেন কেবল অনুভবী—পাণ্ডিত্য ছিল না তাঁর চৈতন্যদেবের মত। তাঁর প্রচারের অঙ্গ ছিল গান আর সারঙ্গ। তাই কথা জনসাধারণে প্রবেশ করেছে অত। চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রচারের অঙ্গ ছিল নামসংকীর্তন। এর সাহায্যে জনসাধারণ তাঁর ভাব কতক গ্রহণ করে। নবাগত প্রবল মুসলমান ধর্মের স্রোত এই দুই মহাপুরুষ অনেকটা প্রতিরোধ করেন। শোনা যায়, দক্ষিণে রামেশ্বরে একটি মন্দির আছে—নাম 'হরিবলা' রাক্ষসের মন্দির। কেউ কেউ অনুমান করেন, এটা চৈতন্যদেবের হবে। তিনি ভাবাবেশে উন্মাদবৎ হয়ে যেতেন, কখন একেবারে জড়প্রায় হতেন। তাতেই হয়তো রাক্ষস বলে। 'রাক্ষস' মানে, মায়াবী—নানা রূপধারী।

চৈতন্যদেব আঠার বছর পুরীতে ছিলেন। তার মধ্যে শেষের বার বছর মহাভাবে লীন থাকতেন। মহাভাব দুর্লভ জিনিস—ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে থাকা ভাবে, লীলায়। নির্বিকল্প সমাধিতে নামরূপ থাকে না—নুনের পুতুল সমুদ্রে মিলে এক হয়ে যায়।

মহাভাব আর নির্বিকল্প সমাধি দু'টিই ভাববস্তু, অস্তিত্ববাচক। তাই উপনিষদে (কঠ) আছে, 'অস্তি' বলে জানবে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মকে। অগ্রসর হয় 'নেতি নেতি' বলে, নামরূপে সব negate করে (নাই বলে) যায়, কিন্তু শেষটা 'ইতি'—ঠাকুর বলতেন। মহাভাবের approach (অগ্রসর) 'ইতি ইতি' করে হয়। শেষটায় তাই 'ইতি'র লেশ থাকে। 'ইতি' অর্থাৎ ভাবের শেষ, অস্তিত্ব থাকে। উহা প্রেমস্বরূপ নির্বিকল্পের শেষ জ্ঞানস্বরূপ। দুই-ই এক। একটার approch (অগ্রসর) 'ইতি' 'ইতি' করে, অন্যটার 'নেতি নেতি' করে। বস্তু এক।

মোহন—ঠাকুর কি এই senseএ (অর্থে) বলেছেন, শুদ্ধভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান এক?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম—তাই তো মনে হয়। 'ইতি'পথে অগ্রসর হওয়া মানে, idealise the real. 'Real', অর্থাৎ এই নামরূপ বনে জগৎকে ঈশ্বরবুদ্ধি দিয়ে দেখা—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। শেষে সবই ঈশ্বরই হয়ে যায়। শ্রীরাধা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতে করতে সব কৃষ্ণময় দেখতেন। নিজেকেও কৃষ্ণময় দেখতেন। এই ভাবটাই যখন ঘনীভূত হয়, তখন শেষে এই বাহ্য নামরূপের অতীত, একটা প্রেমময় বা প্রেমস্বরূপে অস্তিত্ব থাকে। সেই অস্তিত্বটাকেই নানা পথে গিয়ে দ্রষ্টাগণ নানা নামে বলে থাকেন—সৎ চিৎ আনন্দ শান্তি প্রেম, আদি। ভক্তিপথে, 'ইতি'-পথে যাও, তবে শেষ মহাভাব। আর 'নেতি'-পথে যাও, তবে শেষ নির্বিকল্প সমাধি, জ্ঞানরূপে মিলন—to realise the ideal. একটার অগ্রসর লীলার দিক দিয়ে। অন্যটার নিত্যের দিক দিয়ে। এই অর্থে ঠাকুর, 'লীলাও সত্য, নিত্যও সত্য' বলছেন।

মহাভাবে নামরূপের লেশ যা থাকে, তা এই জাগতিক নামরূপ নয়, কিন্তু পারমার্থিক। এই universe এর (ব্রহ্মাণ্ডের) পরপারের জিনিস ওটা—নিত্য শাশ্বত বস্তু—প্রেমসমুদ্র। সে অবস্থায় জাগতিক ব্যবস্থার সব শেষ হয়ে যায়, দেশ কাল সব ভেদ ঘুচে যায়। সব একাকার। যে একের দুই নাই, সেই এক—সেই একে একাকার।

৩

এই সব চিন্তার শক্তি কত—অমোঘ শক্তি। জাগতিক time and space (স্থান কালের) সঙ্গে এর influence (প্রভাব) থাকে সব চিন্তার—atmosphere, আবহাওয়ায় থাকে এর স্পর্শ। তাই এই ভাবের লোক গেলে ঐ তীর্থাদিতে অত আনন্দ শান্তি সুখ লাভ করে। তীর্থ মানে, যেখানে ভগবান কোনও স্থানকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হন। আর ঋষি মহাপুরুষ অবতার মানে, যখন কোন মানুষের শরীর অবলম্বন করে প্রকটিত হন।

পুরী চৈতন্যদেবের অবতারের ভাবসম্ভোগের লীলাভূমি। কত রকম ঈশ্বরীয় দর্শন, সম্ভোগ হয়েছে ওখানে। তেমনি দক্ষিণেশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর তাই নিজে বলেছিলেন একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) পঞ্চবটীর কুটীরে থাকতে। ঠিক এই কথা বলেছিলেন, 'এখানে ঈশ্বরীয় কত দর্শন আলপন সম্ভোগাদি হয়েছে'। ভক্তটি কবি, তাই চেয়েছিলেন ন'বতের উপরে ঘরে থাকতে। ঠাকুর তা দিলেন না। ঐ পঞ্চবটীর কুটীরে থাকতে বললেন।

এই সব দৈবী ঐশ্বর্যের দাম নাই, অমূল্য! এই সব জীবন্ত জাগ্রত ঐশ্বর্য লাভ হয় ওসব স্থানে থাকলে—পুরী, দক্ষিণেশ্বর আদি মহাতীর্থে।

পুরীর আরও কত মাহাত্ম্য! চৈতন্যদেবের ভক্তরা এক এক বিরাট পুরুষ! হরিদাস ঠাকুর তাঁদের একজন। তিনি রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করে তবে জল গ্রহণ করতেন। গদাধরের কি ভালবাসা চৈতন্যদেবের জন্য! স্বরূপ দামোদর পুরী, রায় রামানন্দ, শিখি মাইতি, আর তাঁর ভগিনী মাধবী দেবী—এঁরা অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রেমিক ভক্ত।

ঠাকুর আমাকে নিজে বলেছেন, আমিই পুরীর জগন্নাথ। তাই আমাকে কয়েকবার পাঠিয়ে দিছলেন পুরীতে। আবার আমাকেই বলেছিলেন, ক্রাইস্ট, চৈতন্য আর আমি এক। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, এই যে লোক 'গৌর গৌর' করে, সেই গৌর আমি। ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, আমি আর চৈতন্য এক।

তাই পুরীতে নিজে যেতেন না। বলেছিলেন, পুরী গেলে শরীর চলে যাবে ঐ (চৈতন্যদেবের) উচ্চ মহাভাবে। মানে, পূর্ব স্মৃতি স্মরণ হবে। উহা এ শরীর ধারণ করতে পারবে না। গয়াতেও যান নাই ঐ জন্যে। বলতেন, শরীর চলে যাবে। ওখান থেকে এসেছিলেন কিনা।

অবতার এসে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন, গুপ্ত তীর্থ জাগ্রত করেন, আর নূতন তীর্থ তৈরী করেন।

এই সব দৈবী সম্পদ উপভোগ করা যায় ওখানে, পুরীতে। আর ঝঞ্ঝাট কম। মহাপ্রসাদ কিনে খাও। নানা রকম মহাপ্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায়—ঘি-ভাত, মাখন, মিষ্টান্নাদি। রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট থাকলে সব সময় ওতেই চলে যায়।

কত দেশের লোক আসছে ওখানে—সারা ভারতের লোক। আবার ভারতের বাইরের লোকও আসে। তাই পুরী ভক্তদের জন্য যেন বৈকুণ্ঠ।

একজন ভক্ত কিছু সন্দেশ আনিয়াছেন। শ্রীমর কথামত উহা ঠাকুরকে নিবেদন করা হইল। ইহার কতক অংশ আলাদা করিয়া রাখা হইল সাধুসেবার জন্য। মনোরঞ্জন উহা অদ্বৈতাশ্রমে দিয়া আসিলেন। অপরাংশ ভক্তগণ পাইলেন। শ্রীম জুতা ছাড়িয়া একটি কণা মুখে দিলেন। এখন রাত্রি দশটা।

পরের দিন সকাল আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য, দরজার গোড়ায়। আগামী কাল পুরী যাইবেন স্থির হইয়াছে। সঙ্গে কে যাইবেন সেই কথা হইতেছে। গিন্নী-মা যদিও সম্প্রতি পুরী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তথাপি তিনি পুনরায় যাইবেন শ্রীমর পরিচর্যার জন্য। আর বিনয় যাইবেন। তাঁহার অবসর আছে। সুখেন্দু কর্মক্লান্ত ও রুগ্ন, তিনিও যাইবেন। বায়ু পরিবর্তন, অবসর ও মহাপুরুষসংশ্রয়—এই তিন কার্যই সিদ্ধ হইবে একসঙ্গে।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, আপনি একখানা টাইমটেব্‌ল নিয়ে আসুন বি. এন. আর-এর। ওটা পড়ে আমাদের মুখে মুখে বলবেন জ্ঞাতব্য বিষয় সব।

শ্রীম মর্টন স্কুলের রেক্টার। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবু স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। প্রভাসবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া স্কুলের পরিচালনার ও অন্যান্য কর্মের সম্বন্ধে শ্রীমর সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন।

এখন বেলা একটা। শ্রীম দ্বিতলের সভাগৃহে বসিয়া আছেন। ছোট জিতেন পাশে বসা। অন্তেবাসী বেঙ্গল নাগপুর রেলের টাইম টেবিল পড়িয়া শ্রীমকে শুনাইতেছেন, প্রধান প্রধান নিয়মগুলি। ইতিমধ্যে অপর ভক্তগণ আসিতেছেন, যাইতেছেন। সকলেই জানিয়াছেন শ্রীম কাল পুরী যাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, আপনি আজের ডাকে সিদ্ধানন্দকে পত্র লিখে দিন, কাল আমরা পুরী যাচ্ছি বলে। তাহলে কাল পাবেন, তবেই পরশু সকালে স্টেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। উনি 'সৈকতালয়ে' রয়েছেন।

সারা দিনই ভক্তসমাগম চলিয়াছে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তরা অনেকে উপস্থিত। বড় জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, দুর্গাপদ মিত্র, ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, প্রভৃতি।

শ্রীমর মন পুরী চলিয়া গিয়াছে, শরীরটা কেবল কলিকাতায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাই পুরীরই অনুচিন্তন চলিতেছে। তাই পূর্ব স্মৃতির অনুকীর্তন করিতেছেন। মন পুরীতে নিবদ্ধ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন এইটিন্-নাইন্টিফোর (1894)। ঠাকুরের শরীর গেছে আট বছর। আমি পুরী গেছি। উঠেছি পাণ্ডার বাড়ীতে। বাবুরাম তখন আছেন বলরামবাবুর বাড়ী 'শশী নিকেতনে'। বলরামবাবুও রয়েছেন সেখানে। মন্দিরে দেখা হল। তখন ধরে নিয়ে এলেন আমায় 'শশী নিকেতনে'।

তখনই প্রথম 'কথামৃত' পড়ে শুনাই, যেমন পাঠকরা করে। বাড়ীর সকলেই আছেন। অনেক স্ত্রীলোক বসা ওখানে পর্দার আড়ালে। বাইরে পুরুষরা। বাবুরাম, বলরামবাবু—এঁরাই প্রধান শ্রোতা। তখনও বই বার হয় নাই—ডায়েরী মাত্র।

তাঁর শরীর চলে গেলে ভক্তরা পাগলের মত হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর 'কথামৃত' ভক্তদের প্রাণ শীতল করেছিল অমৃতের মত। ক'টি বা ভক্ত তখন—আঙ্গুলে গোণা যায়।

শ্রীম তিনতলায় আহার করিতে গেলেন। ভক্তরা পুরীর কথাই কহিতেছেন! শ্রীম গেলে এখানকার ভক্তরা অনাথ হইবেন, ওখানে নূতন ভক্ত সৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি নানা কথা।

শ্রীম ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসনে বসিয়াই বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে কোন্ ক্লাসে যাওয়া উচিত? অন্তেবাসী বলিলেন, কেন, থার্ড ক্লাসে। শ্রীমর মনোমত কথা হইয়াছে। তাই অন্তেবাসীর কথাকেই নজির খাড়া করিলেন। অপর ভক্তরা উচ্চ শ্রেণীর কথা বলিলেন। কিন্তু শ্রীম বলিলেন, না, তা আর হয় না। ইনি যেকালে বলেছেন থার্ড ক্লাসে যাওয়া ভাল, তাই হবে। ভক্তের কথা ভগবানের কথা কিনা।

অন্তেবাসী জানেন শ্রীম থার্ড ক্লাসে যাইবেন। তাই থার্ড ক্লাসের কথা বলিলেন। ট্রামে শ্রীম সেকেণ্ড ক্লাসে যান। উহা কি কার্পণ্য? না, তা নয়, তপস্যা। শ্রীম যে নিজ গৃহে অতিথি, কিংবা বড় বাড়ীর ঝি, কিংবা পান্থশালার অধিবাসী। কাহার পয়সা খরচ করিবেন, সব যে ঠাকুরে সমর্পিত।

রাত্রি নয়টা। শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন—সঙ্গে ডাক্তার ও বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, কাল সকালে আপনি অনিলবাবুকে খবর দিন। বলবেন, তিনি বলে পাঠিয়েছেন—if willing he can join (যদি ইচ্ছা হয় যোগদান করতে পারেন) ভাইফোঁটার পর। অনিলবাবু কর্মপ্রার্থী, শিক্ষক মর্টন স্কুলে।

কলিকাতা, সাত নম্বর শংকর ঘোষ লেন
৫ই অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৯শে আশ্বিন ১৩৩২ সাল।
সোমবার, কৃষ্ণা চতুর্থী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

জগন্নাথের আহ্বানে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীমর কক্ষ। ভক্তগণ আজ অতি প্রত্যুষেই আসিতেছেন। আজ শ্রীম পুরী যাইবেন। উদ্দেশ্য তীর্থবাস ও নির্জনে ঈশ্বরচিন্তন। সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপরিবর্তন ও অবসরগ্রহণ।

এখন সকাল আটটা। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন—রমণী, বুদ্ধিরাম ও গদাধর, জগবন্ধু, সুখেন্দু ও বিনয়, ছোট জিতেন ও ছোট নলিনী, যতীন ও মোটা সুধীর, মণি ও শচীনন্দন প্রভৃতি। সকলেরই ইচ্ছা—যাত্রার আয়োজনে সহায়তা করেন।

শ্রীম আপন শয্যায় লম্বমান পূর্ব-পশ্চিম। শুইয়া শুইয়া ভক্তদের সঙ্গে কথাক হিতেছেন। সব কথাই আজ পুরীযাত্রার সম্বন্ধে। ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঘরে স্থানাভাব। তাই মণি ও মোটা সুধীরকে নিজের বিছানায় বসাইলেন। যতীন ও ছোট নলিনী গোল টুলে বসিয়াছেন বিছানার উত্তর দিকে। ছোট জিতেন তাঁহাদের পাশে চেয়ারে বসিলেন। শচীনন্দন বসিয়াছেন মেঝেতে আসনে। আর দক্ষিণের জানালার নীচে বেঞ্চে বসিয়াছেন বিনয়, রমণী ও জগবন্ধু, আর সুখেন্দু, গদাধর ও বুদ্ধিরাম।

মণি সাংসারিক বিপদে পড়িয়াছেন। ইনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র মান্নার পুত্র। মন বড়ই খারাপ। তাই শ্রীম সস্নেহে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মণির প্রতি)—হাঁ, মণিবাবু, আপনাদের ঝঞ্ঝাট একটু কমেছে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণি—আজ্ঞে হাঁ, অনেকটা শান্ত।

শ্রীম—হাঁ, এ ধারা সংসারের। মেঘ উঠবেই। আবার হাওয়ায় কেটে যায়। এসব দেখে যদি বিশ্বাস হয়ে যায়—যে ঝঞ্ঝাট দেয় সেই আবার নেয়—তবে বেঁচে গেল। সে সংসারে থেকেও অপরের মত ডুবে যাবে না, তরঙ্গের ভিতরও মাথা উঁচু করে সাঁতার দিতে থাকবে। কেন? না, বিশ্বাস হয়ে গেছে কি না, মার দেওয়া এই সব বিপদ। যতটা সইতে পারা যায় ততটাই দেন। অসহ্য হলে বিপদ উঠিয়ে নেন।

পাকা মাঝি বানাবেন বলে ভক্তদের এসব বিপদাপদ হয়। তাঁদের দেখে অপরেও শিখবে মাথা উঁচু করে থাকতে এ অবস্থায়। তিনি ঢ্যালা দিয়ে ঢ্যালা ভাঙ্গেন। ঝিকে মেরে বউকে শেখান। আপন জন ভক্তদের বিপদ দিয়ে অভক্তদের শিক্ষা দেন। তিনি তো সকলের কল্যাণময়ী মা। ভাবছেন সর্বদা সকলের মঙ্গলের জন্য।

গোকুলের প্রবেশ। গোকুল মর্টন স্কুলের বালক কর্মচারী, বাড়ী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি)—হাঁ, গোকুলবাবু, তোমরা এই কাগজগুলি তাড়া করে বেঁধে রাখ। (গোকুল বাঁধিতেছে, শ্রীম দেখিতেছেন।) এই দেখ, এই ঝুড়িতে একটা ছেঁড়া 'কথামৃত'। এটা দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে।

জগবন্ধু গত রাত্রিতে শ্রীমর উপদেশ মত শিক্ষক অনিলবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনিল মর্টন স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিবেন। সম্মতিসূচক একটি পত্র দিয়াছেন। জগবন্ধুর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া শ্রীম বুদ্ধিরামের হাতে দিলেন। বলিলেন, যাও এই পত্র প্রভাসবাবুকে দিয়ে এসো। প্রভাসবাবু শ্রীমর জ্যেষ্ঠ পুত্র, স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মনোরঞ্জন শ্রীমর পুরীযাত্রার আয়োজন করিতেছেন, গাঁটরী বাঁধিতেছেন।

শ্রীম একটি ভক্তকে বলিলেন, একটু পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলুন। একটা qualification (অধিকার লাভ) করে রাখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট অমূল্যের প্রবেশ। সঙ্গে জামাই। শ্রীম ঘরের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়া জামাই-এর সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীম (জামাই-এর প্রতি)—সাধুসঙ্গ করতে হয় যারা ঘরে থাকবে। তবে মাথা ঠিক থাকে। একে যৌবন, তাতে যদি উপরে কেউ না থাকে, বুদ্ধি অন্তরূপ হয়ে যায়। সাধুদের কাছে মাঝে মাঝে গেলে ধাত ঠিক থাকে। সাধুদের ঘড়ি right (ঠিক), সংসারীদের ঘড়ি wrong (খারাপ)। মাঝে মাঝে মঠে যাবে কলকাতা এলে। দেশে সাধুসঙ্গ নাই বুঝি?

ছোট জিতেন ও একটি ভক্ত শিক্ষক মেসে রান্না করিয়া আহার শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। আজ সারাদিন ভক্তরা শ্রীমর নিকট আনাগোনা করিতেছেন। সকলেই যাত্রার আয়োজনে সহায়তা করিতেছেন—কেহ উপদেশ দিয়া, কেহ হাতে কাজ করিয়া, কেহ বা উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিয়া। বিনয় ও বলাই বাঁধাছাঁদা করিতেছেন। ভক্তগণ এখন দ্বিতলের বারান্দায় মিলিত হইয়াছেন। কেহ বেঞ্চে বসা, কেহ দাঁড়ান, কেহ বা আসা-যাওয়া করিতেছেন। ডাক্তার বক্সী, বড় জিতেন, উকীল ললিতবাবু, যতীন, মনোরঞ্জন পর পর আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, বলাই, শচী, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ছোট অমূল্য প্রভৃতি আসিয়াছেন।

এখন অপরাহ্ণ সওয়া চারিটা। শ্রীম চারিতলা হইতে নামিয়াছেন। তিনি যাত্রার জন্য তৈরী। তাঁহার পোষাক—সাদা পাড় ধূতি, লংক্লথের পাঞ্জাবী আর ভাঁজ করা খদ্দরের চাদর পিঠের দিক হইতে তুই কাঁধে সামনে ঝুলানো। পায়ে কাল চটি জুতা।

শ্রীম দ্বিতলের বারান্দার পূর্বধারে পালি ক্লাসে চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ভক্তগণও উঠিয়া আসিয়া শ্রীমর সম্মুখে মুখোমুখি তুই সারিতে হাইবেঞ্চযুক্ত বেঞ্চে বসিয়াছেন। মাঝখানে খালি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমর বদনমণ্ডল উজ্জ্বল, আনন্দে ভরপুর ৺জগন্নাথদর্শনের প্রতীক্ষায়। মন অন্তর্মুখীন। ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন মাঝে মাঝে। তাহারই মাঝে দুই চারিটা কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—একি আমার কর্ম, গাঁটরীগুঠরি বাঁধা? এঁরা সব করে দিচ্ছেন। একটা বাঁধতেই আমার প্রাণান্ত। দেখেছি, যখনই লোকের দরকার তখনই তিনি লোক পাঠিয়ে দেন।

একবার অসুখ হয়েছিল। তখন ঠাকুরের শরীর আছে—এইটিন্ এইটিফোরে (1884)এ। ওদিকে থাকতাম তখন শ্যামপুকুরে। ওমা, দেখি কোথা থেকে লোক এসে সেবা করতে লাগলো। দিন রাত সেবা, বিরাম নেই। ছেলেরা সেবা করতো। ঐদিকেই স্কুলে কাজ করতাম। এখনও লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজন ভক্ত ছিলেন পুরীতে, বৃদ্ধ (মাধব দাস)। তাঁর আমাশয় হয়েছে। একশ' বার বাহ্যে যান। জল নেবার শক্তি নেই। ঈশ্বর তখন একটি সুন্দর বালকের বেশে এসে সেবা করছেন—বছর বার বয়স। ভক্তটি চিনতে পেরে বললেন, 'তুমি যদি সেবাই করবে তবে রোগ দেওয়া কেন?' তিনি হেসে বললেন, 'কি করি, কর্মফলে আমার হাত নেই' (হাস্য)। এমনি কাণ্ড।

ভক্তগণ জিনিসপত্র উপর হইতে নীচে নামাইতেছেন। একটা উঁচু ট্রাঙ্ক, ময়লা গেরুয়া রংএর, দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, "ঐ ট্রাঙ্কটাতে আমার প্রাণ—যেমন গল্পে আছে, রাক্ষসের প্রাণ ছিল কৌটতে ভ্রমরায়।" এই কথা শ্রীম আরও কতবার বলিয়াছেন ভক্তদের। ঐ ট্রাঙ্কে ঠাকুরের 'কথামৃতের' ডায়েরী রহিয়াছে।

মাঝে মাঝে শ্রীম ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন। আর গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন। গানের পদ বোঝা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

বড় জিতেন (সকাতরে)—অন্য কোথাও যাওয়াটাওয়া হবে কি? বেশী দূরে গেলে আমাদের উপায় কি?

শ্রীম—কিছুই স্থির নেই। আমার ইচ্ছা ছিল এখানেই স্থির হয়ে বসে থাকি। কিন্তু তা দিলেন কই? ধাক্কা মেরে মেরে পাঠাচ্ছেন। এই থেকেই বুঝতে পারছি, আর কর্মক্ষেত্রে রাখবেন না। রামেশ্বর যাওয়া যেতে পারে। হয়তো এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন সেখান থেকে চিঠিও আসে না। Old man.

ভক্তদের হৃদয়মন্দিরে ভয়ের বিদ্যুৎচমক প্রবাহিত।

বড় জিতেন (আর্তির সহিত)—আমরা সব কি করবো?

শ্রীম—আমাদের অয়্যারলেস্ (বেতারযন্ত্র) আছে। এ অয়্যারলেস্ (wireless) হবার পূর্ব থেকেই আমাদেরও অয়্যারলেস্ ছিল।

দু' সেট যন্ত্র থাকে। আর কয়েক সেট গান আগে থেকে fixed (ঠিক) করা থাকে। এতে তো distance (দূরত্ব); কিন্তু ওতে time and space (স্থানকাল) vanish (অদৃশ্য) হয়ে যায়। একখান থেকে broadcast (ঘোষণা) করে, আর সবগুলি স্টেশনে শুনতে পারে—যেখানে যেখানে যন্ত্র রাখা হয়েছে।

Time and space (স্থান কাল), পাহাড় পর্বত, নদী সাগর সবকে defy (উল্লঙ্ঘন) করে message (সংবাদ) আসছে। এখানে বসে আমেরিকার কথা নিমেষে শোনা যায়। এতেই যদি এইরকম হয়—এই material worldএ (স্থূল জগতে), তবে ওখানের wireless (বেতারসংযোগ) কেমন? যোগীদের wirelessএ (বেতারসংযোগে) পরম ব্রহ্ম contact (সংযুক্ত) হয়। জগতের মূল তিনি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন ঠাকুর সমাধির পর বলছেন, মা এখন কি সময়, কোথায় আছি কিছুই বলতে পারছি না। দেখ, time space and causality (স্থান কাল, কার্যকারণ সম্বন্ধ) সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

vanish (বিলীন) হয়ে গেছে। Infiniteএর (অনন্তের) সঙ্গে যখন যোগ হল তখন সব এক—সেই পরমাত্মা। যদি এই হয়, তবে universeএর (বিশ্বের) ভিতরের সংবাদ আনা আর কি কঠিন কাজ!

ডাক্তার বক্সী—এখন সাড়ে পাঁচটা। খাওয়া উচিত।

গদাধর তিনতলা হইতে সংবাদ লইয়া আসিলেন আহার এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—এসব গান করবে।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥ ইত্যাদি

আর

গান। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে॥
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—যাবেন যে, পোষাকটোষাক কি নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীম (ঈষৎ হাস্যের সহিত সুমধুর স্বরে)—
যদি গৌর চাও ধনি কাঁথা লও,
কাঁথা লবি সঙ্গে যাবি,
গাঁজার কলকে আগুন দিবি।
যদি গৌর চাও কাঁথা লও॥

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি)—তার চাইতে এ পোষাক তো কত ভাল। (সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর ও চটিজুতা)।

এখন ছয়টা। আহার প্রস্তুত। শ্রীম তিনতলায় গেলেন।

ছোট জিতেন ও বিনয়, মনোরঞ্জন ও বলাই যাত্রার সব জিনিসপত্র নীচে লইয়া আসিলেন।

উকীল ললিত ব্যানার্জী আসিলেন, হাতে শ্রীমর জন্য তালমিছরী। ছোট জিতেন ভক্তগণকে পান পরিবেশন করিতেছেন।

জগবন্ধু ছোট জিতেন ও শচীনন্দনকে লইয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন—শ্রীমর সঙ্গীদের জন্য টিকিট করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। মোটর হইতে নামিলেন, উত্তর ও দক্ষিণ প্ল্যাটফরমের মধ্যস্থলে। এটর্নি বীরেন তাঁহার মোটরে লইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে বড় জিতেন। ক্ষণকালের মধ্যেই গিন্নীমার ভিক্টোরিয়া কোচ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে গোপেন।

বিশ্রামাগারে সম্মুখের স্তম্ভের চতুর্দিকে চক্রাকারবেষ্টিত আসন-সমুহের পূর্বদিকের আসনে বসিলেন শ্রীম, বামদিকে বড় জিতেন।

অন্তেবাসী সকলের জন্য প্ল্যাটফর্ম টিকিট লইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যেই শ্রীম প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ ছুটাছুটি করিতেছেন একটি উপযুক্ত প্রকোষ্ঠের সন্ধানে।

একটি ভক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন। ভিতর হইতে বাধা আসিল। তিনি বাধা প্রতিরোধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন শ্রীম।

পূর্বপশ্চিম লম্বমান প্রকোষ্ঠ—ক্ষুদ্র, মাত্র চৌদ্দজন লোক বসিতে পারে। চারিটি লম্বমান বেঞ্চ। তুইটি মুখোমুখি উত্তরে, আর তুইটি দক্ষিণে, মধ্যে রাস্তা। উত্তরের তুইটি বেঞ্চে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরেরটি গিন্নীমার, জানালার পাশে। ভিতরের শয্যা শ্রীমর।

শ্রীম প্রথমে উত্তরের বেঞ্চে বসিলেন জানালার পাশে। গিন্নীমা বলিলেন, এখানে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ওঠাই ভাল। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া নিজের শয্যার উপর বসিলেন।

শৌচাগার পশ্চিমদিকে পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারে, বামপার্শ্বে। তাহার দক্ষিণে তুইটি আসন।

ভক্তগণ যে যেখানে পারেন বসিলেন। কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ ভিতরে, কেহ বাহিরে। সকলেই শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, আবার কত দিনে দর্শন হবে, কে জানে। মহাপুরুষদের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা বহু ভাগ্যে হয়।

গাড়ীর ভিতরে গরম। আবার ভক্তদের ভীড়। তাই কেহ পাখা করিতেছেন। শ্রীম পশ্চিমাস্য বসিয়া আছেন। গায়ে খদ্দরের চাদর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়ান। মন বড় অন্তর্মুখ আর প্রসন্ন। মাঝে মাঝে ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন।

একটি ভক্ত ট্রাঙ্ক ও বড় বিছানাদি বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিলেন গিন্নীমার শয্যার উপর। তারপর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাঙ্কের পশ্চিম দিকে শ্রীমর বড় ট্রাঙ্ক। ইহাতে আছে শ্রীমর 'প্রাণ' কথামৃতের ডায়েরী। মধ্যস্থলে গিন্নীমার ট্রাঙ্ক। তাহার উপর বিনয়ের সুটকেস আর গিন্নীমার গাঁটরী। তাহার পূর্বদিকে বালতির ভিতর নানা দ্রব্য।

উত্তরের বেঞ্চে বসিয়াছেন গিন্নীমা, পূর্ব প্রান্তে। তাহার পশ্চিমে গোপেন ও সুখেন্দু। গোপেন শ্রীমর দৌহিত্র। মধ্যবেঞ্চে শ্রীম শয্যার উপর বসা। ডাক্তার বক্সী বসিলেন পশ্চিম প্রান্তে। গাড়ীর ছাদের নীচে মধ্যস্থলে দ্রব্যাধার জালের উপর শ্রীমর বড় বিছানা, শতরঞ্চিতে বাঁধা। তারপর গিন্নীমার ছোট বালতি। তারপর বিনয়ের বড় বিছানা।

এখন ৮৷২০ মিনিট। ভক্ত নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শুকলাল, ডাক্তার বক্সী ও বড় জিতেন, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন ও রমণী, মানিক, গদাধর ও বড় অমূল্য, মোটা সুধীর, ছোট নলিনী ও উকীল ললিত, যতীন, অমৃত ও শচীনন্দন, আর গোপেন, বীরেন ও জগবন্ধু।

ভক্তদের নানা ভাব। কেহ বিষণ্ণ, কেহ আনন্দময়, কেহ উদাসীন কেহ বা রঙ্গরসময়। এইসকল বাহ্যভাবের অভিব্যক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে মনমন্দিরে সকলেরই একটি অস্বস্তির মেঘচ্ছায়া শ্রীমর দুর্লভ আনন্দময় সঙ্গবিচ্যুতিজনিত।

বীরেন বলিলেন, গাড়ী ছাড়বে আটটা-চব্বিশে। আর এক ভক্ত বলিলেন, না সাড়ে আটটায়। বীরেন প্রতিবাদ করিলে ভক্ত রঙ্গ করিয়া বলিলেন, তবে রসগোল্লার বাজী রাখা হোক্।

গাড়ী ছাড়িল সাড়ে আটটায়। ভক্তগণ যুক্ত করে শ্রীমকে প্রণাম করিলেন আর গাড়ীর সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জয় গুরু মহারাজ কি জয়' ধ্বনির সহিত ট্রেন বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল রজনীর তামসগর্ভে।

টিপ টিপ বৃষ্টি হইতেছে। ভক্তরা ফিরিয়া যাইতেছেন। সকলেরই হৃদয়ে বেদনা। এখন আর রঙ্গরস নাই। সকলে নীরবে চলিতেছেন। একটি ভক্তের হৃদয়ে কিন্তু প্রবল বিরহব্যথা। তিনি একাকী পদব্রজে ফিরিতেছেন মর্টন স্কুলে। নৈরাশ্যের অতীত কেন্দ্র সুখময় শ্রীরামকৃষ্ণে এক একবার তাঁহার মনোসংযোগ হইতেছে। হর্ষ বিষাদের লুকোচুরি চলিতেছে মনে।

শ্রীম অনেক দিন পর জগন্নাথদর্শনে যাইতেছেন। আবার শরীরও ইদানিং ভাল যাইতেছে না। বিশ্রামও আবশ্যক। স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক বায়ুতে শরীরের উন্নতি হইতে পারে। আর কর্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিলে কর্মের ঝামেলা থাকিবে না—এইসব চিন্তা করিয়া ভক্তগণ মনে প্রবোধ আনিতেছেন।

শ্রীমর মন আনন্দময়, ঈশ্বর জগন্নাথদর্শনে যাইতেছেন বলিয়া। ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন 'আমিই জগন্নাথ'। শ্রীমও সর্বদা বলেন, "বিশ্বাস করলে, জগন্নাথদর্শন করলেই ঠাকুরকে দর্শন করা হয়।" ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, ক্রাইস্ট চৈতন্য আর আমি এক। এইজন্যও শ্রীমর মন প্রসন্ন। চৈতন্যদেবের লীলাস্থল নীলাচল। শ্রীম চৈতন্যাবতারে চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীমকে এই কথাও বলিয়াছিলেন। আর দক্ষিণেশ্বরে বকুলতলায় এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, তোমার চৈতন্য-ভাগবত পাঠ শুনিয়া চিনিয়াছি তুমি কে। তুমি আপনার জন, এক সত্ত্বা, যেমন পিতা ও পুত্র। এই সকল কথাও শ্রীমর মনে জাগ্রত। তাই শ্রীম অত প্রসন্ন, অত আনন্দময়! সকলের প্রিয় যে আত্মা, ভগবান—তাঁর দর্শনে যাইতে কার না মন উৎফুল্ল হয়।

চৈতন্যদেবের লীলাস্থলী গম্ভীরা, টোটা গোপীনাথ গুণ্ডিচা মন্দির—এইসব স্থলে কত ভাব, কত মহাভাবের সুখময় স্পর্শ জীবন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূত হইবে—এই সব আশাতেও শ্রীমর মন আজ অত আনন্দে পূর্ণ।

ভক্তদের মন নিজের লাভালাভ চিন্তায় অধ্যুষিত হইয়া বিষণ্ণ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদে। কিন্তু শ্রীমর স্বাস্থ্য ভাল হইবে, পূর্বস্মৃতি স্মরণে ও অনুভবে মন অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবে, এই সব চিন্তা করিয়া ভক্তদের চিত্তে শান্তির সুখময় স্পর্শ জাগ্রত হইয়াছে। তাই তাঁহারা ভাবিতেছেন—'শ্রীমর পুরীযাত্রা প্রকারান্তরে আমাদেরই লাভ।' তাই উদ্বেলিত ভক্তচিত্ত এই সদ্য বিচ্ছেদেও শান্ত রূপ ধারণ করিল। জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীচৈতন্য, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

কলিকাতা, সাত নম্বর, শংকর ঘোষ লেন
৬ই অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ, ২০শে আশ্বিন ১৩৩২ সাল
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রে ক্রাইস্টের জন্মদিনে

১

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'কথামৃত'-কার শ্রীম আজ আড়াই মাস যাবৎ পরমানন্দে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। সঙ্গে ব্রহ্মচারী বিনয় ও সুখেন্দু, আর শ্রীমর ধর্মপত্নী 'গিন্নীমা'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা উপদেশ দিতেন, ভক্তদের মাঝে মাঝে কর্মস্থল হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া উচিত। নির্জনে গেলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। মনে হয় ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। তাই নিত্যবস্তুর দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। আর যাঁহারা আত্মদ্রষ্টা তাঁহাদের চিত্তও সদাসুখময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগে উদ্দীপিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই কথাই বলিয়াছিলেন স্বীয় পত্নী ব্রহ্মবিদূষিণী মৈত্রেয়ী দেবীকে সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্বে—'সন্ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তা আমার সিদ্ধ হয়েছে। তা হলেও বাহ্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন। এ অবস্থায় অনাবিল ব্রহ্মরস উপভোগ অধিকতর নিবিড় হয়।'

বিশ্রামলাভ ও নির্জনে নিবিড় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীমর পুরী আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ বলরাম বসু মহাশয়ের প্রাসাদোপম গৃহের বাহিরের অংশ শ্রীমর বাসস্থান। এই গৃহটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আবাসস্থল। যখনই তাঁহারা পুরীতে শুভাগমন করেন তখনই এখানে বাস করেন। মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ নানা সময়ে দীর্ঘকাল এখানে বাস করিয়াছেন। প্রেমঘন স্বামী প্রেমানন্দ, জ্ঞানঘন স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সর্বদা এখানে বাস করিতেন।

পুরীতে শ্রীমর আগমনে সাধু ও ভক্তের যাতায়াত অধিকতর হইয়াছে। নিকট ও দূর, নানা স্থান হইতে সাধু ও ভক্ত আসিতেছেন। কেহ কলিকাতা, কেহ ভুবনেশ্বর, কেহ পুরী হইতে যাতায়াত করিতেছেন। কেহ বা আরও দূর হইতে আসিতেছেন।

এখন সকাল আটটা। পুরী রেলস্টেশনে নামিলেন তিনজন ভক্ত, গোকুল, মনোরঞ্জন ও অন্তেবাসী। তাঁহারা শ্রীমর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। মনে খুব হর্ষ। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিবেন। জগন্নাথ, চৈতন্যদেবের লীলাস্থল ও সমুদ্র দর্শন করিবেন। জগন্নাথের মন্দিরশীর্ষ, সমুদ্রের গর্জন ও শীতল সমীরণ — এই সবই তাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উদ্রেক করিয়াছে।

ব্রহ্মচারী বিনয় আসিয়া ভক্তগণকে স্বাগত করিয়া স্টেশনের বাহিরে লইয়া গেলেন। সকলে মনুষ্যদ্বয়বাহিত একটি যানে শ্রীমর আবাসস্থল 'শশী নিকেতনের' দিকে রওনা হইলেন। ঐ স্থান এক মাইল দূরে।

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম একাকী ধ্যান করিতে সমুদ্রসৈকতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত 'পাথর কুঠী'তে গিয়াছেন। শ্রীমকে না পাইয়া ভক্তগণ ধূলিপায়ে জগন্নাথদর্শন করিতে মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বৃন্দাবনের রজঃ আর গঙ্গাবারি কলিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ফিরিবার মুখে ভক্তগণ চৈতন্যদেবের বাসস্থান রাধাকান্ত মঠস্থিত গম্ভীরা আর ভক্ত হরিদাসের সমাধি দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। এখন সাড়ে দশটা।

শ্রীম স্নানাগারে। একটু পরে বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কই তাঁরা আসেন নাই? ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। গোকুল ও মনোরঞ্জন পায়ে হাত দিতে গেলে শ্রীম তাঁহার স্বাভাবিক দীনতায় পিছনে সরিয়া গেলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া পায়ে হাত দিলেন। অন্তেবাসী পায়ে হাত দিতে গেলে আপত্তি করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (মর্টন) স্কুলের খবর কি? তিনি উত্তর করিলেন, 'মোটামুটি সব ভাল।'—আচ্ছা, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে আসুন, এই বলিয়া শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শশী নিকেতনের পূর্বদিকের বারান্দা। এখন সাড়ে এগারটা। বারান্দার দুই প্রান্তে দুইটি ঘর। শ্রীম থাকেন উত্তর দিকের ঘরটিতে। ভক্তগণ বারান্দায় আসিয়া সকলে তেল মালিশ করিতেছেন, সমুদ্র-স্নানে যাইবেন—বিনয়, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, শচী ও গোকুল। গোকুল চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হলের উত্তরের দরজা দিয়া বারান্দায় আসিলেন। বলিলেন, বেশ, বেশ, তেল মালিশ করুন। সমুদ্রস্নানে যাবেন বুঝি সব? হাঁ, ওখানে স্নান করলে সব তীর্থে স্নান করা হয়ে গেল—'সরসামস্মি সাগরঃ'। সকল জলাশয়ের আধার যে সমুদ্র, আমি সেই সমুদ্র—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

শ্রীম এক পাশে সরিয়া আসিয়া ক্ষীণ স্বরে অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের স্কুলের কয়জন sent up (ম্যাট্রিকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য নির্বাচিত) হল? অন্তেবাসী বলিলেন, চল্লিশ জন। পুনরায় বলিলেন, বাকী কয়জন রইলো কেন? মটকো আর বোঁচার কি হলো? মটকো sent up (নির্বাচিত) হয়েছে। আর বোঁচা (ক্লাস) টেন-এ উঠেছে—অন্তেবাসী জানাইলেন।

দুইটি বৈষ্ণবের প্রবেশ, হাতে করতাল। একটি বালক, বয়স বার আর অপরটি যুবক, বয়স ত্রিশ। বালকটি শিষ্য। এরা ভজন গাহিয়া ভিক্ষা করে। সেই লব্ধ দ্রব্য রান্না করিয়া গৌর নিতাইকে ভোগ দেয়। এরা ক্ষেত্রবাসী জাত বৈষ্ণব, চটক পর্বতের নিকট আশ্রম। যুবকের মা-ও সঙ্গে থাকে। প্রায়ই আসিয়া শ্রীমকে গান শোনায়। বালকের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর। উভয়ের পরিহিত বস্ত্র গাতিমারা। উভয়ের ললাটে চন্দনের তিলক আর কণ্ঠে তুলসীর মালা।

শ্রীম বৈষ্ণবদের বলিলেন, এঁরা আজ এসেছেন, গান শোনাও। মধুর কিশোর কণ্ঠে বালক গাহিতেছে—

'ঐ গোরা রায়।
নিতাই ভাইয়ের সঙ্গে যায়॥'

উভয়ের হাতে করতাল বাজিতেছে। মাঝে মাঝে যুবকও তাহার কণ্ঠস্বর মিলাইতেছে।

পবিত্র মধুর একটি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীম স্থির। উত্তরের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। খালি পা। লাল সরু নক্সা পাড় ধুতি পরা। গায়ে ধুসর রংএর ওয়ার ফ্লানেলের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী। থান কাপড় ভাঁজ করিয়া চাদরের মত গলায় জড়ান। শ্রীম বালকের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। মাঝে মাঝে হাততালিসংযোগে তাহার সহিত গাহিতেছেন অনুচ্চস্বরে। বেশ আনন্দময় ভাব। আধ ঘণ্টা ঐ কীর্তন চলিল।

গোকুল একা সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্রীম তাহাকে বলিলেন, দেখলে, ঐ কাণ্ডটি হয়েছে বলেই তো তোমার আসা হলো এখানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

ভক্তগণ সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিয়াছেন। সকলে হলঘরে বসা। রন্ধনের ভার সুখেন্দুর উপর। এখনও আহার প্রস্তুত হয় নাই। শ্রীমও আসিয়া বসিলেন। এ কথা সে কথার পর বলিলেন, কিন্তু, এর (গোকুলের) বড় ভাগ্য। অত অল্প বয়সে জগন্নাথদর্শন! একি কম ভাগ্যের কথা? বিনয়ের এ কথা পছন্দ হয় নাই। তাই জনান্তিকে বলিলেন মৃদুস্বরে, মোচ্ না উঠলেই কম বয়স? শ্রীম বিনয়ের এই মন্তব্য শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। বুঝিলেন, বিনয় নারাজ।

একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় গোকুলের মন খারাপ। তাই শ্রীম তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন পুরীতে। ঈশ্বরীয় ভাবে উৎসাহিত করিয়া শ্রীম গোকুলের মনোকষ্ট দূর করিতেছেন।

বিনয়ের মন্তব্য শুনিয়া শ্রীম হঠাৎ কথার স্রোত উলটাইয়া দিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—গাড়ীতে ভীড় কেমন ছিল, বেশী তো নয়?

অন্তেবাসী—ভীষণ ভীড় ছিল। বড়দিনের ছুটি। মাছি ঢোকবার স্থান ছিল না। একটি যুবতী মেয়ে ভীড়ের চাপে প্রায় ম্রিয়মান, আমার সামনে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে যত ধাক্কা ঘুঁষি, চাপ—সব কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল।

মনোরঞ্জন—আবার ঐ মেয়ের কোলে একটি শিশু ছেলেও ছিল।

শ্রীম (উৎসাহ দিয়া)—এ খুব ভাল কাজ হয়েছে, বেশ কাজ!

মনোরঞ্জন—এঁদের দু'জনের মোটেই ঘুম হয় নাই। প্রায় দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। আমার একটু হয়েছিল, বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।

শ্রীম—তাহলে শীঘ্র খেয়ে সকলে ঘুমোন।

সুখেন্দু কুকারে রন্ধন করিয়াছেন। আহারের স্থান হইয়াছে দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। গৃহের উত্তরাংশে পূর্বদিক হইতে বসিয়াছেন মনোরঞ্জন, জগবন্ধু, বিনয় ও গোকুল। পরিবেশন শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সুখেন্দু বসিলেন সম্মুখে। আহার্য ডাল, ভাত ও তরকারী। শ্রীমর জন্য গিন্নী-মা ভিতরে রন্ধন করেন। সেখান হইতেও কিছু খাদ্য আসিল। আর ভক্তগণ মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ কিনিয়া আনিয়াছিলেন—ডাল ভাত তরকারী। যদিও পুরীতে আসিয়া প্রথম দিন মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিবার প্রথা, তথাপি আজ ভক্তগণ মহা প্রসাদের সঙ্গে গিন্নীমার দেওয়া প্রসাদ আর সুখেন্দুর পক্কদ্রব্য—সবই একসঙ্গে আহার করিলেন অতি আনন্দে

শ্রীমর আহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। আহারে বসিলে শ্রীম আসিয়া দর্শন করিতেছেন ভক্তসেবা। সুখেন্দুকে বলিলেন, আপনি একবার আসুন তো আমার সঙ্গে। সুখেন্দু শ্রীমর ঘরে গেলে, তিনি তাঁহার হাতে পাটালি গুড় দিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া শ্রীম রঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, দিন দিন, আরো ডাল দিন, ভাত দিন। ভাত ডাল আনো আরও। আহার প্রায় শেষ। হাঁ, এ পাটালি দিয়ে মিষ্টিমুখ করুন আপনারা, বরাহনগর মঠে এসব পবিত্র রসিকতা হতো, শ্রীম সহাস্যে বলিলেন। শ্রীম গোকুলকে বলিতেছেন খুব প্রসন্নভাবে, দেখলে কত সৌভাগ্য। জগন্নাথদর্শন, মহাপ্রভুদর্শন আর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ—কত ভাগ্যের কথা! গানে আছে—

গান। হরি জগত জীবন জগবন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয়
হেরিলে তব মুখ ইন্দু॥
হরি জগত জীবন জগবন্ধু॥

বিশ্বাস থাকলে এতেই ভগবানদর্শন হয়ে গেল। 'যেমনি ভাব তেমনি লাভ'—ঠাকুর বলতেন।

এখন অপরাহ্ণ দুইটা। ভক্তগণ হলঘরে শয়ন করিলেন। শ্রীম গোকুলকে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একটু পরই পুনরায় হলঘরে আসিলেন। বসিলেন উত্তরপূর্ব কোণে খাটের উপর। উত্তরপশ্চিম কোণে আর একখানা খাট আছে পশ্চিমের দেয়ালের গায়ে। ইহাতে গোকুলের বিছানা হইয়াছে। শ্রীম গোকুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে একখানা চিঠি আনিয়া দিলেন। বলিলেন, দাও এঁদের পড়তে দাও তো—জিতেনমহারাজের (স্বামী বিশ্বানন্দের) চিঠি, বম্বের in-charge (অধ্যক্ষ)।

জগবন্ধু, বিনয়, শচী, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু প্রভৃতি ভক্তগণ হলের দক্ষিণ দিকে কার্পেটের উপর বিছানা করিয়া শয়ান ছিলেন। শ্রীম আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

বিনয় চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতেছেন, হলঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া কার্পেটের উপর। চিঠির ভিতরে ঠিকানা লেখা ইংরেজীতে দক্ষিণ কোণে—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। পোস্টাফিস Santa Cruz, Bombay। টানা লেখা, বিনয় পড়িতে পারিতেছেন না। জগবন্ধু চিঠি না দেখিয়াই অনুমানে বলিলেন, 'খার রোড' হবে। তারপর চিঠি হাতে লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন। তিনিও ঠিক পড়িতে পারিলেন না—পড়িলেন—'San' (সেন্)। শ্রীম বলিলেন, সানটা ক্রাজ (Santa Cruz).

বিনয় চিঠিখানা পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে কথাও হইতেছে।

জিতেন মহারাজ শ্রীমকে লিখিয়াছেন—আপনি একবার এখানে অনুগ্রহ করে আসুন। মত হলে সব ব্যবস্থা করবো আসবার। বড় সুন্দর স্থান, সমুদ্র দেখা যায় বললেই হয়। আবার ছোট পাহাড় আছে। আপনি তো বম্বের রাস্তায়ই এগিয়ে আছেন।

শ্রীম (সহাস্যে)—বুড়োদের কিছুই স্থির নাই। কত রাস্তা—হাজার মাইলের উপর! এ বয়সে চলে না। একস্থানে বসে কেবল তাঁর নাম করা এখন। (ভক্তদের প্রতি) আচ্ছা, এখান থেকে বুঝি বম্বের কোনও গাড়ী নাই?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে, না। খড়্গপুর থেকে যেতে হবে।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি)—কলকাতার কি খবর—কোন new developments (নূতন ঘটনা)?

(ভক্তদের প্রতি) মঠের তো উৎসব সব হয়ে গেল। ক'টা বাকী! 'উদ্বোধনে'ও মায়ের উৎসব হয়ে গেছে। 'উদ্বোধন' থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিঠি পেয়েছি। বাসুদেবানন্দ দিয়েছেন articleএর (প্রবন্ধের) জন্য। সান্যালমশায় কেমন আছেন? শীতের সময় কাশীতে গিছলেন, না? চুনীবাবু কেমন? কই আর এমনতর। দুই একজন দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দর্শন করেছেন। হাতী মরলেও লাখ টাকা—বাঁচলেও লাখ টাকা।

অন্তেবাসী—জানুয়ারীর middleএ (মধ্যভাগে) মহাপুরুষের বম্বে যাবার কথা হচ্ছে।

শ্রীম—আর কি খবর?

অন্তেবাসী—না, আর কোনও খবর নাই।

শ্রীম ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, অতি বিস্ময়ে)—ব্যাপার কি?—তাঁকে কি বোঝা যায়! তিনি যাদের বুঝিয়েছেন, কেবল তারাই বুঝেছে। (ভক্তদের প্রতি)—ঘুমুন আপনারা, tired (ক্লান্ত)।

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন বিশ্রামার্থ।

গতরাত্রিতে ট্রেণে ভক্তদের মোটেই নিদ্রা হয় নাই। তাই তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রা গিয়াছেন। এখন বিনয়ের সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন 'সৈকতালয়ে' গমন করিলেন। সেখানে থাকেন স্বামী সিদ্ধানন্দ। ইনি এখানে নির্জনে তপস্যা করেন। কুকারে রন্ধন করিয়া সামান্য আহার করেন। ইনি লাটু মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ব্রহ্মচারী গদাধর ও বুদ্ধিরাম কলিকাতা হইতে আসিয়া এই স্থানেই অবস্থান করেন। কিছুকাল পূর্বে স্বামী সিদ্ধানন্দ অতি সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ভক্ত উকীল শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে।

ভক্তগণ সাধুদের সহিত দর্শন ও আলাপ করিয়া 'শশীনিকেতনে' ফিরিতেছেন। তাঁহারা একটি 'গাঙ্গেটি উনুন' সাধুদের কুটীর হইতে লইয়াছেন। ফ্লাগ্ স্টাফের নীচে বালিয়াটির জমিদার শ্রীহরিনারায়ণ রায়চৌধুরী সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া আছেন ভক্তদের দেখিয়া। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। আরও তিনজন ভক্ত কটক হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিবার জন্য। সকলে মিলিয়া 'শশী নিকেতনে' প্রবেশ করিলেন।

৩

ভগবান ক্রাইস্টের জন্মদিন আজ। এখন সন্ধ্যা। 'শশী-নিকেতনে'র হলঘরে ভক্তগণ বসিয়াছেন কার্পেটের উপর—বিনয়, জগবন্ধু, শচী, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, গোকুল। আর সস্ত্রীক হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ও কটকের ভক্ত তিনজন। সকলেই পূর্বাস্য।

শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য। বাইবেল পড়িতেছেন ভগবান ক্রাইস্টের জন্মবৃত্তান্ত, সেণ্ট লুক হইতে। প্রথম হইতে পড়িতেছেন আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম—প্রথমে জন দি ব্যাপটিস্টের জন্ম, পরে ক্রাইস্টের। জনের পিতা জেকারিয়া, আর মাতা এলিজাবেথ। পিতা মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন—নিঃসন্তান। তাঁর কাজ ছিল দেবতাকে ধূপদান করা। একদিন তিনি ধূপদান দোলাচ্ছেন তখন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ, দেবদূত সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। জেকারিয়া নির্বাক, ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ অবস্থায় শুনছেন,—দেবদূত বলছেন, তোমার প্রার্থনা দেবতা শুনেছেন। শীঘ্রই তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে। তিনি মহাপুরুষ, মাতৃগর্ভ থেকেই ব্রহ্মজ্ঞ হবেন—'and he shall be filled with Holy Ghost, even from his mother's womb.'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)—বেশ বলে—'Holy Ghost.' ভূতে পায় কিনা লোককে। এ বিশ্বাস ওদেশেও আছে। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। জন দি ব্যাপটিস্টের জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান—সদা ভাবস্থ থাকতেন। আহারে বিহারে পূর্ণ সন্ন্যাসী। ঐ দেশে সমাধিবান পুরুষ কম—rare, তাই জনকে দেখেও ওরা বুঝতে পারতো না। মনে করতো এঁকে ভূতে পেয়েছে। তবে এ ভূত ভাল লোক, কারুর অনিষ্ট করে না, উপকারই বরং করে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই 'Holy Ghost'. ঈশ্বরে মন বিলীন, সমাধিস্থ—বাহ্য সংসারের হুঁশ নেই।

এর ছয় মাস পর ঐ দেবদূতই মেরীর কাছে গিয়ে বললেন, তুমি ধন্য মহিলা। ভগবান তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন—'Hail, thou art highly favoured, the Lord is with thee : blessed art thou among women !'

ওদিকে জনের জন্মের অষ্টম দিনে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেল নামকরণের জন্য। পুরোহিত বললেন, এর নাম হবে জেকারিয়া। মা এলিজাবেথ বললেন, না। এর নাম হবে জন। বাপের মত চাইলে বাপও লিখে জানালেন, এর নাম হবে জন—যেমন দেবদূত বলেছেন। এই লেখার সঙ্গে সঙ্গে জেকারিয়ার মুখ খুলে গেল, আর ভাবস্থ হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। বললেন, যুগে যুগে ভগবান আমাদিগকে শত্রু থেকে রক্ষা করছেন। যুগে যুগে ভগবান মহাপুরুষদের মুখ দিয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিয়েছেন—জগতের সৃষ্টির প্রথম থেকেই তাঁর এই লীলা চলছে। 'As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began'.

(ভক্তদের প্রতি)—বেশ কথা। ভগবান কথা ক'ন ভক্তদের মুখ দিয়ে। যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এই লীলা চলছে! তাহলে সৃষ্টিতে সব রকম লোক থাকে—prophetরাও অর্থাৎ মহাপুরুষগণ, ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণও থাকেন।

তা যদি হলো, তবে Evolution Theoryকে (ক্রমবিকাশ-বাদকে) অস্বীকার করা হলো। বাইবেলের সম্মুখে ডারউইন দাঁড়াতে পারছেন না। তবেই এর মানে হলো এই, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদা আছেন। জগৎ কখনও ব্রহ্মজ্ঞহীন হয় না। সৃষ্টি রক্ষার জন্য দুই শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ—লোকপাবন মহাপুরুষ ও হীন সংসারাসক্ত জীব। এদের এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই দাঁড়াচ্ছে—বেদ অপৌরুষেয় ও অনাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মানুষ হয়ে কথা ক'ন অবতার রূপে। আবার প্রফেটস্ অর্থাৎ ঋষি মহাপুরুষদের মুখ দিয়েও কথা ক'ন—'As he spake by the mouth of his holy prophets'.

শ্রীম পড়িতেছেন—নানারূপ দিব্য ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রাইস্টের জন্ম হইল অশ্বশালায়। জ্যোতির্ময় দেবগণ আসিয়া শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন। পিতা জোসেফও মেরীকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, আজ তোমাদের গৃহে ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি জগতের ত্রাণকর্তা ভগবান ক্রাইস্ট—'unto you is born this day···a Saviour, which is Christ, the Lord.

দেবগণ ভগবানের জয়গান করিতেছেন। বলিলেন, স্বর্গে ভগবানের নাম জয়যুক্ত হোক। পৃথিবী শান্ত হোক। মানুষ পরস্পর শুভেচ্ছা-সম্পন্ন হোক। 'Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.'

শ্রীম—অষ্টম দিনে শিশু ক্রাইস্টকে মন্দিরে নিয়ে গেল পিতামাতা। ঐ দিনে নামকরণাদি হয়। আর ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করা হয় male childকে (পুরুষ শিশুকে)।

ঐ সময় সিমিয়ন দেবাদিষ্ট হয়ে এসে এই শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বললেন, প্রভো, আপনার আদেশমত আমাকে এখন শান্তিতে শরীর ত্যাগ করতে দিন। বললেন, 'Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy words !'

ভাবাবস্থায় সিমিয়নকে ভগবান আদেশ করেছিলেন, আমার ক্রাইস্টকে দর্শন করে শরীর ত্যাগ করো—'he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.' সিমিয়ন জেরুজালেমনিবাসী তপস্বী আর ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ। জোসেফ ও মেরীকে বললেন, তোমরা ধন্য। তোমাদের এই শিশু ইহুদিদের উত্থানপতনের কর্তা, ভগবানের অবতার—'Lord's Christ.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি বৃদ্ধা ছিলেন ঐ মন্দিরে। বয়স চুরাশি বছর। বিয়ের পর মাত্র সাত বছর পতিঘর করেছিলেন। তারপর বিধবা হয়ে ঐ মন্দিরে থেকেই সারা জীবন ধরে ভগবানের সেবা পূজা প্রার্থনাদি করতেন। তিনিও দেবাদিষ্ট হয়ে শিশু ক্রাইস্টকে স্তবকুসুমাঞ্জলি দিয়ে পূজো করলেন। বললেন, এই শিশু ভগবান স্বয়ং। তিনি পতিতপাবন, তিনি দীনবন্ধু।

(ভক্তদের প্রতি)—অবতারের প্রধান কাজই সাধু ও ভক্তের উদ্ধার। তাঁদের ক্রন্দনে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব কাজও হয়ে যায়। সে সব গৌণ। তাই তাঁর কথা শুনতে হয়। এইমাত্র ঠাকুর এসেছেন। এখনও তাঁর কথা হাওয়ায় চারিদিকে সঞ্চারিত। যারা তাঁর কথা শোনে তারা ধন্য—বেঁচে গেল। না শুনলে দুঃখ, বিনাশ—'বিনঙ্ক্ষ্যসি'। মানে, জন্ম-মরণ-চক্রে পড়বে। অবতার, ঋষি ও মহাপুরুষদের মুখ দিয়ে ভগবান কথা ক'ন।

কি বুঝবে মানুষ, তিনি না বোঝালে? কৃষ্ণের জন্ম জেলখানায়, ক্রাইস্টের জন্ম অশ্বশালায়, আর ঠাকুরের জন্ম ঢেঁকিশালায়। বিচিত্র তাঁর লীলা!

একজন ভক্ত—অবতার ঋষি ও মহাপুরুষদের কথা তো অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। এখন কার কথা শোনা উচিত?

শ্রীম—যুধিষ্ঠির এর উত্তর দিয়েছেন—'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা'। মানে, যে কোন ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষের কথা শোনা। একটা পথ ধরে চলা, একজনের পথ ধরে চলা। সবের কথা শোনা, কিন্তু চলা একজনের দেখানো পথে। কখনও এটা কখনও ওটা, অথবা খানিকটা একজনের কথায় চলা, খানিকটা আর একজনের কথায় চলা—এরূপ হলে হয় না। মূল কথা, সকলেই এক কথাই বলেছেন। ঈশ্বরদর্শন মানুষজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, অতএব কর্তব্য। নানা পথ দিয়ে তার approach (প্রবেশ পথ)। এর একটা ধরা। ঠাকুর বলেছিলেন, যদি কিছু ভুলও থাকে এই পথে, তবে আন্তরিক হলে ভগবানই বলে দিবেন ঠিক পথের কথা। হয়তো মনে উদয় করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন, অথবা কোনও ভক্তের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন। কিম্বা, নিজে সামনে এসে বলে দেন। কাজে লেগে যাওয়া চাই, বৃথা সময় নষ্ট না করে।

হাঁ, কার কথা শোনা ?—এর উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, যে কাশী গিয়েছে তার কাছে কাশীর কথা শোনা উচিত। তাঁর শরীর না থাকলেও তাঁর কথা শুনে চললে ঈশ্বরই তাঁকে অন্তরে বসে চালাবেন যদি কোনও ভুলচুক হয়ে থাকে। ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, 'আমায় ধর।' 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' 'আমি কে আর তোরা কে এ জানলেই হবে। তোদের আর বেশী কিছু করতে হবে না।' আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি—এই আমার ঐশ্বর্য।' আমাকে বলেছিলেন এ কথা। তাঁর ঘরে ছোট খাটে বসা তিনি উত্তরাস্য, ঘরে আর কেউ নেই। তখন সন্ধ্যা অতীত, শীতকাল —তখন আমরা তাঁর কাছে থাকতাম। মাসখানেক প্রায় ছিলাম। আপনারা এসব কথা ভাবতে ভাবতে যান।

এখন আটটা। ফটকের বাহিরে সকলে দাঁড়াইয়া আছেন পোস্টাফিসের সামনে। শ্রীমও আছেন। তিনি জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে সকলে কি খাবেন, ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন। বিনয় বলিলেন, গিন্নী-মা আপনার আহারের বন্দোবস্ত করবেন। আমরা রাঁধবো মন্দির থেকে ফিরে এসে। বিনয়, সুখেন্দু ও মনোরঞ্জন মন্দিরে যাইতেছেন। শ্রীমর কথায় গোকুলও গেল।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। রান্না হইতেছে। বিনয় রাঁধিলেন ডাল ও আলুকপির তরকারী। আর সুখেন্দু রাঁধিলেন ভাত। শ্রীম আহার সারিয়া আসিলেন। ভক্তদের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রথমে, কলকাতা থেকে আজ কি কি এলো? গিন্নীর কাছে কি এসেছে? আর দ্বিতীয়, গিন্নীর কাছে কোন চিঠি আর পুরানো কাপড় এসেছে কি— ঘি ছাড়া? সুখেন্দু বলিলেন, বলতে পারছি না। মনোরঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, প্রভাসবাবুর পরিবার পত্র দিয়েছেন। আমায় দিলেন প্রভাসবাবু। শ্রীম পুনরায় পরোক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, জগবন্ধুবাবু জানেন কিনা জানি না, অন্য কিছুর কথা।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ঘরের খুঁটিনাটিরও খবর রাখেন। ইহাই কি, "ভক্তের পিঠেও দু'টি চোখ থাকবে"—ঠাকুরের এই মহাবাক্যের নিদর্শন?

আহার শেষ হইল এগারটায়। ভক্তগণ সকলে শয়ন করিলেন সাড়ে এগারটায়।

পুরী, শশী নিকেতন
২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ, ৯ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা নবমী। খ্রীস্ট জয়ন্তী।

নবম অধ্যায়

গির্জায় ও সিদ্ধাশ্রমে

১

পুরীধাম। সমুদ্রতট। অতি প্রত্যূষে ভক্তগণ শ্রীম-সঙ্গে সমুদ্রে সূর্যোদয় দর্শন করিতেছেন। বালসূর্য সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতেছে। কি মনোমুগ্ধকর দর্শন! যেমনি নয়নমধুর তেমনি হৃদয়রঞ্জন। লবণাম্বুর নীল জল সোনালী আভায় রঞ্জিত। অনিমেষ নয়নে ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন। একটি সুন্দর শোভন বিশাল স্বর্ণগোলক সমুদ্রজলে ডুব দিয়া উঠিল।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম আনন্দময় আবেগে ভক্তদিগকে বলিতেছেন, এই বালসূর্যের অভ্যন্তরে ঋষিগণ ব্রহ্মদর্শন করেছিলেন। তাই আবার সুদৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে গেয়েছিলেন—'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই সবই দর্শন করতে হয়—নৈসর্গিক দৃশ্য—সূর্য চন্দ্র তারকা, আবার সাগর আকাশ হিমালয়। ঠাকুর এইসব দর্শন করতে বলতেন তাঁর উদ্দীপন হবে বলে। সমুদ্রের তীরে একাকী বসলে হৃদয়বিহারী ভগবানকে মনে পড়ে।

ভাল লোকের মুখে শুনেছি, তুষারাবৃত কেদারনাথ দর্শন করলে, তার প্রশান্ত গম্ভীর ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাতে অজ্ঞাতভাবে লোক পরম শান্তি অনুভব করে। অর্থাৎ, বাইরের এই প্রশান্তি হৃদয়বিহারী শান্তিস্বরূপের সহিত এক হয়ে যায়।

ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেছেন। শ্রীম ভিতর-বাড়ীর কূপতটে দাঁড়াইয়া একথা সেকথা বলিতেছেন। স্নানাগারের বাহিরে আসিলে একজন ভক্তকে বলিলেন, এই যে, আপনি এঁদের একটু help (সাহায্য) করবেন। অনেক লোক হয়ে গেছে। আরও আসবে।

সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীম বেড়াইতে বাহির হইলেন—মাথায় কম্ফোর্টার, আর গায়ে বালাপোষ জড়ান, হাতে ছোট ছাতা। প্রথমে উত্তরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। 'শশী নিকেতনে'র শেষ প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ফটকে জগবন্ধু দাঁড়ান। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বেজেছে এখন, সাড়ে সাতটার বেশী কি? 'এই রকমই হবে, আচ্ছা. দেখে আসছি পোস্টাফিসে'—এই বলিয়া জগবন্ধু ডাকঘরে গেলেন। এখন সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। শ্রীমও ততক্ষণে ডাকঘরে উপস্থিত।

শ্রীম—আপনারা মন্দিরে যাচ্ছেন?

জগবন্ধু—কাল আমাদের গর্ভ-মন্দিরে যাওয়া হয় নাই আর রত্নবেদী প্রদক্ষিণ হয় নাই। আজ যাব ভাবছি। সাড়ে আটটা ন'টায় ওখানে যাবার অবসর।

শ্রীম—তাহলে ওদের (শচী ও তাঁহার ভগিনী প্রভৃতির) সঙ্গে যান না। আমি এদিকে (সমুদ্রে) যাই।—গোকুল কোথায়?

জগবন্ধু—সমুদ্রের ধারে দেখেছিলাম।

শ্রীম—আচ্ছা, আমি তাকে পাঠিয়ে দিই গিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম ধীরে ধীরে একাকী ফ্লাগ-স্টাফের রাস্তা ধরিয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি শ্রীমর পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করিতেছেন।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীম চৈতন্যদেবের পার্ষদ। তাঁকে এই চর্মচক্ষে ঠাকুর দেখেছিলেন চৈতন্য-সংকীর্তনে বকুলতলা-পঞ্চবটীর রাস্তায়। পুরী শ্রীমর সুপরিচিত তা হলে। তাই পুরীতে অত আসেন, পুরীকে অত ভালবাসেন। আর ঠাকুর এঁকে বলেছিলেন—'আমিই জগন্নাথ, আমিই চৈতন্য।' এর আকর্ষণও আছে।

মুকুন্দ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সোজা 'শশী নিকেতনে' আসিয়াছেন। ইনি রামপুরহাট হাইস্কুলের রেক্টার, শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। জগবন্ধু মুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলেন। মুকুন্দ ধূলিপায়ে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গী হইল গোকুল, শচী ও তাহার ভগিনী।

জগবন্ধু ও মুকুন্দ গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিমলাদেবীকে দর্শন করিলেন আর গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিলেন, 'শশী নিকেতনে' যাইবেন। তখন মনোরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দর্শন করিতে মন্দিরে গেলেন। ভক্তরা তাঁহার জন্য সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আসিলে সকলে মুড়কি প্রসাদ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া চিনি খরিদ করিলেন। উহা মুকুন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, আপনি বাসায় যান, আমরা আরও দর্শন করিয়া আসিতেছি।

জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন স্বর্গদ্বারের পথে চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে হরিদাস-সমাধি দর্শন করিলেন। বড়ই উদ্দীপনের স্থান উহা। সেবা পূজা অতি নিষ্ঠার সহিত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় চরণদাস বাবাজীর ব্যবস্থায়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজহস্তে তাঁহার অতি প্রিয় ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে সমাহিত করেন। হরিদাস সিদ্ধ বকুলতলে নিত্য তিনলক্ষ জপ সমাপন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর বৃদ্ধ হইয়া যাওয়ায় নিত্যজপে কষ্ট হইতেছে, আর শীঘ্রই চৈতন্যদেব অবতারলীলা সমাপ্ত করিয়া অন্তর্ধান করিবেন বুঝিতে পারিয়া শ্রীহরিদাস চৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি শরীর ত্যাগ করি। চৈতন্যদেবকে বাহিরে দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার স্বরূপ প্রেমসাগরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন নামাবতার ব্রহ্ম হরিদাস। ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেব এই পরম পবিত্র শবদেহ বহন করিয়া আনিয়া সমুদ্রের এই বেলাভূমিতে নিজ হস্তে সমাহিত করিলেন। আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই সমাধিস্থল একটি পবিত্র সুরক্ষিত নবীনতীর্থ।

এবার দর্শন ও প্রণাম করিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদিদিকে। তিনি নিকটেই একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষেত্রবাস করিতেছেন। ইনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও শিষ্যা। তাঁহারই পরিণয়-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মী রাঁড় হবে, মা বলছেন।' এই সদ্যপরিণীতা বালিকা বিধবা সারাজীবন শ্রীশ্রীমায়ের সহচরী-রূপে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিয়া শত শত লোককে ভগবানের পথ প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই আত্মদ্রষ্টা মহিয়সী মহিলা আজ ভক্তজনপূজ্যা। তাঁহারই পরিণয়দিবসে হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, মামা আজ লক্ষ্মীর বিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ 'এ্যাঁ এ্যাঁ' করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টিতে বলিলেন, 'লক্ষ্মী যে রাঁড় হবে।' এই লৌকিক অশুভ শব্দ শুনিয়া হৃদয় মামার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। আর বলিলেন, মামা, তুমি একে অত ভালবাস, এ কি অশুভ কথা বলছো? ঠাকুর তখন ভগবৎভাবে আবিষ্ট হইলেন—ওরে আমি কি বলছি, মা বলছেন। ঐ বালিকা আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারের আদরণীয়া ব্রহ্মবিদূষিণী লক্ষ্মীদিদি।

মানুষের দৃষ্টিতে যাহা অশুভ, দেবদৃষ্টিতে তাহা শুভ। আবার দেবদৃষ্টিতে যাহা অশুভ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা শুভ। এই শুভ ও অশুভের মিলনভূমি এই সংসার। ইহার উর্ধ্বে বিরাজিত সকল শুভ সদাশুভ শ্রীভগবান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম ধীরে ধীরে একাকী ফ্লাগ্‌স্টাফের রাস্তা ধরিয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি শ্রীমর পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করিতেছেন।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীম চৈতন্যদেবের পার্ষদ। তাঁকে এই চর্মচক্ষে ঠাকুর দেখেছিলেন চৈতন্য-সংকীর্তনে বকুলতলা-পঞ্চবটীর রাস্তায়। পুরী শ্রীমর সুপরিচিত তা হলে। তাই পুরীতে অত আসেন, পুরীকে অত ভালবাসেন। আর ঠাকুর এঁকে বলেছিলেন— 'আমিই জগন্নাথ, আমিই চৈতন্য।' এর আকর্ষণও আছে।

মুকুন্দ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সোজা 'শশী নিকেতনে' আসিয়াছেন। ইনি রামপুরহাট হাইস্কুলের রেক্টার, শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। জগবন্ধু মুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলেন। মুকুন্দ ধূলিপায়ে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গী হইল গোকুল, শচী ও তাহার ভগিনী।

জগবন্ধু ও মুকুন্দ গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিমলাদেবীকে দর্শন করিলেন আর গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিলেন, 'শশী নিকেতনে' যাইবেন। তখন মনোরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দর্শন করিতে মন্দিরে গেলেন। ভক্তরা তাঁহার জন্য সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আসিলে সকলে মুড়কি প্রসাদ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া চিনি খরিদ করিলেন। উহা মুকুন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, আপনি বাসায় যান, আমরা আরও দর্শন করিয়া আসিতেছি।

জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন স্বর্গদ্বারের পথে চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে হরিদাস-সমাধি দর্শন করিলেন। বড়ই উদ্দীপনের স্থান উহা। সেবা পূজা অতি নিষ্ঠার সহিত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় চরণদাস বাবাজীর ব্যবস্থায়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজহস্তে তাঁহার অতি প্রিয় ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে সমাহিত করেন। হরিদাস সিদ্ধ বকুলতলে নিত্য তিনলক্ষ জপ সমাপন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর বৃদ্ধ হইয়া যাওয়ায় নিত্যজপে কষ্ট হইতেছে, আর শীঘ্রই চৈতন্যদেব অবতারলীলা সমাপ্ত করিয়া অন্তর্ধান করিবেন বুঝিতে পারিয়া শ্রীহরিদাস চৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি শরীর ত্যাগ করি। চৈতন্যদেবকে বাহিরে দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার স্বরূপ প্রেমসাগরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন নামাবতার ব্রহ্ম হরিদাস। ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেব এই পরম পবিত্র শবদেহ বহন করিয়া আনিয়া সমুদ্রের এই বেলাভূমিতে নিজ হস্তে সমাহিত করিলেন। আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই সমাধিস্থল একটি পবিত্র সুরক্ষিত নবীনতীর্থ।

এবার দর্শন ও প্রণাম করিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদিদিকে। তিনি নিকটেই একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষেত্রবাস করিতেছেন। ইনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও শিষ্যা। তাঁহারই পরিণয়-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মী রাঁড় হবে, মা বলছেন।' এই সদ্যপরিণীতা বালিকা বিধবা সারাজীবন শ্রীশ্রীমায়ের সহচরীরূপে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিয়া শত শত লোককে ভগবানের পথ প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই আত্মদ্রষ্টা মহিয়সী মহিলা আজ ভক্তজনপূজ্যা। তাঁহারই পরিণয়দিবসে হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, মামা আজ লক্ষ্মীর বিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ 'এ্যাঁ এ্যাঁ' করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টিতে বলিলেন, 'লক্ষ্মী যে রাঁড় হবে।' এই লৌকিক অশুভ শব্দ শুনিয়া হৃদয় মামার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। আর বলিলেন, মামা, তুমি একে অত ভালবাস, এ কি অশুভ কথা বলছো? ঠাকুর তখন ভগবৎভাবে আবিষ্ট হইলেন—ওরে আমি কি বলছি, মা বলছেন। ঐ বালিকা আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারের আদরণীয়া ব্রহ্মবিদূষিণী লক্ষ্মীদিদি।

মানুষের দৃষ্টিতে যাহা অশুভ, দেবদৃষ্টিতে তাহা শুভ। আবার দেবদৃষ্টিতে যাহা অশুভ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা শুভ। এই শুভ ও অশুভের মিলনভূমি এই সংসার। ইহার উর্ধ্বে বিরাজিত সকল শুভ সদাশুভ শ্রীভগবান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

ভক্তগণ এবার দর্শন করিলেন টোটা গোপীনাথ। এই স্থান চৈতন্যদেবের সখা মধুর ভাবের সাধক ক্ষেত্রসন্ন্যাসী পণ্ডিত গদাধরের সাধনপীঠ। টোটা মানে, বাগান। বাগানে অবস্থিত, তাই টোটা গোপীনাথ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্য এখানে আসিতেন গদাধরের মুখে ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে। এক মতে আছে, চৈতন্যদেব এই টোটা গোপীনাথেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন। সরলচিত্ত ভক্ত যাত্রীদিগকে সরলবিশ্বাসী পূজারীগণ এখনও গোপীনাথের মূর্তির জানুদেশে একটি চিহ্ন দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, চৈতন্যদেব এইস্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া গোপীনাথ-মূর্তিতে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষস্থল এই সব প্রচার। বিশ্বাসই যদি ধর্মের মূল হয়, আর ভগবানের নিকট যদি সবই সম্ভব, তবে এসব কথা—গোপীনাথে শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রবেশকে—কি করিয়া অসত্য ও অন্ধ বিশ্বাস বলা যাইতে পারে?

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঈশ্বরদর্শন। একজন চৈতন্যভক্ত যদি গোপীনাথ-মূর্তিই শ্রীচৈতন্যের প্রকট বিগ্রহ—এই বিশ্বাস করিয়া সরলভাবে এই মূর্তিতে সেবা পূজা ও হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করে প্রেমভরে, তবে মহাজনদের কথা ও অনুভবের মতে, অবশ্যই তাহার ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে। এরূপ ঘটনা ভক্তিশাস্ত্রে বহুল।

কথামৃতমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কয়টি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 'গোবিন্দ তোমার পতি'—পিতার এই বাক্য সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া বিধবা কন্যা গোবিন্দকে হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবেদন করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করে। লৌকিক পতির সঙ্গ ও সহবাসজনিত আনন্দের সহস্রগুণ আনন্দ লাভ হইয়াছিল ঐ বালিকার, এ কথা অনুমান কল্পনাপ্রসূত বলা যাইতে পারে না। গোবিন্দের দর্শন ও স্পর্শনে বালিকার পশুভাব দেবভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বালিকা আনন্দময়ের কৃপায় আনন্দময়ী হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জটিল বালক 'দাদা মধুসূদন এসো, দেখা দাও, আমার ভয় করছে'—এই সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরদর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইল।

রাজা জয়মল একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত। পূজানিরত রাজার রাজ্য আক্রান্ত হইলে ইষ্টদেব শ্যামলসুন্দর শত্রুপক্ষ নিধন করিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিলেন, একদিন রাস্তায় চলছি। তখন আমার সামনে একটা পাথর চলছে দেখলাম, বেশ বড় পাথর। তারপর গিয়ে ধপ্ করে নদীর জলে পড়লো। শ্রীম হাসিয়া ফেলিলেন অসম্ভব বলিয়া। ঠাকুর বলিলেন, মথুর কিন্তু বলেছিল, বাবা, তুমি বলায় বিশ্বাস করলাম্।

ঠাকুরের আর একটি গল্পে আছে ভক্তিমতী বিধবা সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে। ঈশ্বর দর্শন দিয়া তাহার হাতে অফুরন্ত একটি দধিভাণ্ড দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্যার্থী rationalist (যুক্তিবাদী) শ্রীমকে উপরোক্ত পাঁচটি ঘটনা বলিয়া সরল বিশ্বাসপথে অধ্যারোহণ করান। শুষ্ক বিচার হইতে সরল বিশ্বাসে দীক্ষিত করেন। ভক্তিপথে ঐতিহাসিক সত্যনির্ণয় নগণ্য। বিশ্বাস গণ্য।

কুমার সন্ন্যাসী গদাধর পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন না, বাহ্য ভোগবিলাসের অভ্যন্তরে গৃহবাসী ভক্তের কৃষ্ণপ্রেমের নির্মল নির্মুক্ত নির্ঝর লুক্কায়িত থাকিতে পারে। তাঁহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্য চৈতন্যদেব একদিন গদাধরকে রামাই-এর সহিত কৃষ্ণপ্রেমিক বাহ্য বিলাসী চৈতন্যভক্ত পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির গৃহে প্রেরণ করেন। পুণ্ডরিক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপবিষ্ট। তাঁহার পশ্চাতে তাকিয়া, পার্শ্বে তাকিয়া। সম্মুখে বিলাসীজনপ্রিয় তাম্রকুট সেবনের মূল্যবান উপচার আলবোলা। শ্রীচৈতন্যের উপদেশমত রামাই ভাগবতের গোপীগীতা সুমধুর সুরসংযোগে গাহিতে লাগিলেন। বিলাসী পুণ্ডরিক কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা হইতে গড়াইয়া ভূপতিত হইয়া প্রথমে 'কৃ কৃ' করিতে লাগিলেন। পরে তাহাও বন্ধ হইল। রহিল একটি প্রেমবন্যায় উদ্বেলিত প্রেমময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্ত নরপিণ্ড। গদাধর অভিভূত হইলেন। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের উপদেশে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

ভক্তগণ এবার চটক পর্বতে আরোহণ করিলেন। নামেই পর্বত। কিন্তু, পর্বতে একখণ্ড প্রস্তরের সন্ধান নাই। আছে কেবল বালুকা-রাশির স্তূপ। মাঝে মাঝে বালুকাসুলভ বৃক্ষ। এটিও একটি পবিত্র স্মরণীয় স্থান। একদিন একটি ভক্ত মহিলা গোপীপ্রেমমাধুর্যে মণ্ডিত অতি সরস একটি সঙ্গীতোপাসনায় নিমগ্ন। ঐ সুমধুর সঙ্গীতের ঝংকার প্রবেশ করিল গোপীশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণকাতর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কর্ণকুহরে। বাহ্যজ্ঞানবিলুপ্ত কৃষ্ণচৈতন্য এই সুরবিতানকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সুমধুর সুরসঞ্চারী ঐ ভক্ত মহিলাকে কৃতজ্ঞতায় প্রেমবিহ্বল শ্রীচৈতন্য হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে দ্রুতবেগে ছুটিলেন। ভক্তগণ বাধা দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। আর উচ্চৈঃস্বরে কর্ণে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন—ওটি বামাকণ্ঠ। চৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে কহিলেন, আজ আমার শরীর ত্যাগ হতো ওকে স্পর্শ করলে।

ভক্তগণ স্মরণ করিতে লাগিলেন এইরূপ আর একটি ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ও যদি ঐ দিন আমায় ছুঁতো তাহলে শরীর যেতো। মধুর ভাবের সাধিকা এক পাগলিনী-প্রায় রমণী, কাশীপুর উদ্যানের দ্বিতলে ঠাকুরের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। ভক্তগণ বাধা দিয়া তাহাকে ধরিয়া নিম্নতলে নামাইয়া লইয়াছিলেন, তাই রক্ষা হইল।

ভক্তগণ পাতালশিব দর্শন করিয়া পুনরায় জগন্নাথদর্শন করিলেন নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া। তারপর তাঁহারা ৺মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া 'শশীনিকেতনে' ফিরিয়া আসিলেন।মুকুন্দ আজ মহাপ্রসাদ খাইবেন। প্রাচীন প্রথা, যাত্রীগণ প্রথম দিন মহাপ্রসাদ আহার করেন। শ্রীম এই মর্যাদা রক্ষা করেন এবং ভক্তগণকে প্রথম দর্শনের দিন মহাপ্রসাদ খাইতে উপদেশ দেন।

এখন বারটা। শ্রীম 'শশী নিকেতনে'র উত্তরের বারান্দায় বেঞ্চে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া আছেন, সঙ্গে কালীবাবু। ভক্তদের দেরীতে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন, এত বেলায়? ভক্তরা বলিলেন, দর্শনে বাহির হয়েছিলাম, তাই দেরী।

শ্রীম কালীবাবুর সহিত কথা কহিতেছেন। বলিলেন, দুর্যোধন বলতো, 'ত্বয়া হৃষিকেশ, হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' ভগবান, তুমি হৃদয়ে বসে যেমন করাও তাই আমি করি! মন মুখ এক করে এই কথা বললে হয়। তা নইলে হয় না। তাই অর্জুনকে বললেন, 'মার, এক্ষুণি মার।'

টাটকা মহাপ্রসাদ দক্ষিণের ছোট ঘরে রাখা হইয়াছে। শ্রীম উঠিয়া গিয়া জুতা ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তদের বলিলেন, যান আপনারা শীঘ্র সমুদ্রস্নান সেরে আসুন ঝট্ করে।

একটার সময় ভক্তগণ সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন দক্ষিণের রান্নাঘরে। শ্রীম মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করিতেছেন ভক্তসেবা। বলিতেছেন, বহুভাগ্যে এসব দর্শন হয়। তারপর মহাপ্রসাদ ধারণ। ধারণ কেন শুধু, একেবারে ভক্ষণ, ভুরিভোজন। আবার সমুদ্রস্নান। কত সৌভাগ্য। আহারান্তে ভক্তগণ দেড়টা হইতে পৌনে চারিটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিলেন।

আজ ভগবান যীশুর জন্মোৎসব। খ্রীস্টভক্তগণের সঙ্গে উপাসনায় যোগদানমানসে শ্রীম গির্জায় রওনা হইলেন। গির্জা বিচ্ হোটেলের পাশে। 'মাস্' উপাসনা আরম্ভ হইল বেলা তিনটায়। পাদরী ওড়িয়া। কিন্তু তিনি সারমন্ দিলেন বাংলায়। মুকুন্দ ও সুখেন্দু শ্রীমকে লইয়া গির্জার ভিতর পূর্বদিকে বসিয়াছেন। শেষের দিকে গেলেন জগবন্ধু।

মনোরঞ্জন গেলেন সকলের শেষে সাড়ে চারটায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

'সৈকতালয়ে' শ্রীম। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন, মুকুন্দ ও সুখেন্দু, বীরেন রায় ও গোপাল স্বামী প্রভৃতি। এখানে থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত সাধুগণ—স্বামী সিদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী গোপাল ও গদাধর। সম্প্রতি আসিয়া যোগ দিয়াছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ভুবনেশ্বর মঠ হইতে।

রাস্তায় গোপাল স্বামী মিলিত হন। সঙ্গে তাঁহার কিশোর পুত্র। পিতার আদেশে বালক শ্রীমকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। তাঁহারা মাদ্রাজের অধিবাসী। দেবতা, গুরু, সাধু ও পূজনীয় ব্যক্তিকে তাঁহারা এইরূপ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

বড় রাস্তার পাশে 'সৈকতালয়'। ফটকের সম্মুখে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, এটি একটি আশ্রম। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূর্বদিকের আউট হাউসের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটি কুটীরের ভিতরে চুপি দিয়া দেখিতেছেন। আর জিজ্ঞাসা করিলেন, আছেন ?

স্বামী সিদ্ধানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ ক্ষিপ্রগতিতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতি আনন্দে বলিলেন, আসুন মাস্টার মশায়, আসুন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, আজ আমাদের কি আনন্দ! আসুন বসুন, এই চেয়ারটায় বসুন। তাঁহার আনন্দ ধরে না। কি করিয়া শ্রীমকে সুখী করিবেন, সেই চেষ্টা। আবার বলিতেছেন, বসুন বসুন, এই চেয়ারেই বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কত আনন্দ আপনার আসায়। আমাদের আজ বড় সৌভাগ্য!

শ্রীম কুটীরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকের তক্তাপোষে বসিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পুনরায় বলিলেন, না না, ওখানে নয়, চেয়ারে বসুন মাস্টার মশায়, এখানে। ঘরে অনেক লোক, জায়গা কম, তাই উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলেন এই বলিয়া, আচ্ছা, তা হলে চেয়ারম্যান হওয়া যাক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, দেখেছি ভুলেও শ্রীম কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না লোকশিক্ষার জন্য। সাধু ও ভক্ত সকলেই এই আচরণ হইতে শিক্ষালাভ করিলেন। ভক্তগণ শিখিলেন, সন্ন্যাসীদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। সাধুদের আশ্রমে যাইতে হয় অতি দীন-ভাবে। সাধুরা শিখিলেন, ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ পূর্ণকাম মহাপুরুষ শ্রীম ঠাকুরের আদেশে গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কত উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তাঁহাদের সম্মুখে হীন আসনে বসিলেন। কতবড় দায়িত্ব তাহা হইলে এই সন্ন্যাসাশ্রমের। সত্যকার সন্ন্যাসী হও, শ্রীমর এই আচরণ এই শিক্ষা দিতেছে।

এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আজ যীশুর জন্মোৎসব—বড়দিন। ঠাকুর বলেছিলেন, আমিই ক্রাইস্ট। তাই আজের দিন তাঁর খ্রীস্টান ভক্তদের দর্শন করতে হয়। তাঁর ভাবে আজ তাঁরা ভরপুর। দর্শন করলে বেশ উদ্দীপন হয়। তাই আজ চার্চে গিছলাম। বেশ ভাল লাগলো। পাদরিটি উপনিষদের বেশ সব কথা বললেন। বললেন, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ঋষিমুনিরা যা সব বলে গেছেন, তারই verification Christ, (মূর্ত বিগ্রহ ক্রাইস্ট)।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (বিস্ময়ে)—কি বলছেন!

শ্রীম—তিনি আরও বললেন, 'অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতম্ গময়। আবিরাবি র্ময়েধি। রুদ্রযত্তে দক্ষিণম্ মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'—উপনিষদের এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করে বললেন, 'এই সব সত্যের জীবন্ত মূর্তি ক্রাইস্ট।' আজকাল liberal (উদার) হয়ে যাচ্ছে সব।

ব্রহ্মচারী গদাধর শ্রীমর হাতে প্রসাদ দিলেন। শ্রীম কণিকামাত্র রাখিয়া অবশিষ্টাংশ সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলেন।

চার-পাঁচটি বালকবালিকা বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সব দর্শন করিতেছে। সাধুরা তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন প্রসাদ লইবার জন্য। ইহা শুনিয়া শ্রীম বলিলেন, হাঁ, 'Suffer unto the little

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

children ; for theirs is the Kingdom of Heaven.—এই শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। কারণ ঈশ্বর এদের করতলগত। যীশু খ্রীস্ট ছেলেদের খুব ভালবাসতেন।

এক টুকরা প্রসাদী মিষ্টি মাটিতে পড়িয়া আছে। উহা দেখিয়া শ্রীম আশ্রমের কুকুরটিকে বলিলেন, নে, খা। প্রসাদ খেলে মুক্তি হয়ে যাবে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—এটি সিদ্ধাশ্রম, এই নাম দিলে হয় (সকলের হাস্য)। বলেছিলেন, 'এই সিদ্ধাশ্রম। এখানে ভগবান বামনদেব তপস্যা করেছিলেন।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—কে, কোথায়, কাকে বলেছিলেন ?

শ্রীম—বিশ্বামিত্র বলেছিলেন রামকে। তাড়কাবধের সময় যখন রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যান তখন। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এই আশ্রমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সিদ্ধাশ্রম। এখানে ভগবান বামনদেব তপস্যা করেছিলেন। এটি অতিশয় মনোরম। আর শান্তিরসাস্পদ।' বলি রাজাকে ছলনার পর বামনদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন সত্যরক্ষার জন্য। বলি রাজাকে তিনি বলেছিলেন কিনা, আমার ত্রিপাদ ভূমির প্রয়োজন। আমি তপস্যা করবো, আমরা ব্রাহ্মণ। এই সত্যরক্ষার জন্য এখানে তপস্যা করেন। সেই সিদ্ধাশ্রম।

প্রথমে সিদ্ধাশ্রম নাম শুনিয়া সকলে হাসিয়াছিলেন স্বামী সিদ্ধানন্দের নামে নামকরণ হইয়াছে বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানিয়া সকলে গম্ভীর।

৪

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—হাঁ, এদিকে বামনদেব ত্রিপাদ ভূমির নামে স্বর্গ মর্ত ও পাতাল নিলেন। আর বলি রাজাকে পাতালে নির্বাসন দিলেন। কিন্তু নিজে গিয়ে বলির দ্বাররক্ষক হয়ে রইলেন। তা করবেন না, ভক্ত যে বলি! এদিকে দেবতাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিপত্য যেমন রক্ষা করলেন অপর দিকেও তেমনি ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করলেন।

আবার সত্যরক্ষার জন্য তপস্যা করলেন। তা করবেন না? নইলে যে অপরে করবে না সত্যরক্ষা। তিনি 'কর্ত্তুম কর্তুমন্যথাকর্তুম্' সমর্থ হয়েও, লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করলেন, সত্যরক্ষা করলেন। লোক তো কেবল তাঁর ছলনাটাই দেখে। কিন্তু, তপস্যাটির দিকে দৃষ্টি কই?

যদি বল কি করে এরূপ হয়—তিনপাদ ভূমিতে স্বর্গ মর্ত পাতাল আবরণ? তার উত্তর—এ কি আর মানুষের কাজ যে, কেমন করে হবে, জিজ্ঞাসা? সম্ভব অসম্ভব—সব তাঁর কাছে সম্ভব। তাঁর সবই আশ্চর্য। 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি'—কি তার পর?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—'আশ্চর্যবৎ বদতি'—আপনি গীতার কথা বলছেন তো?

শ্রীম—ডাক্তারবাবু থাকলে হতো। তাঁর সবটা গীতা মুখস্থ আছে।

তাঁর কাছে কিছুই আশ্চর্য নাই। অন্যে দেখলে ভাবে আশ্চর্য। বললেন, আমার ব্রাহ্মণশরীর। আমি আর কিছু চাই না—চাই মাত্র ত্রিপাদ ভূমি দেহটা রাখবার জন্য। আর কুটীর বেঁধে তপস্যা করব তাতে বসে। এতেই যথেষ্ট। তাই এর নাম সিদ্ধাশ্রম দিলে হয়। সিদ্ধ হয়ে আনন্দলাভ। তাই সিদ্ধানন্দ, সিদ্ধাশ্রম।

সাধু ভক্ত সকলে গম্ভীর। অন্তর্মুখ দৃষ্টি সকলের। চটকদার কথার আনন্দ নাই পূর্বের মত। হাসিও নাই। আছে, অন্তরে গভীর দৃষ্টি। নিজের ভিতর দেখিতেছেন সকলে।

একটি ভক্ত (স্বগত)—মহাপুরুষগণ যেন শাঁখের করাত—দু'দিক কাটে। সাক্ষাৎভাবে 'তপস্যা কর' না বলে, বামনদেবের নাম করে বললেন। বললেন, তপস্যা কর, কঠোর তপস্যা।

এখন অন্য প্রসঙ্গ চলিয়াছে। বীরেন রায় ক্ষেত্রবাসী। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম—হাঁ বীরেনবাবু, পুরীতে ক'টা চার্চ আছে এটা ছাড়া ?

বীরেন—আর একটা আছে সাহেবদের জন্য। হিন্দুদের সাতশ' মঠ ও আশ্রম আছে। মুসলমানদের মসজিদ আছে।

খুরদার ভক্ত রাজেন—খুরদায় আলাদা চার্চ রয়েছে নেটিভদের (ভারতীয়দের) জন্য। ইউরোপীয়ানদের জন্য আলাদা।

শ্রীম (সবিস্ময়ে)—বলেন কি ? (সকলের প্রতি) উনি খুব বিশ্বাসী লোক। বলছেন বটে, কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। চার্চে এমন ভাব ! (রাজেনের প্রতি) আপনি ওখানে গিয়ে আমাদের চিঠি দিবেন তো জেনে।

রাজেন—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কথা।

শ্রীম—ওরা হয়তো জানে না ওসব কথা ভাল করে, যারা আপনাকে বলেছে। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ঐ কথা (দেশী ও বিলাতী খ্রীস্টান ভক্তদের), আলাদা চার্চের কথা। তা হলে বুঝতে হবে ওদের বড্ড অধঃপাত ঘটেছে।

ক্রাইস্ট শিখালেন, 'Treat thy neighbours as thy brethren'. এর এই পরিণাম ?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—ওরা খালি convert (ক্রীস্টধর্মে দীক্ষিত) করে। যখন করে তখন Pariaদের (দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্যদের) বলে, তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে। পরে আর তা করে না।

শ্রীম (সহাস্যে)—এদিকে ক্রিশ্চিয়ান হয়েছে। কিন্তু বলে পঞ্চাননকে (শিবকে) পূজো করবো না ?—না হয় ক্রিশ্চিয়ানই হয়েছি। ওদিকে (মাঙ্গালোর প্রভৃতি দক্ষিণে) শিব, রামকৃষ্ণ—সব দেবতাদের পূজা করে। জাভা সুমাত্রার দিকে মুসলমান হয়েছে লোক, তবু রামায়ণকে মানে, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—এ্যান্‌ড্রুস্ (C. F. Andrews) খ্রীস্টানদের এই social distinctions (সামাজিক বৈষম্য) দেখে a series of articles (এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ) লিখেছিলেন।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম বলিলেন, এখন ওঠা যাক। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধানন্দ ঝট্ করিয়া শ্রীমর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমর দৃষ্টি পড়া মাত্র তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না, বিশেষতঃ সাধুদের। শ্রীম বলিতেছেন, না, না। হ্যাণ্ড সেক্। (সহাস্যে) আমরা ইংরেজী পড়লুম কেন, যদি ও (হ্যাণ্ড সেক) না করি? ফটকের বাহিরে আসিয়া সাধুগণ শ্রীমকে বিদায় দিলেন।

বড় রাস্তা দিয়া শ্রীম ফ্ল্যাগস্টাফের দিকে চলিতেছেন। সঙ্গে বীরেন রায়, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু। সকলে দক্ষিণের দিকে চলিতেছেন। বাম হাতে সমুদ্র। অবিরত তরঙ্গ নিয়া খেলিতেছে। আর প্রশান্ত গর্জন চলিতেছে। যেন সকলকে বলিতেছে, সাবধান! সময় থাকিতে পুরুষোত্তমের শরণ লও। সব শূন্য, সব দু'দিনের! পুরুষোত্তমই নিত্য, সত্য।

শ্রীম লাটভবনের সম্মুখে দুই মিনিট দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, আজ এখানেও হয়তো হয়েছে সারমন্। বীরেন বলিলেন, আজ সব বন্ধ। শ্রীম বলিলেন, না, আজ সব বন্ধ থাকবে কি? চলিতে চলিতে একটু দাঁড়াইলেন—ডান হাতে কোর্টস্। বীরেন বলিলেন, মদ মাছ মাংস খুব চলবে আজ। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা মদ খায় বুঝি? একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, ঠাকুর বলতেন, 'দোষে গুণে মানুষ'। তাই তিনি কারো দোষ দিতেন না। এক রকম লোক আছে universal critics (সর্বত্র দোষদর্শী)—সব দোষ দেখে। তাই গুণ দেখতে হয়। তা নইলে যে অধঃপাতে যাবে, গোল্লায় যাবে।

একজনকে ঠাকুর বললেন, 'তোর পরে হবে'। তখন তার বয়স সতের বছর বয়স। বললেন, কতকগুলি কর্ম বাকী আছে। তাই এগুলো যখন হয়ে যাবে তখন হবে।

শ্রীম চলিতেছেন। বীরেন বলিলেন, unusual (অস্বাভাবিক) শীত আজ। শ্রীম উত্তর করিলেন, সবই unusual (অস্বাভাবিক)। তবে কি বদলাচ্ছে হাওয়া? একজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধ। তাঁহার সঙ্গে একজন যুবক। তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইতেছে, কুশল সমাচার। ইতিমধ্যে চারুবাবু আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলে আসিয়া ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের মোড়ে দাঁড়াইলেন। সমুদ্র এক ফার্লং দূরে। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, আপনারা ঘুরে আসুন ওদিক। আমরা এখান থেকেই নমস্কার করছি।

মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু সমুদ্র দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ বেলাভূমিতে বেড়াইতেছেন।

এখন সাড়ে ছয়টা। রাত্রি হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে 'শশী নিকেতনে'র বারান্দায় একত্রিত হইয়াছেন। শ্রীম সুখেন্দুর হাত হইতে পাখাটি লইয়া নিজ হাতে ভক্তদের হাওয়া করিতেছেন। আর মিনতির সুরে বলিলেন, এঁদের (বিনয় ও সুখেন্দুকে) একটু help (সাহায্য) করতে হয়। বিনয় ও সুখেন্দু আশ্রম পরিচালক।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য বেদাদি সর্বশাস্ত্রের সার বলে গ্রহণ করেন দেখছি। তিনি ভক্তদেরও সদা এই উপদেশ দেন। নিজেও ঐ মহাবাক্যানুকূল আচরণ করেন ও ভক্তদের দিয়েও আচরণ করান। অবৈদিক ভারতীয় শাস্ত্র ও ভারতের বহির্ভূত বৈদেশিক শাস্ত্রও শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে মণ্ডিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমিই ক্রাইস্ট—এই মহাবাক্যানুসারে বাইবেলকে বৈদিক মর্যাদা দেন। তিনি আজই বলছিলেন, খ্রীস্টান ভক্তগণ ক্রাইস্টের ভাবে ভরপুর। তাদের কাছে আজ যেতে হয়। তবে ঐ দিব্যস্পর্শ লাভ হবে। মন ঈশ্বরীয় ভাবে মণ্ডিত হবে। শ্রীমর মনপ্রাণও তাই আজ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অনুকূল যীশু খ্রীস্টের ভাবে ভরপুর। আজ তিনি খ্রীস্টময়।

পুরী, শশী নিকেতন।
২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১০ই পৌষ, ১৩৩২ সাল
শুক্রবার, শুক্লা একাদশী। ক্রাইস্টের জন্মোৎসব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

দেবত্বের সন্ধানে - ক্রাইস্ট ও রামকৃষ্ণ

১

পুরী। 'শশী নিকেতন'। আজ ক্রাইস্টের জন্মোৎসব। শীতকাল। এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম ক্রাইস্টের ভাবে ভরপুর। 'ক্রাইস্ট ও আমি এক'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাক্য সর্বদা অনুধ্যান করিতেছেন। শ্রীম ক্রাইস্টময়।

হলঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন কার্পেটের উপর। পাশেই সব ভক্তগণ বসা—মুকুন্দ, জগবন্ধু, শচী, মনোরঞ্জন, বিনয় ও সুখেন্দু। একটু পর আসিলেন গদাধর ও বুদ্ধিরাম। তাঁহারা সৈকতালয়ে থাকিয়া কিছুকাল তপস্যা করিতেছেন। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন, মুকুন্দবাবু একটু বাইবেল পড়। তিনি সেণ্ট ম্যাথু বাহির করিয়া দিলেন। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাদশ ভার্স্ হইতে পড়িতে বলিলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোতে মুকুন্দ পড়িতেছেন। শ্রীম অর্থ বলিতেছেন ও নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। যীশুর জন্ম ও উপদেশ চলিতেছে।

পাঠক (পড়িতেছেন)—Behold, there came wise men from the East to Jerusalem·· to worship him.

শ্রীম—কেহ কেহ বলেন, এঁরা ভারতবর্ষ থেকে গিছলেন। হবেও হয়তো তা। পূর্বদিকে আর কোন্ দেশ আছে যেখানে অধ্যাত্মচর্চা চলত? প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বের কথা। তখন ভারতে বৌদ্ধযুগ চলছে।

এই সকল জন্মবৃত্তান্তও কেহ কেহ বিশ্বাস করে না। বলে সব আজগুবি গল্প। কিন্তু তারা ভুলে যায়, অবতারের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে। ঈশ্বরের অসাধ্য কি? ভারতেও অবতারদের জন্ম দৈবাদেশে এরূপ অনেক হয়েছে। ঠাকুরের পিতাকে স্বপ্নে আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলেন ঈশ্বর, আমি তোমাদের গৃহে জন্ম নিচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মও ঐরূপ।

হিরোডের শিশুহত্যা আর কংসের শিশুহত্যার একই কারণ—নির্বৈর হওয়া। কিন্তু যার ইচ্ছায় জগৎ চলেছে, তাঁর সঙ্গে কতদূর চলবে তোমার বুদ্ধির দৌরাত্ম্য?

Contrast (তুলনা) না থাকলে glory (মাহাত্ম্য) বৃদ্ধি হয় না। তাই অবতারলীলার সঙ্গে কখনও এরূপ নির্মম হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতরণ হয়। শিশুকালেই মারবার চেষ্টা হয়েছিল ক্রাইস্টকে। তখন মারলে তো আর অবতারলীলা হতো না। তাই তার বত্রিশ বছর পর মারলো। ঐ রাজারই অন্নদাস স্কাইভস্ ও ফেরিসিরা। তখন বুঝি হিরোডের ছেলে রাজা।

ধর্মসংস্কার কি সহজেই হয়? কেবল ধর্মসংস্কার কেন, কোনও সংস্কারের পথ সহজ নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—কোন পথই সহজ নয়। সত্য কথা, হক্ কথা বলতে গিয়ে ক্রাইস্টের প্রাণ গেল। স্বভাবের বিরুদ্ধে বললে সব রুখে দাঁড়ায়, যত সব vested interest (চিরস্থায়ী স্বার্থবাদীর দল)।

কিন্তু ক্রাইস্টের মৃত্যুর পরই তাঁর সত্যিকার প্রচার আরম্ভ হলো। আজও চলছে সেই প্রচার প্রায় দু'হাজার বছর ধরে। তা চলবে না? একি মানুষের কাজ? কত বড় আধার, কি শক্তি! তিনি যে ঈশ্বরের অবতার! ঈশ্বরের কাজ আপনি চলে, এমনি চলে। কখনও নষ্ট হয় না। যদি দেখায়—যেন নষ্ট হয়েছে, মলিন হয়েছে, সেও তাঁর ইচ্ছায়। কার শক্তি ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করা?

পাঠ চলিতেছে। দৈবাদেশে শিশু যিশুকে লইয়া পিতামাতা মিশরে চলিয়া গেলেন। হিরোডের মৃত্যুর পর আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

'জন দি ব্যাপটিস্ট' প্রচার করিলেন, ভগবান নররূপে আসিতেছেন তোমাদের উদ্ধারের জন্য। তোমাদের কৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা কর। ভগবানের শরণাগত হও। তাহা হইলে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদিগকে মুক্তি দিবেন সকল প্রকার পাপ হইতে। তখনই পরম শান্তি লাভ করিবে। সরল হও, প্রস্তুত হও। এই আসছেন তোমাদের শান্তি সুখ আনন্দ বিধানের জন্য। তিনি এত বড় যে তাঁর পাদুকাস্পর্শের যোগ্যও আমি নই। বিশ্বাস কর। কাঁদ কাঁদ, ভাই সরল শিশুদের মত কাঁদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে যেমন সূত্রধার থাকে জন হলেন ঐরূপ। উনি announce (ঘোষণা) করে গেলেন, জমি তৈরী করে গেলেন। ক্রাইস্ট গিয়ে ওখানে বীজ বপন করলেন। তাই জন বলছেন, আমি তোমাদিগকে জরডন নদীর জল দিয়ে দীক্ষিত করছি। কিন্তু তাঁর দীক্ষার ফলে তোমরা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে, ঈশ্বরদর্শন করবে। বলছেন, 'I baptise you with water (of the river Jordon)...but he shall baptise you with the Holy Ghost.'

ক্রাইস্ট দীক্ষাও নিয়েছিলেন জনের কাছে। জন তাঁকে চিনেছিলেন ভগবানের অবতার বলে। সম্পর্কে তো মাসতুত কনিষ্ঠ ভাই। ক্রাইস্ট দীক্ষার প্রস্তাব করলে বলেছিলেন, তুমি আমার প্রভু, তুমি চাইছো দীক্ষা আমার নিকট? আমিই যে তোমার নিকট দীক্ষা চাইছি। বললেন, 'I have need to be baptised of thee, and comest thou to me'

তখন ক্রাইস্ট বললেন, না, আমায় দীক্ষা দিন। এই সব শুভ সংস্কার আমাদের মানা উচিত। নইলে অপরে এ সব মানবে না। বললেন, 'suffer it to be so now for thus it becometh us to fulfil all righteousness.'—ঠিক মানুষের ব্যবহার লোকশিক্ষার জন্য।

ঠাকুরও গুরুকরণ মানতেন যখন যে সাধন করতেন তার জন্য। তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণব মত, মুসলমান ধর্ম—এই সকল সাধনের সময়ই গুরুকরণ করেছেন। কেন? ঐ লোকশিক্ষার জন্য। নয়তো তাঁর কি দরকার এ সবের? কেন এই মানুষের ব্যবহার? তবে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এঁর আচরণ অনুকরণ করবে। বড়লোক যা করে জনসাধারণও তাই করে। কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥' মানুষের জন্যই আসেন কিনা অবতার, তাই মানুষের ব্যবহার। আদর্শ রেখে যান। সুখ-শান্তি-আনন্দের রাস্তা দেখিয়ে যান। লোক ঐ রাস্তা ধরে চলবে তবে শান্ত হবে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ক্রাইস্ট এই দীক্ষা নিয়ে একেবারে ডুব মারলেন। পাহাড়ে বনে চলে গেলেন। চল্লিশ দিন কিছুই খান নাই। খায় কে? দেহের জ্ঞান, জগতের জ্ঞান থাকলে তো— একেবারে সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হলে আবার পরীক্ষা। মহামায়া সামনে এসে বললেন, এই নাও সারা জগতের আধিপত্য। 'Get thee hence, Satan', বলে উহা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আমি চাই না রাজ্য। শয়তান দূর হও।

ঠাকুরের সামনেও মহামায়া নিয়ে এলেন, এই সব—সুন্দরী স্ত্রী, সুবর্ণ, শাল আদি, সব ভোগ্য বস্তু। ঠাকুর কিছুই নিলেন না। এ সবই লোকশিক্ষার জন্য। সাধকগণ এই আদর্শ ধরে থাকবে। ঈশ্বরের জন্য চাই সর্বস্বত্যাগ—এই শিক্ষা।

'সারমন্ অন দি মাউন্ট' (পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া শিক্ষা) পাঠ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভক্তদের ভালবাসা দিয়ে কিনে ফেলেছিলেন। তাই তাঁরা অত সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার সহ্য করলেন তাঁর জন্য। সর্বস্ব ত্যাগ করলেন তাঁর জন্য। আর তাঁর প্রচারিত ধর্মকে জগতের সামনে ধরে রাখলেন।

তিনি তাই তাঁদের পূর্ব থেকে সাবধান করলেন। তাঁদের সম্মুখে আশার বাণী রাখলেন। বললেন, তোমরা যদি আমার জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহ্য কর তার ফল হবে জগতে তোমাদের সুযশ লাভ। আর পরম শান্তি লাভ, শাশ্বত সুখ লাভ হবে পরকালে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের আশায়ই মানুষ সব কাজ করে। তাই তাঁদের দিলেন ব্রহ্মানন্দ লাভের আশা উপহাররূপে।

তাই ঠাকুর বলতেন, পেটে খেলে পিঠে সয়। ঠাকুরও ভালবাসায় ভক্তদের কিনে ফেলেছেন। তবেই তো ভক্তরা তাঁকে ধরে রইল সব। তাদের কি কম যাতনা সহ্য করতে হয়েছে? কিন্তু কি বস্তু দিয়েছেন। তার তুলনায় এ কি—তুচ্ছ। ব্রহ্মানন্দ প্রদান করেছেন—যার উপর আর দান নাই।

পাঠক (পড়িতেছেন)—For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the Scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the Kingdom of Heaven,

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এখানে একটা challenge (আক্রমণাত্মক আহ্বান) দিলেন প্রচলিত ধর্মের উপর বললেন, লোক দেখান ধর্মের কাজ নয়, যেমন স্ক্রাইবসরা আর ফেরিসিসরা করে থাকে। স্ক্রাইবস্ আর ফেরিসিস্ মানে ধর্মধ্বজীগণ। যারা ধর্মনীতি পালন করে না, শুধু শূন্যগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করে মাত্র, অন্তরে কামিনীকাঞ্চনভোগী। ঠাকুর তাদের চিল শকুনীর সঙ্গে তুলনা করতেন।

ঠাকুর এরও উপরে বলতেন, শুধু বাহ্য পূজা পাঠাদি, তীর্থ দান ব্রতাদি করলেই হবে না। অন্তরে ব্যাকুলতা চাই। চিত্তশুদ্ধি চাই। নৈতিকজীবন পরিপুষ্ট হওয়া চাই। বলতেন, নঙ্গরে বাঁধা থাকলে নৌকো চলে না। নঙ্গর মানে ভোগাসক্তি। বলেছিলেন, বেশ্যাও ত্রিশ বৎসর মালা জপ করছে। কিন্তু হচ্ছে না কেন? মন যেখানে পড়ে আছে সেখানেই আছে। ব্যাকুলতা নাই। অবতারের আগমনই এইজন্য। তিনি এসে প্রচলিত ব্যাপারী ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন। The advent of an avatar is a mighty challenge to the current religions.

'সারমন অন দি মাউন্ট' পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এইবার ক্রাইস্ট যথার্থ ঈশ্বরভক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষণ বলছেন। বলছেন, কারও অনিষ্ট করো না। সকলকে ভালবাসবে। সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। গীতার ভক্তের লক্ষণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বাভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদির সঙ্গে।

পাঠক (পুনরায় পাঠ করিতেছেন)—Thou shalt not commit adultery :

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এটি সকল ধর্মের একটি মূলস্তম্ভ। জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। বৈদিক ধর্মেরও মূল এই, ব্রহ্মচর্য চাই। বেদে আছে, সত্য, অহিংসা ব্রহ্মচর্যের কথা।

ক্রাইস্টও তাই বললেন, ব্যাভিচার করবে না। কেবল দৈহিক নয়। আরও সুর চড়িয়ে বললেন মানসিক ব্যভিচার থেকেও নিজেকে রক্ষা করবে। বললেন, কামভাবে কোনও স্ত্রীলোককে দেখলেও ব্যভিচার। বললেন, 'But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart'.

Divorce (পত্নীত্যাগ) সম্বন্ধে আরও উঁচু কথা বলছেন। আইনসম্মতভাবে কেবল কাগজে লিখে পত্নীত্যাগ করলেই হবে না। ক্রাইস্ট বলছেন, আরো সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পত্নীর চরিত্রনষ্টের স্পষ্ট প্রমাণ না পেয়ে যদি কেহ পত্নীত্যাগ করে তবে সেই ব্যক্তি সতী সাধ্বীর চরিত্র নষ্ট করার পাপে লিপ্ত হবে। আবার যে ঐ পরিত্যক্তা সতী সাধ্বীকে বিবাহ করবে সেও ব্যভিচারপাপে লিপ্ত হবে।

বলছেন, It has been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement : But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery : and who-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

soever shall marry her that is divorced committeth adultery.

পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—ওটা কি পড়া হলো ? 'But I say unto you' ?

পাঠক (পুনরায় পড়িতেছেন)—But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এটি অপ্রতিরোধের কথা। সন্ন্যাসীর ধর্ম এটি—'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে ধর'। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। ঝড়ের এঁটোপাতার মত থাকা। হিংসা প্রতিহিংসা, দুই-ই ত্যাগ। প্রেম, সর্বজীবে প্রেম। সর্বভূতে অভয় দান। বৈদিক সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে এর মিল আছে—'অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কিন্তু কর্মের ভিতর থাকতে হলে তা নয়। বাহ্য সন্ন্যাস নিয়ে, কিংবা ভিতর সন্ন্যাসের পরও অর্থাৎ ব্রহ্মদ্রষ্টা—যদি সংসারে থাকে, তবে ফোঁস করা দরকার। ঠাকুর তাই বলেছিলেন। সাপ ও ব্রহ্মচারীর গল্পে বলেছিলেন, 'কিন্তু বিষ ঢালতে নাই'। বলেছিলেন, 'ব্রহ্মচারী সাপকে বলেছিল, তুমি ফোঁস করলে না কেন ? তা করতে তো মানা করি নাই। হিংসা ছাড়তে মানা করেছি'।

একজন গৃহস্থ ভক্ত—সে গল্পটি কি ?

শ্রীম—একটি সাপ এক ব্রহ্মচারীর উপদেশে হিংসা ত্যাগ করে ধর্মসাধন করছিল। রাখালেরা সাপকে খুব মারতো, লেজে ধরে ঘুরাতো, সাপ মর মর হয়ে আছে। কাউকে হিংসা করে না এখন। ব্রহ্মচারী কিছুদিন পর এসে সাপের দুরবস্থা দেখে, ঐ কথা বললো, তুমি ফোঁস করলে না কেন ? মাত্র বিষ ঢালতে মানা করেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা কর নাই বলেই তো রাখালরা তোমার এই দুর্দশা করেছে। তাই অন্তরে প্রেম, বাইরে ফোঁস।

ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থের কাজ এরও উপরে। প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করবে। গীতার এই শিক্ষা।

ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ চলিতেছে।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এ সব বেশ কথা—practical vedanta (ব্যবহারিক বেদান্ত)। বলছেন, 'But when doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth.' এর মানে, ধর্মকর্ম গোপনে করা উচিত—দানটান, সেবাপূজা, ভজনাদি। তা করবে না তো কি? ঢাক ঢোল পিটিয়ে করতে হবে নাকি? ভজনের সম্বন্ধে ঠাকুরও বলতেন, গোপনে ভাল। বলতেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলবে, প্রভো দেখা দাও। তিনি যে গোপনের ধন। এসব কথা সব মিলে যাচ্ছে।

ক্রাইস্ট বলছেন, 'But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; নির্জনে গোপনে ঈশ্বরোপাসনা করতে বললেন। হৃদয়ের ভাব দীনভাবে নিবেদন করতে হয়।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—আর এটিও মিলছে, কি পড় তো আবার।

পাঠক (পড়িতেছেন)—But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এর মানে হল যা ভগবানকে বলবে অন্তর থেকে না বললে কিছুই হবে না। কতকগুলি কথা আবৃত্তি করলেই হয় না। মন মুখ এক হওয়া চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরও বলতেন, শুধু বাজনার বোল মুখে বললে কি হয়? হাতে আনতে হয়। ধারণা করতে হয়। বলতেন, ছোট শিশু মুখে কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু পিতা হৃদয়ে অনুভব করে সে-ও তাকে ভালবাসে। অন্তরের কথা অন্তর বোঝে। ভগবান হৃদয়ে থাকেন। হৃদয়ের নির্বাক্ ভাষায় বললে তিনি বোঝেন।

শুনছো বুদ্ধিরাম, কেবল 'প্রভু প্রভু' করলে কি হবে? প্রভুর কথা শুনতে হয়, পালন করতে হয়।

পাঠক এবার 'লর্ডস্ প্রেয়ার', ঈশস্তুতি পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ক্রাইস্ট কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা নিজে প্রার্থনা করে শিখিয়েছেন। তাই বলে, 'লর্ডস্ প্রেয়ার'। সকল খ্রীস্টভক্তগণই এটা করে। দেহরক্ষার জন্য, দৈনন্দিন অন্নের জন্যও প্রার্থনা করছেন— Give us this day our daily bread.' আত্মার রক্ষার জন্য যেমন জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস চাই, তেমনি দেহরক্ষার জন্য অন্নও চাই। এটিও সন্ন্যাসীদের জন্য উপযোগী। এখানে সঞ্চয়ের কথা নাই। ঠাকুর বলতেন, সাধু আর পক্ষী সঞ্চয় করে না। কিন্তু গৃহস্থের সঞ্চয় করতে হয়, পরিজন আছে বলে।

কি সরল কথা—মানুষ যেমন অপরের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে তেমন তুমিও আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা কর। অসংখ্য অন্যায়, মানুষের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঈশ্বরের কাছে। মানুষের জীবনটি ঈশ্বরের দান। জীবনের সকল উপকরণও তাঁর দান। অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়সও তাঁর দান। ঈশ্বরের দানসাগরে জীব ভাসমান।

ঈশ্বর ছাড়াও কত রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। ভারতীয় ঋষিগণ তাই এই সব ত্রুটিবিচ্যুতিকে, ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন— বলেছেন, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ। যার কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয় তার কাছেই আমরা ঋণী।

একজন মানুষ, বেঁচে থাকতে হলে সে এই সব ঋণে আবদ্ধ হয়। সকল ঋণ থেকে মুক্ত হয় যখন সমাধি হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে এইসব ঋণ সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। এই অবহিতির জন্য সকল ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

সন্ন্যাসীরা এক ভগবানচিন্তায় সব ঋণ থেকে মুক্ত হয়। গৃহীদের এই পঞ্চঋণ থেকে নিত্য মুক্ত করতে হয় নিজেকে।

নিত্য ভগবানের ধ্যান চিন্তাতে মুক্তিলাভ হয় দেবঋণ থেকে। শাস্ত্রাদি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে শোধ হয় ঋষিঋণ। ঋষিগণ অর্থাৎ গুরুগণ মানুষের পরম সুখশান্তির পথ বলে দেন, তাই মানুষ তাঁদের কাছে ঋণী। পিতৃঋণ, মানে যে কুল থেকে শরীর এসেছে সেই পিতৃগণের নিকটও মানুষ ঋণী। তা শোধ হয় নিত্য তর্পণাদি দ্বারা। নৃঋণ শোধ হয় অতিথিসেবায়। মানুষসমাজের কাছে প্রত্যেক মানুষ ঋণী। কেন? মানুষসমাজ থেকে সে উপকার পায়। তাই সে ঋণী। তা শোধ হয় মানুষকে নিত্য কিছু দানে। 'ভূতঋণ' মানে মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তুর কাছ থেকে উপকার পায় মানুষ। তা শোধ হয় নিত্য তাদের কিছু খাদ্য দিলে।

এই সব ব্যবস্থা মানুষকে দেবভাবে নেবার জন্য। মানুষের স্বরূপ, সে অমৃতের সন্তান, কিংবা অমৃতত্ব স্বরূপ। মহামায়ার প্রভাবে তার ভিতর পশুভাব ও মনুষ্যত্ব ঢুকেছে। পশুভাব মানে স্বার্থপরতা। তা থেকে তাকে মানুষভাবে আনেন। তা থেকে দেবভাবে আনা। এটাই মানুষের পরিপূর্ণতা, দেবত্বলাভ।

মানুষভাবে লেন দেন আচরণীয়—give and take. তা থেকে দেবভাবে যায়—যখন খালি দেয়, নেয় না। দেখ, কতদূর ভেবেছেন ঋষিগণ, অবতারগণ।

ক্রাইস্ট একস্থানে বলেছেন, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দাও। ঐজন্য এ কথা। জন্মগত অনুদার মানুষ। তাকে ধীরে ধীরে উদার তৈরী করা। উদার না হলে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না। সর্বস্ব ভগবানের। মানুষ যখন হৃদয়ে সেটি বোধ করে এবং আচরণে আনতে চেষ্টা করে তখনই তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়—আমাদের তোমার কাছে যে ঋণ তা থেকে মুক্ত কর—And forgive us

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

our debts.' যথার্থ ঋণমুক্তি সমাধিতে। তা লাভ না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রার্থনা, আমাদিগকে ঋণমুক্ত কর।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ক্রাইস্ট প্রার্থনা করছেন—'And lead not into temptation, but deliver us from evil.' আমাদিগকে লোভাদি পাপ থেকে রক্ষা কর। ঠাকুরও প্রার্থনা করেছেন—মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। Constantly (সর্বদা) এ চলছে, কাম ক্রোধ লোভাদিতে ফেলবার চেষ্টা। তাই কাতর হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করার প্রয়োজন যাতে ওতে না ফেলেন।

এই 'লর্ডস প্রেয়ারে'র মত ঠাকুরেরও একটি প্রার্থনা আছে। বলছেন, আমি দেহসুখ চাই না, মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না, মা। শতসিদ্ধি চাই না মা। কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চাই—শুদ্ধা অচলা অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর এই কর, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ক্রাইস্টের প্রার্থনায় আহারের কথা রয়েছে। ঠাকুরের এই প্রার্থনায় আহারের উল্লেখ নাই। ঠাকুর কেবল একটি জিনিস চাইলেন—অহৈতুকী ভক্তি। এটি পেলে সব পাওয়া হল।

তবে অন্যত্র আহারের কথা আছে—'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই বলে যখন সব জলে ফেলে দিলাম, তখন ভাবনা হল, মা-লক্ষ্মী যদি খেঁট্ বন্ধ করে দেন—এই কথা বলেছিলেন। মানে, আহারের ভাবনা থাকবেই যাবৎ দেহে মন আছে।

এই আহারসমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। তারও সমাধান করে দিয়েছেন। মা-ঠাকরুনকে বলেছিলেন, এই তোমার কুটীরটি রইলো। শাকভাত দু'টি দুপুরে খাবে। আর সারা দিন রাত 'রাম রাম' করবে। আর রাত্রে একখানা বাতাসা দিয়ে এক গ্লাস জল খাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ, দেহরক্ষার কি অপূর্ব ব্যবস্থা। অত বড় problem এর কি সহজ সরল সমাধান। এই আহার নিয়েই সংসার। সারা দিন রাত এ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তাঁকে ডাকবে কখন? তাই যারা ঈশ্বরকে চায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

শরণাগত হয়ে থাকা। আর নিজের অবগুণের উপর লক্ষ্য রাখা। আর তাঁকে বলে সে সব দূর করার চেষ্টা করা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন একটু বেশীক্ষণ। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবানচিন্তা কি অত সহজে হয়? অনেকখানি ছাড়লে তবে হয়।

চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' তৃণ হইতেও দীন, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, নিজে মান না চেয়ে যে অপরকে মান দিতে পারে সেই ভক্ত হরিনামকীর্তনের অধিকারী।

এখন, কে পারে এরূপ হতে? প্রথম যার অন্ততঃ বুদ্ধিতে ধারণা হয়েছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে তাঁর দর্শন হয় না, আর তাঁর কথায়ও রতি হয় না, অথচ বুঝেছে কতক, ঈশ্বরই প্রিয়তম—সেই ব্যক্তিই কতকটা দীনহীন সহিষ্ণু হতে পারে। কি করবে, সংসার আলুনী অথচ ঈশ্বরকে ধরতে পারছে না। এ অবস্থায় কতকটা ঐ সাধনের অধিকারী।

আর দ্বিতীয়—সংসারের দুঃখকষ্ট, এটি মহাসত্য। এর সমাধানের ব্যবস্থা হলো—সহ্য কর, সহ্য কর, বৃক্ষের মত সহ্য কর। গীতার উপদেশও তাই—'তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত'। ঠাকুরের কথাও তাই—'শ ষ স, যে সয় সে রয়। যে না সয় সে নাশ হয়।' ভক্ত যখন দেখে সংসার জ্বলন্ত অনল, ঈশ্বর শান্তির সুখের আকর, তখনই অবশ হয়ে ঐ সব সহ্য করে, সব দুঃখ। তখন সুখকেও দুঃখ বলে বোধ হয়। ঐ অবস্থায় আসে ঐ সহিষ্ণুতা—বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষ ফল দেয়—সেই ফলের বদলে লোক ঢিল মারে, পক্ষীকে আশ্রয় দেয়—সেই পক্ষী বৃক্ষের উপর মলত্যাগ করে, পত্রকে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষকে ছায়া দেয়—পশু তার পাতা খায়, মানুষ তার শাখাপ্রশাখা কাটে। অত অত্যাচার সহন করেও বৃক্ষ সকলকে অকাতরে ফল ও ছায়া দেয়। তেমনি সহনশীল ভক্তই সর্বদা তাঁর নামগুণকীর্তনের অধিকারী। সেই ভক্ত হৃদয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করে। আর বাইরেও সর্বভূতে তাঁকেই দেখে। তাই দিবানিশি তাঁর নামগুণকীর্তন করে। মন ভগবানে নিবিষ্ট থাকায় বাইরের দুঃখবোধে মন তত বিচলিত হয় না। এ হলো সাধকের অবস্থা। আর সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত হয় স্থিতপ্রজ্ঞ, 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ।'

৩

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাঠ সমাপ্ত হইল। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, ভগবান কত ভাবেন ভক্তদের জন্য! কিসে তাদের খাওয়াপরার problemটা (সমস্যাটা) solved (সমাধান) হয় তার জন্য কত ভাবনা। ওটা ধর্মপথে একটা stumbling block (প্রচণ্ড বিঘ্ন) কিনা! ক্রাইস্ট সেটা বিশেষ করে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। ভক্তাগ্রণী পিটার বললেন, আপনার সঙ্গে চলে যেতে বলছেন, কিন্তু আহার পরিচ্ছদের কি হবে, আসবে কোত্থেকে? ক্রাইস্ট উত্তর করলেন, ভবিষ্যতে কি হবে সেটা ছাড় ঈশ্বরের উপর। তুমি আজের খাওয়া পরা দেখ। প্রার্থনাও কর, চেষ্টাও কর—বল, আজের আহার পরিচ্ছদ দাও—'Give us this day our daily bread.' এ তো হলো দেহবুদ্ধির, পুরুষকারের দিক দিয়ে কথা।

এরও উপরের বললেন ঐ সঙ্গে। মূল সত্যটি উন্মোচন করলেন পিটারের দৃষ্টির সম্মুখে। তিরস্কার করে বললেন, 'O, ye of little faith'—ও অবিশ্বাসী, শাস্ত্র গুরুবাক্যে অবিশ্বাসী, যিনি এই পশুপক্ষীকে খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন তিনিই তোমাকেও খাওয়াবেন, পরাবেন। দেখছো না, ওরা চাষবাস করে না, না করে খাদ্য সঞ্চয়, না শরীরের আচ্ছাদন বোনে, তথাপি তারা অভুক্ত থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, না থাকে অনাচ্ছাদিত। ঈশ্বরই সকল জীবের আহার ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেন। এটি তোমরা বিশ্বাস কর। তা হলে হবে অর্ধ জীবন্মুক্ত।

আবার বললেন, যদি একেবারে সেই বিশ্বাস, সেই নির্ভরতা না আসে তা হলে ঐ পর্যন্ত চেষ্টা কর আজের আহার পরিচ্ছেদের জন্য। ভবিষ্যৎ অত ভাবতে গেলে ধর্মজীবন যাপন হয় না। ভবিষ্যতের ভার দাও ঈশ্বরের উপর।

এরও উপরে বললেন, দেখ, সংসারী লোক কি করে। আপন সন্তান রুটি চাইলে তাকে পাথর দেয় না, মাছ চাইলে তাকে সাপ দেয় না, মাছই দেয়, রুটিই দেয়। সংসারী লোক যদি নিজের সন্তানের জন্য অতটা করে, তবে ঈশ্বর, যিনি সকলের পিতা, তিনি মানুষের জন্য আরও কত বেশী করেন। অতএব বিশ্বাস কর, তিনি তোমাদের এই সকল অভাবের কথা জানেন এবং পূরণ করেন। তোমরা কেবল তাঁর কথা ভাব, তাঁকে চাও। তিনিই তোমাদের এই সব অভাব পূর্ণ করবেন।

বললেন, আহার পরিচ্ছদের কথা তো অবিশ্বাসী লোকগণ ভাবে। তোমাদের, গুরুলাভ হয়েছে, সৎসঙ্গ হয়েছে, কতক চৈতন্য হয়েছে, তোমাদের এসবের জন্য অত ভাবা উচিত কি?

বললেন, অত ভেবেও কি মানুষ নিজের দৈর্ঘ এক হাত বাড়াতে পারে? তবে কেন মিছে অত ভাবা? ঈশ্বরকে ভাব, তাঁকে চাও। তাঁর ঐশ্বর্য জ্ঞানভক্তি বিবেক বৈরাগ্য চাও, তাঁর ভালবাসা চাও। 'But seek ye first the Kingdom of God, and his righteousness and all these things shall be added unto you.' 'For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরও তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'ইগুনো'র জন্য অত ভেবো না। 'ইগুনো' মানে, জীবনধারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্যাদি—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন একথা! বললেন, এ সব প্রয়োজনের কথা মা জানেন।

একদিন রাখালের কি অসুখ হয়েছে। ঠাকুর ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। তখনি জগদম্বাকে বললেন, মা তুমিই তো সব কর। তবে আমায় অত ভাবাও কেন? তারপর আমাদের বললেন, ঐ শোন মা কি বলছেন। মা বললেন, দেহধারণ করলে একটু ঐ রকম ভাবনা হয়। এটি করলেন কেন? আমাদের শিক্ষার জন্য।

শ্রীম পুনরায় কি ভাবিতেছেন, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন ঠাকুর বললেন, এখানে যারা আসে কেউ সংসারী নয়। তখন সকলেই গৃহেই থাকতো। পরে, অনেক পরে কতকগুলি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হলো। আর বাকী সব ঘরেই রইলো। যারা ঘরে রইলো তারা নামেমাত্র গৃহী। বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। কেন? তাদেরও ভিতর সব ফাঁক করে দিলেন, ভিতর সব লাল।

ক্রাইস্টের ও ঠাকুরের এসব উপদেশ এই দুই শ্রেণীর ভক্তের জন্য —যারা ঘর ছেড়েছে আর যারা ঘরে আছে। এদের উভয়েরই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—ঈশ্বর আগে, পরে সব। যারা গৃহে আছে তাদের approachটা (পথটা) একটু ভিন্ন, একটু ঘুরে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মনটার minimum (অল্পাংশ) দেহে, সংসারে দিতে হবে। আর maximum (অধিকাংশ) ঈশ্বরে। নিজের চেষ্টায় এ করতে পারলে তাঁর ইচ্ছায় সবটা মন ঈশ্বরে দিবার দাবী হলো। তাঁর ইচ্ছায় তখন সবটা মন তাঁকে দিতে পারে—অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। ঠাকুরের ভক্তরা তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন করেছেন। ঠাকুর কৃপা করে নিজেকে চিনিয়েছেন। এদিকে পূজারী, আর ওদিকে ঈশ্বর দেখে ভক্তদের ধাঁধাঁ লাগতো।

সংসার থেকে মনকে ঈশ্বরে নিয়ে যাবার gradual step (ক্রম-সোপান) ঐ সব। সংসারে বুদ্ধির কেন্দ্র দেহবুদ্ধি—'আমি দেহ' এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান। দেহজ্ঞান শেষ জ্ঞান সংসারবুদ্ধির। দেহে মন এলেই আহার বস্ত্র বাসস্থানাদির চিন্তা আসে। এইসব চিন্তায় যত কম সময় ও শক্তি খরচ হয় মন তত উজ্জ্বল আনন্দময় হয়। একেবারে ছাড়া যায় না, প্রথমে তো নয়ই। তাই তো বলছেন ক্রাইস্ট, আজের জন্য আমাদের আহারের ব্যবস্থা কর। প্রার্থনা ও চেষ্টা একসঙ্গে চলবে, যাবৎ না দেহবুদ্ধি রহিত হয় অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়। সমাধির পরও পেটের চিন্তা থাকে। তার জন্যও চেষ্টা ও প্রার্থনা থাকে। তবে সাধক অবস্থার মত অত চঞ্চল হয় না মন। মন প্রাণ চেষ্টা, সব শ্রীভগবানে সমর্পন হলো আদর্শ।

যত কমে হয় দেহযাত্রানির্বাহ, ততই ভাল। তাই অত করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'ye cannot serve God and mammon'. Mammon মানে সাংসারিক ঐশ্বর্য। একটাকে ছাড়তে হবে, অপরটা মানে, ঈশ্বরকে ধরতে হলে।

এই করে করে মন যখন উপরে উঠতে থাকে যখন বারআনা মন ঈশ্বরে থাকে তখন মনে শক্তি হয়। তখন গুরু ও শাস্ত্রের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। তখন হাল ছেড়ে দেয় সাধক ভগবানের হাতে। তখন বিশ্বাসতরণীতে ভাসমান হয়—'যোগক্ষেম বহাম্যহং'। তখন হয় অনেকটা শিশুর অবস্থা। খিদে পেয়েছে অমনি কাঁদছে 'মা মা' বলে। এ অবস্থা আসে সাধনার শেষে, আর সিদ্ধির পর।

তোতাপুরীর গুরুভাই চামেলীপুরীর কথা শুনেছি। মা-ঠাকরুন তাঁকে দর্শন প্রণাম ও পূজো করেছিলেন ফল মিষ্টান্নাদি দিয়ে। কেউ গেলে বলতেন, মা অন্নপূর্ণা কেয়া ভেজী—সহাস্য বদন, আনন্দময় ভাব। এ সিদ্ধির পরের অবস্থা, মায়ের কোলে শিশু।

সপ্তম অধ্যায় পাঠ শেষ হইল। এখানেই 'সারমন অন দি মাউণ্ট'-এর—পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশের সমাপ্তি। পাঁচ ছয় সাত, এই তিন অধ্যায়ই বাইবেলের সার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই যা পড়া হল সবই আচরণের বিষয়, সাধন। যেমন গীতার দ্বাদশাদি অধ্যায় সব ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রাইস্ট বলছেন, অপরের দোষ দেখতে নেই। অপরের গুণ দেখবে। বললেন, দোষ দেখবে নিজের। আহা, কি সুন্দর কথা! বললেন, অপরের চোখের তৃণটুকু দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু নিজের চোখের উপর যে প্রকাণ্ড একটা কড়িকাঠ পড়ে আছ তা দেখতে পাচ্ছ না। —'Let me pull out the mote out of thine eye; and behold, a beam is in thine own eye.'

ঠাকুরও বলেছিলেন, পোকাটিরও নিন্দা করবে না। দোষ দেখে দেখে দোষময় হয়। আর গুণ নিয়ে গুণময় হয়, মধুচক্রের মত। মহাপুরুষগণ তিল পরিমাণ গুণকে তাল পরিমাণ দেখেন। অন্য লোক উল্টো। তাল পরিমাণ গুণকে তিল পরিমাণ দেখে। কথাটা হচ্ছে ব্রহ্মদর্শন মানে বৃহৎকে দর্শন—তা করতে হলে মনটিকে বৃহৎ করতে হবে। বৃহৎকে বৃহৎ মনে দেখা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা সব মিলে যাচ্ছে দেখছি। ঠাকুর বলছেন, পতনের কথা—কলমবাড়া পথ। একবার নীচে নামতে আরম্ভ করলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নাই। কেল্লায় (ফোর্ট উইলিয়ামে) যেতে যেতে গাড়ী গিয়ে যেখানে দাঁড়াল, দেখা গেল, সেখানে তিনতলা বাড়ী। অত নীচে নেমে গেছে গাড়ী। কলমবাড়া পথ কিনা। ক্রাইস্টও বললেন, পতনের সিংহদ্বার অতি বিশাল পথ, অতি প্রশস্ত—'for wide is the gate, and broad is way, that leadeth to destruction.'

তা হবে না কেন, মিলবে না কেন? Source (মূল) যে এক। উভয়ই অবতার—নররূপী ভগবান। এক তত্ত্ব। তবে সামাজিক বিষয়ে উপদেশের কিছু পার্থক্য দেখা যায়, স্থান কাল পাত্রানুসারে। ক্রাইস্ট এসেছিলেন দু'হাজার বছর পূর্বে। তখন লোকের ভাবনা ও সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরূপ, বিশেষ করে ইহুদী সমাজের। ঠাকুর এলেন এখন এই সায়েন্সের যুগে। তাই একটু ভিন্ন। কিন্তু মূলতত্ত্ব এক। উভয়ের মূলবাণী এক—মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঈশ্বরদর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বরে মন সমাহিত কর। একটি জিনিস দরকার—'one thing is needful'. সেটি হল 'সচ্চিদানন্দের প্রেম'।

সভা ভঙ্গ হইল। রাত্রি আটটা। শ্রীম নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভক্তদের জন্য আলু-বেগুন বাহির করিয়া দিলেন। রন্ধন ও আহার শেষ হইল সাড়ে দশটায়। ভক্তগণ শয়ন করিলেন রাত্রি এগারটায়।

একটি ভক্ত মোমবাতি জ্বালাইয়া সংবাদপত্র দেখিতেছেন। শ্রীম তাঁহাকে হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়া বলিলেন, (মোমবাতিটা) থাক না। ওদিকে (শেষরাত্রে কাজে) লাগবে।

পুরী, শশী নিকেতন।
২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১০ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা একাদশী। খ্রীস্ট জন্মজয়ন্তী।

একাদশ অধ্যায়

এই ব্রহ্মজ্ঞান যাবে ওয়েস্টে, তবে তারা বাঁচবে

১

শশী নিকেতন। পুরী। সকাল নয়টা। শীতকাল হইলেও অতি মধুর বাতাবরণ। এখানে চিরবসন্ত। শ্রীম চেয়ারে বারান্দায় বসিয়া আছেন পূর্বাস্য, উত্তরের দরজার পাশে। ভক্তরা বেঞ্চে বসা—মুকুন্দ, গোকুল ও মনোরঞ্জন। ইজিচেয়ারের হাতার উপর বসা সুখেন্দু ও জগবন্ধু আসন পাতিয়া।

শ্রীম প্রত্যহ সকালে একান্তে ধ্যান করিতে যান সমুদ্রসৈকতে পাথরকুঠীতে। তিনি এইমাত্র ফিরিয়াছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ ছয়টায় বাহির হইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আটটায় ফিরিয়াছেন। কথা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কাল কোথায় গিছলেন আপনারা ?

মনোরঞ্জন—স্বর্গদ্বারের দিকে সব দর্শন হল, হরিদাস মঠ আদি। লক্ষ্মীদিদির সঙ্গেও দেখা হল, কিছু কথাও হল।

জগবন্ধু ঘরের ভিতর গেলেন। পুনরায় আসিয়াছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—মার কথা কি কিছু হলো ?

জগবন্ধু—বিশেষ কিছু না। ঠাকুরের কথাই হলো। বলেছিলেন, কাশীপুরে ঠাকুর আমাদের ভিক্ষা করতে পাঠাতেন গ্রামে। মাস্টার-মশায়ের স্ত্রীও যেতেন। বলরামবাবুর স্ত্রীও যেতেন।

একদিন আমি একা গিয়েছি। এক বাড়ীতে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক—বাড়ীর মা হবে, আমায় খুব আদর করে ভিক্ষা দিল। আমার তখন যৌবন আর রূপও ছিল। সে বললে, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক। আমার ছেলে তোমায় খুব আদর করবে। ছেলের বউ মরে গেছে। আমি এসে ঠাকুরকে সব বললাম। ঠাকুর সব শুনলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। পরে শুনেছিলাম ঐ বাড়ীর কি অকল্যাণ হয়।

শ্রীম—হুঁ, ঠাকুর ভক্তদের স্ত্রীদেরও পাঠাতেন ভিক্ষা করতে। এতে অভিমান ভাঙ্গে। কি আশ্চর্য ব্যপার ! কে বুঝবে এর অর্থ ? তাঁর কাজ সবই revolutionary (বিপ্লবকারী)। ভদ্র ঘরের যুবতী বউ-ঝিদের কে পাঠাতে পারে ভিক্ষা করতে ? অবতার ছাড়া এ কাজ কার শোভা পায় ? তিনি দেখতেন সর্বদা, কিসে ভক্তরা ঈশ্বরের দর্শন পায়, আর শান্তি ও আনন্দে সংসারে থাকতে পারে। যিনি সকলের জন্মের আগের খবর জানেন, এবং মৃত্যুর পরের খবরও জানেন, এ কাজ কেবল তাঁরই শোভা পায়। সন্তানের পরমার্থ কল্যাণ যাতে হয় তাই করাবেন, সেই কাজ সমাজবিধির বিপরীত হলেও। হাজার তপস্যায় যা না হয় ঐ ভিক্ষায় তা হয়ে গেল। লজ্জা অভিমান ভেঙ্গে গেল।

ক্ষুধারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, অতি দীনহীনভাবে ভগবানের দরজায় উপস্থিত হওয়া ঐ ব্যাধি দূর করার জন্য। এরই নাম ভিক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর ঐ একদিনের কাজে ভক্তরা যা লাভ করলো লাখ বছর তপস্যায়ও তা হয় না। কি বুঝবে মানুষ তাঁর কাজের অর্থ?

Critic-রা (সমালোচকরা) হয়তো বলবে, এসব anti-social (অসামাজিক) কাজ। কিন্তু তা নয়। সমাজ যে জন্যে গঠিত হয় এ কাজ তারই সহায়ক।

ভারতীয় সমাজ ভগবানলাভের জন্য। এমন পরিবেশ হবে সমাজে যাতে জনসাধারণের মন সহজে ভগবানের দিকে যায়।

এই ভিক্ষাদ্বারা অভিমান দূর হল। আর ভগবানের জন্য, তাঁর আদেশে সব করবার শক্তি বৃদ্ধি হল। লোকলজ্জা দূর হল। তা হলে কি করে একে বলবে anti-social (অসামাজিক)?

বাবুদের কাজ নয় তাঁর কাজ বোঝা। আমরাই কি বুঝতে পারি? তিনি নিজে একটু একটু light (জ্ঞানালোক) দিয়েছেন, তাতে খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

শ্রীম—আর কি কথা হল?

জগবন্ধু—ঠাকুর কামারপুকুর ফিরে গেলে সেখানকার দাড়িওয়ালা ছাগলের কথা হলো।

শ্রীম—আর কি?

জগবন্ধু—চিংড়ি মাছ আর ডাঁটা দিয়ে একটা তরকারী হয়েছিল। বললেন, ঠাকুর আমায় বললেন, ডাঁটাগুলি চিবিয়ে দে। আমি চিবিয়ে দিচ্ছি আর উনি তা চুষতে লাগলেন।

শ্রীম—আমরা এসব কথা শুনি নাই (হাস্য)। আজ কি দর্শন হলো?

সুখেন্দু—চক্রতীর্থ, সোনার গৌরাঙ্গ, এই সব।

শ্রীম—আমরা একদিন গিয়ে পড়েছিলাম। দেখি, লেখা আছে, 'এখানে প্রণাম করিয়া উপরে উঠিবেন।' অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে। ওর উত্তরের extremityতে (সীমান্তে) পল্টু করের বাড়ী। আমাদের আর হয়ে উঠবে না ওখানে যাওয়া—অনেক দূর।

'শশী নিকেতন' অস্থায়ী আশ্রমে পরিণত শ্রীমর আগমনে। এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়দিনের ছুটি। তাই অনেক ভক্ত আসায় আশ্রমের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। আশ্রমের সঞ্চালক ব্রহ্মচারী বিনয় ও সুখেন্দু। তাঁহাদের উপর চাপ পড়িয়াছে। শ্রীম কার্য ভাগ করিয়া দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—Labour (পরিশ্রম) divided (বিভক্ত) হলে ঝট্ করে সব কাজ হয়ে যায়। আর অনেক কাজ হয়। নইলে দু'জনের উপর সব চাপ পড়ে। সকলেরই cooperation এর (সহযোগিতার) দরকার।

আপনারা আছেন ছ'জন। আমাকে নিয়ে সাড়ে ছ'জন। তিনজন করে দু' ব্যাচ্ হতে পারে। ওঁরা দু'জন অনেক কাজ করেছেন ওদিকে। এঁদের দিনকয়েক relieve (কর্মবিমুক্ত) করলে হয়—বিনয়বাবু আর সুখেন্দুবাবুকে। (সুখেন্দুকে দেখাইয়া) এঁ-ও রোগা, ওঁ-ও (মুকুন্দও) রোগা। একবার এঁর (মুকুন্দ) প্রাণ যায় যায়। মা-টা সব এলেন। এঁর (সুখেন্দুর) প্রায়ই জ্বর হয়। মুকুন্দবাবু, তুমি সুখেন্দুবাবুকে release (কর্মমুক্ত) করতে পার। এক বেলা রান্না করবেন মনোরঞ্জনবাবু। তোমরা সব help (সাহায্য) করবে। আর একবেলা বিনয়বাবু। জগবন্ধুবাবু কূয়া থেকে জল তুলবেন। আর বাসনমাজাটা দেখবেন। (মুচকি হাস্যে) উনি এ বিষয়ে বেশ expert (পটু)। মিহিজামে আশ্রমের সব জল তুলতেন।

২

শ্রীম (সকলের প্রতি)—পুরীতে থাকতে হলে রোজ অন্তত একবার করে জগন্নাথদর্শন করতে হয়। যাও না, যাও না তোমরা, যাও না। (সুখেন্দু প্রতি) ইনি যান না। সুখেন্দু বললেন, এখন না। মুকুন্দ বললেন, আমি বিকেলে যাব। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি যান না, ঝাঁকি দর্শন করে আসুন।

জগবন্ধু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। আধঘণ্টার মধ্যে জগন্নাথদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এখন দশটা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রস্নান ও আহার শেষ হইতে দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম ততক্ষণ ভক্তদের আহার দেখিতেছিলেন। দুইটা দশ মিনিটে শ্রীম মুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার উত্তর পাশের ঝাউকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। একটি ভক্ত সুখেন্দুর খাটে শয়ন করিয়া উহা দর্শন করিতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় একাকী বাহির হইলেন, সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন।

শ্রীম ভক্তদের বলিয়াছেন, পুরীতে সারাদিন দর্শন ও ধ্যানে অতিবাহিত করা উচিত, আর রাত্রে পাঠ করা উচিত। মুকুন্দ ও জগবন্ধু ভাই দর্শনাদির জন্য বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শন করিতেছেন। ইতিমধ্যে মনোরঞ্জন আসিয়া তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শনে বাহির হইলেন। প্রথম দর্শন করিলেন, দেড় মাইল দূরবর্তী গুণ্ডিজা মন্দির। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা আসিয়া এখানে সাতদিন বাস করেন। চৈতন্যদেবও ঐ সময় এখানে আসিয়া থাকিতেন। এক মতে আছে, এই গুণ্ডিজা মন্দিরেই চৈতন্য-দেবের শরীর ত্যাগ হয়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখের অঙ্গনে পদ্মাকৃতি যে চক্রটি আছে তাহারই নীচে চৈতন্যদেবকে ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হয়। অদ্যাবধি দেখা যায় বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া থাকেন। ভক্তগণও ঐস্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ভক্তগণ তারপর গেলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে। চৈতন্যদেব সাঙ্গো-পাঙ্গসহ রথের পূর্বে এই সরোবরে জলকেলী করিতেন। জগন্নাথ রথযাত্রার সময় এখানে আসিবেন। তাই বহু নূতন কলসী, নূতন ঝাড়ু দ্বারা ভক্তসঙ্গে আনন্দে ঐ মন্দির সম্মার্জনা করিতেন। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে অবগাহন স্নান, সন্তরণ আদি জলক্রীড়া করিতেন। একে অন্যকে ধরিয়া আনিয়া জলে ফেলিতেন। একে অন্যের শরীরে জল ছিটাইয়া দিতেন। ভগবদানন্দে ভগবান শ্রীচৈতন্য ভক্তসঙ্গে জলকেলীতে উন্মত্ত। বিশ্বাসী ভক্তগণ পুরীতে আসিয়া যে পাঁচটি তীর্থ দর্শন করেন এবং কোন কোন তীর্থে স্নান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন তন্মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর অন্যতম। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ ভক্ত যাত্রীদিগকে শুনান—'মার্কণ্ডেয় বটেকৃষ্ণ রোহিণীচ মহাদধৌ। ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নানং কুর্য্যাৎ, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

এইবার ভক্তগণ আসিলেন আইটোটা। টোটা মানে বাগান। শ্রীচৈতন্য গুণ্ডিজা মন্দির মার্জন ও ইন্দ্রদ্যুম্নে অবগাহনক্রীড়া সমাপন করিয়া এই বৃক্ষকুঞ্জে বসিয়া 'পঁথাল' (পাণ্ডা) মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এই বাগিচা গুণ্ডিজা মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে জগন্নাথ-মন্দিরে আসিবার রাস্তা বড়দাণ্ডার বামপার্শ্বে, মধ্যপথে।

চৈতন্যদেবের এই সকল দিব্যলীলা কালক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ইদানীং পুরীর 'বড় বাবাজী' শ্রীরাধারমন চরণ দাস ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ভক্তপ্রবর শ্রীরামদাস বাবাজী ঐ সকল প্রাচীন অবতারের দিব্যলীলার পুনরাভিনয় করেন। তখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত লীলাকথা যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

নরেন্দ্র সরোবর। এক ফার্লঙের অধিক চতুষ্কোণ জলাশয়। এইস্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা হয়। গ্রীষ্মে জগন্নাথের কষ্ট হয়। তাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চন্দনের প্রগাঢ় প্রলেপ দেওয়া হয়। আর ভ্রাতা ও ভগিনীসহ তিনি উৎসব বিগ্রহরূপে এই প্রশস্ত জলাশয়ে নৌকাবিহার করেন প্রতিদিন অপরাহ্নে। শ্রীভগবানের চিত্ত-বিনোদনের জন্য দেবদাসীগণ তাঁহার সম্মুখে সুমিষ্ট সঙ্গীত গায় আর 'নাচবটুয়া' (নর্তক বালক) নানাপ্রকার নৃত্যরস সঞ্চার করে। শত শত ভক্ত ভগবানের এই নৌকাবিহারলীলা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করে।

এই সরোবরের তীরেই একদিন শ্রীচৈতন্য দৌড়িয়া আসিয়া ক্রন্দনরত তদীয় দিব্য অপরাংশ প্রেমসাগর শ্রীনিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ধন্য করেন। আর নিত্যানন্দের প্রতি মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, আজ যে আমার নিতাইয়ের চরণামৃত পান করিবে সেই ভক্তিলাভে ধন্য হইবে।

আবাল্যসন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ দৈবকার্য সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশে গার্হস্থ্য ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই চৈতন্যদেবের আপাতদৃশ্যমান এই কঠোর আদেশ। আর ব্রহ্মবিদ্ নিত্যানন্দের নির্মুক্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ বর্জন ও সংসারীর জ্বলন্ত অনল গ্রহণ।

বঙ্গাগত ভক্তসঙ্গে নিতাইকে দেখিতে না পাইয়া সন্ন্যাসী নিমাই উন্মত্তবৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া প্রাণের নিতাইকে প্রেমালিঙ্গনে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। নিমাই নিতাই এক হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ উভয়ে একই তত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্যাস এক তত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম এক তত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই।

জটিয়াবাবার মঠ। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এইস্থানে অবস্থান করিতেন। এখানেই তাঁহার মহাসমাধি লাভ হয়। ইহাই তাঁহার সমাধিপীঠ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট এ স্থল অতি পবিত্র। এইস্থান নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরে অবস্থিত। ভক্তগণ এই স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানও শ্রীচৈতন্যস্মৃতিপূতঃ।

জগন্নাথ মন্দির। অদ্যকার তীর্থপরিক্রমা শেষ করিয়া ভক্তগণ পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন সন্ধ্যারতি চলিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভিক দীপাদি পঞ্চোপচারে শ্রীশ্রী ভগবানের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ যুক্তকরে দর্শন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—শ্রীম বলিয়াছেন, বিশ্বাস থাকিলে এ-ই ঈশ্বরদর্শন। শ্রীচৈতন্যদেব এই মূর্তিতেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন করিতেন নিত্য, জীবনভর। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য 'আমিই জগন্নাথ'। আরতির ঘণ্টানিনাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণীও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়মনকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথের আরতি হইতেছে। শত শত ভক্তগণ, যাত্রীগণ করজোড়ে আরতি দর্শন করিতেছেন—কেহ নাটমন্দিরে, কেহ শয়ন-মন্দিরে। কোন কোন যাত্রী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপে নিজেরাও আরতি করিতেছেন। ষোলশাসনী ব্রাহ্মণগণ বেদগানে শ্রীভগবানের স্তুতি করিতেছেন। চলন্ত জগন্নাথ—মহাপুরুষ বাসুদেববাবা এক কোণে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন।

শ্রীমন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণস্থিত অপর সকল মন্দিরেরও আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জগন্নাথধাম আজ বৈকুণ্ঠ।

জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিমলাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ভারতীয় একান্ন দেবীপীঠের অন্যতম পীঠ বিমলামন্দির। এবার লক্ষ্মীমন্দির ও সূর্যমন্দির দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এই সূর্যমন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের অন্তরালে পশ্চিমদিকে বুদ্ধমূর্তি। এককালে হয়তো এই মন্দিরে ভগবান বুদ্ধেরও পূজা হইত। দর্শনাদি শেষ করিয়া 'আনন্দবাজারে' মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ভক্তগণ মন্দিরের বাহিরে সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট।

৩

শশী নিকেতন। রাত্রি সওয়া সাতটা। শীতকাল, ডিসেম্বর মাস। শ্রীম হলঘরে বসিয়া আছেন কার্পেটের উপর। পার্শ্বে ও সম্মুখে বসা ভক্তগণ—মুকুন্দ, জগবন্ধু ও বিনয়, সুখেন্দু ও গোকুল, মনোরঞ্জন ও বুদ্ধিরাম প্রভৃতি। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন, যাও মৈত্রেয়ী উপনিষদ্ পড়, সকলকে শোনাও।

হলঘরের দক্ষিণ দিকে সকলে বসিয়া আছেন। মুকুন্দ উত্তর-পশ্চিমমুখী। তাঁহার সম্মুখে জগবন্ধু। পশ্চাতে সুখেন্দু। বিনয় ও বুদ্ধিরাম জগবন্ধুর ডান দিকে। শ্রীম বসিয়াছেন উত্তরদিকে দক্ষিণাস্য। শ্রীমর বামহাতে ঘরের মেঝে, তারপর পূর্ব দেয়াল। দক্ষিণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থল বরাবর শ্রীম বসা। প্রথমে বসিলেন যোগাসনে, খানিক পর বীরাসনে। তারপর বসিলেন বাম পদ বীরাসনের মত ভাঙ্গিয়া আর দক্ষিণ জানু উপরে তুলিয়া। শ্রীমর বাম হাতখানা কার্পেটের উপর, ডান হাতে মৈত্রেয়ী উপনিষদ্‌খানা তুলিতেছে। বাম হাত দিয়া কখনও শ্বেত শ্মশ্রু বাম দিকে সঞ্চালন করিতেছেন। উপদেশ দিবার সময় কখনও দক্ষিণ তর্জনী দ্বারা কার্পেটের উপর মৃদু আঘাত করিতেছেন। পাঠের সময় যোগাসনে বসিয়া সমস্ত পাঠ শুনিলেন। কথা কহিবার সময় বীরাসন, ইহারই মধ্যে কখন তৃতীয় আসন গ্রহণ করিতেছেন।

উপনিষদ্‌খানাতে মূলমন্ত্র ও তাহার অনুবাদ আছে। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন, এই ন্যাও বই, অনুবাদটা প্রথমে পড়।

মুকুন্দ (পড়িতেছেন)—বৃহদ্রথ রাজার তীব্র বৈরাগ্য। তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ঊর্ধ্ববাহু, কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান শাকায়ন্য মুনিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শাকায়ন্যের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, যেন অধূমক বহ্নি।

তিনি রাজাকে বলিলেন, উঠ উঠ বর লও। রাজা প্রণাম করিয়া সবিনয়ে মুনিকে নিবেদন করিলেন—ভগবন্, রাজ্য স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য—এ সবই মিথ্যা। মিথ্যা সকল বিষয়ভোগ। ব্রহ্মানন্দ লাভ না হইলে সব নিরর্থক চেষ্টা। অতএব, আমায় সেই ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। আমি কূপমণ্ডূক। প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, যথার্থ বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়া আর আত্মীয়স্বজন কালসর্প বলে মনে হয়। বৃহদ্রথ রাজার এই অবস্থা। তাঁর বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা নাই ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া। ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মপদ কিছুই তাঁর কাম্য নয়। না চান অষ্টসিদ্ধি কি শতসিদ্ধি। আহা, কি ব্যাকুল!

তারপর রাজা বৃহদ্রথকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করলেন শাকায়ন্য অধিকারী জেনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠক (পড়িতেছেন)—চিত্তই সংসার। প্রযত্নপূর্বক উহার শোধন করা উচিত।

শ্রীম—বুদ্ধিরাম কোথায়? (বুদ্ধিরামের প্রতি) দেখলে, কর্ম করতে করতে নিষ্কাম হয়, জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরার্থ কর্ম করার নামও তপস্যা। স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনও তপস্যা। নিষ্কাম কর্ম কিংবা তপস্যা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি, তারপর মোক্ষ। এই তিনটে এক সঙ্গে ঝট্ ঝট্ করে হয়ে যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অশুদ্ধ চিত্ত মানে, আমি মানুষ, আমার জাতি এই, এরা আমার পিতামাতা পুত্রকন্যা—এইসব ভাব, এইসব লৌকিক উপাধি। আমি ঈশ্বর, আমি 'নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব' কিংবা, আমি অমৃতের সন্তান—এইসব ভাব জ্ঞান। যখন ঐ সব লৌকিক উপাধি অভিভূত হয়ে যায়, আমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা—এই ভাবনা দ্বারা, তখনই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

বেশ দৃষ্টান্তটি! যতক্ষণ কাঠ ততক্ষণ অগ্নি। কাঠ শেষ হলে অগ্নিও শেষ হয়। তারপর কি রইলো তা কে বলবে? অজ্ঞান-উপাধি জ্ঞান-উপাধি,—দুই-ই নাশ হয়ে গেল। তখন যা রইল তাই রইল। ঠাকুরও এই কথা বলেছিলেন! নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। ফিরে এসে আর খবর দিলে না। পৃথক্ অস্তিত্ব থাকলে তো খবর দিবে? সমুদ্র হয়ে গেল। তাই বলতেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। মুখের ভিতর দিয়ে যা বের হয় তাই উচ্ছিষ্ট হয়। ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। তাই ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগরমশায় ঠাকুরের এই কথা শুনে বলেছিলেন, আজ এই একটি নূতন কথা শিখলুম। তপস্যা করলে এসব কথা বোধ হয়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—বাসনমাজা, জলতোলা, কি বাজারকরা, এসবও নিষ্কামভাবে করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপর জ্ঞানলাভ হয়। (সহাস্যে) বিনয়বাবু খুব পারেন এসব কর্ম। ভক্তসেবা করা কি কম ভাগ্যের কথা! কেমন ভক্ত সব—যাঁরা নিত্য ভগবানদর্শন করছেন! (পাঠকের প্রতি) হ্যাঁ, পড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠক (পড়িতেছেন)—কর্মত্যাগ করিলেই কেবল সন্ন্যাস হয় না, ইত্যাদি।

শ্রীম—হাঁ, মুলটাও পড়।

পাঠক (পড়িতেছেন)—

কর্ম্মত্যাগান্ন সন্ন্যাসো ন প্রেষোচ্চারণেনতু।
সংঘৌ জীবাত্মানোরৈক্যং সন্ন্যাসো পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এ অন্তর্সন্ন্যাসের কথা, বিদ্বৎসন্ন্যাস। আবার বিবিদিষাসন্ন্যাসও আছে। সাধুসঙ্গে থেকে তপস্যা ও সেবা দ্বারা ধীরে ধীরে বিদ্বৎসন্ন্যাস লাভ হয়। মন থেকে বিষয়বাসনা খসে পড়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, আগুনে যেমন মোম গলে যায়—সেই অবস্থা হয় সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায়। এর পরই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন ঈশ্বরেচ্ছাসাপেক্ষ। ঠাকুর ভক্তদের এইটি করিয়ে দিছলেন, আত্মদর্শন। কত বড় দান! তাইতো বলে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিদান হয় না। তাই তিনি গুরু, অবতার, অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

মোহন—এটা তো হলো জ্ঞানপথে। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় আত্মদর্শন। একজন যদি সাকার সগুণ পথে চলে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান চিন্তা করে, তাঁর দর্শনলাভ করে, তাহলে একেও কি আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বলা হয়?

শ্রীম—তাইতো ঠাকুর বলেছেন। বলতেন, যারই সাকার, তারই নিরাকার। যদি সাকার ভাল লাগে তাই ধরে চল। সাকার দর্শনের পর যদি অন্য কিছু জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনিই সেটা জানিয়ে দিবেন। বলতেন, যো সো করে আগে যদুমল্লিকের সঙ্গে দেখা কর। তার কত ঐশ্বর্য সেটা বলা না বলা যদুমল্লিকের কাজ, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজ। ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি?

ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি অবতার। বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীর নিয়ে এসেছেন। শুধু কি বলেছেন, ভক্তদের দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বরূপ। ভক্তরা অবাক হয়ে যেতো, ধাঁধাঁ লেগে যেতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দেখে। ভাবতো এ কি। এই তো পূজারী, আর, এ কি। এ যে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ। এই তো পরমাত্মা।

মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাষ্টি ও সাযুজ্য। সাযুজ্যে নিরাকার দর্শন।

এই দেখালেন, আবার এই আড়াল করে রাখলেন অন্য উপাধি দিয়ে ঢেকে। কেন? নইলে যে অবতারলীলা হয় না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শুধু কি তাই? ভক্তরা যারা সাকারবাদী, তাদের সাকার দর্শন করালেন প্রথম। পরে করালেন নিরাকার দর্শন। যারা নিরাকার দর্শন করলেন প্রথম, পরে দেখলেন ওই সাকার।

শুধু কি তাই? যারা তাঁকে দর্শন করে নাই (স্থূল শরীরে), কি আসবে—তাদের জন্যও যে তাঁর ঐশ্বর্য রেখে গেছেন। প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি।

ঈশ্বর ছাড়া এ কথা কে বলতে পারে? শুধু তো বলা নয়। তাঁর ঐশ্বর্য যে লাভ করছে যারা পরে এসেছে। ভবিষ্যতেও এই ঐশ্বর্য লাভ করবে যারা এরও পর আসবে। একি দু'দিনের কথা? অনন্ত কালের জন্য একথা সত্য।

পাঠ শেষ হইয়াছে। শ্রীম দীর্ঘকাল ধরিয়া কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

৪

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আগে কি সব atmosphere (বাতাবরণ) ছিল ভারতের। রাজারা একদিকে যেমন রাজ্যশাসন করছেন, অন্যদিকে আত্মজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল। তখন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছিল ভারতের আদর্শ। 'ধর্ম' মানে সত্য, পবিত্রতা, সংযম, দয়া, সেবা, পরোপকার, শম, দম, তপস্যা—এইসব। ধর্ম নিয়ে অর্থ উপার্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর আর কামনা ভোগ কর। তবেই মোক্ষলাভ। বৃহদ্রথ রাজার তাই রাজ্যভোগের পর মোক্ষের জন্য এই ব্যাকুলতা। নিচেরগুলি সাধন হয়ে গেছে। এখন উপরের বস্তুটি লাভের জন্য এই উন্মাদপ্রায় চেষ্টা। কিছুই চায় না। নিজের জীবন যে অত প্রিয় তাও এখন তুচ্ছ।

এইসব গভীর ভাব ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে। তবেই তো আজও অত ঝড় ঝঞ্ঝাতেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অটুট রয়েছে। সেই সভ্যতার জমাটবাঁধা মূর্তি হলেন ঠাকুর।

কি আশ্চর্য, শরীরটা পরবশ, কিন্তু মন মুক্ত ভারতের! হাজার বছর ধরে যেন ভারতের দেহটাকে কয়েদ করে রেখেছে। কিন্তু ভারতের মন সদা মুক্ত। এই মুক্তির প্রতিমূর্তি ঠাকুর! এই সময়ে আরও কত মহাপুরুষ জন্মেছেন এই দেশে—গুরু নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি। Sages of India (ভারতীয় মহাপুরুষগণ)-শীর্ষক বক্তৃতাতে স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর হলেন summation of all of them (তাঁদের মূর্তিমান বিগ্রহ)। একে একে রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, চৈতন্য—এঁদের সকলের নাম করে শেষে বললেন ঐ কথা।

একজন ভক্ত—এখন তো শিক্ষা পেয়ে লোক নাস্তিক হয়ে পড়ছে। বর্তমান শিক্ষায় এই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানের নামগন্ধও নাই—না, রাজারা তা পালন করে!

শ্রীম—তাই হিন্দুরা, মুসলমানরাও ইংরেজী পড়তে দিত না ছেলেদের প্রথম প্রথম। তারপর যখন ইংরেজদের কেরাণীর দরকার হল, তখন তারা স্কুল করলো। ওদের অন্ন খেয়ে এইসব নাস্তিক ভাব জন্মেছে। Material civilization (জড় সভ্যতা) কিনা ওদের, তাই প্রথম পড়তে দিত না ইংরেজী। তারপর পেটের দায়ে পড়তে আরম্ভ করলো। ওদের সভ্যতা যে hypnotise (যাদু) করে ফেলেছিল! (তর্জনীদ্বারা মেঝেতে রেখা অঙ্কিত করিয়া) যদি যাওয়া উচিত ছিল এদিকে (পশ্চিমে), যাচ্ছে ওদিকে (পূর্বে)।

এখন আবার (মোহ) ভাঙ্গছে। আর পারবে না। অবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছেন কিনা! ঠাকুর তাই সারাটা জীবন এইদিকে (ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে) কাটিয়ে দিলেন। নির্বাক্ demonstration (প্রকাশ), monumental challenge (প্রচণ্ড আঘাত)। আঘাত ছাড়া এ স্রোত উল্টানো কারুর সাধ্য নাই। তাই ঠাকুরের আগমন। ভারত উঠবে, তবে জগৎ উঠবে। এই (ব্রহ্ম) জ্ঞান westএ (পাশ্চাত্ত্যে) যাবে তবে তারা বাঁচবে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যারা এখানে তীর্থে আসে, কিম্বা তপস্যার ভাবে বাস করে তাদের পক্ষে সারাদিন দর্শন আর রাত্রিতে একটু পড়া ভাল।

(সহাস্যে) এখানে কেউ বড় একটা পড়তে চায় না। ভগবান সাক্ষাৎ পাচ্ছে কিনা—সাক্ষাৎ। পড়া তো ভগবানের দর্শনের জন্য। তাঁকে পেলে আর কে পড়ে? অনেকে জগন্নাথদর্শন করে কাঁদে। এমনি বিশ্বাস, যেন তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করছে। প্রেমাশ্রু বিসর্জন করছে, এই ভেবে কত ভাগ্যবান আমরা, তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পারছি!

চৈতন্যদেব নিত্য দর্শন করতেন বিশ বছর ধরে। কখন ভাবে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ঠাকুর বলেছিলেন আমাকে, 'আমিই জগন্নাথ।' জগন্নাথের মহাপ্রসাদকে বলেছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এসব কি কাব্য, না উপন্যাস? যা সত্য তাই বলেছেন। যাদের বিশ্বাস হয় তারাই ফল পায়। ইংরেজীপড়া লোকদের সহজে বিশ্বাস হয় না। তারা বিচার করে। বলে, 'চকানয়ন',—এইসব উপহাস করে। যেমনি ভাব তেমনি লাভ। এই স্থান দর্শনের স্থান। এখানে বেশী পড়তে হয় না। খালি দর্শন আর আনন্দ কর। বৃন্দাবনেও তাই, অযোধ্যায়ও তাই।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে ভক্তদের প্রতি)—দেখ না, কি সব শিক্ষা ছিল এদেশের! রাজারা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য পাগল। ঋষি ছাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে রাজা হতে পারতো না। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে রাজ্যশাসন করেছেন, যেমন জনকাদি। কোন রাজা বা তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল। বৃহদ্রথ রাজার দেহবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কি তীব্র বৈরাগ্য, যেন নচিকেতা! মনে মৃত্যুপণ, কিছু চাই না। চাই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান। এদেশে জন্মলাভ ধন্য! এসব ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনতে পাওয়াও ধন্য! শুনে সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া ধন্য! আর বস্তুলাভ—ধন্য ধন্য ধন্য!

রাত্রির আহার শেষ হইয়াছে পৌনে দশটায়। ভক্তগণ রাত্রিতে সমুদ্রদর্শন করিতে গেলেন দশটায়। ফিরিয়া আসিলেন এগারটায়। একটি ভক্ত ডায়েরীতে শ্রীমর আজিকার কথামৃত লিখিতে বসিয়াছেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

ভক্তগণ যেন আনন্দধামে বাস করিতেছেন। আহার নিদ্রার তেমন বশ নন। সর্বদা চিন্তা করিতেছেন, জগন্নাথ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। চৈতন্যদেব এই ব্রহ্মকে পুনরায় জাগ্রত করিয়াছেন। আর প্রচার করিয়াছেন কথায় ও কার্যে সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া। ভক্তগণকে জগন্নাথের স্তুতি করিতে শিখাইয়াছেন—'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে'।

ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ পুনরায় জীবন্ত করিলেন এই দারুব্রহ্মকে। ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান জগন্নাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন নিত্য। ইঁহাদের অন্যদিকে মন নাই। একি কম সৌভাগ্য!

কেহ ভাবিতেছেন, যদি 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—বেদান্তের এইসকল মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মুখে 'জগন্নাথ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম', 'আমিই জগন্নাথ', ঠাকুরের এইসকল মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া কেন সদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইবে?

শশী নিকেতন, পুরী
২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১১ই পৌষ ১৩৩২ সাল,
শনিবার, শুক্লা দ্বাদশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

বকুলতলে ব্রহ্ম হরিদাস

১

ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রত্নবেদীর উপর অবস্থিত। মঙ্গল আরতি হইতেছে। এখন শীতকাল। ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাত্রি চারিটা। ভক্তগণ—বিনয়, জগবন্ধু, মুকুন্দ ও বুদ্ধিরাম নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে আরতি দর্শন করিতেছেন। পূজারীর হাতে ঘণ্টা বাজিতেছে। আর দীপাদি উপকরণে আরতি হইতেছে। নাটমন্দিরে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। কোনও ভক্ত সুললিত কণ্ঠে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। কেহ বা মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। বড়ই মনোমুগ্ধকর ও ভগবদ্ভাবোদ্দীপক এই মঙ্গলারতি।

শ্রীম বিগত রজনীতে ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন এই দেবদৃশ্যটি দর্শন করিতে। ভক্তগণ মহানন্দে ভাবিতেছেন, মহাপুরুষগণই কেবল এইসকল দেবদুর্লভ ভগবৎ-ঐশ্বর্যের সংবাদ রাখেন। আমরা ধন্য অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদের সঙ্গলাভ করিয়া। তাঁহারই নির্দেশে ও কৃপায় আজ এই অমূল্য দৃশ্যটি দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম।

মঙ্গলারতির পরই বাল্যভোগ নিবেদন করা হইল। ইহার পরই রাজভোগ। এই অবসরে ভক্তগণ চৈতন্যদেবের নিবাসস্থল শ্রীরাধাকান্ত মঠ আর জপাবতার মহাস্থবির শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ সিদ্ধ বকুল দর্শন করিয়া আসিলেন। হরিদাস ঠাকুর এই বকুলতলে বসিয়া নিত্য তিন লক্ষ বার, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—এই মহামন্ত্র জপ করিয়া জলগ্রহণ করিতেন।

কথিত আছে, রৌদ্রে বসিয়া শ্রীহরিদাস জপ করেন দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীচৈতন্য এই বকুল বৃক্ষ নিজ হস্তে রোপন করেন। নিত্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদর্শনের জন্য মন্দিরে অতি প্রত্যূষে যাইতেন। আর ফিরিবার সময় তিনি হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিয়া আসিতেন। যবন বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। তাই দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের সচল জীবন্ত বিগ্রহরূপে স্বয়ংই দর্শন দিতে আসিতেন।

একদিন মন্দির হইতে আসিবার সময় চৈতন্যদেব হাতে করিয়া জগন্নাথের প্রসাদী একখণ্ড বকুলের প্রশাখা আনিয়া নিজ হস্তে উহা রোপণ করিয়া দিলেন। জগন্নাথের দন্তধাবনের জন্য এই বকুল প্রশাখা নিত্য ব্যবহৃত হইত। এই প্রশাখাই এখন সিদ্ধবকুল নামে সুপরিচিত। পাঁচশত বৎসর অতীত, তথাপি ঐ বকুল বৃক্ষ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভক্তগণ ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বাহির হইয়া শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়া সাতটায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর নয়টা পর্যন্ত নাটমন্দিরে বসিয়া তাঁহারা জপ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ এই অবকাশে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদীর উপরে সুশোভিত দারুব্রহ্মকে দর্শন এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এতক্ষণে মন্দিরে ভক্তগণের খুব ভীড় হইয়াছে।

মন্দিরপ্রহরীগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য গুবাকশাখা নির্মিত শাসন-দণ্ড দিয়া ভক্তগণের পৃষ্ঠে সপাং সপাং মৃদু আঘাত করিতেছে। এই আঘাতের শব্দ আছে কিন্তু বেদনা নাই। হাস্যমুখে ভক্তগণ উহা স্বীয় পৃষ্ঠে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। ইহাকে তাহারা জগন্নাথদর্শনের সুফল মনে করে। যাহাদের পৃষ্ঠে ঐ আঘাত পড়ে নাই, তাহারা সাধিয়া ঐ আঘাত গ্রহণ করে সহাস্য বদনে, এই বলিয়া—'বাবা মার মার।' শুষ্ক বিচারবান তুমি সরল বিশ্বাসের এই মধুময় সরসতা দর্শন কর। নীরস বিচার ছাড়িয়া সরস বিশ্বাস গ্রহণ কর। অচিরে পূর্ণকাম হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ এইবার মাধুকরী করিয়া রাজভোগের বিবিধ প্রকার মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। আর শ্রীমর জন্য নানা প্রকারের মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া লইলেন।

শশী নিকেতন। সকাল সাড়ে নয়টা। শ্রীম বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ ভক্তদের সঙ্গে। অতি আনন্দে আজের দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমার কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য বলিয়া অশেষ আশিস্ প্রদান করিলেন।

এইবার ভক্তগণকে তাড়া দিয়া শ্রীম বলিলেন, যান, স্নান করতে যান। শীগ্‌গীর যান। এতে আলস্য করতে নেই। প্রাতঃকৃত্য যত শীগ্‌গীর পারা যায় শেষ করা উচিত। ভক্তগণ সাতঘণ্টা বাহিরে দর্শনাদি করিয়াছেন। তাই কিঞ্চিৎ ক্লান্ত। মুকুন্দ, জগবন্ধু প্রভৃতি উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। পুনরায় শ্রীম আসিয়া তাড়া দিয়া বলিলেন, যান। স্নান করে তারপর অন্য সব। যান নেয়ে আসুন। অনতিবিলম্বে ভক্তগণ সমুদ্রস্নান শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা রৌদ্রে নিজেদের কাপড় শুকাইতেছেন।

এখন বেলা বারটা। শ্রীম বারান্দার উত্তর দিকে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। একজন ভক্তকে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। তাহার সহিত মর্টন স্কুলের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা তিনি করিতেছেন। ভক্তটি শিক্ষক।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—আপনি নাকি কি শিখেছেন—নূতন ড্রিল ?

ভক্তটি 'আজ্ঞে হাঁ' বলিয়া সব নিবেদন করিলেন।

শ্রীম—কি কি নূতন games-ও সব (ক্রীড়াও) শিখেছেন ?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ। (সব নিবেদন করিলেন)।

শ্রীম—আমাদের স্কুলে হতে পারে না ?

ভক্ত—এখানে স্থান যে অতি সংকীর্ণ।

শ্রীম—কিন্তু উহা হতো ঐ জায়গাতেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—আমরা যা শিখেছি তার জন্য ওখানে স্থান অতি সংকীর্ণ। একটা ক্লাসই ধরবে না।

শ্রীম—জিম্‌নাস্টিক কি কি শিখলেন ?

ভক্ত—তা মাত্র গোটাকয়েক। সব স্কুল পারে না, expensive (ব্যয়সাধ্য)। তাই games (খেলা) ও ড্রিলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে নূতন ঢংএ।

শ্রীম—এ ট্রেনিংটা কোন্ তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে—ইউনিভারসিটি কি গভর্নমেণ্ট ?

ভক্ত—গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ থেকে দিচ্ছে। ডিপ্লোমা দিয়েছে।

শ্রীম—বলুন না, তবুও কি কি শিখলেন—জিমনাস্টিক, কুস্তি, জুজুৎসু ?

ভক্ত—না। মেটে উল্টান, পম্পপেল ডিঙ্গান, গরুর গাড়ীর চাকার মত গড়ান—এই সব।

শ্রীম—একটা বার পুঁতে হয় না, কি মুগুর ? এই সব অনায়াসেই চলতে পারে। আচ্ছা, টাইম কি করে বের করা যায় ?

ভক্ত—স্কুল টাইমে করতে পারলে ভাল হয়। ছুটির পর হবে না। খিদে পায় তখন। ছেলেদের মন পাওয়া যাবে কাজে। আবার স্কুলটাইমে করলেও মুস্কিল। অন্য ছেলেদের মন ওতে diverted (যুক্ত) হয়ে যাবে। অত অল্প জায়গায়।

শ্রীম—মুকুন্দবাবুর স্কুলে হল না। Period (সময়) পাওয়া যাচ্ছে না।

ভক্ত—ওঁর স্কুলে যে টেলারিং, উইভিং রয়েছে। তাই সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীম—এইগুলি কি স্কুল টাইমের মধ্যে ?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম মর্টন স্কুলের রেক্টার।

শ্রীম—আচ্ছা, গোকুল সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন কি ? দেশে কোনও দোষ টোসের কথা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—অমন দোষ দেখতে গেলে সকলেরই আছে। কে বাদ পড়বে?

শ্রীম—না, না। Acquirement-এর (শিক্ষার দোষের) কথা নয়। Conduct (চাল চলন), character-এর (চরিত্রের) কোনও দোষ।

ভক্ত—কই, আমি তো তেমন কিছু শুনতে পাই না।

মুকুন্দের প্রবেশ। একটু পর গোকুলের প্রবেশ।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি)—একটু ওদিকে যাও তো। আমরা একটা কথা বলছি। (ভক্তের প্রতি) স্কুলের সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাও?

ভক্ত—বোঁচাদের যিনি পড়ান—

শ্রীম—না, না। তাদের গার্জিয়েনরা কিছু বলে কিনা—টিচিং ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে?

ভক্ত—না। তা কই, শুনতে পাওয়া যায় না। তবে অন্য রকম সব শুনতে পাওয়া যায়। পাংখা ফি কেন দিবে, ছেলেদের টীন শেডে কেন বসাবে—এই সব কথা কখন কখন শোনা যায়। পায়খানাও সুবিধে নয় নীচের। ক্লাস না থাকায় ময়লা জমে যায়। বড় দুর্গন্ধ হয়।

শ্রীম—ও-ও, সুপারভিসন নাই বোঝা যাচ্ছে। টিচিং আর ডিসিপ্লিন, এ দু'টোই হলো আসল। এ সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় না।

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

২

এখন পঙ্গদ বসিয়াছে একটা পঁচিশ মিনিটে। শ্রীম ইহা দর্শন করিয়া দেড়টার সময় একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন। পাথরকুঠীতে নির্জনে ধ্যান করিবেন।

আহারাদি সব শেষ হইতে বেলা সওয়া তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে মুকুন্দ ও জগবন্ধু পুনরায় জগন্নাথমন্দিরে গিয়াছেন। জগন্নাথদর্শনের পর তাঁহারা পুনরায় গেলেন সিদ্ধবকুল ও শ্রীরাধাকান্ত মঠে। এই দুইটি স্থান বড়ই উদ্দীপক। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দিব্য ভাবধারা এখনও এইসকল স্থানে জীবন্ত। তাই ভক্তদের মনকে অত আকর্ষণ করে। মহাপুরুষগণের চিন্তাধারা তাঁহাদের নিবাসস্থলের আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ চিন্তাধারাকে যন্ত্রায়ত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হয়তো একদিন তাঁহাদের এই শুভপ্রচেষ্টা ফলপ্রদ হইবে। শ্রীম ভক্তগণকে প্রায়ই এই কথা বলেন। বলেন, চৈতন্য-দেবের মহাভাবাদির সুশীতল পবনপ্রবাহ এখনও পুরীতে বিদ্যমান। শুদ্ধ ভক্তচিত্তে ঐ আধ্যাত্মিক অমর ভাবপ্রবাহ অনুভূত হয়। স্বামী বিবেকানন্দও আমেরিকায় সুধীসমাজে তীর্থমাহাত্ম্যের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। রেডিও বিজ্ঞান একদিন হয়তো গীতার ঝঙ্কার যন্ত্রযোগে জনসাধারণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইবে।

শ্রীম বলেন, যত অধিক দর্শন করিবে ততই মনে ঐ তীর্থের সংস্কার দৃঢ়মূল হইবে যেমন বারবার ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিলে মনে দৃঢ় সংস্কার হয়। প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে একটি ভাবপ্রবাহ থাকে। পুনঃপুনঃ দর্শনে এই ভাব মনে সঞ্চারিত হয়। এ যেন মূর্তিমান উন্মুক্ত গ্রন্থ—এই সকল দর্শনীয় স্থান। তাই মুকুন্দ ও জগবন্ধু রাধাকান্ত মঠ ও সিদ্ধবকুল পুনরায় দর্শন করিলেন। এইবার তাঁহারা টোটা গোপীনাথ, হরিদাস মঠ ও লক্ষ্মীদিদিকে পুনরায় দর্শন করিলেন। টোটা গোপীনাথের পূজারী সরলচিত্ত লোক। তিনি বলিলেন, এই মূর্তি খুব জাগ্রত। গোপীনাথের এই মূর্তি স্থাপন করেন চৈতন্যদেবের সখা পণ্ডিত গদাধর। এখানে চৈতন্যদেব নিত্য ভাগবতপাঠ শুনিতেন। তাই যাহারা এখানে ভাগবতপাঠ এখনও শোনে ভাগবতের অর্থ অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। লক্ষ্মীদিদি ঠাকুর ও মায়ের অনেক কথার অবতারণা করিলেন। বলিলেন, আমি কি তাঁদের জানি, না চিনতে পেরেছি? আমি দেখতাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁরা আমার স্নেহময় খুড়ো আর স্নেহময়ী খুড়ী। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নিজেরা জানতেন। জানতেন, তাঁরা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি। জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। কৃপা করে এক একবার তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করেছেন। তোমরাও কাঁদ সরল হৃদয়ে, তোমাদেরও তাঁদের স্বরূপ দর্শন করিয়ে অবশ্য ধন্য করবেন। তোমরা অল্প বয়সে তাঁদের শরণাগত। তোমরা ধন্য! অবশ্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

মুকুন্দ ও জগবন্ধু সমুদ্রতীর দিয়া ফ্লাগস্টাফে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। তাঁহারা সমুদ্রসৈকতে বসিয়া কিছুক্ষণ সদ্যশ্রুত লক্ষ্মীদিদির বাণী ধ্যান করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি। লক্ষ্মীদিদি বলিলেন, তাঁহাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। আরও বলিলেন, কাঁদিলে তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ আমাদেরও বুঝাইয়া দিবেন। এখন, হৃদয় হইতে কান্না আসে কি করিয়া? তাঁহারা ঠাকুর ও মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ব্যাকুলভাবে ঠাকুর ও মায়ের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে। এই সকল মহাবাক্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা শশী নিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা।

পাশেই ঝাউতলা। এখানে বাবুদের ক্লাব। দুইজন ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে ওখানে লইয়া গেলেন তাহা দেখাইতে। শ্রীম ফিরিলেন পৌনে নয়টায়। শ্রীম বারান্দায় মোড়ার উপর বসিয়া আছেন শশী নিকেতনে। পাশেই জগবন্ধু ও সুখেন্দু বসা বেঞ্চে, মুকুন্দ ঘরে। শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে অপরাহ্ণের দর্শনাদির সব বিবরণ শুনিলেন। লক্ষ্মীদিদির কথাও শুনিলেন, ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর শ্রীম এবার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুর এসেছিলেন বলে কিসব ভাব ছড়িয়ে গেলেন ভক্তদের নিকট! গ্রাম্য বালিকা লক্ষ্মীদিদি। তাঁদের কৃপায় ব্রহ্মবিদুষিণী। দেখ, কি সব কথা ভাবছেন তিনি এখন— ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি। ধন্য তিনি! ধন্য তোমরা এইসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবাণী তাঁর মুখ থেকে শুনে! অন্য লোক কি ভাবে? থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। মানে বিষয়ের কথা, কামিনীকাঞ্চনের কথা। আর ঠাকুরের কৃপায় উনি ভাবছেন নির্জনে একান্তে, ঠাকুর ব্রহ্ম, মা ব্রহ্মশক্তি। শুধু তো সুখের কথা নয়। এ যে হৃদয়ের সরস জীবন্ত কথা! আহা, কত ধন্য যাঁরা ঠাকুরের কৃপায় তাঁকে ও মাকে চিনেছেন! অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী লক্ষ্মীদিদি। তাই ঠাকুর বলতেন, এখন ডেঙ্গাতেও এক বাঁশ জল।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরা পণ্ডিত গদাধরের কথা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, পূজারী বলেছিলেন আজ, গদাধর আবাল্য সন্ন্যাসী তাই অভিমান হয়েছিল—আমরা ধন্য। আর চৈতন্যদেবের গৃহস্থ ভক্তগণ সংসারভোগী। বিশেষত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। কৃপাসিন্ধু ভগবান চৈতন্যদেব তাঁর এই ভ্রম ভঙ্গ করেছিলেন। গদাধর দেখলেন, রাজ-বিলাসী পুণ্ডরীক কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করতেই একেবারে উন্মাদ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তাই ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে যারা আসে কেউ সংসারী নয়। লোক চিনবে কি করে তাঁদের? ভক্তরা কি সংসার ভোগ করতে আসেন, অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ? ওটা একটা আবরণ। ঠাকুর তাই বলেছিলেন একজন ভক্তকে (শ্রীমকে), মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে ঘরে রেখে দেন। নইলে কে ভাগবত শোনাবে? একজন ভক্তকে বলেছিলেন, তোমাকে মায়ের একটু কাজ করতে হবে, লোকশিক্ষা দিতে হবে। ভক্ত চায় সন্ন্যাসী হতে। শেষে ধমক দিয়ে বললেন, মা এক টুকরো তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। ভক্ত তাই গৃহেই রইলেন।

ঘরও তাঁর বনও তাঁর। ভোগও তাঁর ত্যাগও তাঁর—এ সবই তাঁর, জগৎরক্ষার আয়োজন। এক একজনকে এক একস্থানে রেখেছেন। সকলকেই তাঁর কাজ করতে হয়। ভক্তদের হাত নাই তাতে। দেখ না, আবাল্য সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি বিয়ে কর। সংসারীদের শিক্ষা দাও, কি করে গৃহে থাকতে হয়। আর চৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবের দুই বিয়ে। তিনি নিজে হলেন, সন্ন্যাসী। ঠাকুরও দেখ না, নরেন্দ্রের বিয়ের কথা শুনে একেবারে মায়ের পা ধরে বললেন, মা, একে সংসারী করো না। তাঁকে দিয়ে একটি সন্ন্যাসী লাইন সৃষ্টি করবেন। আবার আর একজনকে (শ্রীমকে) বললেন, তুমি গৃহেই থাক। লোকদের ভাগবত শোনাবে। এতে কি শিক্ষা লাভ? না, যাকে দিয়ে যে কাজ তাকে দিয়ে সেই কাজ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে তিনি আকণ্ঠ মদ খাইয়ে ঘরে রেখেছিলেন। তাই মুখে একটু মদ, কানে একটু কৃষ্ণ নাম পড়তেই বেহুঁস, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গদাধরকে করলেন সন্ন্যাসী। দুইজনের জীবনই লোকশিক্ষার জন্য।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্ত সংসারেই থাকুক আর সন্ন্যাসীই হোক্, তার দাম লাখ টাকা। যেমন হাতী জীবিত হোক্ আর মরাই হোক্ তার দাম লাখ টাকা। আর একদিন (শ্রীমকে) বললেন, মা পোষা হাতী দিয়ে জঙ্গলী হাতী ধরেন। যাকে বললেন, তিনি সন্ন্যাস নিতে চান। ঠাকুরের ইচ্ছা ঘরে থাকুক। 'পোষা হাতী' মানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আর জঙ্গলী হাতী মানে পরে যারা সাধু ভক্ত হবে।*

এখন সওয়া নয়টা। স্বামী সিদ্ধানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে নিজের পাশে বেঞ্চে বসাইলেন। সিদ্ধানন্দ সৈকতালয়ে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তা করেন একান্তে। আর বিশুদ্ধানন্দ সম্প্রতি ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে আসিয়াছেন। ক্ষণকাল মধ্যেই আসিলেন জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার। শ্রীম তাঁহার নিকট হইতে জগন্নাথের সেবাপূজার অনেক কিছু জানিয়া লইয়াছেন। প্রণাম করিয়া ম্যানেজার শীঘ্রই বিদায় লইলেন। "ঘরে চলুন" বলিয়া শ্রীম সকলকে সঙ্গে

---

* স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেন, বেলুড় মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে শ্রীমর মাধ্যমে। (উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 'শ্রীম-কথা')।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন। কার্পেটে বসিয়া নানাপ্রকার কথা হইতেছে।

ভক্ত অটল মিত্রের কথা বলা হইতেছে। ইনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বড়ই শ্রদ্ধা করেন। এইবার ব্রহ্মানন্দ গুণকীর্তন-প্রবাহ চলিল। শ্রীমও সাগ্রহে এই কীর্তনপ্রবাহে যোগদান করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) প্রথমে ছিলেন শ্রীমর বিদ্যাশিষ্য, পরে হন প্রিয় গুরুভাই।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কি একটা charm (আকর্ষণ) ছিল। তাঁর কথা সেদিন হতেই একজন বললেন, হাঁ মশায়, ওঁর কথা আলাদা। আবার সকলকে আনন্দ দিতে পারতেন। একি কম কথা—সবাইকে আনন্দে রাখা! আর একটা গুণ ছিল। যত সব contending parties (বিরোধী মতের লোক), তাদের সবকে meet (একমত) করতে পারতেন। এটাও বিশেষ শক্তির কথা। একজন খুব রেগে এসেছে। নালিশ করলো, হাঁ মশায়, উদ্বোধনে আমার নামে এই সব লেখা বার করলেন! রাখালমহারাজ হেসে উত্তর দিলেন, আরে ওসব printer's mistakes (মুদ্রাকরের ভুল)। আপনি স্থির হোন। শুনেই তো ঐ লোক—যে নালিশ করেছিল, একেবারে হাসতে লাগলো। জল হয়ে গেল তার রাগ! কত রেগে এসেছিল কি করবে বলে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—ঠাকুর বলতেন, বর্ণচোরা আম, গাছে পেকে গেছে ভিতরে, কিন্তু বাইরে কাঁচা। বাইরে থেকে বোঝবার যো ছিল না। সোনার মত লাল হয়েছে হুঁকোটা মাজতে মাজতে। লোক দেখে বলতো সোনার হুঁকায় তামাক খান, এ আবার কি রকম সাধু। এই সব আমিরী চাল দেখে ভুবনেশ্বরে কোন কোন লোক বুঝতে পারতো না, নিন্দা করতো। পরে ওরা একেবারে বদলে গেল।

শ্রীম (সহাস্যে)—হারাণ রক্ষিত এসেছে রেগে মাথা ভাঙ্গবে বলে। আর ওঁর কথা শুনে একেবারে জল। 'Printer's devil' (মুদ্রাকরের ভূত) বলে কিনা লোক। তিনি বললেন, 'Printer's mistake' (মুদ্রাকরের ভুল) ভূত আর ভুল (হাস্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণচোরা আমই বটে, যা বললে।

শশী নিকেতন। হলঘর। এখন সওয়া নয়টা বাজিয়াছে। শ্রীম কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, উত্তর দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থলে। শ্রীমর পাশে ও সম্মুখে সাধু ও ভক্তগণ বসিয়াছেন। উপনিষদ্ পাঠ হইবে। শ্রীম মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বাহির করিয়া দিলেন। অন্তেবাসী শ্রীমর সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিবেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ও বৃহদ্রথ রাজার বৈরাগ্যকথন। শ্রীমর নির্দেশে, মূল সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ দুই-ই পাঠ হইতেছে—প্রথমে অনুবাদ পরে মূল সংস্কৃত।

অন্তেবাসী পড়িতেছেন—

রাজা বৃহদ্রথ (শাকায়ন্য ঋষির প্রতি)—ভগবন্, আমি মোহান্ধ। কূপমণ্ডুক। আমাকে উদ্ধার করুন। এতদিন দেহসুখে মগ্ন ছিলাম। দেহও মিথ্যা, রাজ্যও মিথ্যা। অতএব, দেহভোগ আর রাজ্যভোগও মিথ্যা। এখন বুঝিয়াছি ধন ঐশ্বর্য নাম যশ প্রভুত্ব—এ সবই মিথ্যা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কুটুম্ব কেহই আপনার নয়। একমাত্র শ্রীভগবানই আপনার আমার ও সকলের। অষ্টসিদ্ধি শতসিদ্ধি—এসবও মিথ্যা। ভারতের রাজর্ষিগণ কেহই নাই। সকলই কালগর্ভে নিপতিত। আমি আর কিছু চাই না। চাই কেবল আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই অন্ধ তামস হইতে উদ্ধার করুন। 'উদ্ধর্তুমর্হসীত্যন্ধোদপানস্থো ভেক ইবাহমস্মিন্ সংসারে ভগবংস্ত্বং নোগতিস্ত্বং নো গতিঃ।'

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এই গাথাটি সাধু ভক্তদের মুখস্থ করে রাখা উচিত, যেমন নচিকেতার বৈরাগ্যপ্রকরণ মুখস্থ করে। নচিকেতা কুমার, বৈরাগ্যবান। আর বৃহদ্রথ বিষয়ভোগী রাজচক্রবর্তী। উভয়েরই তীব্র বৈরাগ্য। বৃহদ্রথের উক্তিতে বিষয়ভোগের নিন্দার আধিক্য রয়েছে, কারণ তিনি রাজা। বৃহদ্রথের বৈরাগ্যের এই উক্তিকে গাথা বলে।

ঠাকুর বলেছিলেন, ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আত্মীয়স্বজন কালসর্পবৎ বোধ হয়। বৃহদ্রথের ঠিক সেই অবস্থা। নিজেকে কূপমণ্ডুক বলেছেন।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি)—হু'টি দিক আছে। একটি, যেমন শুকদেব, যেমন ঠাকুর। ঈশ্বরে এত ভালবাসা যে সংসার আপনিই খসে পড়ে গেছে, যেমন নারকেলের বালতো পড়ে যায়। আর একটি, এই বৃহদ্রথের অবস্থা। সংসারভোগে থেকে ভোগ্য সব বস্তুই দোষযুক্ত দুঃখদায়ী বোধ হওয়া। তখন এটা ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু যাবার পথ নাই। যদিও বা সংসার ছেড়ে বনে পালিয়ে যায় কিন্তু ঐ সংসার সঙ্গে বনে যায়। কেন? মনে যে রয়েছে ঐ বিষয়ভোগের সংস্কার। তাই কঠোর তপস্যা করে। মানে, এই যে দেহটাকে ভোগ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেটাকে কষ্ট দেয়। মান, প্রাণ, দেহ যায় যাক্ কিন্তু এর সেবা আর করবো না।

একদিকে কঠোর তপস্যা, অন্যদিকে ব্যাকুল ক্রন্দন মনে মনে। বৃহদ্রথের এই অবস্থা। ভগবান তো হৃদয়েই রয়েছেন, তবুও তিনি বৃহদ্রথকে মুক্ত করলেন শাকায়ন্য ঋষিকে পাঠিয়ে দিয়ে। এ কেমন? যেমন ছেলে খেলতে খেলতে গিয়ে কাঁটাবনে পড়েছে। কাপড় চোপড় সব কাঁটাতে আটকে গেছে। 'মা মা' বলে কাঁদছে। মা এসে ছেলেকে ন্যাংটো করে কোলে উঠিয়ে নিল। কাপড় চোপড় সব কাঁটা বনেই রইল।

শাকায়ন্য ঋষির উপদেশে বৃহদ্রথ বুঝলেন, আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই—আমি আত্মা, অমৃত ও অভয়—'এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মী।'

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি)—এই সব কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা ছিল পূর্বে, সত্য ত্রেতাদি যুগে। তখন শরীর মন বলিষ্ঠ ছিল। ঐ সব চলতো। এখন কলিকাল ওসব অচল। ঠাকুর বলতেন, কলিতে আয়ু কম, মন চঞ্চল, অন্নগত প্রাণ। তাই এখন অন্য ব্যবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন ফিভার মিক্সচার—দশমূল পাচন নয়। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ। কেঁদে কেঁদে বলা ভগবানকে নির্জনে গোপনে শিশুর ন্যায়।

একটি ভক্ত হরিতকী বাগানে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন ঈশ্বরের জন্য। ভক্তটি সংসারে রয়েছেন। ঠাকুর তো অন্তর্যামী, ঐ ক্রন্দন শুনেছেন। একদিন অন্য একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) ঐ ভক্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে—যাও, ওকে বলে এসো, আমাকে ধ্যান করলেই হবে। গিয়ে যেই বলা ভক্ত তো অবাক, কি করে ঠাকুর জানলেন আমার হৃদয়ের ক্রন্দন?

আর একটি ভক্ত কাঁদছেন নির্জনে গোপনে। ওমা, ঠাকুর গিয়ে হাজির তাঁর বাড়ীতে! ভক্ত বিস্ময়ে বললেন, কোথায় আমি যাব, না আপনি এসে পড়লেন। হেসে ঠাকুর বললেন, হাঁ, কখন ছুঁচও টানে চুম্বককে।

ঠাকুর না এলে উপনিষদাদির এই সব কথা কেবল কাহিনীতেই পরিণত হতো। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিলেন, মূল সত্যটি চিরকাল সত্য। ব্যাকুল হলে এখনও ভগবান এসে কোলে তুলে নেন। অবশ্য নেবেন। অতীতে নিয়েছেন, এখনও নিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও তিনি নেবেন।

পাঠক তিন প্রপাটক পাঠ করিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—বেশ সব কথা পাঠ হলো—পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা। বৃহদ্রথ এই আত্মজ্ঞান লাভ করলেন শাকায়ন্য ঋষির নিকট। শাকায়ন্য পেলেন মৈত্রেয় ঋষির নিকট। মৈত্রেয় পেলেন বালখিল্য ঋষিদের কাছ থেকে। ব্রহ্মা বলেন বালখিল্য ঋষিদের। ভক্তদের ঠাকুর এই আত্মজ্ঞান দিয়েছিলেন কৃপা করে। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর।

এইখানে বললেন, চৌরাশি লাখ যোনি পরিভ্রমণ করে ভূতাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করে।

কি আশ্চর্য! ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ অনায়াসে লাভ করলেন এই আত্মজ্ঞান তাঁর কৃপায়। (সাধু ও ভক্তদের প্রতি) এখন আপনারা ঠাকুরের heirs, উত্তরাধিকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি)—অবতার আর সাঙ্গোপাঙ্গ একটা আলাদা থাক। জীবের ন্যায় তারা নন। চৌরাশি লাখ যোনি ভ্রমণ করে তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেন না। তাঁরা প্রায় নিত্যসিদ্ধ। যেমন reserved officers। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাই তাঁদের একটুকুতেই চৈতন্য হয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

অন্য জীবের অন্য রকম, যেমন বৃহদ্রথ রাজা। জীব circle (বৃত্ত) ঘুরে ব্রহ্মে যায়। অবতারের পার্ষদগণ যেন tangent-এ (সোজা পথে) যায় সেই ব্রহ্মে।

সাধুরা উঠিয়া পড়িলেন, কুটীরে যাইবেন সৈকতালয়ে। একটি ব্রহ্মচারীর কথা উঠিল। তিনি আসেন নাই, কুটীরপ্রহরী।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—আমরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি অবাধ্য বলে। আর ইনি (স্বামী সিদ্ধানন্দ) দয়া করে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের কুটীরে। দুইদিন না কত, খায় নাই। তারপর ইনি নিয়েছেন। এঁর মত kind (দয়ালু), আবার মধুর স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না।

গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে নেই। চুপ করে থাকতে হয়। মতের মিল না হলেও কথা কইতে নেই। শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে তর্ক করে, জ্যাঠা। এঁদের সঙ্গে কথা! কত তপস্যা করেছেন তার ঠিক নেই। একেবারে 'নী'র কথা! বাজনার বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হবে।

সাধুগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রাত্রি দশটা। নৈশ ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। দক্ষিণদিকের ছোট ঘরে আহার হইবে। কেহ আসিয়াছেন, কেহ আসিতেছেন। শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন সাধুদের বিদায় দিয়া। তাঁহার আহার পূর্বেই হইয়াছে। ভক্তদের আহার পরিদর্শন করিবার জন্য নিজের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন হলঘরে। উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বুদ্ধিরাম গোকুল প্রভৃতিকে কিছু উপদেশ দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন ব্রহ্মচারী বলেন, ঈশ্বরই আহার দেন। শ্রীম বলেন, তাহার মুখে এই কথা শোভা পায় না। এই বিষয়ে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বরই খেতে দিচ্ছেন, এর paraphrase (মানে) এই, অর্থাৎ কাউকে oblige (অন্নদাতা বলে স্বীকার) করতে হবে না। ওরকম করতে গেলে মন পড়ে থাকে নীচে। ঈশ্বরচিন্তা না করে এরূপ আচরণ অন্যায়। যথার্থ ঈশ্বরচিন্তা যে করে তার আহার দেন ভগবান। সকলেরই তিনি আহার দেন। অপরে চেষ্টা করে আহার সংগ্রহ করে। কিন্তু তদ্গতচিত্ত ভক্তকে তিনি বিনা চেষ্টাতেই দেন। 'যোগক্ষেমবহাম্যহং' তাঁর এই প্রতিজ্ঞানুসারে।

তা হলে, অর্থাৎ তাঁ'তে মন সম্পূর্ণ সমর্পিত না হলে, অন্নদাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। ঠাকুর বলতেন, অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শন করতে নেই।

ভক্তগণ আহারে বসিয়াছেন। শ্রীম আসিয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, ক'জন? জগবন্ধু বলিলেন, চারজন—মুকুন্দ, গোকুল, সুখেন্দু ও আমি। শ্রীম বলিলেন, এই আর একজন, ইনিও বসে পড়ুন। মনোরঞ্জনও বসিলেন। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, বিনয়বাবু পরে বসবেন পরিবেশন করে। রাত্রি এগারটায় ভক্তগণ শয়ন করিতে গেলেন।

একজন শয়ন করিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য চরিত্র মহাপুরুষগণের! ভক্তদের জন্য কত ভাবনা। শুনেছি শ্রীমর মুখে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর এইরূপ আচরণ করতেন। কেবল ধর্মজীবনের জন্য উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না ঠাকুর। তাদের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—এই তিনটি শরীরেরই সংগঠনের উপর সমান দৃষ্টি রাখতেন ঠাকুর। শ্রীমও তাই করেন।

শশী নিকেতন, পুরী
২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১২ই পৌষ, ১৩৩২ সাল
রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভুবনেশ্বরের পথে

১

শশী নিকেতন। জগন্নাথ ধাম। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। শীতকাল। পূর্ণিমা। শ্রীম হলঘরে দাঁড়াইয়া আছেন পশ্চিমাস্য উত্তরের প্রথম দরজার সম্মুখে। ভক্তগণ বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আজ সকালে গেলে হয়। দেরী করে কি হবে? অন্ততঃ সাড়ে সাতটার সময় বের হতে হবে। শ্রীম ভুবনেশ্বর যাইবেন। কয়দিন হইতে এই কথা হইতেছে।

আশ্রমের সকল কাজ ক্ষিপ্র গতিতে শেষ হইয়া গেল। জগবন্ধু মনোরঞ্জন ও মুকুন্দ সমুদ্রে স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। সামান্য জলযোগ করিয়া তাঁহারা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন, স্টেশনে যাইবেন।

ভক্তগণ পদব্রজে চলিতেছেন ঝাউকুঞ্জের ভিতর দিয়া। প্রশস্ত রাজপথ, সুরকির রঙে রঞ্জিত। শীতকাল হইলেও পুরীতে চিরবসন্ত, মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ বড়ই মধুর। অদূরে সমুদ্রের স্বাস্থ্যবর্ধক সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ মাঝে মাঝে আসিয়া প্রীতি আলিঙ্গনে ভক্তদের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেম সঞ্চার করিতেছে। তাঁহারা বেদের মধু ব্রাহ্মণ আবৃত্তি করিতেছেন।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ লবণাম্বুর সুগভীর গর্ভ হইতে বালসূর্য নির্গত হইতেছে। আর এই উল্লাসানন্দ জলধি সুগভীর গর্জনে প্রকাশ করিতেছে। বালসূর্যের জন্ম, কি অপরূপ শোভা! কি নয়নসুখকর দৃশ্য!

ভক্তগণ চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমাদের! এমন পবিত্র মহাতীর্থ! তাহাতে আবার এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য। আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বেদব্যাসতুল্য কথামৃতকার শ্রীম। এই মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গে কত লীলা ও বিহার করিয়াছেন। অবতারের সঙ্গ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই—ঘটিয়াছে তাঁহার পার্ষদদের সঙ্গ। সেই মহাপুরুষ শ্রীম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন আজ অন্য এক মহাতীর্থে। আমরা সত্যই মহা ভাগ্যবান। পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফলে, আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপায় এই সংযোগ হইয়াছে। ভক্তদের এই দিব্য কল্পনাসুখ ভঙ্গ করিল ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ। মুখ বাহির করিয়া শ্রীম ভক্তদের দেখিতেছেন স্মিতবদনে। স্টেশনের প্রায় সন্নিকটে ভক্তদের সহিত শ্রীমর দেখা হইল। শ্রীম বলিলেন, একজন গাড়ীতে এলে পারেন। ভক্তগণ পদব্রজেই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আটত্রিশ মাইল। খুর্দা সাতাইশ মাইল। আর সাক্ষীগোপাল দশ মাইল। সাতটি স্টেশন সব নিয়া—মালতীপুর, দেলাং ও খণ্ডগিরি এবং আরও তিনটি।

স্টেশনের সদর ফটক বন্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর ছয়খানা টিকিট ক্রয় করা হইল। বিনয় পার্শেল অফিসের ভিতর দিয়া শ্রীমকে লইয়া স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুখেন্দুও ঐ পথেই গেলেন। মুকুন্দ, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন প্রবেশ করিলেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রবেশপথে।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী। মাঝারি রকমের প্রকোষ্ঠ। পঁচিশজন লোকের বসিবার স্থান। তিন সারি বেঞ্চ। শ্রীম বসিলেন, মধ্য সারির প্রথম স্থানে উত্তরাস্য, সম্মুখে দরজা। গাড়ী পূর্বপশ্চিমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লম্বমান। শীতকাল, পাশে বসিলে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, তাই শ্রীম বসিলেন গাড়ীর মধ্যস্থলে। গাড়ীতে উঠিয়াই শ্রীম মুকুন্দকে সহাস্যে বলিলেন, Because there is no fourth class (যেহেতু চতুর্থ শ্রেণী নাই)। সকলে হাসিতেছেন। পুনরায় হাসিলেন ঐ বাক্যের শেষাংশ শুনিয়া— so we are in the third class. (তাই আমরা বসিয়াছি তৃতীয় শ্রেণীতে)।

স্টেশন হইতে মাটির গ্লাসে করিয়া শ্রীমকে গরম দুধ পান করিতে দেওয়া হইল। তিনি হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, থার্ড ক্লাস। আবার দুধপান। মায়ের দুধ। এ সবই বড় মায়ের দুধ।

একজন হাতকাটা ভিখারী গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীম বলিলেন, দাও একে এক আনা দাও। একজন রামায়ত সাধু চেলাসহ গাড়ীতে উঠিয়াছেন। চেলার চালচলন হাস্যের উদ্রেক করে। শ্রীম সপ্রেমে সাধুকে নমস্কার করিয়া কাছে বসাইলেন। সাধুও প্রতি-নমস্কার করিয়া মুচকি হাসিতেছেন। সাধুর বয়স হইবে ত্রিশ। এবার তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল শ্লোকপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল, আর থামে না। শ্রীমও কৌতুকানন্দে মুচকি হাস্যে ঐ শ্লোক শুনিতেছেন। কখনও নেত্র উপরে টানিয়া কল্পিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আর সাধু অধিকতর উৎসাহিত হইয়া ঝড়ের মত শ্লোকতরঙ্গের অবতারণা করিতে লাগিলেন। উহা থামে না।

শ্রীম ভক্তদিগের প্রতি নয়নভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেন, এক ক্লাসের সাধু আছে তাহারা কেবল শ্লোক ঝাড়ে। ঐ পর্যন্ত উহাদের কাজ। ধারণা নাই। শ্রীম কখনও ভক্তদের বলেন, ঠাকুরের কতকগুলি শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু বলতেন না পাছে ভক্তরাও ঐ করে বেড়ায়।

গাড়ী ছাড়িল আটটা-বিশ মিনিটে। কিন্তু সাধুমহারাজের ঐদিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার শ্লোকপ্রবাহ অব্যাহত। গাড়ীর বেগ অধিক, কি সাধুমহারাজের কণ্ঠবেগ অধিক, তাহা বলা কঠিন। সাক্ষীগোপাল স্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সাধুজীর হুঁস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। তিনি শ্লোকাবৃত্তির আনন্দে নিমগ্ন। এখন আবার মাঝে মাঝে শ্লোকের ব্যাখ্যাও চলিতে লাগিল। 'গাড়ী আসিল'—চেলার এই কথায় সাধুর হুঁস ফিরিয়া আসিল। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে সাক্ষীগোপাল স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন চেলাসহ শ্রীমকে নমস্কার করিয়া। হয়তো সাধু মনে করিলেন, এমন সমঝদার শ্রোতা মেলা কঠিন। অজ্ঞাতে সাধু নিশ্চয় অনুভব করিয়াছেন এই বৃদ্ধ সমঝদার শ্রোতা অতিমানব। নহিলে তিনি কেন নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন কোন বাহ্য চিহ্নবিবর্জিত ভেকহীন, ও সাধারণ পোষাক পরিহিত শ্রীমর নিকট? সাধুটি ওড়িয়া। তাঁহার মাথায় একটি একটি কাল কম্বল জড়ান।

একটি ভক্ত আপন মনে চিন্তা করিতেছেন বিস্ময়ে শ্রীমর এই সশ্রদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া—কি করিয়া শ্রীম অতক্ষণ এই অপরিপক্ক যুবকের ধর্মোপদেশ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। ধন্য ধৈর্যের। শ্রীমর মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা, পূর্ণ বিশ্বাস—সাধু নারায়ণের সচল মূর্তি। দেখিতেছি, শ্রীম স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হাতে আনিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সাধুমাত্রেই নারায়ণের মূর্তি। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সাধুরা কেহ তমোমুখ, কেহ রজোমুখ, কেহ সত্ত্বমুখ। কিন্তু একই নারায়ণ। গুণভেদে প্রকাশ তিন প্রকার।

গাড়ী চলিতেছে পূর্বদিকে। রেললাইনের পাশে বাম হাতে একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি। ইহার নাম লক্ষ্মীজলা। এখানে জগন্নাথের সেবার ধান্য উৎপন্ন হয়। ভক্তগণ গাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? ভক্তগণ বলিলেন, ওই মন্দিরশীর্ষ দর্শন হইতেছে। আর এই লক্ষ্মীজলা। গাড়ীর দরজা ভক্তগণ খুলিয়া দিলেন, শ্রীমও প্রণাম করিলেন। বলিলেন, আচ্ছা, অত জলে ধান হয় কি করে, ডুবিয়ে ফেলে না জলে গাছগুলি? একটি ওড়িয়া যুবক পরিষ্কার বাংলায় শ্রীমকে বুঝাইয়া দিল। বলিল, জল যখন কম থাকে তখন ধানের চারা পুঁতে দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। তারপর বৃষ্টির জল জমলেও ধানগাছ ডুবে না। এখানে জোয়ার ভাটা নাই।

গাড়ী হইতে নামিবার সময় শ্রীমর কথায় ভক্তগণ ঐ সাধুটিকে দুই আনা পয়সা দিলেন। সাধুরা সাক্ষীগোপাল মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। গাড়ী চলিতেছে। রেল গুমতিতে সাধুরা আবার শ্রীমকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন।

একটি ভক্ত পুনরায় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার! সাধুটি শ্রীমকে চিনিতে পারিয়াছেন মহাপুরুষ। শ্রীমর পোশাক সাধারণ গৃহস্থ ভক্তের পোশাক। গায়ে ওয়ার-ফ্ল্যানেলের ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী। পায়ে কাল বার্নিশ করা পুরাতন চটিজুতা। পরনে থানকাটা সাদা ধুতি। কোমরে জড়ান নক্সাপাড়ের আটপৌরে ধুতি। মাথায় জড়ান ওয়ার-ফ্লানেলের কম্ফোর্টার। গায়ে জড়ান রাজস্থানী বালাপোষ। আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু। উন্নত ললাট। সুমুখ ঠেলা দুইটি বৃহৎ চক্ষু যেন ভক্তিরসে ডুবিয়া আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইটি বিশাল চক্ষুকে বলিতেন দুইটি শালগ্রাম। আর তাহাতে তিনি এই বিশ্বকে প্রতিফলিত দেখিতেন।

বাহ্য পোশাকে শ্রীমর ধর্মজীবনের কোনও চিহ্ন নাই। কিন্তু ঐ সাধুটি কি করিয়া শ্রীমকে চিনিলেন—এই কথা ভক্তটি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। মনে মনে বিচার করিতেছেন, না চিনিলে গৃহস্থ-বেশধারী একজন বৃদ্ধকে ঐ সাধু কেন বারবার প্রণাম করিতেছেন? ভক্ত শেষে স্থির করিলেন, এ বস্তুর গুণ। আগুনের কাছে বসিলে গরম লাগে। বরফের কাছে বসিলে শীতল বোধ হয়। ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব। তেমনি যথার্থ ব্রহ্মদ্রষ্টা আচার্যের কাছে বসিলে প্রাণে প্রাণে ঐ পবিত্র দিব্য স্পর্শ অনুভব হয় নিশ্চয়। তাহা না হইলে কি করিয়া সাধু শ্রীমকে চিনিলেন? ভক্তগণও কেহ তাঁহাকে শ্রীমর পরিচয় দেন নাই।

গাড়ীতে বসিয়াই শ্রীম সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। একজন যাত্রী শ্রীমকে বলিতেছেন, একবার ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল একজনের মকদ্দমায় মানুষ সেজে সাক্ষী দিয়েছিলেন। তাই বলে সাক্ষীগোপাল। একজন ব্রাহ্মণ বাক্‌দান করেছিল তার কন্যার বিবাহ দিবে অন্য একজন লোকের কাছে। দিন যায়, কিন্তু বিবাহ দিচ্ছে না। আর বাকদানের কথা অস্বীকার করে। নিরুপায় হয়ে কন্যাপ্রার্থী রাজদ্বারে অভিযোগ করল। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না। অগত্যা সে বিচারককে বলল, গোপালের মন্দিরে বসে বাগদান করেছিল। ইহা গোপাল জানেন। কি আশ্চর্য ওখানেই হঠাৎ সকলের সামনে গোপাল এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করে শপথ করে বললেন, হাঁ৷ আমার সামনে এই বাগদান হয়েছে। তখন সে রাজ-আজ্ঞায় ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করে।

গাড়ী চলিতেছে পূর্ব দিকে। একটু পরই দেলাং স্টেশন। গাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক উচ্চ নির্জন স্থানে একটি বৃক্ষকুঞ্জ দেখিয়া শ্রীম ভক্তদিগকে বলিতেছেন, ঐ দেখ, কি সুন্দর তপোবন!

যাহা দেখেন, যাহা বলেন, যাহা করেন সবেতেই শ্রীম বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সকল ব্যাপারই সরস ও সজীব। ভিতরে আনন্দময় জাগ্রত থাকিলেই কেবল এইরূপ আচরণ সম্ভব।

২

শ্রীম বেঞ্চের উপর যোগাসনে বসিয়া আছেন। আপন মনে কি ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পর গান ধরিলেন। শিবদর্শনে চলিয়াছেন। তাই প্রথমে শিবের গান। এ সবই ঠাকুরের গাওয়া গান। শ্রীম অন্য গান প্রায় গাহেন না—যে গান ঠাকুর গাহিয়াছেন, অথবা অপরে গাহিয়াছেন আর ঠাকুর শুনিয়াছেন, এমন গান ছাড়া। তিনি ভক্তদেরও তাহাই করিতে বলেন। বলেন, ঠাকুরের মুখ দিয়ে যে গান বের হয়েছে, তা বেদমন্ত্র। তাঁর শক্তি ঐ গানে সংপ্লুত রয়েছে। সেই শক্তি গায়কের হৃদয়কমল বিকশিত করে দেয়। যে গান শুনছেন তাতেও তাঁর শক্তি নিহিত থাকে। এই গান গাইলেও অন্তর্যামী জাগ্রত হন। এ সবই শক্তিশালী বেদমন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন—

গান। শিবশংকর বম্ বম্ ভোলা।
বিভূতিভূষণ, দেবত্রিলোচন, বৃষরাজ রাজে বামে গিরিবালা;
রাজ রাজেশ্বর দেবাদিদেব হর
ঢুঁড়ে শ্মশান ঘোরে যোগীরাজবর
জটোজুটধর, বাস বাঘাম্বর, করে শূল, গলে হাড়মালা॥
প্রেমানন চারু ভাবে ঢল ঢল, আঁখি ছল ছল ভকতবৎসল;
করুণ নয়নে, হেরি ভক্তজনে, হরিছে ভবেশ ভবজ্বালা॥

গান। শম্ভু স্বয়ম্ভু শম্ভু স্বয়ম্ভু। ইত্যাদি।

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥

গান। সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে॥
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়িতে চোয়ায় ভাটী পান করে মোর মন মাতালে।
মুল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥

দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম মত্ত হইয়া এই গানটি গাহিতেছেন। এইবার গান শেষ করিলেন নিম্নের গানটি গাহিয়া।

গান। সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ মোর। ইত্যাদি।

শ্রীম গানে মত্ত। গাড়ী আসিয়া থামিল খুর্দা জংশনে। চক্ষু মেলিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ স্টেশন এটা? ভক্তরা বলিলেন, এটা খুর্দা জংশন। শ্রীম পুনরায় কহিলেন, এখানে আমাদের একটি ফ্রেণ্ড আছেন। দেখা করলে বেশ হতো। শ্রীম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনের বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন যদি দৈবাৎ ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তেবাসী একজন মাদ্রাজী রেলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজেনবাবুর বাসা কোথায়? তিনি বলিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের সামনে স্টেশন মাস্টারকে দেখাইয়া বলিলেন, 'Ask him please' (এঁকে জিজ্ঞাসা করুন)। স্টেশন মাস্টার একটু অগ্রসর হইয়া বাসা দেখাইয়া দিলেন। অন্তেবাসী ও সুখেন্দু দৌড়িয়া গিয়া রাজেনবাবুকে সংবাদ দিলেন। রাজেনও দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

তিনি শ্রীমর সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে রেলের নানা সংবাদ দিলেন। কখনও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, ঘরের উনি অসুস্থা। প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকেন, ইত্যাদি। শ্রীম প্রশান্তভাবে ভক্তের দুঃখের কথা শুনিয়া সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে চক্ষু মুদ্রিত করেন। হয়তো ভক্তের দুঃখ দূর করার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। রাজেনকে বলিলেন, এই হাল সংসারের। তাঁকে বলুন। তিনি দুঃখ দূর করবেন। ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি থাকেন। রাজেন মাঝে মাঝে পুরী গিয়া শ্রীমকে দর্শন করেন। কখন সাধুদের দর্শন করেন। রাজেন প্রণাম করিয়া নামিয়া পড়িলেন। বলিলেন, ফিরবার সময় এসে আবার দর্শন করবো। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

খুর্দা জংশন মাদ্রাজ যাইবার রেলদ্বার। গাড়ী আসিতেছে, আবার যাইতেছে। কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে। শ্রীমর কক্ষে একজন নূতন লোক উঠিয়াছে উড়িষ্যাবাসী। বয়স পঞ্চাশ। মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার রেখা। মাথার পশ্চাতে উৎকলবাসীর মত চুলের ঝুঁটি। গালে পান। গ্রাম্য লোক। শ্রীম আদর করিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন। প্রশান্তচিত্ত শ্বেত শ্মশ্রুশোভিত শ্রীমর স্নেহস্পর্শে ঐ লোকটির হৃদয় বিগলিত হইল। সে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিল শ্রীমর কাছে। অতি কাতর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল তাহার দুঃখের কথা।

উৎকলবাসী (শ্রীমর প্রতি)—বাবাজী, হমর বহুত কষ্ট হওছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর পুঅর দেহ ভল নাই। টেলিগ্রাম আসিলা। সে পোস্টমান। মু তাঙ্ক পাখ যাউছি! ভাল হয়বো? অপন আশীর্বাদ দেউন।

শ্রীম (সমবেদনার সহিত)—ভাল হবে। তুমি শান্ত হও। আচ্ছা তার চিঠি প্রায়ই পাও?

উৎকলবাসী—আইজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীম—কবে পেয়েছ শেষ চিঠি?

উৎকলবাসী—আশ্বিন মাসে। পোস্টমাস্টার তার দিথিলে পয়সা কিচ্ছি লাগলে নাহি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পোস্টমাস্টার তার করেছে। পয়সা লাগে নাই। তা হলে serious (সঙ্কটাপন্ন) নয়, বোঝা যাচ্ছে। অসুখ হয়েছে। খবর দিলে। আপনার লোক গিয়ে দেখুক। তেমন বেশী নয় অসুখ।

শ্রীম (উৎকলবাসীর প্রতি)—তোমার ছেলে ভাল হবে। তুমি গেলেই ভাল হবে। ভক্তগণ অবাক।

উৎকলবাসী (কৃতজ্ঞতার সহিত)—আপন যবে কহিব তো ভল হেবো।

শ্রীম (আত্মগোপন করিয়া)—না, পয়সা দিয়ে যখন তার করে নাই, তখন serious (সঙ্কটাপন্ন) নয়।

একটি ভক্ত (স্বগত)—কি আশ্চর্য! এই আর একটি ঘটনা। শ্লোক ঝাড়া সাধু, না হয় শ্রীমকে ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষক কি করিয়া বুঝিল, এই বৃদ্ধ লোকটি ঈশ্বরীয় লোক? শ্রীমর পোশাকে বা কথায় ধর্মের কোনও চিহ্ন নাই। তবে ঐ দুইটি চক্ষু—যাহাকে ঠাকুর শালগ্রাম বলিতেন আর যাহাতে ঠাকুর বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন—দেখিলে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে এই বৃদ্ধ লোকটি বলিয়া লোকের অনুমান হয়। আর আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু ও উন্নত প্রশস্ত মুখমণ্ডলে প্রশান্তির প্রেমময় ছবি। আর বস্তুর সান্নিধ্য, এই দুইটিও অতিমানব বলিয়া অনুমানের অন্যতম কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই জন্য ঠাকুর বলতেন, এই সব জেনে আগে থেকে, তারপর সংসারে যেতে হয়। নরেশবাবুকে বলেছিলেন, সংসারে এই সুখ দুঃখ থাকবেই। মেঘ উঠবেই। তাই বলেছিলেন, আগে সাধুসঙ্গ করে, তপস্যা করে, ভক্তি লাভ করে সংসার কর। তাহলে অত বিচলিত হবে না শোক দুঃখে। আর সর্বদা স্মরণ রাখা ঠাকুরের মহাবাক্য, ঈশ্বর নিত্য সংসার অনিত্য।

গাড়ী পূর্বদিকে চলিতেছে। পরের স্টেশন খণ্ডগিরি। ভক্তরা আলোচনা করিতেছেন খণ্ডগিরি গাড়ীর কোন দিকে। মনোরঞ্জন বলিলেন দক্ষিণে। একজন ওড়িয়া যাত্রী বলিলেন উত্তর দিকে। গাড়ী স্টেশনে থামিলে অন্তেবাসী নামিয়া দুইজন লোককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা দেখাইয়া দিল উত্তর দিকে খণ্ডগিরির শুভ্র মন্দির। খণ্ডগিরিতে পাহাড় কাটিয়া গুহা তৈরী হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে জৈন সাধুগণ তপস্যা করিতেন।

ভুবনেশ্বর চলিয়াছে গাড়ী। গাড়ীতে বসিয়াই বৃক্ষকুঞ্জের ফাঁক দিয়া খণ্ডগিরির একটি ধবল মন্দির দেখা যাইতেছে। ইহার পরই দেখা গেল একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির-শীর্ষ—সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া সকল বন ও গ্রামের উপরে অবস্থিত। যেন বলিতেছে, যদি গর্ব করিতে চাও, যদি অভিমান কর, যদি বড় বলিয়া জগতে বিদিত হইতে চাও, তবে শ্রীভগবানের কাছে ছোট হও। তাঁহার দাসত্ব স্বীকার কর, সর্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হও। জাগতিক পরিচয় বৃথা, ক্ষণভঙ্গুর। ভগবানের পরিচয় অনন্তকাল স্থায়ী।

গাড়ী এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মঠ স্থাপন করেন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে। বনভূমির অভ্যন্তরে নির্জন স্থান, সাধনভজনের খুব উপযোগী।

ভুবনেশ্বর স্টেশনে সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো-যানে আরোহণ করিলেন, সঙ্গে সুখেন্দু ও সামান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। দেড় মাইল দূরে অবস্থিত লিঙ্গরাজের মন্দির পর্যন্ত গাড়ীর ভাড়া সাত আনা। মুকুন্দ, বিনয়, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু দ্রুতপদে চলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, শ্রীমর আসার সংবাদ দেওয়া। স্টেশন হইতে ঠাকুরসেবার জন্য কিছু মিষ্টি লওয়ার ইচ্ছা ছিল ভক্তদের। কিন্তু পাওয়া গেল না। দোকানদার বলিল, এক সের ভাল সন্দেশ ছিল। উহা 'বেলুড় মঠে' লইয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোক এই মঠকে বেলুড় মঠ বলে।

বেলা সওয়া এগারটা। ঠাকুরের ভোগ হইয়া গিয়াছে। ইহা এখন ব্রহ্মানন্দ-গৃহে নিবেদন করা হইয়াছে। ভক্তরা ব্রহ্মানন্দ- গৃহে ভোগদর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরঘর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমর আগমনবার্তা শুনিয়া মঠের সাধুগণ আনন্দে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীমর গাড়ী আসিতেছে না দেখিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। শ্রীম হয়তো লিঙ্গরাজ দর্শনে চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া ভক্তগণ মন্দিরের দিকে চলিলেন।

জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন কখন দ্রুতপদে, কখনও দৌড়িয়া চলিলেন মন্দিরের দিকে। মুকুন্দ এবং বিনয়ও চলিয়াছেন ঐদিকে ধীরে ধীরে। বিন্দু সরোবরের পূর্ব তীর দিয়া তাঁহারা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। চঞ্চল চিত্তে তাঁহারা বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীর দিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসিলেন, শ্রীমর কোনও সন্ধান মিলিল না। কিন্তু সেস্থান হইতে তাঁহারা বিনয় ও মুকুন্দকে সরোবরের বায়ুকোণে দেখিতে পাইলেন। তাই যে রাস্তায় গিয়াছিলেন সেই রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া ধর্মশালার সম্মুখে বিনয় ও মুকুন্দের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারাও শ্রীমর সন্ধান জানেন না।

সকলে মিলিয়া পুনরায় মন্দিরে গেলেন। শ্রীম সেখানেও নাই। এবার জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন সরোবরের পূর্ব তীর ধরিয়া উত্তরের দিকে চলিয়াছেন। খানিক পর মনোরঞ্জন ফিরিয়া চলিলেন মন্দিরে। কিন্তু জগবন্ধু একাকী উত্তর দিকে চলিলেন পূর্ব তীর দিয়া। একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরই তিনি দেখিলেন, শ্রীম বাম হাতে সরোবরের পূর্ব তীরের ঘাটে একটি উঁচু পাথরের উপর বসিয়া তর্পণ করিতেছেন। কি বিস্ময়, কি আনন্দ! তিনি ডাকিলেন, মনোরঞ্জন ফিরিয়া আসিলেন।

শশী নিকেতন, পুরী
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা

চতুর্দশ অধ্যায়

লিঙ্গরাজ মন্দিরে

১

শ্রীম দক্ষিণাস্য লিঙ্গরাজ মন্দিরে চলিয়াছেন। তাঁহার ডান দিকে বিন্দু সরোবর। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দিরশীর্ষ ও মন্দিরগাত্র দর্শন করিতেছেন। ডান হাতে নিকেলের চশমা, এক একবার চক্ষুতে লাগাইতেছেন। বলিলেন, এক রকমই দেখছি (পুরী ও ভুবনেশ্বর মন্দির)। এটি একাদশ শতাব্দীর। আর পুরীর মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীর। ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে পুরীর মন্দিরের নির্মাণ সমাপ্ত হয়। অনঙ্গ ভীমদেব সেই বৎসর সিংহাসনে বসেন। ১২২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজ্যকাল সমাপ্ত হয়।

শ্রীমর পায়ের কাছে একটি কুকুরের বাচ্চা বসিয়া আছে। তিনি আগাইয়া চলিলেন দক্ষিণ দিকে। শ্রীমর বাম হাতে পার্বতী সরোবর। এখানে শত শিবমন্দির আছে। প্রশস্ত চাতালে দাঁড়াইয়া তিনি সরোবর দর্শন করিতেছেন। জল সামান্য। মন্দির ও ঘাট সব সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়।

লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে শ্রীম যাইতেছেন। পথের বাম দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি সাধু আসনে বসিয়া আছেন। যাত্রীদের কপালে সাধু বিভূতির তিলক দেন। আর যাত্রীগণ দুই একটা পয়সা দেয়। শ্রীমকে সাধু ডাকিতেছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে কপালে বিভূতির তিলক লইলেন। ভক্তদের কাহারও কাহারও আপত্তি থাকিলেও শ্রীমকে অনুকরণ করিয়া কপালে বিভূতির তিলক লইলেন, 'যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ'—গীতার এই বাণী স্মরণ করিয়া। সাধুকে ভক্তরা দুইটি পয়সা দিলেন।

শ্রীম এইবার মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে কতকটা স্থান বৃহৎ প্রস্তরে বাঁধান। তাহার পূর্বে প্রস্তরের উচ্চ সিঁড়ির মত স্থান। শ্রীম সিঁড়ির প্রথম প্রস্তরখণ্ডটিকে উত্তরের দিক হইতে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। তারপর সেই হস্ত মস্তকে ও কপালে লাগাইলেন। ইহার পরই সমতল চাতাল। তাহার ডান হাতে পুষ্পবিক্রেতাগণ। তাহাদের নিকট হইতে দুইটি ঠোঙ্গাতে ফুল লওয়া হইল। ফুল দেখিতে সিঙ্গারা ফুলের মত। দাম এক পয়সা।

শ্রীম সিংহদরজায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কলসীতে অভিষেকের জল লইয়া দশজন সেবক মন্দিরে আসিতেছে। জলের উপর আচ্ছাদন বৃহৎ একটি ছত্র। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গলধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত। ভগবানের জন্য যাহা করা হয় সেই কার্যই শুভ ও পবিত্র। লোক সেই কার্যকে পূজার অঙ্গ মনে করিয়া সম্মান করে। শ্রীমও তাই ভক্তসঙ্গে যুক্তকরে দাঁড়াইলেন দক্ষিণাস্য, ফটকের ভিতরে, দরজার একটু পশ্চিম দিকে। ভগবান যেন মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন—শ্রীমর এই সশ্রদ্ধ ভাব। শ্রীম ভক্তগণকে সর্বদা ঠাকুরের কথায় বলেন, যেমনি ভাব তেমনি লাভ। আরও বলেন, মনকে শ্রদ্ধা দ্বারা এইরূপে রঞ্জিত করিতে করিতে ভক্তিলাভ হয়। বলেন, মনই আসল। এই মনকে তৈরী করার জন্য এইসকল বাহ্য আচরণের প্রয়োজন।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে বাম হাতে গণেশের মন্দির। শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তসঙ্গে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। বলিলেন, সব স্থানে প্রণামী দাও। এর পরই নৃসিংহমন্দির। শ্রীম বাহির হইতেই যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করিলেন। ইহার পর লিঙ্গরাজের রন্ধনশালা।

দক্ষিণ দরজা দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভক্তগণ। দরজার পাশে একটি তালাবন্ধ বাক্স আছে। লেখা আছে, প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া দিতে হইবে এই বাক্সে, মন্দির সংস্কারের জন্য। ছয়জনের জন্য তিন আনা পয়সা এই বাক্সে দেওয়া হইল।

শ্রীম গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সব অন্ধকার। মিট্‌মিট্‌ করিয়া এখানে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে অন্ধকার আরও সুগভীর হইয়াছে। শ্রীমর সঙ্গে পাণ্ডা। তিনি লিঙ্গরাজের সম্মুখে দরজার বাম পাশে বসিয়া পড়িলেন। তারপর পুষ্প ও বিল্বপত্রের অর্ঘ শিবের উপর দিয়া দুই হাতে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, আর দুই আনা প্রণামী দিলেন।

শিবলিঙ্গ একদিকে এক ফুট উচ্চ, বাকী অংশ গড়ান—একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। পাণ্ডারা দীপক দিয়া দেখাইতেছে। আর বলিতেছে, এই দেখ গঙ্গা, এই যমুনা আর এই সরস্বতী। এইবার দীপ সাহায্যে শ্রীম পরিক্রমা করিতেছেন। শিবের পরিক্রমা তিন দিকে করিতে হয়। গৌরীপট্ট উল্লঙ্ঘন করা অবিধেয়। শ্রীম পরিক্রমা করিতেছেন। পায়ে যেন কি লাগিয়া গেল। পাণ্ডা দীপ দিয়া দেখিল, কিছু নাই। শ্রীম বাহিরে আসিলেন মুক্ত হাওয়ায়। শীতকাল, তবুও শ্রীম ঘর্মাক্ত কলেবর।

শ্রীম এইবার মন্দিরের অঙ্গনস্থিত দেবদেবীকে দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা করিতেছেন। প্রথমে দর্শন করিলেন অবতারাদির মন্দির, বিশ্বকর্মার মন্দির ও দেবীমন্দির। এবার ভুবনেশ্বরীকে নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া দর্শন ও অর্ধভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার বৃষরাজ নন্দীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেন। এখানে পাণ্ডারা প্রসাদ দিলেন মালপোয়া ও সন্দেশের ঢেলা। উহা আহার করিতে করিতে ফটকের পাশে গণেশের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। এইস্থান হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই স্থানেই শেষ হইল। এখানে বসিয়া জলপান করিলেন। শ্রীম বেশ পরিশ্রান্ত, কিন্তু মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকায় পরিশ্রমবোধ নাই। এই স্থানে বেলুড় মঠের পাণ্ডা আসিয়া খাতায় শ্রীমর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইল।

শ্রীম বাহিরে আসিতেছেন ভক্তসঙ্গে। ফটকের ডান হাতের দোকানের সম্মুখে ভূমি হইতে অন্নের কয়েকটি দানা কুড়াইয়া 'মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ', উচ্চারণ করিয়া অতি শ্রদ্ধায় ভক্ষণ করিলেন। ভক্তগণও তাহাই করিলেন।

শ্রীম মন্দির-অঙ্গন হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। এখন উত্তর দিকে চলিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ জগবন্ধু বিনয় মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু। পাণ্ডা ও ভিখারীর দল পাছে পাছে যাইতেছে, আর বলিতেছে, বাবু দাও, বাবু দাও। রাস্তার বাম দিকে একটি খঞ্জ বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, দাও দাও, একে দাও।

বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীর দিয়া শ্রীম চলিয়াছেন পশ্চিম দিকে। সহাস্যে ভক্তদের বলিলেন, বাবা, যে নাম লিখে দিয়েছি—'শ্রীম', এতেই খুঁজে বের করবে। আবার বাড়ীর ঠিকানা আছে। অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, এ নাম সকলেই জানে। ভুবনেশ্বর মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে পুরো নাম জেনে নিবে।

শ্রীম বিনয়কে বলিলেন, একে (গাইড পাণ্ডাকে) এক আনা করে সকলে দাও। পাঁচ আনা হবে। আর তিন আনা আমাদের জন্য দিয়ে আট আনা পুরিয়ে দাও।

শ্রীম রঙ্গরস করিয়া চলিয়াছেন। ভিখারীর দল পিছন লইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, আনি ভাঙ্গিয়ে এদের দিয়ে দাও না। জগবন্ধু বলিলেন, They are paid once twice thrice (এক দুই তিনবার এদের দেওয়া হইয়াছে)। শ্রীম রহস্যচ্ছলে ভিখারীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, তোমরা ইংরেজী বোঝ—once twice thrice (একবার দু'বার তিনবার)? ভিখারীরা হাসিতেছে।

গাইড্ আট আনায় সন্তুষ্ট নয়। ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া পিছনে চলিতেছে। সে কেবল মন্দির দেখাইয়াছে। শ্রীম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এত লোভ ভাল নয়। (পাণ্ডার প্রতি) যা দিয়েছে তাই ন্যাও। তুমি মঠের পাণ্ডা, তাই এত দেওয়া হোল। অন্য লোক হলে এত দিতে হতো না। সাধুদের সেবা কর তাই এই দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডা বলিল, বাবু না কাঁদলে কি মা দুধ দেয়? তাই মায়ের কাছে বলছি। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন, বা, বেশ কথাটি শিখে রেখেছে।

বিন্দু সরোবরের পশ্চিম তীরে মঙ্গলচণ্ডী মন্দির। শ্রীম উহা দর্শন করিলেন। রাস্তার উপর দুই তিনটি নগ্ন বালক অবাক হইয়া শ্রীমকে দেখিতেছে। শ্রীম চলিতে চলিতে একটি মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ রাস্তা? জগবন্ধু বলিলেন, ডান হাতের রাস্তা। শ্রীম বলিলেন, কেন ওটাতে? জগবন্ধু বলিলেন, ঐটে আমাদের রাস্তা নয়। ওটা গেছে বাইরে গ্রামে। আমরা যাব স্টেশনে। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, পূর্ব তীর দিয়ে যে রাস্তায় আসা হয়েছিল, সেটা যদি সোজা হয় তা হলে ওটাতে গেলেই হতো। ভক্তরা বলিলেন, তা হলে এসব দর্শন ও পরিক্রমা হতো না। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব তীরের রাস্তা কে suggest (ইঙ্গিত) করেছিল? ভক্তগণ বলিলেন, গাড়োয়ান। তার সোজা হতো ঐ রাস্তা। কিন্তু এ তীরের সব দেখা হতো না। সরোবরের তীরে পাণ্ডাদের বাড়ী। কোন কোন বাড়ীতে মুড়কির দোকান। এখানকার মুড়কি প্রসিদ্ধ।

শ্রীম বায়ুকোণে দাঁড়াইয়া সরোবর দেখিতেছেন। এতক্ষণ পশ্চিম তীরের বাড়ী ও মন্দিরাদিতে সরোবর ঢাকা ছিল। সরোবর দেখিয়া শ্রীম বালকের ন্যায় সহজানন্দে বলিয়া উঠিলেন, দেখুন বিন্দু সরোবর! দেখে নিন্। কপালে আর হয় কিনা কে জানে। দেখছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই প্রায় একরকম—পুরী আর এখানকার। ঐ দেখেই এই হয়েছে। জগবন্ধু বলিলেন, সবই প্রায় এক সময়ের বলে বোধ হয়। মনোরঞ্জন বলিলেন, এও আগে হতে পারে, ও পরে। শ্রীম ইহা সমর্থন করিয়া বলিলেন, তাও হতে পারে।

শ্রীম চলিতেছেন। উত্তর তীরে পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, একে বলে দাও বার আনা হলে চলুক। গাড়োয়ান রাজী। শ্রীম গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তগণ পদব্রজে সঙ্গে চলিয়াছেন। একটু অগ্রসর হইলে স্যানাটোরিয়াম হোটেল। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, এখানকার সব সংবাদ জানলে হয়। জগবন্ধু সব সংবাদ জানিয়া আসিয়া বলিলেন, ত্রিশ টাকা মাসে খাওয়া খরচা। রুম নিলে বেশী। সিট্ নিলে এর মধ্যেই। তু'বেলা চা আর তিন বেলা আহার। মাছ বা মাংস রোজ দেয়, ইত্যাদি।

গাড়ী আবার চলিল।

২

গো-শকট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্মুখে আসিয়া থামিল। শ্রীম নামিয়া আসিয়া ডিস্‌পেনসারিতে প্রবেশ করিলেন। হল ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তারপর চেয়ারে বসিলেন। ভক্তরাও ক্লান্ত, তাই মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী কহিতেছেন, এদিকে এ্যালোপাথিক ঔষধ। আর ওদিকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। শ্রীম বলিলেন, ওতে না (ঔষধ) খারাপ হয় বলে। (সহাস্যে) এখানে (মাঝখানে ডান হাতখানি তুলিয়া) অন্ততঃ হাত দিয়ে পার্টিশান দিলেও হয় (সকলের হাস্য)।

ডিস্‌পেনসারী হইতে বাহির হইয়া শ্রীম মঠের ফটকের বড় রাস্তা দিয়া চলিতেছেন, আর তুই দিকে বাগান দেখিতেছেন। এইবার কূপের কাছে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলঘর দেখিলেন। সম্মুখে একটি রিকসা গাড়ী পড়িয়া আছে। ডান হাতে গাড়ীটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন ভক্ত (স্বগত)—বাবা, কি শ্রদ্ধা! এই গাড়ী রাখাল-মহারাজ চড়তেন। তাই উহা পবিত্র। এঁরাই দেখছি, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একে অন্যকে জানেন। আর জানেন, ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, নররূপী। আর এঁরা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ। শাস্ত্রবচন জাগ্রত করতেই এঁদের আগমন—"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু"।

রাখালমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আজীবন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই রাখাল-মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই মঠ। তিনি প্রথমে শ্যামপুকুর স্কুলে ছিলেন শ্রীমর প্রিয় ছাত্র, পরে হইলেন শ্রদ্ধেয় গুরুভাই।

শ্রীম হলঘর দিয়া ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। মঠের মহন্ত স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী শংকরানন্দ, ভক্ত বিনোদবাবু (পরে সাধু হন), বিপিন জামাই প্রভৃতি সাধু ও ভক্ত প্রায় দশজন আসিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন। দ্বিতলের ঠাকুরঘর ভোগরাগের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই শ্রীমকে রান্নাঘরের বারান্দায় প্রথম কামরার পাশে ভক্তসঙ্গে কুশাসনে বসাইলেন। তিনি প্রসাদ পাইবেন। পূর্বে সংবাদ পাইয়া সকল প্রকার প্রসাদ রাখা হইয়াছে।

শালপাতায় অন্ন প্রসাদ পরিবেশন করা হইয়াছে। আর চায়ের প্লেটে পায়েস। শ্রীমর পাশে বসা স্বামী শংকরানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ। শ্রীম প্রসাদ খাইতেছেন আর ফষ্টি নষ্টি, রঙ্গরস করিতেছেন। পায়েসের প্লেটটা মুখের কাছে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার এটা তোলা যেমন মেয়েরা নথ তুলে দেখে তেমনি (সকলের বিলম্বিত উচ্চহাস্য)। আনন্দে আহার শেষ হইয়াছে। এইবার কলে হাত ধুইয়া সকলে হল ঘরে বসিয়াছেন। শ্রীমর আদেশে জগবন্ধু বিনয় ও সুখেন্দু মঠের উপর ও নীচের সবগুলি ঘর দেখিয়া আসিলেন। একটি ঘরে বিপিন জামাই জপ করিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত তাঁহারা পড়েন। আজই প্রথম সেই অমর গ্রন্থের লেখক বেদব্যাসতুল্য শ্রীমকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। নূতন সাধু ও ব্রহ্মচারীগণও সকলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সানন্দে শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন।

হলঘরে ভুবনেশ্বর ও মন্দিরের সম্বন্ধে নানা কথা চলিতেছে। মন্দিরসংস্কারের জন্য প্রত্যেক যাত্রী থেকে ছু'পয়সা নেয়, এটা খুব ভাল। সংস্কারের অভাবে কত মন্দির, দেব দেবী ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। 'ভক্ত যাত্রীদের সাহায্যে এসব সংস্কার হলে খুব ভাল —শ্রীম বলিলেন। স্বামী শংকরানন্দ বলিলেন, অনেক লোক নাটমন্দির দিয়ে এসে মাথা গলিয়ে ভিতরে চলে যায়। পয়সা দেয় না। ফাঁকি দেয় অমন শুভ কাজে। মনোরঞ্জন বলিলেন, বিনয়-মহারাজ আজও দেখেছেন ঐরূপ ফাঁকি দিতে। এইসব লোক penny wise pound foolish (কড়িতে কড়া কাহনে কানা)। এরা বোঝে না ছু'পয়সায় কত বড় কাজ হচ্ছে।

গাড়ী ধরিতে হইবে। তাই শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের অন্যতম সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তীর্থভ্রমণে এখানে আসিয়াছেন। এখন বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই শ্রীম অনিচ্ছায় বিদায় লইলেন।

শ্রীম বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মহন্ত ছুইটি উত্তম গোলাপ আনিয়া শ্রীমর হাতে দিলেন। বলিলেন, এইমাত্র ফুটেছে। স্বামী শংকরানন্দ ছুইটি বড় পাকা পেঁপে আনিয়া শ্রীমর হাতে দিলেন। আর সহাস্যে মহন্তকে বলিলেন, কই, পত্র দিলে না, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'? শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, হাঁ, 'তোয়ং' পেটে আছে। আর (গোলাপ ফুল ও পেঁপে দেখাইয়া) আর এই 'পুষ্পং' আর এই 'ফলং'। স্বামী শংকরানন্দ সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু ওটি বাদে— 'যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।'

শ্রীম ধীরে ধীরে চলিতেছেন। আশ্রমবাসী সাধু ও ভক্তগণও চলিতেছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বারবার পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাস্টারমশায়, এই মঠে এসে কিছুদিন বাস করুন। মহারাজের মঠ। তাঁকে আপনি অত ভালবাসতেন। আমাদের সকলের খুব আনন্দ হবে। শ্রীম উত্তর করিলেন, বুড়োদের কিছুই স্থির নেই। কখন কোথায় তিনি নিয়ে যাবেন তা তিনিই জানেন। তোমাদের মনে আছে স্বামীজীর কথা ? বলেছিলেন গদগদ হয়ে, 'এই ক'টা বছর নাকে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন।' বলরাম মন্দিরে আমাকে বলেছিলেন। আবার বাবুরাম মহারাজও এই কথাই বলেছিলেন। একবার রেগে মঠ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁধে গামছা আর পায়ে চটিজুতা। চটর্ চটর্ করে চলছেন। ও মা, যেই ফটকের কাছে গেলেন, দেখলেন ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা দড়ি। দড়িটা ধরে নাকেবাঁধা একটা বাঁদরকে নাচাচ্ছেন। বাবুরাম মহারাজ হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। অত রাগ, কোথায় গেল।

ফটক পার হইতেছেন সকলে। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, কারুকে পাঠিয়ে দেব, ধরে নিয়ে আসবে গিয়ে। অমন প্রশান্ত ভাব এইখানে। সব মঠ থেকে ভাল। মহারাজ বলতেন, পুরীর হাওয়া আর ভুবনেশ্বরের জল একসঙ্গে হলে বেশ।

বড় রাস্তায় শ্রীম, সাধুগণ ও ভক্তগণ দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, এবার গাড়ীতে উঠুন। শ্রীম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, সে কি, সাধুদের সামনে গাড়ীতে ওঠা ? সাধুগণ তাই প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীম ভুলেও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না—এটি বরাবর দেখছি। ঠাকুর তাঁকে লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থ-আশ্রমে রেখেছেন। বড়ঘরের দাসীর মত তিনি গৃহে আছেন—প্রাচীন কালের ঋষিদের মত। সাধুগণ নারায়ণের রূপ, ঠাকুর বলতেন। এই মনে করে তিনি অকাতরে তাদের সম্মান করেন তাদের বয়স বিদ্যা গুণ নির্বিচারে। তাঁর কৃপায় যারা সাধু হয়েছে তাদের প্রতিও এই একই দিব্য আচরণ। বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। খালি মুখে বললে কি হয় ? ঠাকুরের এই মহাবাক্যের জীবন্ত মূর্তি শ্রীম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম গোযানে চড়িয়া স্টেশনের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিতেছেন, বেশ successful trip (সফল যাত্রা)! মনোরঞ্জন কাপড়ের গাঁটরীতে পেঁপেটি বাঁধিয়া লইলেন।

ভবানীপুরের ভক্ত হরিদাস মিত্র বায়ুপরিবর্তনে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীমর আগমনবার্তা পাইয়া স্টেশনে আসিয়াছেন। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে লইয়া স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলেন। শ্রীম বাহিরে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে একটি ইজি চেয়ারে বাহিরেই বসান হইল। স্টেশন মাস্টার আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম নিজ মনে হাসিতেছেন। অন্তেবাসীর কানে কানে বলিলেন, দেখলে ঠাকুরকে ডাকলে কত খাতির!

অন্তেবাসী (স্বগত)—আমাকে কেন বললেন, একান্তে এই কথা? মানুষের মনে যশাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বুঝি এই—ঠাকুরের একান্ত শরণাগত হয়ে সংসারে থাকা। এই উপায়ে বুঝি ভুক্তি মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। তাই এই পথ সর্বোৎকৃষ্ট।

ট্রেন আসিল দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটে। শ্রীমকে লইয়া ভক্তগণ ট্রেনে আরোহণ করিলেন। হরিদাস মিত্র শ্রীমর সহিত নিজের কথা কহিতেছেন। স্টেশন মাস্টার ও স্থানীয় ভক্তগণও গাড়ীতে চড়িলেন। তাঁহারা সকলে প্রণাম করিয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িল তিনটায়। স্টেশনের উভয় দিকে বন ও সরকারী রিজার্ভ। চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব এখানে বিলক্ষণ।

শশী নিকেতন, পুরী
২১শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ
১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

১

ফুস্‌ফাস্ রবে গাড়ী ছুটিয়াছে খুর্দা জংশনে, কাল ধূমে আকাশ ছাইয়া। শ্রীম বালকের ন্যায় কৌতুহলে উভয় পার্শ্বের বনজঙ্গল, রাখাল ও গরুর পাল দেখিতেছেন—নয়নে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শ্রীমর পাশে একটি জৈন যুবক বসিয়াছে। শ্রীম তাহার সহিত ফষ্টিনষ্টিচ্ছলে কথা কহিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, ধর্মসম্বন্ধে এই যুবকের কি ধারণা তাহা জানিবেন।

শ্রীম (জৈন যুবকের প্রতি)—অহিংসা পরমো ধর্মঃ, না জী ?

যুবক—ওহি তো সব হ্যায়।

শ্রীম—আচ্ছা জী, ইস্‌কা মানে কেয়া হ্যায়—জীবহত্যা না করো, কেবল এহি হ্যায়, কি আউর কুছ হ্যায় ?

যুবক—হঁা জী, এহি প্রধান হ্যায়।

শ্রীম—আচ্ছা জী, সত্যপালন, পবিত্রতা, সংযম, প্রেম, ইয়ে সব ভী ইস্ 'অহিংসা'মে আ যাতে—নহি কেয়া ?

যুবক (উত্তর দিতে না পারিয়া)—জীবহত্যা না করনা চাহিয়ে।

যুবকের ধর্মের সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে। ধর্মের আচরণ অর্থে সে বুঝে কেবল জীবহত্যা না করা। সত্যাদি দৈবগুণের সঙ্গে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক আছে, উহা সে জানে না। শ্রীম জিজ্ঞাসুর আসনে বসিয়া যুবকের বুদ্ধিকে আরও উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অদ্ভুত শিক্ষক! নিজে হারিয়া যাইবার ভান করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেছেন। কথা চলিতেছে।

শ্রীম (যুবকের) প্রতি—আচ্ছা জী, জীবমাত্র হি ঈশ্বরকা নিবাসস্থল হ্যায়, এইসি ভাবনা ক্যায়সা হ্যায় ?

যুবক—বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম—ঈশ্বরকো তো সবকো হি শ্রদ্ধা করনা চাহিয়ে ?

যুবক—এভী ঠিক হ্যায়।

শ্রীম—আগর, সব জীবমে ঈশ্বর হ্যায়, এইসি বুদ্ধি পাক্কী হো জায়, তো আপনে আপসে হি জীবহত্যা নাহি করতা হ্যায়। কেঁও কি ঈশ্বরকা শরীর হ্যায় জীব।

যুবক (বিনীত ভাবে)—হাঁ, জী।

শ্রীম—ঈশ্বরসে প্রেম হো জায় তো জীবমে ভী প্রেম আপ্‌সে হি আপ আ জাতা হ্যায়—কেয়া নাহি জী ?

যুবক—বিলকুল জী।

শ্রীম—আভি ঈশ্বরসে প্রেম ক্যায়সা হোতা হ্যায় ?

যুবক নিরুত্তর।

শ্রীম—আচ্ছা জী, মনুষ্যকে সাথ. হামারা প্রেম ক্যায়সা হোতা হ্যায় ?

যুবক—এক সাথ রহনা, খানাপিনা করনা, বিপদাপদমে সহায়তা করনা—ইস্‌সে প্রেম হোতা হ্যায়।

শ্রীম—য়্যায়সা হি ঈশ্বরকে সাথ ভী হোতা হ্যায়। ঈশ্বরকি পূজা করনা, উনকা গুণকীর্তন করনা, খিলানা পিলানা, প্যারসে পুকারনা —ইস্ প্রকারকে আচরণসে হি ঈশ্বরমে ধীরে ধীরে প্রেম হোতা হ্যায়। জীবহত্যা না করনে কে সাথ, ঈশ্বরমে প্রেম হোনেকে লিয়ে প্রযত্ন ভী করনা চাহিয়ে। কিসিকে উপর বুরী ভাবনা রাখনা, কি কিসিকো ধোকা দেনা, ঝুট বোলনা, এভী হিংসা হ্যায়।

যুবক (অতি সবিনয়ে)—হাঁ, মহারাজ।

যুবক ভাল লোক। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানে না। এইরূপ গভীর ধর্মব্যাখ্যা মনে হয় আজই সে প্রথম শুনিল। আর সে গোঁড়া জৈন নহে। গোঁড়া জৈনগণ ঈশ্বরকে মানে কেবল আদর্শরূপে —an ideal Being. জীবের কার্যে ঈশ্বরের কোন হাত নাই, না তো জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে। আপন কর্মফলে জীব বদ্ধ হয়, আবার মুক্ত হয়। কর্মই প্রধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ী খুর্দায় থামিল। শ্রীম ও ভক্তগণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। কারণ এই গাড়ী যাইবে ওয়ালটেয়ার। শ্রীম ও ভক্তগণ যাইবেন পুরী। শ্রীমর নামিবার পূর্বে যুবক যুক্তকরে অতি ভক্তিভরে নতশির হইয়া শ্রীমকে অভিবাদন করিল।

একটি ভক্ত (স্বগত)—মানুষের মনের উপর এরূপ সরস ও সুনিপুণ অস্ত্রোপচার, কেবল অবতারের হাতে গড়া ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের পক্ষেই সম্ভব। অমানী হয়ে মান দিয়ে লোককে বশীভূত করার শক্তিও কেবল এইরূপ দৈব আচার্যেরই থাকে। অযাচিত প্রেমমন্ত্রের স্পর্শে কি অমূল্য ধনই লাভ করল! ধন্য যুবক, ধন্য আচার্য! যুবকের মনকুসুমটি সূর্যকিরণে কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। যুবকের জীবনগতি পরিবর্তিত হল। 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'—ভগবান শঙ্করাচার্যের এই মহাবাক্য আজ মূর্ত হল।

ভক্তগণ খুর্দায় রাজেনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শ্রীম থার্ডক্লাস যাত্রীর প্রতীক্ষালয়ের সম্মুখের ফুলবাগিচার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজেন আসিয়া প্রণাম করিয়া শ্রীমর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি রেলকর্মচারী। তাঁহার পত্নী অসুস্থা থাকেন বার মাস। আফিসের কর্ম, আবার বাড়ীর সকল কর্ম তাঁহাকে করিতে হয়। তাই বড় দুঃখী, বড়ই অশান্তি গৃহে। শ্রীমর নিকট দুঃখ নিবেদন করিতেছেন। আর শ্রীম মায়ের মত সমবেদনায় কাতর হইয়া সব শুনিতেছেন।

রাজেন হঠাৎ চঞ্চল হইলেন, শ্রীমর সেবার জন্য কিছুই আনেন নাই, ইহা স্মরণ করিয়া। শ্রীম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তিনি রাজেনকে দুঃখনিবারণের উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন।

শ্রীম (রাজেনবাবুর প্রতি)—ঠাকুর তাই ভক্তদের এই সংসাররূপ জ্বলন্ত অনলের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলে দিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, সংসারে থাকলে মেঘ উঠবেই। ভয় পেয়ো না। মেঘ আবার চলে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছিলেন, বড়ঘরের ঝিয়ের মত থাকবে সংসারে। ঝি সব কাজ মন দিয়ে করে যেন আপনার কাজ, আপনার বাড়ী। কিন্তু, অন্তরে জানে এটা তার ঘর নয়। তার ঘর গ্রামে। সেখানে তার ছেলেপুলে থাকে। তেমনি সব করে যাওয়া যা আসে কর্তব্য বলে। অন্তরে কেঁদে কেঁদে বলা—প্রভো, শক্তি দাও, সুমতি দাও। তোমায় চিন্তা করার সুযোগ দাও। আর বলতে হয়, ভুলিও না প্রভো, ভুলিও না। তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমায় ভুলিও না।

বড় কঠিন স্থান সংসার। অযুত হস্তীর বল বুকে নিয়ে ভক্তরা সংসার করে। ছু'টি তরোয়াল ভক্তদের ঘোরাতে হয়—একটি কর্মের, অপরটি জ্ঞানের।

যতটা পারেন করে যান তাঁর কাজ বলে। আর প্রার্থনা করবেন —বাপ, কমিয়ে দাও কাজকর্ম। তোমায় চিন্তা করার সুযোগ সুবিধে করে দাও।

ঈশ্বর যে আপনার বাপ, আপনার মা। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সব করেন। বাপ-মা কিছু খারাপ করতে পারেন না, এই বিশ্বাস রাখতে হয়। যখন অসহ্য হয় তখন নির্জনে গোপনে খানিকক্ষণ কাঁদা। তাহলে হৃদয়ের ভার হাল্‌কা হয়ে যায়। তখন তিনি মনের অতি নিকটে এসে যান।

সুষুপ্তিতে তাঁর নিকটে এসে যায় জীব। আর বিপদে পড়ে কাঁদলেও জাগ্রতাবস্থায়ই জীব তাঁর নিকটে এসে যায়। এই ছু'টি ব্যবস্থা তাঁর জগৎরক্ষার বিচিত্র উপায়—সুষুপ্তি আর ক্রন্দন। নিরানন্দময় সংসারে তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন এই সাময়িক আনন্দ দিয়ে, শান্তি দিয়ে। ক্রমে ভক্তগণ তাঁর হাত দেখতে পায়। তখন অত বিচলিত হয় না শত বিপদেও।

ঠাকুরের আগমনই আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য। তিনি জানতেন, ভক্তদের এই সব বিপদ হবে। তাই আগে থেকেই উইল করে রেখে গেছেন রক্ষামন্ত্র—যেমন বাপ-মা রেখে যায় নাবালক ছেলের জন্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর বলেছিলেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য—জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি। আর সাধুসঙ্গটি রাখবেন।

ভক্তরা মুড়ি ও কলা কিনিয়া খাইলেন খুর্দায়।

এখন অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটা। গাড়ী ছাড়ার সময় হইয়াছে। রাজেন শ্রীমকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণও শ্রীমর দুই পাশে বসিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার উপর ভীড় না আসে। কক্ষটিতে তিন সারি লম্বা বেঞ্চ পাতা আছে। গাড়ী চলিতেছে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে। শ্রীমর জন্য কম্বল পাতিয়া দিয়াছেন ভক্তগণ দক্ষিণের সারির প্রথম বেঞ্চে। শ্রীম পূর্বের ন্যায় বালকবৎ আনন্দচঞ্চল। কখন বাহিরের বাগান, ফসলের জমি দেখিতেছেন। কখনও ভিতরের যাত্রীদের দেখিতেছেন। আনন্দে বলিলেন, পটপরিবর্তন বলে না ওরা (থিয়েটারওয়ালারা)? মনোরঞ্জন বলিলেন, এ যে গাড়ী পরিবর্তন (সকলের উচ্চহাস্য)! শ্রীম কৌতুকানন্দে ঐ উচ্চ হাসির সহিত স্বীয় প্রাণখোলা উন্মুক্ত হাস্যে বলিলেন, ও বাবা, এ যে একেবারে গাড়ী পরিবর্তন!

২

বেঞ্চের দক্ষিণ সারির পূর্বধারে একটি লোক বসা! বেশ অনেকটা সাধুর মত। তাঁহার সম্মুখে একটি সেতার পড়িয়া আছে বেঞ্চের উপর। শ্রীমর লক্ষ্য ঐ দিকে। একটু পর কম্বলাসনখানা হাতে লইয়া, 'যাই, ওখানে সাধুর কাছে বসা যাবে'—বলিয়া শ্রীম সাধুর কাছে গিয়া বসিলেন। ভক্তরাও উঠিয়া সেখানে গেলেন—মুকুন্দ, বিনয়, জগবন্ধু, সুখেন্দু ও মনোরঞ্জন। শ্রীম সাধুর সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছেন কম্বলাসনে। শ্রীম প্রণাম করিবার পূর্বেই সাধু শ্রীমকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। ইনি শংকর সম্প্রদায়ের সাধু, 'গিরি'-নামা। সাধু হইবার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা শ্রীমকে বলিতেছেন। বয়স পঞ্চাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সময়ে পরিবারে আট নয় জন লোক পরপর মরিয়া যায় প্লেগে ও নিউমোনিয়ায়। ঘরে কেহ জীবিত ছিল না। তাই সংসার অনিত্য বোধ হওয়ায় সাধু হইয়াছেন। জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশে, নাগপুর। এখন সব সামলাইয়াছেন। সংসার অনিত্যবোধে সংসার ছাড়িয়াছেন। এখন ঈশ্বর সত্য, এই বোধ প্রায় প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমর ইচ্ছা সাধুর গান শুনেন। সেতার পড়িয়া আছে দেখিয়া শ্রীম মনে করিয়াছেন সাধু গান জানেন। কিন্তু পরে জানা গেল উনি গান জানেন না। তাই গাহিতে অনুরোধ করিলেও গান গাহিলেন না। স্পষ্ট করিয়া বলিলেনও না যে জানেন না। শ্রীম যে কোনও রকমে সাধুর চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে চান। উহা হয় গানে। যাহার ভিতর যে কোন ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, উহা সহজে প্রকাশ পায় সঙ্গীতে।

অগত্যা শ্রীম অনুরোধ করিলেন, ভগবানকে বিষয়মে কৃপা করকে দো চার বাণী শুনাইয়ে। আপলোগ মহাত্মা হ্যায়। মহাত্মাসে ভগবানকি বাণী সুন্‌না চাহিয়ে। সাধু প্রচ্ছন্ন দীনতায় উত্তর করিলেন, খাস্ মহাত্মা কাঁহা? বহুৎ বিরলা হ্যায়। দো খাস্ মহাত্মা খণ্ডগিরিকে নিবাস করতে হ্যাঁয়। কভি কভি উন্‌কা দর্শন হোতা হ্যায়।

শ্রীম আরও দুইবার গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গাহিলেন না। অগত্যা শ্রীম নিজেই ইমনকল্যাণ রাগ আলাপ করিতে লাগলেন। শ্রীম (সহাস্যে) বলিলেন, হয়? সাধু উত্তর উত্তর করিলেন, প্রেম্‌সে যো কিয়া জাতা হ্যায় সো হি আচ্ছা হোতা হ্যায়। হোগা নাহি কেঁও?

ভুবনেশ্বর ও খুর্দার মধ্যপথে মনোরঞ্জন ও একটি ভক্ত যুবক জৈন সাধুটির সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন। এখন এই সাধুটির সম্বন্ধেও কথা হইতেছে। একজন ভক্ত বলিলেন, যে রকমই হোক, সাধুর গান গাওয়া উচিত ছিল। বৃদ্ধ লোক বলছেন মনে করেও গাইতে পারতো। শোকতাপে হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম সাধুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেঁও জী, আপলোগ গীতা উপনিষদ্ পঢ় লিয়া হোগা? সাধু বলিল, হাঁ জী, কুছ পঢ়া হ্যায়। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কঠোপনিষদ্? সাধু উত্তর করিল, না জী পঢ়া নাহি হ্যায়। শ্রীম মুকুন্দের কানে কানে বলিলেন, গান আমরা গাইলুম কেন? ধরিয়ে দিবার জন্য। বোঝা যাচ্ছে তেমন জানা নাই।

শ্রীম (মুকুন্দের প্রতি, লক্ষ্য সাধু)—একবছর হয় ঠাকুরের শরীর গেছে, এইটিন্ এইটিসেভেনে (১৮৮৭ খ্রীঃ)। কাশীতে একজন খুব বড় গাইয়ে ছিলেন। নাম মহেশ বীণকার। তিনি অতি উত্তম বীণা বাজাতে পারতেন। তিনি ইতিপূর্বে ঠাকুরকে ঐ বীণায় আশোয়ারী রাগিণী শুনিয়েছিলেন। আমাদের ইচ্ছা ঐ রাগিণী শোনা, বা অন্য কিছু। তিনদিন ঘুরে ঘুরে ফোরথ্ ডে-তে (চতুর্থ দিনে) ধরে পড়লুম বাজাতেই হবে। তারপর বাজালেন কানাড়া। আহা, কি বাজনা, এখনও কানে লেগে রয়েছে! তিনি পরে সাধু হয়ে গিছলেন। শেষে দেহত্যাগ করলেন। প্রায়োপবেশন করে শরীর ছাড়লেন। এই জ্ঞান হয়েছিল, দেহ তো থাকবে না—অবশ্য যাবে। তবে এর সেবা করা কেন আর? এই সংকল্প নিয়ে একটি বাগানে, কুটীরে বসে প্রাণত্যাগ করলেন। কি আশ্চর্য!

ভক্তদের কাছে গান গাইলে আনন্দ হয়। অন্য লোকের তা ভাল লাগে না। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে যেমন আনন্দ করে, এ-ও তেমনি। (সাধুর প্রতি) ক্যা জী, গাঁজাখোর হ্যায় নাহি? গাঁজাখোর গাঁজাখোরকো দেখনেসে আনন্দ্ করতে হ্যায় নাহি জী?

গাড়ী দেলাং স্টেশনের প্রায় কাছে আসিয়াছে। একটি বালক গাড়ীর দরজা খুলিয়া মেঝেতে বসিয়াছে। তাহার পা ফুটবোর্ডে রাখিয়াছে। পড়িয়া যাইবে ভয়ে মুকুন্দ উহা দেখিয়া আর্তনাদের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ও উড়ে' বলিয়া। শ্রীমও 'হা, হা' করিয়া উঠিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখলে, মহামায়া কি করে ভুলিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়। আত্মরক্ষা করা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। তাইতো ঠাকুর জীবকে শিখিয়েছিলেন, কি করে প্রার্থনা করতে হয় সর্বদা, দিবানিশি। বলেছিলেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

মা-ই বুদ্ধির চালক কিনা! মায়ের ছ'টি ডিপার্টমেন্ট আছে—বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। এই যে এ ছেলেটির আত্মরক্ষার বুদ্ধিও হরণ করেছেন, এটাও অবিদ্যামায়ার কাজ।

তিনি সর্বদা সত্যকে মিথ্যা, শ্রেয়কে প্রেয় বলে বুঝিয়ে দেন। তাই তাঁর অপর রূপকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, বিদ্যামায়াকে। বিদ্যামায়া প্রসন্ন হলে তবে ঈশ্বরের পথে যাওয়া যায়।

গাড়ী চলিতেছে। শ্রীম সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শন ও যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। সাক্ষীগোপাল স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। শ্রীম ক্লান্ত। তাই অন্তেবাসীকে বলিলেন, একটু রজঃ হলে হয়। অন্তেবাসী নামিয়া একটু রজঃ আনিয়া শ্রীমর হাতে দিলেন। শ্রীম পায়ের জুতা ছাড়িয়া 'জয় সাক্ষীগোপাল, জয় ভগবান' বলিয়া সেই রজঃ যুক্ত করে মস্তকে ধারণ করিলেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই সাক্ষীগোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ হলো। অসমর্থ হলে এরূপ করলেও তাঁরই পূজা করা হয়। আর এখানে শত শত ভক্তের চরণরেণু। তাই এই রজঃ জীবন্ত। এসব সঙ্কেত ঠাকুর শিখিয়েছিলেন।

তাঁর একটু প্রসাদী নির্মাল্য, কি চরণরেণু স্পর্শ করলেও তাঁকে স্পর্শ করা হলো। তিনি তো বাইরের কিছু চান না। চান, কেবল মনটি। মনেতে যাঁর সর্বদা তিনি বিরাজমান তাঁর পক্ষে এসবের দরকার নাই। তবুও লোকশিক্ষার জন্য মহাপুরুষগণ এসব বাহ্য আচরণ করে থাকেন।

যদি বল, মনে তো সকলেরই তিনি বিদ্যমান। তার উত্তর—হাঁ, তিনি সকলের মনেই বিদ্যমান। কারণ, মনের চালক কিনা তিনি—'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। কিন্তু কেহ ইহা প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন, কেহ বা পরোক্ষভাবে বুঝেছেন, বোধে বোধ করেছেন— ঈশ্বর মনের চালক। তাঁদেরই বলে জ্ঞানী। আর কেহ হয়তো এই কথা শুনেছেন শাস্ত্র ও গুরুমুখে, কিন্তু বোধ নাই। আবার কেহ হয়তো আদপেই শুনে নাই। এই তফাৎ, এই বিশেষ।

গাড়ী সাক্ষীগোপাল ছাড়িয়া মালতীপুর স্টেশনের দিকে চলিয়াছে, নারিকেলের বাগানের ভিতর দিয়া ও ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া। শ্রীমর মন অন্তর্মুখীন, কি ভাবিতেছেন। কোন ভক্ত অনুমান করিলেন তিনি বিষয়ান্তরে চিন্তা করিতেছেন। অস্তগামী সূর্যের কিরণ শ্রীমর মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। মনোরঞ্জন তাই একখানা চাদর টাঙ্গাইয়া দিলেন।

৩

শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন, ক্রাইস্টের কথা। এখন খ্রীস্ট-জন্মোৎসব চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আশ্চর্য, এ কেন হলো ? ক্রাইস্ট জানতেন, তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে। বেথানিতে (Bethany) ছিলেন তখন Simon the leper এর (মহাব্যাধিগ্রস্ত সাইমনের) বাড়ীতে। এই স্থান জেরু-জালেমের দুই তিন মাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সহর।

এক ভক্তের বাড়ীতে 'পাসওভার' (Passover) ভোজে সকলে বসেছে তখন বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন, 'Verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me.' তোমাদেরই একজন আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আর সে এখানে আমার সহিত ভোজন করছে। কিন্তু তবুও কিছু বললেন না। জুডাস্ ইসকেরিয়ট (Judas Iscariot) betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছিলেন কিনা। দ্বাদশজন অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদগণের তিনি অন্যতম। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। একসঙ্গে নিবাস, পানাহার, সব করতেন। তবুও কেন এরূপ হলো ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো লোকশিক্ষার জন্য তাঁরই ইচ্ছাতে এ লীলা। লোভ কত বড় শত্রু, এটি দেখাবার জন্য এই লীলা। মাত্র ত্রিশটি মুদ্রার জন্য এ কাজ করলেন, betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করলেন। জুডাস্ কি আর খারাপ লোক ছিলেন, তা নয়।

গীতায় তাই, কাম ক্রোধ লোভকে নরকের দ্বার বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই তিনটিই একসঙ্গে চলে।

মনের চক্রটি জুডাসের ঘুরিয়ে দিলেন। এটি অবিদ্যার কাজ। বাইবেলে একে বলে Satan, শয়তান। 'Satan enters his heart'—শয়তান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলো।

আর একটি দুর্বলতা, সেটি ক্রাইস্ট নিজেই দেখালেন। সেটি দেহবুদ্ধি। তাঁকে ধরবার আগে সাইমন পিটার, আর জেমস্ ও জনকে নিয়ে একান্তে চলে গেলেন। তাঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখছেন সব। তিনি একটু এগিয়ে মাটিতে পড়ে প্রার্থনা করছেন, 'Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me.' বললেন, পিতঃ, আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। এই বিপদটি সরিয়ে নিন। 'This cup' (এই বিপদ), অর্থাৎ crucifiction (ক্রুশে মৃত্যু)। ক্ষণকাল ছিল এই মানুষের ন্যায় দুর্বলতা। মৃত্যুভয়ে ঘেমে অস্থির। চোগা ভিজে গিছলো। একটু পরই আবার rally (মনকে স্থির) করলেন। বললেন, 'Not what I will, but what Thou will.' (না, না আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক)। আবার নিজেই এই দুর্বলতার কৈফিয়ৎ দিলেন। বললেন, 'The spirit truly is ready, but the flesh is weak'. (মন সত্যই প্রস্তুত, কিন্তু দেহ দুর্বল)।

আর একটি শিক্ষা দিলেন ভক্তাগ্রণী সাইমন পিটারকে (Simon Peter) দিয়ে। অতবড় ভক্ত পিটার! পিটার মানে প্রস্তর, বিশ্বাসের পাহাড়। এটা ছিল তাঁর উপাধি। ক্রাইস্ট এই নামে তাঁকে ডাকতেন। এই সাইমনের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'On this

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

rock I will build my church.'। বিশ্বাসের এই শৈলোপরি আমার ধর্মসৌধ রচনা করবো। আর হয়েছিলও তাই। ক্রাইস্টের অন্তর্ধানের পর পিটারই উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে সব গুরুভাই-বোনদের একত্রে রেখেছিলেন। তাঁর 'flock'এর (সঙ্ঘের) ভার পিটারের উপরই দিয়ে গিছলেন ক্রাইস্ট।

পিটার বলেছিলেন, আমি আমরণ তোমার সঙ্গে থাকবো। ক্রাইস্ট শুনে বলেছিলেন, আজ রাত্রি দুই প্রহরের ভিতর তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে—'Before the cock crows twice, thou shall deny me thrice'. হয়েছিলও তাই।

ক্রাইস্টকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পিটারও দূরে থেকে পিছু পিছু যাচ্ছেন। গায়ে একখানা চাদর। চাদরটা ধরে কতকগুলি লোক বললে, তুমিও তো তাঁর সঙ্গী। অমনি চাদর ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দৌড়। খালি গা, শীতকাল। প্রধান পুরোহিতের বাড়ীতে বসে আগুন পোয়াচ্ছেন পিটার। দু'বার দু'জন পরিচারিকা স্ত্রীলোক বললে, তুমিও তো ক্রাইস্টের লোক। পিটার অস্বীকার করে বললেন, কার কথা বলছো তোমরা ? সত্যি বলছি, আমি তাকে জানি না—'I know not this man of whom ye speak.' ইতিমধ্যেই মুরগী দ্বিতীয় প্রহরের ডাক ডাকতে লাগলো। পিটার তখন মুরগীর ডাক শুনে ক্রাইস্টের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন।

এ ঘটনাটি দিয়ে ক্রাইস্ট এই শিক্ষা দিলেন—হাজার মহাপুরুষ হও, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে সত্যরক্ষা হয় না। তিনিই কাউকে কাউকে দিয়ে সত্যরক্ষা করান। আর একটি শিক্ষা ঐ—ক্রাইস্ট নিজে যেটি দেখালেন—জীবের দেহবুদ্ধি যেতে চায় না। অর্থাৎ, দেহ ধারণ করলে ভগবানও তাঁর মায়ার অধীন। তাই ঠাকুর বলতেন, সব তাঁর 'অণ্ডারে'। আর 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' সাধারণ জীবের কথা কি—দুর্বল, অতি দুর্বল জীব— 'a broken reed' (একটি ভগ্ন নলখাগড়া)। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা হলে এই দুর্বল জীবই দুর্জয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম নীরব। নিবিড় কাল মেঘের ন্যায় ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে পুরীর দিকে। কখন নারিকেল বাগান, কখনও আম্র ও কদলীর কুঞ্জ, কখনও বা বেণুবনের ভিতর দিয়া গাড়ী তীব্র বেগে চলিতেছে ভক্তগণকে জগন্নাথদর্শন করাইতে। দূরে এক একটি অনুচ্চ পাহাড়ও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

ভক্তগণ একমনে শ্রীমর কথামৃতপানে মত্ত। বাহিরের জগৎ বুঝি তাঁহাদের ভুল হইয়া গিয়াছে। নিজেদের ভিতর দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি অসহায় অবস্থা মানুষের। গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, অবতার ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদেরই যদি এই অবস্থা, তবে আমাদের 'কা কথা'। এক একবার মনে ভরসাও আসিতেছে। মনে করিতেছেন, আমরা অবতারের পার্ষদদের সঙ্গে রয়েছি, তাঁরা আমাদের ভালবেসেছেন সব দুর্বলতা জেনেও। কি আর করবো? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শরণ। তাঁর পার্ষদগণ আমাদের শরণ। মনের ভিতর চলিতেছে বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ—কখনও ভাবনা, কখনও ভরসা, আর প্রার্থনা।

শ্রীম পুনরায় তাঁহার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি)—ক্রুসিফিকশান হবে, তা-ও তিনি জানতেন। কয়েকবারই ভক্তদের বলেছিলেন, 'My time is at hand' (মৃত্যু নিকট)। আহা, কতবার বলেছেন, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—'One of you shall betray me'! এই কথা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন, প্রভো, সে ব্যক্তি আমি কি? 'Is it I'? তিনি উত্তর করলেন, আমার সহিত যে একসঙ্গে খাচ্ছে সে—'One of you which eateth with me shall betray me.' আহা, অত জেনে শুনেও কিন্তু কিছু বলেন নাই জুডাস্‌কে। কি আশ্চর্য তাঁর সহনশীলতা, কি অদ্ভুত শরণাগতি, কি অমানুষিক করুণা, কি অসীম প্রেম!

সকলের সঙ্গে যখন জুডাসও বললেন, আমি কি? 'Master

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is it I,' তিনি তখন প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিতে উত্তর করলেন, ঠিক বলেছ —'Thou hast said.'

মানুষে এই উদার দোষত্রুটিহীন দৃষ্টি কোথায়? একটু পরই যে প্রাণহরণের সহায়তা করবে তার সঙ্গে এই ব্যবহার। একেই বলে সমদৃষ্টি।

ক্রাইস্ট দেখছেন, ঈশ্বরই জুডাসরূপ ধারণ করে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করাবেন। তাই সব সহ্য করলেন অম্লান বদনে। আবার প্রশান্তভাবে জুডাসের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা বলে গেলেন। বললেন, যে আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার কি দুর্দ্দশা। তার জন্ম না হলেই ভাল হতো। বলেছিলেন, 'Woe to that man by whom the Son of man is betrayed'. বললেন, 'Good were it for that man if he had never be born.'

'Woe to him' মানে, কি দুর্ভাগ্য তার, কি সর্বনাশ। এতে অভিশাপ নাই। মাত্র ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা বলে গেলেন। জুডাস্ পরে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন। আর জগতে অনন্তকাল জুডাসের দুর্ণাম রয়ে গেল।

শ্রীমর মুখে এসব কথা অতি গুরু গম্ভীররূপে প্রতিভাত হইল ভক্তগণের হৃদয়দর্পণে। সকলেই নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহারা ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রভো সুমতি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না— 'And lead us not into temptation, but deliver us from evil'.

সেতারী সাধু শ্রীমকে গান শুনাইলেন না বটে, কিন্তু শ্রীমর কথামৃত অতি সশ্রদ্ধভাবে শুনিতেছিলেন। তিনি বাংলা বুঝেন বলিয়া প্রতীত হইল।

গাড়ী মালতীপুর স্টেশনে অল্পক্ষণ দাঁড়াইল। পুনরায় চলিল। বাঁক ফিরিয়া গাড়ী লক্ষ্মীজলার পাশ দিয়া যাইতেছে। শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীজলা দর্শন করিতেছেন। আর দর্শন করিতেছেন জগন্নাথের মন্দিরশীর্ষ। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—জলের মাঝে ঐগুলো কি সব ভেসে রয়েছে ? খড়কুটো কি ?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে না। ঐগুলি জমির আইল।

শ্রীম (অন্তর্মুখীনভাবে)—কখন কি ভাব হয় বলা যায় না। ত্রিশ বছর আগে গাড়ীতে বসে মন্দির দেখে কেঁদেছিলাম। 'জগন্নাথ, তোমায় ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে'—এই বলে। এখন কিন্তু আর ঐ ভাব নেই।

একটি ভক্ত (স্বগত)—কি আশ্চর্য, তিন বছর পূর্বে আমারও এরূপ কান্না এসেছিল মন্দির দেখে এই বলেই—আপনার জনকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে !

সেতারী সাধু সব শুনিতেছিলেন। এবার কথা কহিলেন।

সাধু (শ্রীমর প্রতি)—মনুষ্য যব সাধন অবস্থামে রহতে হ্যায় তব তক্ প্রেম বড়া প্রবল হোতা হ্যায়। আউর তত্ত্বজ্ঞান হোনেকে পশ্চাৎ য়্যায়সা ভাব নাহি রহতা। আভী আপকা তত্ত্বজ্ঞান হো গিয়া হ্যায়।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—ঠিক ঠিক।

পুরী স্টেশন। যাত্রীগণ সব নামিতেছে। চারিদিকে হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি। পাণ্ডারা রেলিংএর বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'বাবু ইয়ারে আস।' ঠেলাগাড়ী ও ঘোড়াগাড়ীওয়ালা চীৎকার করিতেছে—'বাবু আসন্তু, বসন্তু'। সকলেই ব্যস্ত নিজের নিজের স্বার্থ নিয়া।

শ্রীম এইসব তাজ্জব কাণ্ড বালকের মত আনন্দে দেখিতেছেন। নিকেলের চশমাটি চক্ষুতে সংযোগ করিয়া এক একবার দূরের দৃশ্যাবলীও দর্শন করিতেছেন।

ভগবানের দর্শন হইবে, তাঁহার চরণতলে আমরা আসিয়াছি—এই ভাবনায় যাত্রীগণও উৎফুল্ল। এখানকার বাতাবরণ এই দিব্যভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবিত। শ্রীম গোলমালের মধ্যে এই সরস উৎফুল্ল 'মাল'টি আনন্দে উপভোগ করিতেছেন। যাত্রীগণের হৃদয়ের আনন্দটি সম্ভোগ করিতেছেন হৃদয়ে। তাই তাঁহার মুখমণ্ডলে এই নির্মল আনন্দের ছটা প্রতিফলিত।

স্টেশনঘরের পাশের বাহিরের ফটক দিয়া শ্রীম বাহির হইলেন। প্যারাডাইস্ হোটেলের সত্বাধিকারী বাঙ্গালীবাবুও এই গাড়ীতে আসিয়াছেন। শ্রীমকে দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিলেন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাকে নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। শ্রীম বলিলেন, বালতিটা দাও। আর একটা পেঁপেও দাও। বেশ নিয়ে যেতে পারবো। সুখেন্দু সর্বাগ্রে চলিয়া গিয়াছেন আহারের ব্যবস্থার জন্য। জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, বিনয় ও মুকুন্দ সকলে একসঙ্গে চলিয়াছেন কলেজিয়েট স্কুলের পাশ দিয়া। বড় রাস্তায় স্বামী সিদ্ধানন্দ বলিলেন, আজ জগন্নাথের রাজবেশ। দর্শন করে এলাম।

শ্রীম শশীনিকেতনের বারান্দায় বসিয়া আছেন, ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণ আসিলেন সাড়ে পাঁচটায়। শ্রীম হাস্যমুখে বলিলেন, A good day's work—আজের দিন সফল।

শশী নিকেতন, পুরী
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ অধ্যায়

জগন্নাথের রাজবেশ

১

সিংহদ্বার। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে অরুণস্তম্ভ। শ্রীমর পরনে থান কাপড়। গায়ে এ্যাশ কালারের ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। মাথায় ধুসর রঙ্গের গরম কম্ফোর্টার। দুই স্কন্ধের উপর ভাঁজকরা মটকার চাদর। সঙ্গে বিনয়, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন—শ্রীম পশ্চাতে। এখন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা। কিছুক্ষণ পূর্বে শ্রীম ভুবনেশ্বর হইতে ফিরিয়াছেন। আজ জগন্নাথের রাজবেশ। উহা দর্শন করিবেন। তাই শশীনিকেতন হইতে শীঘ্র আসিয়াছেন। মুচিশাহি ও দোলমণ্ডব-শাহি অতিক্রম করিয়া মন্দিরের পূর্ব দিকে মিষ্টান্নের দোকানে জুতা রাখিয়া আসিয়াছেন। নিজের জুতা শ্রীম নিজহস্তে রাখিয়াছেন, ভক্তদের দেন নাই। বিনয় লাঠিখানা হাত হইতে লইয়া শ্রীমর হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন। শুদ্ধহস্তে সিংহদ্বারে আসিয়াছেন।

সিংহদ্বারে খুব ভীড়। অসংখ্য লোক আসিতেছে যাইতেছে। শ্রীম মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নত হইয়া দ্বারদেশ ডান হাতে স্পর্শ করিয়া সেই হাত নিজের কপালে ও মস্তকে স্থাপন করিলেন। ত্বরিত পদে চলিতেছেন। দেরী হইয়া গিয়াছে। দর্শন হয় কিনা সন্দেহ। পূর্বমুখী ফটকের প্রবেশপথের দুই দিকে পাথরের দুইটি উচ্চ বেদী আছে। উত্তর দিকের বেদীর পূর্ব দিক হইতে দেড় হাত পশ্চিমে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ মন্দিরে যাইবার পথে এই স্থানে প্রণাম করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে যাইবার পথে প্রশস্ত অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি রহিয়াছে। ছয়টি সিঁড়ি উঠিয়া বাম হাতে দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির। শিবের সম্মুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া বাহির হইতে যুক্ত করে সদাশিবকে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। যেন তাঁহার অনুমতি লইয়া জগন্নাথদর্শনে যাইতেছেন। একে জগন্নাথক্ষেত্র, তাহাতে আবার ভারতীয় একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম বিমলাদেবী এখানে রহিয়াছেন। শিব এখানে তাই ভৈরবের কাজ করিতেছেন দ্বারপালরূপে। তাই মহাপুরুষ শ্রীম শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন।

শ্রীম অবশিষ্ট প্রস্তরের দ্বাদশটি সোপান আরোহণ করিতেছেন মধ্যস্থল দিয়া। বৃদ্ধ শরীর, আবার অদ্যকার ভুবনেশ্বর দর্শনের ক্লান্তি। অতি ধীরে সোপান অতিক্রম করিতেছেন। ক্লান্ত হইয়া পড়ায় শেষ সোপানের উত্তর প্রান্তে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমর সম্মুখে মন্দিরাঙ্গনের প্রবেশপথ। আবার চলিলেন। উত্তর দিক হইতে দেড় হস্ত দক্ষিণে ডান হাতে ফটক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। দ্বিতীয় ফটকের ভিতরে নানা প্রকারের প্রসাদী মিষ্টান্নের দোকান। অঙ্গনে ও বাম হাতে টাটকা মুড়কি প্রভৃতি মিষ্টান্ন লইয়া বসিয়াছে। ভক্তরা ক্রয় করে এই সদ্যনিবেদিত মহাপ্রসাদ। শ্রীম আনন্দে উহা দর্শন করিতেছেন আর অগ্রসর হইতেছেন ধীরপদে। সত্রভোগ মন্দিরের পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া শ্রীম উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ যাত্রী, গৃহ, বিপণি ও দ্রব্যাদি দর্শন করিতেছেন। এইবার দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। শ্রীমর দক্ষিণ হাতে সত্রভোগ মন্দির। আর বাম হাতে জগন্নাথের রন্ধনশালার প্রবেশপথ। এই পথের একটু উত্তরে ক্ষেত্রবাসী একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি রাজবেশ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। দর্শন হয় কিনা সন্দেহ। তাই ডাক্তার বলিলেন, যান দেখুন। শ্রীম ব্যাকুল হইয়া চলিলেন।

নাটমন্দিরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া শ্রীম দেখিলেন দরজা বন্ধ। তাই নাটমন্দিরে না উঠিয়া শয়নমন্দিরের দক্ষিণ দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব দিক দিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছেন। শ্রীমর বাম হাতে একটি মন্দির আর ডান হাতে খাজাঞ্জির ঘর। শ্রীম উপরের সিঁড়ির পূর্ব প্রান্তস্থ সিঁড়িটি ডান হাতে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া দরজার পূর্ব দিক দিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এখন পূর্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকের একটি পিলারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি যুক্ত করে প্রণাম ও দর্শন করিতেছেন। জগবন্ধু, বিনয় ও মনোরঞ্জন শ্রীমকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন যাহাতে ধাক্কা না লাগে। বড় ভীড়। শ্রীমর পশ্চাতে একদল মধ্যভারতীয় মহিলা।

আজ রাজবেশ। তাই বলরাম সুভদ্রা ও জগন্নাথ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। পূজারীগণ জগন্নাথের সুবর্ণ হস্ত খুলিতেছেন। বলরামের হাত খোলা হইয়া গিয়াছে। লক্ষ শালগ্রামনির্মিত গ্রীবাসম উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা ও উত্তরে জগন্নাথ বিরাজিত। ঘনকৃষ্ণ ও শুভ্র রঙে জগন্নাথের মূর্তি রঞ্জিত। ঘৃতের প্রদীপে বেশ দর্শন হইতেছে। সুভদ্রা ও বলরামও এই রঙেই রঞ্জিত। শ্রীম এইবার শয়নমন্দিরে উত্তরের দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণের দরজার বরাবর। বলরামকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার স্বর্ণহস্ত খোলা হইয়াছে। পূজারী উহা লইয়া শয়নমন্দিরে আসিয়াছেন। ইহাই ভাণ্ডার। মনোরঞ্জন ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, এই বলরামের সোনার হাত। শ্রীম অন্তর্মুখীন, কর্ণে ঐ কথা প্রবেশ করিল না। অন্তেবাসী শ্রীমর পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কর্ণের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন, বলরামের হাত। শ্রীম অগ্রসর হইয়া যুক্ত করে ঐ সুবর্ণ হস্ত স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন। ভক্তগণও তাঁহারই অনুকরণ করিলেন। এখন বাহিরে আসিবেন। তাই ইতিপূর্বে যে স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন সেই দক্ষিণ দিকে কোণে পিলারের নিকট আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইলেন। যুক্ত করে গদগদভাবে জগন্নাথকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন জন্মের মত। এই শরীরে আবার এই রাজবেশ দর্শন করিবার সুযোগের সম্ভাবনা নাই।

শয়নমন্দিরের দক্ষিণের দরজার বাহিরে শ্রীম আসিয়াছেন। পূর্ব দিকে মন্দিরের ম্যানেজার রায় বাহাদুর সখীচাঁদ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমকে দেখিয়া তিনি অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাঁহারই সাগ্রহ ব্যাকুল আমন্ত্রণে শ্রীম এবার পুরীতে আসিয়াছেন। তাঁহার আমন্ত্রণকেই শ্রীম জগন্নাথের আহ্বান মনে করেন। অন্তেবাসী বিনয়কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, এঁকে বল না যদি গর্ভমন্দিরে যাওয়া যায়। বিনয় বলিলেন, কিন্তু সখীচাঁদ দুঃখিত হইয়া জানাইলেন, মেঝেতে জল পড়ে গেছে—এখন আর হয় না।

শ্রীম চত্বরে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, শয়নমন্দিরে প্রবেশপথের পূর্ব ধারে, মন্দিরগাত্র হইতে দেড় হস্ত দক্ষিণে। শ্রীমর পশ্চাতে বাম হাতে খাজাঞ্চির ঘর আর সম্মুখে শয়নমন্দিরের সিঁড়ি। শ্রীমর বাম হাতে উত্তরাস্য বিনয় ও মনোরঞ্জন, আর ডান হাতে দক্ষিণাস্য জগবন্ধু। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মস্তকের উপর ভাঁজকরা মটকার চাদর, শীতকালে ঠাণ্ডা না লাগে তাই। ধ্যানের প্রথমেই যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। তারপর ঐ যুক্ত কর স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন। শ্রীমর শরীর কখন দুই পার্শ্বে দুলিতেছে, কখনও সম্মুখে কখনও পশ্চাতে, শেষে একেবারে স্থির, নিশ্চল।

অসংখ্য যাত্রী মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে আবার বাহিরে যাইতেছে দলে দলে। সিঁড়ির নীচে ভীড় লাগিয়া আছে। দুইটি হিন্দুস্থানী দল পরপর মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। প্রতি দলে ত্রিশ জনেরও অধিক। গ্রাম্য লোক সব। স্ত্রীলোকই বেশি। তাহারা গান গাহিতেছে। কি আনন্দ! কত কষ্ট করিয়া তাহারা এখন জগন্নাথের পদপ্রান্তে উপস্থিত। সারা জীবনের শুভ বাসনা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জগন্নাথ তাহাদিগকে টানিয়াছেন। ভারতীয়দের বিশ্বাস, জগন্নাথ টানিলে তবেই জগন্নাথের দর্শন সম্ভব। তাই যাত্রীদের নয়নে প্রেমাশ্রু—কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আনন্দে।

দ্বারীগণ সুপারির খোলার চাবুক দিয়া যাত্রীদের পিঠে ঠাশ ঠাশ করিয়া আঘাত করিতেছে। আর বলিতেছে, চল, চল। পরম আহ্লাদে যাত্রীগণ ঐ আঘাত প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেছে। যাহার পিঠে আঘাত পড়ে নাই, সেও আনন্দ বলিতেছে, বাবা, মেরে পিঠমে মার। ভীড় যাহাতে না হয় সেইজন্য এই প্রহার। আঘাত নামমাত্র। যাত্রীগণ মনে করে ইহা জগন্নাথের প্রহারপ্রসাদ, সৌভাগ্যের চিহ্ন। আর এই আঘাতে শরীর ও মনের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ দ্বারে নৃত্য করিতেছে। সারা জীবনের অতি অল্প সঞ্চয় আজ শুভ ফলপ্রসূ হইয়াছে। গ্রাম্য লোকগণ আজ জগন্নাথ-দর্শনোন্মুখ। নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে, কৃতকৃত্য মনে করিতেছে। তাই এই নৃত্য এই আনন্দ, এই স্তুতি ও মিনতি। ধর্ম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এই দরিদ্র সরল যাত্রীদের ভিতর।

চাতালের উপর বসিয়া পাণ্ডাগণ, কেহ টাকাকড়ির হিসাব করিতেছে, কেহ বা টাকা মেঝের উপর আঘাত করিতেছে ভাল কি মন্দ পরীক্ষার জন্য। কেহ কেহ যাত্রীদের বলিতেছে, 'ইয়ারে দাও, ইয়ারে দাও।'

২

জগন্নাথধাম, রামেশ্বর, সারদা ও বদ্রীনারায়ণ—ভারতের চারি দিকে এই চারিধাম, মুক্তি ক্ষেত্র। অনাদি কাল হইতে পবিত্র। ইহারা যেন সনাতন হিন্দুধর্মের চারিটি দ্বারপাল। ভারতের হিন্দুগণ মনে করে এই চারি ধাম দর্শন করিলে লোক সর্বপাপবিনির্মুক্ত হয়। আর এই ধামে শরীর ত্যাগ করিলে সদ্যমুক্তি লাভ করে জীব। ভারতের আচার্যগণ যুগে যুগে আসিয়া এই মহাবাণী প্রচার করেন। ভগবান শঙ্করাচার্য এই চারি ধামে চারিটি মঠ স্থাপন করেন ধর্মের সংরক্ষণের জন্য। এই জগন্নাথ ধামেও গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য। ভগবান রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্যও জগন্নাথ ধাম দর্শন করেন। ভগবান চৈতন্যদেব এই পুরী ধামে বিংশতি বর্ষ নিবাস করেন এবং এখানেই মহাসমাধি লাভ করেন।

পৌরাণিক মতে জগন্নাথদেবের মূর্তির নাভিদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ রহিয়াছে। কেহ বলেন, উহা ভগবান বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ। প্রাচীন ইতিহাস অতীতের গর্ভে নিহিত। কালের ঐ সুগভীর গর্ভ হইতে খাঁটি সত্য বাহির করা দুঃসাধ্য। কতবার এই জগন্নাথ মন্দির গড়িয়াছে, কতবার ভাঙ্গিয়াছে। কখনও এ স্থান শাক্ত ও বৈষ্ণবের আবাসস্থল হইয়াছে। আবার বৌদ্ধ ও জৈনগণও এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে আছে, প্রথম মন্দির স্থাপন করেন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন। কথিত আছে, বিশ্বকর্মা প্রথম মন্দির ও জগন্নাথমূর্তি নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মিত হওয়ার পর জগন্নাথমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। কথা ছিল, মন্দির-অভ্যন্তরে মূর্তি রচনা শেষ না হইলে যেন মন্দির উন্মুক্ত করা না হয়। কিছুকাল ধরিয়া পাথর কাটার ঠুকঠাক শব্দ শোনা না যাওয়ায় মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলা হয় বলিয়া বিশ্বকর্মা মূর্তি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অন্তর্ধান করেন। তাই জগন্নাথমূর্তি অসম্পূর্ণ, হস্তপদহীন।

জগন্নাথের বর্তমান মূর্তি শনপাট নির্মিত। প্রতি দ্বাদশ বর্ষ পর নূতন মূর্তি রচিত হয়। বর্তমান মন্দির উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। মতান্তরে, দ্বাদশ শতকে অনঙ্গ ভীমদেব কর্তৃক নির্মিত হয় এই মন্দির ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ঐ বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয়। ইহারই পূর্বে একাদশ শতকে কেশরী রাজগণ ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন।

ইতিহাসের পরম্পরা সঠিক না থাকিলেও জগন্নাথধাম যে জাগ্রত মহাতীর্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কত তপস্বী, কত মহাপুরুষ এই স্থানে বাস করেন, কত জন এখানে ঈশ্বর দর্শন করেন। কত জন এখনও এখানে নিবাস করিতেছেন, আর ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতেছেন। তাই ইহার বাতাবরণ অত পবিত্র ও ঈশ্বরভাবোদ্দীপক।

হিন্দুগণ ইতিহাসের উপর তেমন দৃষ্টি দেয় না। তাহারা দৃষ্টি দেয় এই স্থানের জীবন্ত ভাবের উপর। কত শোকতাপে বদগ্ধ জনগণ এখানে আসিয়া সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়—ইহা প্রত্যক্ষ। চির শান্তিলাভ, চির সুখলাভ সকল ধর্মের মূলমন্ত্র। তাই এইসকল মহাতীর্থে আসিয়া লোক সাময়িক শান্তিসুখ লাভ করিতেছে অহরহ।

ভগবানই স্বয়ং তীর্থরূপে প্রকটিত হন। তিনি যেমন সুখদুঃখময় সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি এই সংসারে স্থানে স্থানে তীর্থ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবালয়, তপস্থা, সাধু, ভক্তও করিয়াছেন। এই সেদিন যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ কথামৃতকার শ্রীমকেও এই কথাই বলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সন্দিগ্ধমনা শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল তাঁকে ডাক কি করে তাঁর দর্শন হয়। নিজের জন্য ভাব। যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন নিমেষে, তিনিই জীবরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও করেন। একদিকে যেমন দেহরক্ষার জন্য যাবতীয় আহার জল বায়ু সৃষ্টি করেছেন, পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যে ঈশ্বরকে কেবল চায় তার জন্য সাধু দেবালয় মহাপুরুষ এবং তীর্থও সৃষ্টি করেছেন। তোমার কাজ তাঁকে ডাকা। অবশিষ্ট সব কাজ তিনি করবেন। শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্নাথধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, যাও দর্শন করে এসো। আমিই জগন্নাথ।

অনন্তকাল হইতে তীর্থদর্শন সংসারী জীবগণের অবশ্যকর্তব্য। সিদ্ধ আচার্যগণ কেন এই নিয়ম করিলেন? মূর্তিদর্শন ছাড়াও তীর্থে জীবন্ত মানুষ দর্শন হয়—যাঁহারা ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন, কিংবা দর্শনের জন্য ব্যাকুল। ইঁহাদের দর্শনে, আশীর্বাদগ্রহণে জীবগণের কাহারও কাহারও চৈতন্য লাভ হয়, আর ঈশ্বরদর্শনের জন্য তপস্থায় ব্রতী হয়। কেহ সংসার ত্যাগ করে। কেহ বা সংসারে থাকে—আগে ঈশ্বর পরে সংসার, এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া।

ভক্তগণ শ্রীমর পার্শ্বে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীম গভীর ধ্যানে মগ্ন। ইতিমধ্যে আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। সেই চন্দ্রকিরণে মন্দিরশীর্ষ, অঙ্গন এবং অন্যান্য মন্দির আদিও আলোকিত হইয়াছে। শীতকাল। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। শ্রীম ধ্যান ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করিতেছেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, আমিই পুরীর জগন্নাথ। সেই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বুঝি ঠাকুরকেই দর্শন করিতেছেন জগন্নাথ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্তিতে। এইবার মুকুন্দও আসিয়া মিলিত হইলেন। ভক্তগণ শ্রীমর চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছেন, যাহাতে শরীরে ভীড়ের ধাক্কা না লাগে। এতক্ষণ দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন হঠাৎ দৌড়িয়া গিয়া শয়নমন্দিরের ভিতর উত্তর দিকে দাঁড়াইলেন। বলরামকে দর্শন করিতেছেন। পরে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এখন বাহিরে আসিলেন সিঁড়ির পশ্চিম দিক দিয়া। অঙ্গনে দাঁড়াইয়া প্রথমে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে পূর্ব দিকে। পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র মন্দিরশীর্ষ আলোকিত করিয়া উঠিয়াছে। শ্রীম চাঁদ দেখিতেছেন। চাঁদ শ্রীমর অতি প্রিয়। শ্রীম বলিতেছেন, এই চাঁদ ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তাই আমাদের পরমাত্মীয়।

এইবার শ্রীম পশ্চিম দিকে ফিরিয়াছেন। সম্মুখে বিমলাদেবীর মন্দির। জগন্নাথমন্দিরের জল নির্গমনের প্রণালী কাঠখণ্ডে আবৃত। শ্রীম লম্ফ দিয়া উহা পার হইয়া বিমলামন্দিরে যাইতেছেন। সম্মুখে রোহিণীকুণ্ড। দুই হস্তে রোহিণীকুণ্ডের অভ্যন্তর স্পর্শ করিয়া উহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন।

শ্রীম নাটমন্দিরে আলোর নীচে দাঁড়াইয়া আছেন ও বিমলা-মাতাকে যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীমর ডান হাতে দেবী গর্ভমন্দিরে বিরাজিত পূর্বাস্য, বিশ হাত দূরে। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে শয়নমন্দির। পুরীর সকল মন্দিরই এই তিন ভাগে বিভক্ত। বিমলাদেবী সতীর শরীরের একান্ন ভাগের এক ভাগ। ইহা মহাপীঠ। শ্রীম দেবীকে প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, দাও দাও—এক একটা করে পয়সা দাও। ষষ্ঠীদেবীকে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া উত্তরের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলেন নৈঋত হইতে ঈশান কোণে।

বেণীমাধবের মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিয়া গোপেশ্বর শিব-মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাক্ষীগোপালের মন্দিরে আসিলেন। সিঁড়ির দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতেই যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। এই মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ দিয়া শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দরজা। রাস্তার পরপারে সত্যভামার মন্দির। দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মধ্যস্থল হইতে দুই হাত পূর্বে দক্ষিণাস্য দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। জগবন্ধু, বিনয়, মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন সঙ্গে। বলিলেন, দাও পয়সা দাও—কেউ এখানে কেউ ওখানে। তারপর দেখিলেন, ষষ্ঠী, সাবিত্রী ও গায়ত্রী মন্দির। এইস্থানে আসিয়া নীলমাধব মন্দিরের পাণ্ডারা শ্রীমকে লইয়া গেলেন। ইঁহারা জগন্নাথের জ্ঞাতি পাণ্ডা। শ্রীম বলিলেন, পূজোর ফুল কোথায় পাব? ফুল ছাড়াই শ্রীম নীলমাধবের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিলেন।

কথিত আছে, নীলাচল পাহাড়ে নীলমাধব প্রথম শবরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশে নীলমাধবকে পূজা করেন। সেই নীলমাধবই পরে জগন্নাথরূপে বিরাজমান। এইবার লক্ষ্মীর মন্দির। দক্ষিণের সিঁড়ির পূর্ব প্রান্ত দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া দক্ষিণাস্য শ্রীম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। দেবী গর্ভমন্দিরে। তারপর নাটমন্দিরে যাইতেছেন, দেবী পিছনে। নাটমন্দিরে দেবীর সম্মুখে বসিয়াছেন প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ দিকে উত্তরাস্য, দেয়ালের দুই হাত পূর্বে। দেবী বাম হাতে। শ্রীমর পশ্চাতে জগবন্ধু। ডান ও বাম হাতে বসিলেন মুকুন্দ মনোরঞ্জন ও বিনয়। নাটমন্দিরে রামচন্দ্রের একটি মূর্তির অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে। শ্রীম ডান হাতে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ করিয়া দক্ষিণাস্য প্রণাম করিয়া পূর্বমুখী সিঁড়ি দিয়া অঙ্গনে অবতরণ করিলেন।

৩

অঙ্গনে নামিয়া প্রথমে পূর্ব মুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ডান দিকে ফিরিলেন। শ্রীমর সম্মুখে জগন্নাথের মন্দির। চন্দ্র মন্দিরের শীর্ষদেশ কিরণজালে আবৃত করিয়াছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে ঐ চন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইয়া হঠাৎ বলিলেন, এই দেখ কেমন চন্দ্র। এখানে একটি কথা মনে পড়ল ঠাকুরের। আমাকে বলেছিলেন, বৃদ্ধ ও তর্জনী সংযুক্ত করে, তোমাকে মায়ের এইটুকুন কাজ করতে হবে—লোককে ভাগবত শোনাতে হবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর অহর্নিশ অতন্দ্রিত হয়ে ঐ কাজ করছি। কিন্তু এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। আর তোমরা এইটুকুন করতে নারাজ।

শ্রীম অন্তেবাসীকে একটা কাজ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। অন্তেবাসী উহা করিতে চান না। তাই পূর্বোক্ত কথা বলিলেন।

শ্রীম পুনরায় কথা বলিতেছেন—ঠাকুরের কাজ করলে মুক্তি হয়। আর সংসারের কাজে লোক বদ্ধ হয়। তাঁর কাজ যে করে সে যে নিজে ধন্য হয়। ঈশ্বরের কি? তিনি বলেছেন আমাকে, মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্যের সৃষ্টি করেন। সত্যিই তো তাই। এখন দেখছি, ঐ কথা সত্য হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম সন্ন্যাস—আর ঠাকুর বললেন, মায়ের ইচ্ছা তুমি ঘরে থেকে তাঁর কাজ কর, তাঁর কথা লোককে বল। তাঁর কথাই অনন্ত কাল সত্য। তাই দেখছি সত্য হচ্ছে। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, সব অসত্য হবে, কিন্তু ঈশ্বরের কথা চির সত্য—'Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away'.

ঋষিগণ তাই জগৎকে বলছেন চলমান, মানে নাশবান। ঈশ্বর অচল, তাঁর কথা অচল—মানে সত্য। Contemporary (সমসাময়িক) লোক বুঝতে পারে না তাঁর কথা। মনে করে, তিনিও মানুষ। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।' তাই অবতারের কথা শুনতে হয়। তাঁর পার্ষদদের কথা শুনতে হয়। অবতারের কাজে যারা লাগে তারা ধন্য। তারা আপনার লোক তাঁর। আপনার লোক, ঘরের লোক কাজ করবে না তো কে করবে? তাদের মুক্তির ভার অবতারের হাতে। তারা অঙ্গ উপাঙ্গ। ঠাকুর এদিকে মানুষ, আবার অন্য দিকে সচ্চিদানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দেখিয়েছেন নিজের রূপ। বেদে যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে, সেই পুরুষই ঠাকুর। তাঁর সেবায় সদ্যমুক্তি। মুক্তি কি বল, তারা যে তাঁর আপনার অঙ্গ উপাঙ্গ! তাঁর কাজ স্বেচ্ছায় করতে হয়। যদি বল, বড় কঠিন—তা-ও তিনি দূর করেছেন। আমরা কি তাঁর কাজ করছি? তিনিই তাঁর কাজ করছেন—যন্ত্র আমরা। যারা অবতারের কথা মেনে চলে, তারা সদানন্দ—জীবিতাবস্থায় তাদের আনন্দ, মৃত্যুর সময় আনন্দ, মৃত্যুর পরও আনন্দ—আনন্দ যে তাদের স্বরূপ!

শ্রীমর কথা শুনিয়া একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, তোর ঘাড়ে করবে। স্বামীজী শ্রীমকে বলেছিলেন আমেরিকা থেকে ফিরে বলরাম মন্দিরে, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন, এই ক'টা বছর। আর এখন শ্রীম বললেন, পঞ্চাশ বছর কাজ করছি, এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম এবার জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরে উত্তর দিকের শয়নমন্দিরের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া কারুকার্যখচিত স্তম্ভগুলি দর্শন করিতেছেন। পশ্চিম দিক হইতে সবগুলি স্তম্ভ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এদিকে চলিতে চলিতে জগন্নাথের নাটমন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিঁড়ি বাহিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া অগ্নিকোণে মুখ করিয়া বাম দিকের দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। শ্রীমর ডান হাতে অদূরে গরুড় স্তম্ভ।

এবার ঘুরিয়া ডান হাতের, পিছনের ও বাম দিকের পিলারের গায়ে ও উপরের চন্দ্রাতপে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে যুক্ত করে ভক্তিভরে দর্শন ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইস্থান হইতে সোজা গরুড় স্তম্ভের নৈঋর্ত কোণের অপর একটি স্তম্ভের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি পাণ্ডা আসিয়া বলিল, আস বাবু, দর্শন করবে। চল ভিতরে নিয়ে যাই। গর্ভমন্দির এখন বন্ধ। ভোগের পর খুলিবে। বিনয় ভাই পাণ্ডাকে বলিলেন, না, দরকার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম এখন গরুড় স্তম্ভের দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটির ডান হাতে দাঁড়াইয়া মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত দশাবতার চিত্রকে যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। তারপর ডান হাতে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিম দিকে গেলেন। চতুর্থ স্তম্ভের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। স্তম্ভগাত্রে, দেয়ালে ও উপরে চন্দ্রাতপে অঙ্কিত নানা পৌরাণিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিতেছেন। ইহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের মধ্যস্থল দিয়া ডান হাতে একটু ঘুরিয়া আবার পূর্ব মুখে আসিলেন। শ্রীমর পশ্চাতে জগন্নাথমূর্তি।

গরুড়স্তম্ভের নিকট শ্রীম পুনরায় আসিলেন। আর দক্ষিণ হস্তে স্তম্ভের দক্ষিণাংশ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যভাবে সর্বদা এই স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতেন। ঐ স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্র একটি গর্ত দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে, চৈতন্যদেবের হাত এই স্তম্ভগাত্রে রাখিতে রাখিতে এই গর্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীম বারংবার গরুড় স্তম্ভকে ভক্তিতে যেন বিগলিত হইয়া স্পর্শ প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। ভক্তরা ভাবিতেছেন, শ্রীম বুঝি চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন! আর এই স্তম্ভ বুঝি বা শ্রীমর নিকট জীবন্ত প্রতিভাত হইতেছে! শ্রীমর পূর্বস্মৃতি কি জাগ্রত হইল?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বকুলতলায় এই চক্ষে জীবন্ত চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন। আর তাহাতে তিনি শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। শ্রীম চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন পূর্বাবতারে। আর এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, 'আমিই চৈতন্য'। নরেন্দ্রকেও বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই গৌর'।

এইবার পার্শ্বস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের মধ্য দিয়া নাটমন্দির হইতে বাহিরে যাইবার জন্য দক্ষিণ দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজা বন্ধ। তাই হাতের ইঙ্গিতে উত্তরের দরজা দেখাইয়া ভক্তদের বলিলেন, চল ওদিকে। শ্রীম উত্তরমুখী হইয়া সিঁড়ির ডান দিক দিয়া অঙ্গনে অবতরণ করিতেছেন, পশ্চাতে জগবন্ধু বিনয় মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীচৈতন্য-চরণপ্রান্তে শ্রীম উত্তরাস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দেখিয়েছেন নিজের রূপ। বেদে যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে, সেই পুরুষই ঠাকুর। তাঁর সেবায় সদ্যমুক্তি। মুক্তি কি বল, তারা যে তাঁর আপনার অঙ্গ উপাঙ্গ! তাঁর কাজ স্বেচ্ছায় করতে হয়। যদি বল, বড় কঠিন—তা-ও তিনি দূর করেছেন। আমরা কি তাঁর কাজ করছি? তিনিই তাঁর কাজ করছেন—যন্ত্র আমরা। যারা অবতারের কথা মেনে চলে, তারা সদানন্দ—জীবিতাবস্থায় তাদের আনন্দ, মৃত্যুর সময় আনন্দ, মৃত্যুর পরও আনন্দ—আনন্দ যে তাদের স্বরূপ!

শ্রীমর কথা শুনিয়া একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, তোর ঘাড়ে করবে। স্বামীজী শ্রীমকে বলেছিলেন আমেরিকা থেকে ফিরে বলরাম মন্দিরে, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন, এই ক'টা বছর। আর এখন শ্রীম বললেন, পঞ্চাশ বছর কাজ করছি, এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম এবার জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরে উত্তর দিকের শয়নমন্দিরের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া কারুকার্যখচিত স্তম্ভগুলি দর্শন করিতেছেন। পশ্চিম দিক হইতে সবগুলি স্তম্ভ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এদিকে চলিতে চলিতে জগন্নাথের নাটমন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিঁড়ি বাহিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া অগ্নি-কোণে মুখ করিয়া বাম দিকের দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। শ্রীমর ডান হাতে অদূরে গরুড় স্তম্ভ।

এবার ঘুরিয়া ডান হাতের, পিছনের ও বাম দিকের পিলারের গায়ে ও উপরের চন্দ্রাতপে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে যুক্ত করে ভক্তিভরে দর্শন ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইস্থান হইতে সোজা গরুড় স্তম্ভের নৈঋর্ত কোণের অপর একটি স্তম্ভের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি পাণ্ডা আসিয়া বলিল, আস বাবু, দর্শন করবে। চল ভিতরে নিয়ে যাই। গর্ভমন্দির এখন বন্ধ। ভোগের পর খুলিবে। বিনয় তাই পাণ্ডাকে বলিলেন, না, দরকার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম এখন গরুড় স্তম্ভের দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটির ডান হাতে দাঁড়াইয়া মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত দশাবতার চিত্রকে যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। তারপর ডান হাতে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিম দিকে গেলেন। চতুর্থ স্তম্ভের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। স্তম্ভগাত্রে, দেয়ালে ও উপরে চন্দ্রাতপে অঙ্কিত নানা পৌরাণিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিতেছেন। ইহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের মধ্যস্থল দিয়া ডান হাতে একটু ঘুরিয়া আবার পূর্ব মুখে আসিলেন। শ্রীমর পশ্চাতে জগন্নাথমূর্তি।

গরুড়স্তম্ভের নিকট শ্রীম পুনরায় আসিলেন। আর দক্ষিণ হস্তে স্তম্ভের দক্ষিণাংশ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যভাবে সর্বদা এই স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতেন। ঐ স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্র একটি গর্ত দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে, চৈতন্যদেবের হাত এই স্তম্ভগাত্রে রাখিতে রাখিতে এই গর্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীম বারংবার গরুড় স্তম্ভকে ভক্তিতে যেন বিগলিত হইয়া স্পর্শ প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। ভক্তরা ভাবিতেছেন, শ্রীম বুঝি চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন! আর এই স্তম্ভ বুঝি বা শ্রীমর নিকট জীবন্ত প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীমর পূর্বস্মৃতি কি জাগ্রত হইল?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বকুলতলায় এই চক্ষে জীবন্ত চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন। আর তাহাতে তিনি শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। শ্রীম চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন পূর্বাবতারে। আর এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, 'আমিই চৈতন্য'। নরেন্দ্রকেও বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই গৌর'।

এইবার পার্শ্বস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের মধ্য দিয়া নাটমন্দির হইতে বাহিরে যাইবার জন্য দক্ষিণ দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজা বন্ধ। তাই হাতের ইঙ্গিতে উত্তরের দরজা দেখাইয়া ভক্তদের বলিলেন, চল ওদিকে। শ্রীম উত্তরমুখী হইয়া সিঁড়ির ডান দিক দিয়া অঙ্গনে অবতরণ করিতেছেন, পশ্চাতে জগবন্ধু বিনয় মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন।

একটি ভক্ত (স্বগত)—শ্রীচৈতন্য-চরণপ্রান্তে শ্রীম উত্তরাস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছি, জগন্নাথের মন্দিরে শ্রীমর দেহজ্ঞান বিলুপ্ত। অত খুঁটিনাটি করিয়া গ্রাম্য বিশ্বাসী ভক্তদের মত অত সব মন্দির কি করিয়া দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছেন অত ভক্তিভরে এই বৃদ্ধ শরীরে? আজ আবার সমস্ত দিন ভুবনেশ্বরে সব দর্শন করিয়াছেন। কি করিয়া অত পরিশ্রম সম্ভব? ভগবানে মন বিলগ্ন থাকিলেই কেবল ইহা সম্ভব। আর কেনই বা এইসব দর্শন করিতেছেন? উনি তো ঠাকুরের কৃপায় আত্মারাম জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ভক্তদের শিক্ষার জন্য কি?

শ্রীম সর্বদা বলিয়া থাকেন—এই মহাতীর্থে, সারাদিন দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিতে হয়। ইহারই নাম ভক্তি। ইহাতেই লোক সিদ্ধ হইয়া যায়। শুধু বলিয়াই শ্রীম ক্ষান্ত হন না। নিজে আচরণ করিয়া উপদেশের প্রাণ সঞ্চার করেন—বাজনার বোল হাতে আনেন। তাইতো ভক্তদের অনিচ্ছুক মনও অত সরস ও সাবলীল হইয়া উঠে।

পৌষ মাস। রাত্রি আটটা। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রের উজ্জ্বল স্বচ্ছ কিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। মন্দিরশীর্ষ, অঙ্গন, বৃক্ষরাজি চন্দ্র-কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীম প্রশান্ত নির্মল ও সুশীতল চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরাস্য। সম্মুখে তিন হাত দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। ইহা জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় উত্তরপূর্ব কোণে ত্রিশ হাত দূরে। মন্দিরের চারিদিক উন্মুক্ত, রেলিং দিয়া বেষ্টিত। অভ্যন্তরে বৃহৎ শ্বেত পাথরের অতি বৃহৎ দুইটি পদচিহ্ন চন্দনে লিপ্ত, তুলসীদলে আচ্ছাদিত। মহিলা ভক্ত-গণ পূর্ব দরজায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, প্রসাদী চন্দন তুলসী লইতেছেন, শ্রীম দক্ষিণ দিকের রেলিংএর ভিতর হাত দিয়া চরণ স্পর্শ করিয়াছেন। আর দক্ষিণ দিকে গিয়া এবার ছয় হাত দূরে দাঁড়াইয়াছেন অগ্নিকোণে মুখ করিয়া। শ্রীমর বাম হাতে চরণমন্দির, ডানহাতে সত্রভোগের মন্দিরকোণ। মহিলা ভক্তগণ চলিয়া গেল। শ্রীম পুনরায় চৈতন্য-চরণমন্দিরে গিয়া পূর্ব দিক হইতে শ্রীচরণযুগল স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

এইবার শ্রীম চলিয়াছেন আনন্দবাজারে। অঙ্গন দিয়া চলিতেছেন অগ্নিকোণের দিকে। সত্রভোগের মন্দিরের উত্তর দেয়ালের বরাবর একটু দাঁড়াইয়া পূর্বমুখী আনন্দবাজারের ফটক পার হইলেন। তারপর উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার মোড় পার হইলেন পূর্ব রাস্তার মধ্যস্থলের এক হাত উত্তরে ও উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার এক হাত পূর্বে গিয়া দাঁড়াইলেন পশ্চিমাস্য হইয়া। শ্রীমর ডান হাতে মহাপ্রসাদের দোকানসমূহ। মাটির বড় ছোট মাঝারি হাঁড়ীতে অন্ন, ডাল ও তরকারী। তরকারী সব লবণশূন্য। টাটকা সব মহাপ্রসাদ। খুব সস্তা। বিনয় এক পয়সার অন্ন ও ডাল খরিদ করিলেন। শ্রীম দক্ষিণ দিকের ফটকের বরাবর অগ্রসর হইয়া উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার মধ্যস্থলের এক হাত পূর্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণাস্য। বিনয় দুইটি ভগ্ন খোলাতে অন্ন ও ডাল শ্রীমর সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীম প্রণাম করিয়া উভয় প্রকার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ সকলে অবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। জগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রসাদের স্পর্শদোষ নাই। এখানে সকল জাতের লোক একসঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ আহার করে। মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না। একজন প্রসাদের সবখানি খাইতে না পারিলে অপর একজন ঐ মহাপ্রসাদ খাইয়া ফেলে। এখানেও বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ। বিশ্বাসেরই জয় অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। স্বাস্থ্যনিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই বিশ্বাসের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

এবার শ্রীম রাস্তার পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া দক্ষিণের ফটকের দিকে চলিতেছেন। ফটকের সিঁড়িগুলি অতি সন্তর্পণে পার হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশদ্বারের দ্বিতীয় ফটকের নীচের দ্বিতীয় সিঁড়িতে অবতরণ করিলেন।

যাত্রীগণ অরুণস্তম্ভ পার হইয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হয়। তাহার পর অতি প্রশস্ত ও দীর্ঘ অষ্টাদশটি প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ফটকে উঠে। শ্রীম দ্বিতীয় ফটকের নিম্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় সোপানে দাঁড়াইয়া আছেন পূর্বাস্য। শ্রীমর শিরোপরি পূর্ণচন্দ্র। ভক্ত যাত্রীগণ কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বহির্গত হইতেছে। বেশ ভীড়। শ্রীমর বাম হস্তে আনন্দবাজারের প্রবেশপথ। পশ্চাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশের দ্বিতীয় ফটক। শ্রীম এবার অতি ধীরে নিম্নে নামিতেছেন সোপানশ্রেণীর মধ্যস্থলের একটু উত্তর দিক দিয়া। শ্রীমর সম্মুখ ভাগের নিম্নে সিংহদ্বার। একাদশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বদনে তাঁহার 'শম্ভো শম্ভো'—এই মহামন্ত্র। শ্রীমর দক্ষিণ হস্তে শিব ভৈরবরূপে দ্বাররক্ষা করিতেছেন। মন্দিরে প্রবেশের সময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন মন্দিরে ভগবানদর্শন করিয়া যাইবার সময়ও মহাদেবকে প্রণাম প্রার্থনা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া যাইতেছেন। শ্রীমর মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ ভগবান দর্শন করিয়া। তাই অত প্রার্থনা প্রণাম ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। শ্রীমর নিকট বুঝি মহাদেব জাগ্রত, জীবন্ত!

এইস্থানের নিম্নে আরও ছয়টি সোপান। সাবধানে শ্রীম অবতরণ করিতেছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। একটি সোপানমাত্র অবশিষ্ট। এখানে সুখেন্দু আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মন্দিরে দর্শন করিতে যাইতেছেন। বিনয়ও তাঁহার সঙ্গে পুনরায় মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তিনি কণিকা মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিবেন। আগামী কাল ভক্তগণ উহা ভক্ষণ করিবেন। উহা শুদ্ধ ঘি-ভাত—এখানকার শ্রেষ্ঠ মহাপ্রসাদ। শ্রীম এবার সিংহদ্বার পার হইলেন। মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া নতশিরে সিংহদ্বারের রজঃ মস্তকে ধারণ করিলেন। এক মিনিট দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি, জগন্নাথকে মনে মনে বিদায়কালীন প্রণাম করিতেছেন।

কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর তপস্বী শিষ্য শুকদেবতুল্য স্বামী তুরীয়ানন্দ সিংহদ্বারের রজঃ মস্তকে ধারণ ও প্রণাম করিয়া যেই মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন অমনি দেখিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময় দেহে উপরে দাঁড়াইয়া আছেন অষ্টাদশ সোপানে, দ্বিতীয় ফটকের সম্মুখে। আনন্দে আপ্লুত হইয়া স্বীয় গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া যেই উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার আর দর্শন পাইলেন না। 'আমিই জগন্নাথ'—শ্রীমর নিকট কথিত ঠাকুরের এই মহাবাণী যে সত্য তাহার প্রমাণ স্বামী তুরীয়ানন্দের এই দিব্যদর্শন।

সিংহদ্বারের বাহিরে শ্রীম প্রসাদী হাত ধুইতেছেন জলকূপের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া। মনোরঞ্জন হাতে জল দিতেছেন। ভক্তগণ মানুষে-টানা গাড়ী ডাকিতে যাইতেছেন। শ্রীম কহিলেন, দেখুন দু'আনায় হয় তো নিন্। কেহই রাজী নয়। শ্রীম বলিলেন, তা হলে হেঁটেই যাচ্ছি। এই বলিয়া রওনা হইয়া পড়িলেন। বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া পূর্ব দিকে মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে সকলে জুতা রাখিয়া গিয়াছেন। মনোরঞ্জন চটিজুতা ও লাঠি আনিয়া দিলেন। শ্রীম সমুদ্রের দিকে চলিতেছেন পূর্বাস্য রাস্তার ডান দিক দিয়া। তাঁহার পায়ের চটিজুতা হইতে চটর্ চটর্ শব্দ হইতেছে। আর প্রতি বাম পদবিক্ষেপের সঙ্গে দক্ষিণ হস্তস্থিত লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে করিতে শ্রীম চলিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ণচন্দ্র।

দুই পার্শ্বের দোকান ও বাড়ীতে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো জ্বলিতেছে, কোথাও বা পেট্রোম্যাক্স। পুরীতে এখনও বিদ্যুতের আলো আসে নাই। জগবন্ধু শ্রীমর বাম হাতে আর মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন পশ্চাতে চলিতেছেন। সুয়ারসাই-র একটু পূর্ব দিকে সদর রাস্তার দক্ষিণে শ্রীম দাঁড়াইলেন ক্ষণকালের জন্য। শ্রীমর দক্ষিণ হস্তে পূর্ব দিকে একটি বাড়ীতে প্রবেশের সিঁড়ি। শ্রীমর বাম হস্তে রাস্তার উত্তরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ী। একটি অশ্বযান মন্দিরের দিকে যাইতেছে। রাস্তা অপ্রশস্ত।

এইবার দোলমণ্ডপশাহী। পূর্বমুখী রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটি ইষ্টকনির্মিত চাতাল। ভক্তিনম্র শ্রীম উহার অগ্নিকোণ ঘেঁষিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন ফ্ল্যাগ্‌স্টাফের দিকে। সমুদ্রের শীতল বায়ু এইবার আসিতেছে। শীতকাল। পুরীতে চিরবসন্ত। কাহারও তাই শীতবোধ হইতেছে না। ভক্তগণের পরিধানে সাধারণ পোশাক। কেবল বার্ধক্যবশতঃ শ্রীমর শরীরে একটি গরম পাঞ্জাবী।

এরপর মুচিশাহী। এইস্থানে আসিয়া শ্রীম একটু দাঁড়াইলেন রাস্তার দক্ষিণ দিকে, উত্তরে বটবৃক্ষের সারি। আর একটি অশ্বযান যাইতেছে মন্দিরের দিকে। এখানে রাস্তার উত্তর দিকে কয়েকটি বটবৃক্ষ রহিয়াছে। শ্রীমর বাম হাতে রাস্তার অপর পারে প্রথম বটবৃক্ষ। দ্বিতীয় বৃক্ষের বরাবর রাস্তার দক্ষিণে শ্রীমর ডান হাতে দুইটি ছাগল দাঁড়াইয়া আছে। একটি কাল, অপরটি সাদা। শ্রীম ডান হাতে ছাগলযুগলকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন পূর্ব দিকে। এখানে একটি রাস্তার মোড়। দক্ষিণ দিকে আর একটি রাস্তা যাইতেছে সমুদ্রের দিকে। এই মোড়ে শ্রীম ঈশান কোণ দিয়া চলিয়াছেন। ভক্তরা বলিলেন, ওদিক নয় এদিক দিয়ে আসুন। শ্রীম একটু ডান হাতে ঘুরিয়া চলিলেন। এইবার অগ্নিকোণ দিয়া প্রবেশ করিলেন শশী নিকেতনে। ইহাই শ্রীমর নিবাসস্থল। বাম হাতে রাস্তার অপর পারে ডাকঘর।

উড়িষ্যা দরিদ্র প্রদেশ। উহার প্রাচীন ইতিহাস ঐশ্বর্য্যবান। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অবস্থানে উহা চিরকাল আধ্যাত্মিক সম্পদে অতুলনীয়।

শশী নিকেতন। পূর্ব বারান্দায় শ্রীম বসিয়া আছেন একটি টুলে। বেশ পরিশ্রান্ত। ভোর চারিটা হইতে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত অনবরত চলাফেরায় রহিয়াছেন। ভক্তগণ সকলেই যুবক। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এই বাহাত্তর বছর বয়সে অত পরিশ্রম কি করিয়া সম্ভব হয় শ্রীমর পক্ষে। ব্রহ্মানন্দে মন রসায়িত হইলে বুঝি দেহবুদ্ধির অভাব হয়।

গৃহদ্বার বন্ধ। সুখেন্দু চাবি লইয়া গিয়াছেন সঙ্গে, মন্দিরে। জগবন্ধু একটা ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনি খুলিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজা দিয়া শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্তর্বাটিতে প্রবেশ করিলেন। আহার করিবেন। সেখানে শ্রীমর ধর্মপত্নী গিন্নী-মা থাকেন। তিনি শ্রীমর আহার প্রস্তুত করেন। ভক্তদিগকে শ্রীম বলিয়া গেলেন, আপনারাও আহার করুন। আজ সকলে ক্লান্ত। ভক্তগণ আজ পুরি কিনিয়া খাইলেন—বিনয় জগবন্ধু, মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু।

আহারান্তে শ্রীম ভক্তদিগের নিকট অল্পক্ষণ বসিয়াছেন। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—A good day's work (আজের দিন সফল)। এমনি করে মানুষ যদি সব করে তবে শান্তি। নানান্ কাজে জড়িয়ে সময় হয় না। এই করে জীবন কেটে যায়। যার জন্য এয়েছে সংসারে তার সন্ধান আর হয় না। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ভগবানদর্শন। তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। সংসারও কর আর চেষ্টাও কর। এ না করলে শেষে খালি সংসারই করে তাঁকে ভুলে। তাঁর মহামায়ায় সব ভুলিয়ে দেয়। পুরুষকারের দরকার। রোখ্ করতে হয়, বিচার করতে হয় যে-আমি আর দশটা কাজ করছি, সেই-আমি ঈশ্বরের জন্যও কাজ করবো।

আহা, কি অদ্ভুত স্থান এই পুরী! সমুদ্র, জগন্নাথ, বন—সবই আছে। এ সবই বিশাল, তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে খাওয়ার তত চিন্তা নাই। মহাপ্রসাদ সামান্য দামে কেনা যায় আর চৈতন্যদেবের স্পর্শ যেন জীবন্ত হয়ে আছে। এসব অমূল্য সম্পদ রয়েছে। এই সব মনকে হুড়হুড় করে উপরে উঠিয়ে দেয় আজও যেন তিনি লীলা করছেন—এমনি জাগ্রত জীবন্ত স্পর্শ!

শশী নিকেতন, পুরী
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ অধ্যায়

পরিক্রমা

১

শশী নিকেতন। পুরী। সকাল ছয়টা। শীতকাল। জগবন্ধু মুকুন্দ ও সুখেন্দু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। তাঁহারা চক্রতীর্থে গিয়াছিলেন। বিনয় আশ্রমসেবায় ব্যাপৃত। শ্রীম স্নানাগারে প্রবেশ করিবেন। ভক্তদিগকে একত্র দেখিয়া দক্ষিণ দিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এমন স্থান আর হয় না। সাক্ষাৎ ভগবান এখানে জগন্নাথরূপে রয়েছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, 'আমিই জগন্নাথ।' আবার চৈতন্যদেবের স্মৃতি। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও বলেছিলেন, 'আমিই গৌরাঙ্গ।' তিনি চব্বিশ বছর এখানে ছিলেন। শেষের আঠার বছর একটানা ছিলেন। শেষের বার বছর সর্বদাই মহাভাবে থাকতেন। তারপর কত মহাপুরুষ এখানে এসেছেন। কত ভক্ত এখানে বাস করছেন। এদিকে আবার 'সরসামস্মি সাগরঃ'। একটু বাইরে যাও সব বন। এমনি দুর্লভ স্থান।

মুক্তিক্ষেত্র বলে কিনা—এখানে অনেকে মুক্তিলাভ করেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরদর্শন করেছেন। আবার কতজনে তাঁর দর্শনের জন্য চেষ্টা করছেন, কত তপস্যা করছেন! সব ছেড়ে তাঁর জন্য কাঁদছেন। এ সব অমূল্য দিব্য ভাবস্পর্শ রয়েছে এখানকার atmosphereএ (বাতাবরণে)।

তাছাড়া এ কি আজকার তীর্থ! কবে হয়েছে তার ইতিহাস নাই। তার মানে, অনন্তকাল থেকে আছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ—জীবন্ত ভাবস্পর্শ প্রত্যক্ষ।

কেন ঈশ্বর তীর্থরূপে প্রকটিত হন? না, সংসারদগ্ধ জীবগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে জুড়াতে পারবে বলে—যেন ওয়েসিস্ মরুভূমিতে। এখানে জ্ঞান ভক্তি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এতে অগ্নির উত্তাপ নাই। কিন্তু জ্যোতির্ময় আভা রয়েছে, যেমন দেবশরীরে থাকে। এতে মনপ্রাণ শান্ত হয়, শীতল হয়। তাই এসব স্থানে তিন দিনও বাস করলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। এমন স্থানে প্রতিটি মুহূর্ত সৎ কাজে ব্যয় করা উচিত। কথাবার্তা, গল্প, পাঠ, বিচার—এসব অন্যত্রও হতে পারে। এখানে এসে কেবল ঈশ্বরীয় কথা স্মরণ মনন করতে হয়। আর সারাদিন প্রত্যক্ষ দর্শন করতে হয়।

মন্দিরে ভাবরাশি একেবারে জমাটবাঁধা। এক মিনিট থাকলেই একেবারে changed man (নূতন দিব্য মানুষ)। এমনি প্রভাব! শীতল হাওয়ায় যেমন মন শীতল হয় তেমনি মন্দিরে ঢুকলেই মন শান্ত হয়। সংসার ভুল হয়ে যায়। তা হবে না? তিনি যে স্বয়ং রয়েছেন। তিনিই তো সকল শান্তির আকর। সর্বত্র আছেন তিনি। কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর বেশী প্রকাশ। ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন, যেমন জল সর্বত্র থাকলেও সাগর নদী প্রভৃতিতে অধিক প্রকাশ তেমনি কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তিতে অধিক প্রকাশ। এই থেকেই তো তীর্থ ও মহাপুরুষের সৃষ্টি। এর advantage (সুযোগ) নিতে হয়। একে বলে চাতুরী—'সা চাতুরী চাতুরী'। যে এই গোলমালের ভিতর থেকে 'মাল'টি বেছে নিতে পারে সেই চতুর, সেই চালাক।

তাই যত বেশীক্ষণ মন্দিরে থাকা যায় ততই ভাল। কত ভক্ত আসছে, দেশ দেশান্তর থেকে। তাদের কত আর্তি! এসব দেখলে নিজের ভেতর থেকেও আর্তি, ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হয়।

ভক্তিতে ভক্তি বাড়ে, বিশ্বাসে বিশ্বাস বাড়ে। সংক্রামক প্রভাব। সেইজন্য অবসর সময়ে মন্দিরে থাকা উচিত। সকালে উঠে ধ্যান জপ করে একটু সমুদ্র বেড়িয়ে এসে, এদিককার একটু, এদিক ওদিক কাজ করে মন্দিরে চলে যাওয়া উচিত। সেখানে এগারটা পর্যন্ত থাকা। আবার মধ্যাহ্ন আহারাদির পর যাওয়া। আবার সন্ধ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর যাওয়া উচিত। এসব করতে করতে ভিতরে ভাবভক্তি জমা হয়। নিজের না থাকলেও অপরের দেখে নিজের ভিতর জাগ্রত হয় ভক্তি বিশ্বাস।

কেহ হয়তো কাঁদছে, আমার ছেলেকে ভাল করে দাও। কেহ কেঁদে বলছে, আমায় অন্নবস্ত্র দাও। কেহ বলছে, খবর লও, আমার কেউ নাই সংসারে। কেহ শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস চাইছে, অপর কিছু নয়—কেবল শুদ্ধাভক্তি। এসবের প্রভাব অতি জীবন্ত, অতি প্রত্যক্ষ। অমন স্থান কি আর হয়? আর আসা হয় কিনা এ জীবনে, কে জানে। তাই সব ছেড়ে ঐ-তে ডুবে যাওয়া উচিত।

শ্রীম বেলা সাড়ে সাতটার সময় মন্দিরে রওনা হইলেন। সঙ্গে ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্য। ভক্তগণ শীঘ্র আশ্রমের যাবতীয় কর্ম সমাপন করিয়া নয়টার সময় মন্দিরে পৌঁছিলেন—মুকুন্দ বিনয় ও জগবন্ধু। আজ ভক্তগণ দ্বারী ভৈরবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। এই সময় জগন্নাথের গর্ভমন্দিরে যাইবার অবসর। ক্ষেত্রবাসী এবং বহিরাগত যাত্রী ও ভক্তগণ এই সময়ে গর্ভমন্দিরে দর্শন প্রণাম ও রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করে। দিনে সাতবার ভোগ লাগে। তাহার আগে ও পরে, দর্শনের 'অবসর' গর্ভমন্দিরে। অন্য সময় নাটমন্দির বা শয়নমন্দির হইতে দর্শন লাভ হয়।

মুকুন্দ, বিনয় ও জগবন্ধু আজ গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গর্ভমন্দিরের ভিতর অনেকক্ষণ এক পাশে দাঁড়াইয়া জপ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সত্যই উহা জাগ্রত স্থান। এই কথা শ্রীমর মুখে আজই বিশেষ করিয়া শুনিয়াছেন। গর্ভমন্দিরে ঈশ্বরের নাম করিলে শীঘ্র চৈতন্যলাভ হয়। মনে হয়, নিজের স্বরূপ—আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান। কি একটা আকর্ষণ ঐ গর্ভমন্দিরে, ঐ মণিকোঠায় রহিয়াছে! অদ্ভুত তাহার আকর্ষণ, অনির্বচনীয় তাহার আনন্দ! সকলের মনেই এই প্রভাব সংক্রামিত হয় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু বাহিরে আসিলে সংসার আসিয়া পুনরায় স্কন্ধে চাপিয়া বসে। যাহারা আন্তরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত, তাহারা বাহিরে আসিয়াও সেই ভাবস্পর্শ, সেই মনপ্রাণ উন্নতকারী দিব্য পবিত্র প্রভাব রক্ষা করিতে পারে।

শ্রীমর কথায় ভক্তগণ আজ নূতন করিয়া সব দেখিতেছেন। শ্রীম কি আজ চক্ষুতে লাল চশমা পরাইয়া দিয়াছেন? আজ তাহাদের সব ভাল লাগিতেছে, সবই মিষ্ট। কেহ ভাবিতেছে, নিশ্চয় ইহা শ্রীমর শুদ্ধ সবল সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির ফল। মহাপুরুষগণ, অবতারের পার্ষদগণ নিজ ইচ্ছা অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন। ভক্তগণ আজ শ্রদ্ধাভরে একের পর অপর মন্দির দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভাল লাগিয়াছে আজ, কাল রাত্রিতে যেমন ভাল লাগিয়াছিল শ্রীমর সহিত দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমায়। তাঁহারা দর্শন করিলেন—বিমলা ও বেণীমাধব, গোপেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল, গণপতি ও নৃসিংহ প্রভৃতি মন্দির।

২

ভক্তগণ লক্ষ্মীর মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম নাটমন্দিরে বসিয়া আছেন উত্তর-পশ্চিম কোণে দক্ষিণাস্য। আর তাঁহার সম্মুখে পূর্বাস্য বসা পার্থ চৈতন্য। পার্থ চৈতন্যকে শ্রীম ঠাকুরের মহাবাক্য শুনাইতেছেন—সাধুর কর্তব্য।

শ্রীম (পার্থ চৈতন্যের প্রতি)—ঈশ্বরভজন করা সাধুর একমাত্র কর্তব্য, তার আর কোনও কাজ নাই। 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'—এই এক কাজ। কেবল ঈশ্বরচিন্তা।

যদি কর্ম করতে হয় তা-ও করতে হয় গুরুর আদেশ নিয়ে। আর একটা বিষয় থেকে সাবধান করেছিলেন ঠাকুর—মেয়েমানুষ। বলেছিলেন, সাধকের অবস্থায় মেয়েমানুষ—কালসাপ, রাক্ষসী, দাবানল, বাঘিনী। এগুলি সবই মানুষের প্রাণ হরণ করে। তিনি বলেছিলেন, সাধকের অবস্থায় মেয়েমানুষের চিত্রপট পর্যন্ত কেউ দেখবে না।

এ কি আর ঘৃণা করে বলেছেন, না পক্ষপাতিত্ব করে? না, তা নয়। আত্মরক্ষার জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শন হলে তখন সেই মেয়েমানুষই হয় জগদম্বা, আনন্দময়ী মা, ব্রহ্মশক্তি।

এইসব মন্দিরে এসে এক কোণে বসে ধ্যান জপ করা উচিত, যেখানে লোকের ভীড় সেখানে না যাওয়া—এসব মহাবাক্য ঠাকুরের। আবার স্ত্রীলোকের গায়ের হাওয়া না লাগান সাধকের অবস্থায়।

ভক্ত স্ত্রীলোকদেরও বলেছেন অনুরূপ কথা। তাদেরও পুরুষের সংস্পর্শে না থাকা। কাঁচা অবস্থায় এসব মানতে হয়। না মানলে সর্বনাশ। এইসব নিয়ম মহাপুরুষগণ করে গেছেন। ঠাকুর সর্বভূতে জগদম্বাকে দর্শন করতেন। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য এসব নিয়ম নিজে পালন করতেন। উত্তরপাড়ার রাজবাড়ীর মেয়েদের সটান বললেন—না, ঘরে আঁটবে না। ছোকরা ভক্তেরা ঘরে ছিল, তাই। মেয়েরা তাঁর ঘরে বসতে চেয়েছিল। এমনতর ব্যাপার।

ভক্তগণকে শ্রীম আজ সকালে উৎসাহিত করিয়াছেন, জগন্নাথ মন্দিরের সকল জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া যাহাতে দেখেন। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্র ছবিটি মনে আনা চাই। তাহা হইলে দূরে গিয়াও মনশ্চক্ষে দর্শন হয়। ভক্তগণ তাই আজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম লক্ষ্মীমন্দিরে উপবিষ্ট। ভক্তগণ কিছুক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিয়া এবার জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকের সব দর্শন করিতেছেন। ভাণ্ডারঘর, মহাবীর, তুলসীকানন, কূপ, চম্পক বাগিচা, খামার, অন্ন মহাপ্রসাদ শুকাইবার স্থান, বাসুদেব বাবার আশ্রমাদি দর্শন করিলেন পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের। তারপর উত্তর-পশ্চিম দিকের সব দর্শন করিতেছেন—গোলাবাড়ী, গাঁদাপুষ্পকুঞ্জ, বৈকুণ্ঠ, সুফলগৃহ প্রভৃতি। এখানেও একটি কূপ আছে। রাজমিস্ত্রীগণ উহার সংস্কার করিতেছে। এইসব কূপের জলে ভোগাদি রন্ধন, আর মন্দিরাদি ধৌত করা হইয়া থাকে। সুফলগৃহে যাত্রীদিগকে পাণ্ডারা পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলে, তোমাদের তীর্থযাত্রা সুফল হইয়াছে। তখন যাত্রীগণ পাণ্ডাদিগকে যথাসাধ্য প্রণামী দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও প্রচুর অর্থ দিয়া যায়। বৈকুণ্ঠকূপে দ্বাদশ বৎসর পর জগন্নাথাদি দেবগণের পুরাতন কলেবর নিক্ষিপ্ত হয় এবং নূতন কলেবর বেদীর উপর পূজিত হয়। লোক বলে, তখন জগন্নাথের পুরাতন কলেবর হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া নূতন কলেবরের নাভিদেশে রাখা হয়। আর ইহাতেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত থাকে।

বিনয়, মুকুন্দ ও জগবন্ধু এবার আনন্দবাজারে প্রবেশ করিলেন। বিনয় এক পয়সার ডাল ও অন্নপ্রসাদ খরিদ করিলেন। ভক্তগণ দক্ষিণ দিকে ফিরিতেছেন। তখন হঠাৎ শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি করছেন?

আনন্দবাজারের দুই দিকে দোকান পসরা। মন্দিরের সরকারী পসরাও আছে। এ সবেতেই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। যাত্রীগণ উহা খরিদ করিয়া লইয়া যায় তাহাদের দেশে। মিষ্টান্নই বেশী লইয়া যায় আত্মীয় বন্ধুগণকে উপহার দিবার জন্য। পূর্ব পংক্তির একটি ছোট দোকানের সম্মুখে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পোশাকে কি করিয়া তৈল লাগিয়াছে। তিনি বিনয়ের হাত হইতে মহাপ্রসাদ লইলেন এবং মাথায় ঠেকাইয়া উহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপর ভক্তগণও প্রসাদ পাইলেন। পূর্ব দিক হইতে আসিয়া ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্যও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এই পুরীতে ভক্তগণ ও জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইবার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। উহা একটি মহৎ কার্য বলিয়া মনে করে হিন্দুগণ। মন্দির-আঙ্গিনার ভিতরে ও বাহিরে মহাপ্রসাদ খাওয়ায় বিশ্বাসী যাত্রীগণ। কোন কোন ধনাঢ্য ভক্ত দশ হাজার পর্যন্ত লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া থাকে। স্বতন্ত্র রন্ধন করিতে হয় না। মন্দিরকর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিলে উহা জগন্নাথের রন্ধনশালাতেই প্রস্তুত হয়। কোন্ কোন্ মহাপ্রসাদ খাওয়ান হইবে তাহা বলিয়া দিলে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সকল মহাপ্রসাদ যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। শোনা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমাধির পর তাঁহার ভাণ্ডারায় প্রায় দশ হাজার লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়ান হইয়াছিল।

ক্ষেত্রবাসী ভক্ত ও তপস্বীগণের সুবিধার জন্য পুরীতে অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মন্দিরকর্তৃপক্ষকে অর্থদান করিলে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়। এই জন্য মধ্যাহ্নে একটি বিশেষ ভোগ হয়। তাহার নাম সত্রভোগ। এই ভোগের অন্ন বিভিন্ন মঠে আশ্রমে যায়। আর স্বতন্ত্র থাকিয়া যাহারা ক্ষেত্রবাস করে তাহারাও লইতে পারে। তিনশত টাকা মন্দিরে জমা দিলে এক হাঁড়ি ভাত, এক হাঁড়ি ডাল ও এক হাঁড়ি তরকারী পাওয়া যায়। ইহাতে একজন লোকের দুই বেলার পর্যাপ্ত আহার হইতে পারে। যে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেয় মন্দিরে সে ছাপান্ন প্রকারের প্রসাদ লইতে পারে। যাহাতে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরের ভজনা করিতে পারে তাহার জন্যই এইসকল ব্যবস্থা। ভারত ধর্মপ্রাণ। তাই এইসকল উত্তম ও বিচিত্র ব্যবস্থা এখানে।

শ্রীম এইবার 'শশী নিকেতনে' ফিরিয়া যাইবেন। আনন্দবাজার হইতে বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছেন। সম্মুখে সিংহদ্বার। দ্বাদশটি সোপান অতিক্রম করিয়া শিবভৈরবকে চুপি দিয়া প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। যেন বলিতেছেন, এবার আমাদের দর্শন শেষ হইয়াছে, আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছি। সিংহদ্বারের মধ্যস্থলে শ্রীম দাঁড়াইলেন। আবার পশ্চাতে ফিরিয়া জগন্নাথকে পুনঃপ্রণাম করিলেন। অরুণস্তম্ভও পার হইয়া বড় দাণ্ডায় দাঁড়াইয়া একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতেছেন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে। পার্থচৈতন্য নিকটে আর মনোরঞ্জন একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

মুকুন্দ, জগবন্ধু ও বিনয় কণিকা মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাই পুরীর শ্রেষ্ঠ অন্নপ্রসাদ। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে প্রস্তুত। বিনয় উহা লইয়া শশী নিকেতনে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

শ্রীম ফ্ল্যাগ স্টাফের রাস্তায় চলিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু ও পার্থ চৈতন্য। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, জাজপেটার মঠ কোন্ দিকে? (পার্থ চৈতন্যের প্রতি) ওহে, তুমিই তো জান সব রাস্তা, এখানে থাক যখন। আচ্ছা, জাজপেটা বলে কেন? বিমল (পার্থ চৈতন্য) উত্তর করিল, এদেশে করতালকে জাজ বলে। এই মঠে উহা খুব বাজান হয় পূজোয় ও আরতির সময়। বোধহয়, তাই সাধারণ লোকে এই নামে বলে এই মঠকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই মঠ করেছেন বিখ্যাত সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা রাধারমণ চরণদাস বাবাজী। ইনি প্রথম যৌবনে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে তিনি প্রথম জীবনে মূর্তিপূজা মানতেন না। পরে মেনেছিলেন। তাঁর এই পরিবর্তনের কথা একবার আমাদের তিনি নিজে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'শেষে পিসীমা যা বলেছিলেন তাই হলো।' পিসীমা ছিলেন প্রাচীন কালের মেয়েমানুষ, সরল বিশ্বাসী। তিনি তুলসী পূজা করতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তুলসীতলায় ধূপ ও দীপ দিচ্ছিলেন। এই দেখে যুবক রাজেন (বাবাজী) পিসীমাকে বললেন, পিসীমা একি করছেন? এই গাছকে পূজা করে কি হবে? এতে কি আর ঈশ্বর আছেন? পিসীমা উত্তর করলেন, বাবা তুমি এই আশীর্বাদ কর যেন তুলসীতলাতে আমার মতি থাকে। হাসতে হাসতে আমাকে এই কথা বলেছিলেন বাবাজী—শেষে পিসীমা যা বলেছিলেন তাই হলো। চরণদাস বাবাজীকে পুরীর লোক বড় বাবাজী বলতো। একবার মন্দিরে দেখা হয়। তখন আমাকে ধরে নিয়ে আসেন এই মঠে।

শ্রীম মঠে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ—জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, মুকুন্দ ও ব্রহ্মচারী পার্থ চৈতন্য। মঠের অধিষ্ঠিত দেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। বেদীর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিগ্রহ আছে। শ্রীম বারান্দায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন দক্ষিণ দিকে স্তম্ভের সম্মুখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর বায়ুকোণে মুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন স্তম্ভ হইতে আধ হাতেরও কম দূরে। উঠিয়া উত্তর দিকে গিয়া জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করিতেছেন। তারপর বারান্দা হইতে নিম্নে নামিয়া বায়ুকোণে রন্ধনশালার নিকট গিয়া একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—এখানে পুরানো লোক আছেন কেউ ?

সাধু—আজ্ঞে হাঁ। ঐ ঘরে মহন্ত মহারাজ আছেন, অসুস্থ। আসুন, ফটকের বাম হাতের ঘরে উনি থাকেন। (ঐ ঘরে গেলে) এই মাদুরে বসুন। (অসুস্থ সাধুকে দেখাইয়া) এই ইনি প্রাচীন লোক, এই আশ্রমের মহন্ত।

শ্রীম (নমস্কারান্তে মহন্তর প্রতি)—ত্রিশ বছর পূর্বে আমি এই মঠে এসেছিলাম। বড় বাবাজী আমাকে জগন্নাথ মন্দির থেকে ধরে নিয়ে আসেন। উনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, বরানগর থেকে। ওখানে পূর্বাশ্রম ছিল। ঠাকুরের কাছেই আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আমরা যখন প্রথম আসি তখন ললিতা সখীর প্রথম অবস্থা। আচ্ছা, ওদিকের দেওয়ালের ওপাশে কোনও ঘর ছিল কি তখন ?

মহন্ত—আজ্ঞে না। এই সব বাড়ীঘর, মন্দির সব তাঁর প্রধান শিষ্য রামদাস বাবাজী করেছেন।

তিনি মঠের ইতিহাস বলার পর শ্রীম তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

মহন্ত (শ্রীমর প্রতি)—আজ্ঞে, আপনি এ কি করছেন ? আপনি যে কৃপা করে পায়ের ধূলো দিলেন এই যথেষ্ট। আমরা কৃতার্থ হলাম।

শ্রীম বাহির হইয়া আসিলেন। পাশেই চরণদাস বাবাজীর গৃহ। তিনি উহার ভিতরে সব দ্রব্যাদি দেখিতেছেন। সাধুরা ভিতরে যাইতে বলিলেন। শ্রীম ভিতরে যান নাই।

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগারতি হইতেছে। শ্রীম অঙ্গনে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মাথার উপর চাদর। বেশ রৌদ্র। ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্য শ্রীমর উত্তর দিকে আর জগবন্ধু, মনোরঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও মুকুন্দ পশ্চাতে। পঞ্চপ্রদীপে আরতি হইতেছে। নাটমন্দিরে কাঁসর বাজিতেছে। পাঁচ মিনিট আরতি দর্শন করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শ্রীম দক্ষিণের ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন অগ্নিকোণে। একজন সাধুর সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—আপনি এখানে কতদিন আছেন? আমি ত্রিশ বছর পূর্বে এসেছিলাম এখানে। এই ঘরটি ঠিক আছে। (পার্থ চৈতন্যের প্রতি) তোমার তখন কত বয়স ছিল?

পার্থচৈতন্য—পাঁচ ছয় বছর হবে।

শ্রীম (বাবাজীর প্রতি)—আপনার বয়স কত?

বাবাজী—পঞ্চাশ।

শ্রীম—আপনি কতদিন এখানে?

বাবাজী—ছেলেবেলা থেকেই এখানে।

শ্রীম—তখন (শ্রীম যখন এই মঠে আসেন) তাহলে বয়স কম ছিল। এই ঘরটি ঠিক আছে। (অগ্নিকোণ দেখাইয়া) এইখানে বসে খেয়েছিলাম। ললিতা সখী তখন নূতন এসেছে। (হাতে কাপড় টানার অভিনয় করিয়া) এমন করে প্রসাদ দিত (হাস্য)। আর বাবাজীমশায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশন করাতেন।

শ্রীম মঠের বাহিরে আসিতেছেন। পুনরায় মহন্তর ঘরের সোপানে মস্তক সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন। ফটকের উপরের চাতালে আবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

এখন দশটা।

একজন ভক্ত—(স্বগত) শ্রীম কেন বারবার অত প্রণাম করছেন এই বৃদ্ধ বয়সে? অত প্রণাম করে পুণ্য সঞ্চয় করার কি প্রয়োজন তাঁর, যিনি যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ, যিনি তাঁর পাদ-স্পর্শ করেছেন। নিশ্চয়, ইহা ভক্তদের শিক্ষার জন্য, আর হয়তো এই আশ্রমবাসী সাধুদেরও শিক্ষার জন্য। তাঁদের আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

শ্রীম রাস্তায় চলিতেছেন আর ভক্তদের বলিতেছেন ঠাকুরের কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এ মঠে এসে এই কথাই মনে হচ্ছে, যার উপরই ঠাকুরের দৃষ্টি পড়েছে সেই অন্য রকম হয়ে গেছে। সংসার আলুনী লেগেছে। কতকগুলি সাধু হয়ে গেছে। কতকগুলি ঘরে আছে। কিন্তু সকলেরই ভিতর ফাঁক করে দিয়েছেন। তারা বোঝে, আগে ঈশ্বর পরে সব।

দেখ না, রাজেন ঘোষ পরে চরণদাস বাবাজী, অত বড় মহাত্মা! তা হবে না? ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছে যে! প্রথমে কর্ম নিয়েছিলেন কোন জমিদারীর সেরেস্তায়, নায়েব। তারপর কত কর্মের পর ঐ অবস্থা, সাধু হলেন। নানা প্রণালী দিয়ে তাঁর শক্তি প্রবাহিত—এখন তারা স্বীকার করুক বা না করুক। তাতে কি আসে যায়? ঠাকুর কি দু'টি লোকের জন্য এসেছেন? সকলের জন্য এসেছেন, জগতের জন্য এসেছেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মনের অতীত, তিনিই ঠাকুর। এ তাঁর নিজ মুখের কথা। শুধু কি বলেছেনই এই কথা? আবার আমাদের দেখিয়েছেনও যে তাঁর এই স্বরূপ! কেউ মনে না করে তিনি কেবল আমাদের জনকয়েকের জন্য এসেছেন। তাঁর ভাবনা জগতের জন্য। জগৎ রক্ষার জন্য তিনি অবতার হয়ে এসেছেন। কেউ আজ চিনেছে, কেউ কাল। কেউ অনেক পরে। ঠাকুরের মহাবাক্য—লংকা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। কেউ জেনে খেয়েছে, কেউ না জেনে খেয়েছে লংকা। তার ঝাল যাবে কোথায়? লাগবেই।

যাঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ তাঁদের তিনি তৎকালেই চিনিয়ে দেন নিজেকে। তারা তাঁর message (মহাবাণী) পালন করবে নিজ জীবনে, আবার প্রচার করবে অন্যের কাছে। তবে জগৎ উঠবে উপরে। তাই ভারতে ঠাকুরের আগমন। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে।

একজন ভক্ত (স্বগত)—আজ বুঝলাম কেন চরণদাস বাবাজীর আশ্রম, তাঁর শিষ্য রামদাস বাবাজী আর ললিতা সখীকে ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগতো। নবদ্বীপে দেখেছি, কি নিষ্ঠার সহিত সেবা করেন ললিতা সখী। মন আকৃষ্ট হয়। তেমনি রামদাস বাবাজীর কীর্তন! কি আন্তরিকতা, কি সরস নিষ্ঠা! এঁদের ভিতরও ঠাকুরের ঈশ্বরীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, চরণদাস বাবাজীর ভিতর দিয়ে। তাই ভাল লাগতো।

মগ্নি মিশ্রের গৃহ। শ্রীম মগ্নি মিশ্রের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, দরজার সম্মুখে বেঞ্চে পূর্বাস্য। শ্রীমর পার্শ্বে পার্থচৈতন্য। আর জগবন্ধু মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন বসিয়াছেন উত্তর দরজার পূর্ব দিকে স্থাপিত তক্তাপোষে। শ্রীমর সম্মুখে ভিতর বাড়ীর প্রবেশ দরজা। সেই দরজা দিয়া শ্রীমর দৃষ্টি অঙ্গনে পড়িয়াছে। অঙ্গন বড় নোংরা। শ্রীমর চক্ষে ঐ দৃশ্য অসহনীয়। রৌদ্রে বসা যাক্—বলিয়া উঠিয়া গিয়া তিনি বারান্দায় বসিলেন। বলিতেছেন, বাবা, আমার বসতে ভয় হচ্ছে। ওরা না এতো পড়েছে। এ কি রকম পড়া! আবার নিজে কবিরাজ। তাই বলে, 'physician, heal thyself'—বৈদ্যজী, আগে নিজের রোগ সারাও।

শ্রীম বার মিনিট বসিয়া আছেন। মগ্নি মিশ্রকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি এখনও আসেন নাই। মগ্নি মিশ্রের এক পুত্র আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, আপনাদের প্রসাদ থাকে তো আমাদের একটু দিন্ না। পিতার আসার দেরী দেখিয়া পুত্র পুনরায় বাড়ীর ভিতর গেলেন। এদিকে দেরী হইতেছে দেখিয়া শ্রীম চলিয়া যাইতে চাহিলেন। পার্থ চৈতন্যও বলিলেন, তবে আমরাও যাই—'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা'। শ্রীম বলিলেন, হাঁ যাবে বৈ কি। বাবা, এমন নোংরা জায়গা! এটা বুঝি এঁদের বাড়ী নয়। মেয়েরা অন্য বাড়ীতে থাকে বুঝি?

বড় ছেলের প্রবেশ। তিনি সংবাদ দিলেন, বাবা একজন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিচ্ছেন—ভুলুয়া বাবাকে, তাই আসতে পারছেন না। এই কথা শুনিয়া শ্রীম বারান্দা হইতে বৈঠকখানায় আসিলেন, বাড়ীর ভিতর যাইবেন। রাস্তায় ভুলুয়া বাবার সঙ্গে দেখা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইনি আহার সমাপন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আপনার বই পড়েছি। ভুলুয়া বাবা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, সে কি আপনার (কথামৃতের) মত। আপনি আমাকে স্নেহ করেন। তাই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

বৃদ্ধ কবিরাজ মগ্নি মিশ্র ভিতর বাড়ীর এক ঘরের বারান্দায় একটা তালপাতার ঠোঙ্গায় চিড়া ও মুড়কি প্রসাদ হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীমর কাছে যাইয়া তিনি এই প্রসাদ দিবেন বৈঠকখানায়। শ্রীম নিজেই তাঁহার কাছে আসিতেছেন দেখিয়া উনি উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন ভিতরে, আর বসিয়া প্রসাদ পাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শ্রীম সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং যুক্ত করে ঐ প্রসাদ লইলেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। ভক্তদের হাতেও প্রসাদ দিলেন। সকলে এখন বৈঠকখানার বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমর হাতের প্রসাদ বেশী বলিয়া তিনি উহা মনোরঞ্জনের হাতে ঢালিয়া দিলেন। মনোরঞ্জন ও ভক্তগণ শ্রীমর হাত হইতে ঐ মহাপ্রসাদ পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলেন আর সকলে পরমানন্দে উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একটি ছয় সাত বৎসরের বালক স্কুল হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছে। নগ্ন দেহ, ময়লা কাপড় পরা। হাতে শ্লেট। পূর্ব দিকে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, দাও দাও, ওকে দাও। (ছেলেটির প্রতি) নেও নেও। বালক পলায়ন করিতেছে দৌড়িয়া। এক পথিক বালককে বলিতেছে, নে না। সে আরও বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে। শ্রীম রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন, কেমন ছেলে, প্রসাদ নেয় না? বাড়ীর লোকেরা শিখায় না কেন—প্রসাদ নিতে হয়, প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করতে নেই? জগবন্ধু বলিলেন, ঐ পথিক বলছে, সে ভয়ে পালাচ্ছে।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে চলিতেছেন। ডান হাতে ঘুরিয়া কার্তিক সাঁই-এ প্রবেশ করিলেন। রাস্তার পূর্ব ধারে ঐ বালকের বাড়ী। ভক্তদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া সে দৌড়িয়া গৃহে উঠিতেছে। অন্তেবাসী দ্রুত অগ্রসর হইয়া বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। আর ঐ বালকনারায়ণের হাতে প্রসাদের ঠোঙ্গা জোর করিয়া দিলেন। বালক নিতে নারাজ। রাস্তার একটি লোক বলিল, নে না, নে না, ঐ নে। বালক তখন অনিচ্ছাসত্বেও ঐ ঠোঙ্গা গ্রহণ করিল।

ঐ বাড়ীর উচ্চ বারান্দায় আর একটি দুই বৎসরের শিশু দাঁড়াইয়া আছে, সব দেখিতেছে—দিগম্বর পরমহংস। সে বিস্ফারিত নয়নে ভাইয়ের হাতের ঠোঙ্গাটির প্রতি চাহিয়া আছে। শ্রীমর দৃষ্টি ঐ শিশুটির উপর পড়িল। অমনি ব্যস্ত হইয়া তিনি বলিতেছেন, দাও দাও, ওকেও দাও। অন্তেবাসী বারান্দায় উঠিয়া ঐ শিশুনারায়ণের হাতেও প্রসাদ দিলেন। শিশু ক্ষুদ্র দুইখানি হাত প্রসারিত করিয়া মহাপ্রসাদ লইতেছে আনন্দে।

তাহাদের জননী গৃহাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া ফাঁক দিয়া এই আনন্দ-উৎসব দর্শন করিতেছে। বারান্দায় আরও একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স ছয় সাত হইবে। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ। তাহাকে দেখিয়াও শ্রীম বলিলেন—দাও, ওকেও দাও। এই বালকও শ্রীমর কৃপা প্রসাদ পাইল।

একটি ভক্ত (স্বগত)—আশ্চর্য! এই মহাপুরুষের কৃপা এই শিশুদের উপরও! এই বালকগণ ধন্য! অযাচিত কৃপা! নিশ্চয় এদের সুকৃতি আছে। নচেৎ এই যোগাযোগ, এই সৌভাগ্য কি করে হলো? শুধু তো মহাপ্রসাদই লাভ করলো না এই বালকগণ! এর সঙ্গে অবতারের কৃপাও যে রয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মাধ্যমে। উপলক্ষ মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদকে ঠাকুর বলতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই কলিকালে। যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, এ খেলে জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়। এটা বস্তুর গুণ, যেমন আফিং খেলে আঁটে, ত্রিফলা খেলে দাস্ত হয়। ঠাকুর নিজেও নিত্য এক দানা গ্রহণ করতেন। একে তো মহাপ্রসাদের গুণ অমোঘ। আবার তা দিচ্ছেন, অবতারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীম। নিশ্চয় পারার মত কাজ করবে এই মহাপ্রসাদ ও অবতারের কৃপা এই বালকদের উত্তর জীবনে। সত্যই ধন্য বালকগণ!

শ্রীম ভক্তসঙ্গে দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন। বড় রাস্তা পার হইয়া দক্ষিণের পল্লীর মোড়ে বিমল (পার্থ চৈতন্য) বিদায় লইলেন। ইনি ক্ষেত্রবাসী ব্রহ্মচারী। শ্রীম ধীরে ধীরে মুচিসাঁই পার হইয়া নিজ বাসস্থান শশী নিকেতনে প্রবেশ করিলেন।

এখন বেলা সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে।

শশী নিকেতন, পুরী
৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৫ই পৌষ ১৩৩২ সাল
বুধবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

চৈতন্যময় পুরী

১

শ্রীম বারান্দায় বসিয়া আছেন বেঞ্চে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন ভক্তদের কাছে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—এই যা দেখে এলাম ঘুরে ঘুরে, এই এক দিক। সংসারে সব জড়িয়ে আছে। এর উপরে আর এক থাক আছে। এদের কতক জ্ঞান আছে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু, তাঁর কাছে চায় সব সংসারের সুখ। এর উপর আর এক থাক আছে। তারা চায় শুধু ঈশ্বরকে। ঈশ্বর আছেন, শুধু এই জ্ঞান নয়, ঈশ্বর অনন্তকালের বন্ধু, শান্তিসুখদাতা, তাঁর কাছে চাইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—তাদের এই পরমার্থ জ্ঞানও আছে। কেউ চায় সংসার—এক কথায় যাকে ঠাকুর বলতেন কামিনী কাঞ্চন—পুত্র মিত্র ধন জন নাম যশ স্বর্গ ফর্গ। কেউ চায় কেবল তাঁকে—'God for God's sake'—জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য সমাধি।

কেউ কেউ আদপেই তাঁকে জানে না। কি আশ্চর্য তাঁর মায়া! এই ভাবের লোকই বেশী সংসারে। আহার শয়ন মৈথুন ভয়—এই তাদের কাজ। কামাই কর আর খাও, আর খাওয়াও।

এরপর সকাম ভক্ত। তিনি আছেন, এ বোধ তার আছে। কিন্তু তাঁর কাছে চায় কেবল সংসারের সুখ। এরাও ভাল। কেন না, এরা ঈশ্বরকে মানে। কিন্তু এদের কাছে—আগে সংসার, পরে ঈশ্বর।

এরপর নিষ্কাম ভক্ত, যেমন পাণ্ডবরা। এরা বিচারের দিক দিয়ে চায় ঈশ্বরকে। কিন্তু সংস্কারের দিক দিয়ে দেখে, মনে ভোগবাসনা রয়েছে। সংসার দুঃখময়, এ বোধ তাদের অনেকটা হয়েছে। ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখময়—এ জ্ঞানও আছে। কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠিত নয়। সংসারের সুখবাসনায় মনকে দোলায় কখনও। ঠাকুর এই থাকের লোককে বলতেন, যোগীভোগী। বলতেন, যেমন পাণ্ডবরা। ঈশ্বর আগে পরে সংসার, এই জ্ঞান তাদের হয়ে গেছে। আধা যোগ আধা ভোগ এদের।

এর পরের থাক যোগী। এরা কেবল ঈশ্বরকে চায়। মনের ভোগবাসনা তাদের অত চঞ্চল করতে পারে না। এদের মন বার আনা ঈশ্বরে। চার আনা সংসারে। এরা প্রায়ই সংসারত্যাগী।

যোগীভোগী আর যোগী, এই দুই থাকের ভক্তদের আদর্শ ঈশ্বর-দর্শন। পথ ভিন্ন। যোগীভোগী একটু ঘুরে যায়। যোগী সিধে চলে যায়।

এই দুই থাকের জন্যই গীতার ঐ উক্তি—'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।'

এর উপরের থাক মহাযোগী, অবতারাদি। যেমন চৈতন্যদেব, ঠাকুর। উত্তরা প্রার্থনা করছেন কৃষ্ণকে—"রক্ষ রক্ষ মহাযোগিন্।'

এ থাকের লোক বিরল। ভগবান নিজে কখনও কখনও এই রূপ ধরে আসেন। ঠাকুর তাই। তিনি পরমহংসগণেরও পূজনীয়, পরমহংসের পরমহংস।

অবতারের পার্ষদগণের মধ্যে কেউ কেউ এই থাকের লোক, দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। যেমন রিজার্ভ অফিসার। অবতারের কৃপায় এঁদের আগে ফল, পরে ফুল—ঠাকুর বলতেন। এঁরা কষ্ট করে সিদ্ধ নন, যুগে যুগে সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ। যখনই অবতার আসেন তখনই সঙ্গে নিয়ে আসেন ওঁদের।

এইসব তীর্থে এলে এই জ্ঞান হয়। ঈশ্বরই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা করছেন। তীর্থে এই দুই রকম লোকই থাকে। দেখ না, এই শ্রীক্ষেত্রে একদিকে চৈতন্যদেব রয়েছেন। তাঁর পার্ষদরা কেউ কেউ রয়েছেন। তাঁদের ভাব এখানে জীবন্ত। আবার অসংখ্য সাধক ভক্ত আছেন। অন্য দিকে সব বিষয়াসক্ত লোক। একদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যদেব মহাভাবে নিমগ্ন—দেশকালাতীত অবস্থা। অন্য দিকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে মগ্ন অন্য লোক। উভয় দিকেই identification (একাত্মতা) ষোল আনা। চেতন ও জড়ের খেলা। এই খেলাটিকে ঠাকুর বলতেন জগৎলীলা। এই খেলার মধ্যে তিনি নিজে অবতার হয়ে এসে গুটিকয়েক লোকের কাছে এই তত্ত্ব প্রকাশ করে যান। তাদের এই খেলাটি বুঝিয়ে যান। এঁরা আবার অপরকে বলেন। যাদের বহু জন্ম ধরে আত্মজ্ঞানের চেষ্টা আছে তারাই বোঝে। তারাই ধরে থাকে মোক্ষের দিক। এই বদ্ধ মোক্ষ খেলা, এই জগৎলীলা চলছে অনন্ত কাল।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এইসব তীর্থে এসে সব তন্ন তন্ন দর্শন করতে হয়। মনটাকে অপর দিকে নেবার চেষ্টা করতে হয়। মন্দিরে গেলে প্রতি ধূলিকণাটি পর্যন্ত দর্শন করতে হয়। আর ভাবতে হয়, এইসব ধূলিকণা ভগবানের অবতারের চরণরেণুতে জীবন্ত হয়ে আছে। সকল মন্দিরের সব দেখতে হয়। ধ্যান করতে হয়। দীর্ঘকাল থাকতে হয়। ওখানকার পরমাণু সব পবিত্র, জাগ্রত। কত কাল থেকে কত কত লোকের ঈশ্বরীয় চিন্তা রয়েছে ওখানে জমাটবাঁধা হয়ে—আকাশে বাতাসে ভূমিতে শূন্যে।

চৈতন্যদেব যেসব চিন্তা করতেন ঐ সবই রয়েছে, তাই সব চৈতন্যময়। যাদের কতক চৈতন্য হয়েছে, সাধুসঙ্গ হয়েছে, এসব স্থানে এলে তাদের 'নিজ নিকেতনে'র কথা মনে হয়। ঈশ্বরের কথা মনে হয়। মনে হয়, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—আমরা ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু তাঁর মহামায়া আবার ভুলিয়ে দেয়, টেনে নিয়ে যায় সংসারে। ঘোর স্বপ্নে ফেলে দেয়। তাই ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

এখন বেলা বারটা। শ্রীম উঠিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ওখান হইতেই সকলকে বলিতেছেন, সমুদ্র নেয়ে আসুন চট্ করে, যাঁরা যাবেন।

মন্দিরে আজ শ্রীমর জামা ও চাদরে তেল লাগিয়াছে। তিনি উহা লইয়া বাহিরে আসিলেন। জগবন্ধুর হাতে জামাটা দিলেন। বলিলেন, এর মধ্যে ঠাকুরের প্রসাদী ফুল আছে। এমন করে ধরতে হবে উহা মাটিতে না লাগে, পায়ে না লাগে। মনোরঞ্জনকে দিলেন চাদরখানা। জগবন্ধু বলিলেন, চাদরে বেশী তেল লেগেছে। সাবান দিয়ে একটু রাখলে শীঘ্র উঠে পড়বে। শ্রীম উত্তর করিলেন, না না। আমার তর সইবে না। এখনই চাই।

ভক্তগণ কূপতটে সাবান দিয়া কাপড়ের তেল তুলিতেছেন। শ্রীম শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমর পরণে চারখানা গামছা, হাতে ছোট মোটা মগ। গলায় জড়ান আধখানা কাপড়।

এখন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। জগবন্ধু, বিনয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ ইতিমধ্যে মন্দিরে আসিয়াছেন শ্রীমর নির্দেশে। মধ্যাহ্নে শ্রীম বলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া মন্দিরে থাকা উচিত। আর তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখা উচিত। গর্ভমন্দির এখনও খুলে নাই। ভগবান্ বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তগণ নাটমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত দেব-দেবীর চিত্রপট দেখিতেছেন। ভিতরের ছাদে নানা রঙে অঙ্কিত দশাবতার ও অনন্তশয়ন দর্শন করিলেন। তারপর বটে-কৃষ্ণ, বসুদেবকালে-কৃষ্ণ, বালকৃষ্ণ, ব্যাসনারায়ণ, গণেশজননী, সীতারাম, হনুমানের স্কন্ধে রামলক্ষ্মণ, রাসলীলা, ধ্রুবের তপস্যা, জলে-প্রহ্লাদ, কৃষ্ণজন্ম, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ছবিও একে একে দেখিতেছেন। এতদিনও দেখিতেন এই সব ছবি। কিন্তু আজ এগুলি দেখিলেন অধিকতর মনোযোগের সহিত। মনে একটি নূতন অনুরাগাঞ্জন শ্রীম লাগাইয়া দিয়াছেন, তাই সব দ্রব্যে নূতন ও নিবিড় আকর্ষণ। যেমন বিষয়ীর ভালবাসা অর্থে, তাই অর্থলাভের উপায়ের উপর তাহার অধিকতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোযোগ, তেমনি ভক্তগণের আজ সেইরূপ ভালবাসা ও আগ্রহ এইসব দর্শনে।

ভক্তগণ ভগবানের কৃপাভিখারী। শ্রীম বলিয়াছেন, ভগবৎ লীলা, ভগবৎ গুণগানে, ভাগবতী দ্রব্যে মনকে রাঙাইয়া লইতে পারিলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয়। সেই কৃপালাভের অনুরাগে আজ অতি সামান্য জিনিসও প্রিয় ও মধুর বলিয়া ভক্তদের বোধ হইতেছে।

মন্দির পরিবেশের ভিতর একজন বৃদ্ধ মহাপুরুষের কুটীর। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত রামায়ত সাধু। নাম বাসুদেব বাবাজী—যথার্থ ভগবৎপ্রেমিক মহাত্মা। ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তিনি একখণ্ড তক্তার উপর বসিয়া সম্মুখে আসনে অবস্থিত শ্রীমদ্‌-ভাগবতের বিরাট পুঁথি নিত্য নীরবে পাঠ করেন। তাঁহার কোমরে বাঁধা একটি বস্ত্র, দীর্ঘকাল সোজা হইয়া বসিলে ব্যথা হয়, তাই। গৌরবর্ণ, আর মুখমণ্ডলে প্রশান্তি জমাটবাঁধা, যেন একটি পাকা আম। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের খুব ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। রাখাল মহারাজ, শ্রীম প্রভৃতি পার্ষদদের সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করেন। বয়স আশির সন্নিকট। বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পুরীতে বাস করিতেছেন। তিনি নিত্য বহু ভক্তকে উদর পূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ আহার করান। কৃপাসিন্ধু বাসুদেব বাবা নিষ্ঠা ও ভক্তির স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার নিকট পাঁচ মিনিট শ্রদ্ধার সহিত বসিলে চঞ্চল মন স্থির হইয়া নিষ্ঠা ভক্তিতে রূপায়িত হয়। আর ইহার প্রভাব অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শ্রীমন্দিরে সাতবার যান এবং শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া হাতে চামর লইয়া ভগবানকে ব্যজন করেন সাতবার ভোগারতির সময়। প্রত্যহ সকালে নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসিয়া ধ্যান জপ করেন। দেখিলে মনে হয়, তিনি আলস্যকে জয় করিয়াছেন। কি প্রসন্ন বদন!

ভক্তগণ বাসুদেব বাবাকে প্রণাম করিলেন। তিনি স্মিত হাস্যে আশীর্বাদ করিয়া শ্রীমর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর উত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রসাদ দিয়া ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। বেশীক্ষণ থাকিলে পাঠে ব্যাঘাত হয়। রাত্রিতে স্বর্গদ্বার রোডের নিজের আশ্রমে চলিয়া যান। সারাদিন মন্দিরে থাকেন।

এইস্থানে ভক্তগণ শ্রীযোগেশ ঘোষকে দেখিতে পাইলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত অন্তরঙ্গ শ্রীবলরাম বসুর জামাতা। যোগেশ ঘোষ পূর্ব দিকে দেওয়ালে মুখ করিয়া মহাপ্রসাদ ডাল ভাত তরকারী ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এখন বাণপ্রস্থীরূপে পুরীতে তপস্যানিরত। আর দিনান্তে এখানে আসিয়া একবার মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আহার করেন। কখনও বা শ্রীমর নিকট যান। তাঁহার বাসগৃহ এখন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রম—পরলোকগত পুত্র গদাধরের নামে। ইহা রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা কেন্দ্র।

বাসুদেব বাবার আশ্রমে এক মণেরও অধিক অন্ন মহাপ্রসাদ মেঝেতে রৌদ্রে শুকান হইতেছে। ছোট বড় থলিতে পূর্ণ করিয়া বাসুদেব বাবা ভক্তদের উহা উপহার দেন।

ভক্তগণ এই শুষ্ক মহাপ্রসাদের রাশি দেখিয়া ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য এই ভারত! কি অদ্ভুত কৌশল দেখি এদেশের আচার্যদের জনসাধারণের ভিতর ভক্তি জাগ্রত রাখিবার! ভারতময় পাণ্ডাগণ এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করে। বাল্যকালে দেখিয়াছি, দেখা হইলেই পাণ্ডাগণ আমাদিগকে মহাপ্রসাদ দিতেন, আমরাও তাহা আহার করিতাম সানন্দে। গুরুজনগণ বলিতেন, নাও, খাও—ইহা জগন্নাথ ভগবানের মহাপ্রসাদ। ইহা খাইলে ভাল হয়। কি ভাল হয়, তাহা জানিতাম না। শ্রীমর মুখে বারংবার মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি ও আচরণ দেখিয়া এতদিনে উহার মাহাত্ম্য উপলব্ধ হইয়াছে। আর বুঝিতেছি, কত দূরদর্শী এ দেশের আচার্যগণ, কত দূরপ্রসারী তাঁহাদের প্রচারবিধি, আর কি অমোঘ এই একদানা মহাপ্রসাদের ফল! এই একদানা মহাপ্রসাদের ভিতর দুর্লভ বস্তু জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস নিহিত। তাহা হইলে সব প্রসাদেই এই জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহিত থাকে। ভক্তি ও ভগবান এক—ঠাকুরের কথা। প্রসাদ খাইলে ভক্তিলাভ হয়। তাহা হইলে প্রসাদ ও ভগবান এক। হায়, আজকাল ইংরেজীশিক্ষার গুণে এই অতি সহজ ও সরল ভক্তিলাভের উপায়টি বিস্মৃত। শ্রীম অনেকবার ভক্তদের বলিয়াছেন মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর নিত্য সকালে একদানা মহাপ্রসাদ খেতেন অন্য কিছু খাওয়ার পূর্বে। একটি ছোট সালু কাপড়ের থলিতে থাকতো তাঁর বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে। আমাদেরও দিতেন। একদিন নরেন্দ্রকেও দিলেন। নরেন্দ্র তা খেতে চায় নি। বলে, এ শুকনো ভাত, অপরিষ্কার জিনিস। ঠাকুর তখন তাকে বলেন, তুই দ্রব্যগুণ মানিস—আফিং খেলে আঁটে আর ত্রিফলায় দাস্ত হয়? নরেন্দ্র উত্তর করলো, হাঁ, তা মানি। তখন ঠাকুর বললেন, এ-ও তেমনি। এই মহাপ্রসাদ খেলে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস লাভ হয়। তখন নরেন্দ্র নির্বিচারে উহা খেল। ঠাকুরের কথায় তার পূর্ণ বিশ্বাস। ঠাকুর সত্যবাদী আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাই ঠাকুর বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজঃ, আর গঙ্গাজল—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

৩

ভক্তগণ জগন্নাথের রন্ধনশালা দর্শন করিতেছেন। কি বিরাট ব্যাপার! এখানে সহস্র সহস্র লোকের ভোজন-উপযোগী অন্নাদি রন্ধন হয়। কোনও গৃহস্থগৃহে দুই চারিদিনের উৎসব সকলকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে। আর এখানে নিত্য এত অন্ন রন্ধন করা হইতেছে নিঃশব্দে, কত যুগ ধরিয়া। এই বিষয়টি ভাবিলেও এখানে ভগবানের নিত্যআবির্ভাব প্রমাণিত হয়।

এই বিরাট রন্ধনশালায় বিলাতি কুকারের প্রথায় রন্ধন হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পাকপ্রণালী দেখিয়াই ইক্‌মিক্ কুকারের সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে রন্ধন। সকলের নিম্নের হাঁড়িতে থাকে চাল, কখনও দশ সেরেরও অধিক। তাহার উপর অনুরূপ লবণহীন ডালের হাঁড়ি ও তরকারীর হাঁড়ি। এই চালের বড় হাঁড়ির নীচে কাঠের জ্বাল। এই রন্ধনশালায় সাতবার রন্ধন হয়, সাতবার ভোগ। নিত্য ছাপ্পান্ন প্রকারের দ্রব্যে ভোগ হয়। অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রকারের মিষ্টান্নাদিও নিত্য এই রন্ধনশালায় প্রস্তুত হয়। নিত্য রন্ধন, নিত্য ভোগ, নিত্য মহাপ্রসাদ—সাতবার। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করিলে যে কোনও লোক এই মন্দিরে সহস্র সহস্র লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়াইতে পারে পরিতোষপূর্বক। জগন্নাথ বিরাট, নিত্যভোগও বিরাট। জগতে এই ব্যবস্থা আর কোথাও নাই।

ভক্তগণ জগন্নাথের স্নান ও পানীয় জলের বিশাল কূপতটে উপনীত। পাশেই ঢেঁকিশালা, ভাণ্ডার ও ইন্ধনশালা। সবই বিরাট। এই সকল দ্রব্যই জগন্নাথের জমিদারী হইতে আসে। হাঁড়ির জন্য কুম্ভকারের গ্রাম রহিয়াছে। ইহারা বৃত্তিভোগী। ব্রাহ্মণদের ষোলটি গ্রাম। তাঁহারা পূজা, মন্দিরমার্জনা, রন্ধনাদি সব কার্য করেন। আর পূজাদির ব্যাপারে সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করেন। এক মতে আছে, ১৪৮০ জন সেবকে জগন্নাথের যাবতীয় কর্ম শেষ হয়। কেহ বলে ৩০০ জন, অন্যমতে ১২৮ জন ব্রাহ্মণ নিত্যসেবায় আবশ্যক। মতভেদ থাকিলেও জগন্নাথ মন্দিরের সেবা পূজা যে বিশাল—এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। জগন্নাথ বিরাট, তাঁহার ব্যবস্থাও বিরাট।

মন্দির এখনও খুলে নাই। তাই ভক্তগণ আধ মাইল দূরবর্তী মহর্ষি হরিদাসের সাধনপীঠ 'সিদ্ধ বকুলে' গেলেন। কেন যেন এ স্থান ভক্তদের মন এত আকর্ষণ করে। পাঁচশত বৎসরের বকুল বৃক্ষটিতে বুঝি চৈতন্য হরিদাস জীবন্ত!

মন্দিরের কপাট খোলার শব্দ পাইয়া ভক্তগণ মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে-কৃষ্ণ দর্শন করিয়া। শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দর্শন করিতেছেন। আজ নূতন দর্শন। নির্মুক্ত অঙ্গ পূজারী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতেছে। প্রথমে কয়েক খণ্ড সালু দিয়া দেবমূর্তিদের অঙ্গ আবরণ করা হইয়াছে। তারপর :সবুজ রঙের বালাপোষ অঙ্গে স্থাপিত—শীতকাল তাই। তাহার উপর ফিকে গোলাপী রংয়ের বনাত বিগ্রহদের সম্মুখে লম্বমান। মস্তকে সালুর কম্ফোর্টার। তদুপরি জরির কাজকরা মূল্যবান বস্ত্র। গলদেশে সুগন্ধী বিশাল পুষ্পমাল্য। বড় সুন্দর দর্শন, যেন জীবন্ত!

ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন আর শ্রবণ করিতেছেন পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমর মুখে শ্রুত ঠাকুরের কথা—'আমিই জগন্নাথ।' আর প্রার্থনা করিতেছেন—প্রভো, ভক্তি বিশ্বাস দাও। অন্তরে বুঝাইয়া দাও ঠাকুরের মহাবাক্য। ইহা বুঝিতে পারিলে মানবজীবন ধন্য। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তোমাকে নিত্য দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ জীবন্ত, জাগ্রত ভগবানরূপে। কৃতার্থ কর আমাদিগকে তোমার চৈতন্যঘন সচ্চিদানন্দরূপে এই মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া। ধন্য কর আমাদের মানব জীবন!

ভক্তগণ বিমলাপীঠে আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া নাটমন্দিরে বায়ুকোণে বসিয়া দেবীকে সমস্বরে পাঁচটি সঙ্গীতে অর্চনা করিতেছেন। বেদমন্ত্রতুল্য সবগুলি সঙ্গীতই ঠাকুরের মুখে গীত। প্রথম, 'কে গো আমার মা কি এলি।' দ্বিতীয়, 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।' তৃতীয়, 'ভবে সেই তো পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।' চতুর্থ, 'দেখ না চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করতেছে কি কারখানা।' পঞ্চম, 'মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।'

এইবার অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া পুনরায় জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিলেন উত্তরের প্রবেশপথে। শয়নমন্দিরে দক্ষিণের দরজার নিকট দ্বিতীয় স্তম্ভের নিম্নদেশে বসিয়া মুকুন্দ ধ্যান করিতেছেন। অপর ভক্তগণ করজোড়ে দর্শন ও প্রার্থনা করিতেছেন—'প্রসীদ দেব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসীদ।' কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভক্তগণ উত্তরের প্রবেশপথেই বাহিরে আসিলেন। মুকুন্দ বিনয় ও মনোরঞ্জন সত্রভোগমন্দির ডান হাতে রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশের দ্বিতীয় ফটকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর একজন ভক্ত চৈতন্যচরণ-মন্দিরে প্রণাম করিয়া গতকল্য শ্রীম যে পথে আনন্দবাজারে গমন করিয়াছিলেন সেই পথগুলি পুনরায় দর্শন করিয়া অপর ভক্তগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। দ্বিতীয় ফটকে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। কাল পূর্ণিমা গিয়াছে। চন্দ্র আজও প্রায় পূর্ণ। কি নির্মল আকাশ। কি নির্মল চন্দ্রালোক। শ্রীমর কৃপায় ভক্তগণের হৃদয়েও চৈতন্যচন্দ্রালোক, আর বাহিরে এই 'নক্ষত্রাণামহম্ শশী।' কি আনন্দ, কি শান্তি!

ভক্তগণ ফ্ল্যাগস্টাফের রাস্তায় চলিতেছেন—মুকুন্দ, বিনয়, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। সানন্দ হৃদয়ে ভাবিতেছেন, কি আনন্দ আজ আমাদের! আনন্দধামে নিবাস—শান্তি ও আনন্দে মুখরিত জগন্নাথমন্দির! সাগর—তাহাও সেই বিরাট আনন্দময়ের দ্যোতক। চৈতন্যদেবের স্মৃতি, তাহাও মনকে কল্পনার চক্ষুতে টানিয়া লইয়া যায় সেই দূর অতীতে শ্রীভগবানের নরলীলার আনন্দোৎসবে। অতীত ও বর্তমানের সুদৃঢ় প্রাচীর ভক্তগণের নিকট অন্তর্হিত। তাঁহাদের মন এক অবাধ উন্মুক্ত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। তাঁহাদের শরীর নিমজ্জিতপ্রায় পূর্ণচন্দ্রকরসাগরে।

কেহ আরও ভাবিতেছেন, এই পথে একদিন চৈতন্যদেব চলিয়াছেন। তাঁহার চরণস্পর্শে পথের রজঃরাশিও পবিত্র জীবন্ত ও আনন্দময়। সবই আনন্দময়। তাই ভক্তদের হৃদয় মধুর, চন্দ্রকর মধুর, মধুর শশী নিকেতন। এখানে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম। রাত্রি এখন আটটা।

রাত্রি নয়টা। শ্রীমর ধ্যান শেষ হইয়াছে। এখন আহার করিতে যাইতেছেন অন্দরমহলে। হলঘরে বসিয়া আছেন পার্থ-চৈতন্য, আর মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু। শ্রীম বলিলেন, বিমল, তুমি এদের শোনাও ঠাকুরের কথা। আমরা খেয়ে আসছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম দক্ষিণের শয়নঘরের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। এখানে বসা বিনয় ও জগবন্ধু। টেবিলের উপর হ্যারিকেন লণ্ঠন। তাহার আভায় একজন লিখিতেছেন। আর বিনয় ছাড়াইতেছেন একটি পেঁপে, ভুবনেশ্বর মঠের উপহার। তাঁহার হাতে কাজ, মুখে অনুচ্চ বক্‌বকানি। এতে আছে সমালোচনা, কিন্তু বিষোদ্‌গার নাই। তাই মধুর, যেন চাটনি। একজন লিখিতেছেন, আর উপভোগ করিতেছেন এই নির্মল মধুর চাটনি।

বিনয় রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। নৈশ আহার্যের তরকারী কাটিতেছেন। আর মুখে তাঁহার ঐ সুমধুর বক্‌বকানি। সুখেন্দুর প্রবেশ। তিনিও মনে উপভোগ করিতেছেন ঐ উপভোগ্য চাটনি। মুখে তাঁহার মধুর হাসি।

আহারান্তে শ্রীম ফিরিতেছেন ঐ রন্ধনগৃহের পথে। পাশের ঘরে একজনকে লিখিতে দেখিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কি লিখছেন? সুখেন্দু বুঝিতে পারিলেন না। বিনয় উত্তর করিলেন, ডাইরী লিখছেন।

শ্রীম সুখেন্দুর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে সদাচারের উপদেশ দিতেছেন। উদ্দেশ্য সুখেন্দু, কিন্তু লক্ষ্য সকল ভক্তবৃন্দ। শ্রীম বলিতেছেন, শুদ্ধভাবে ও সদাচারে সব রাঁধতে হয়। ভক্তরা খাচ্ছেন কিনা। তাঁদের হৃদয়ে ভগবান। তাঁদের মুখে তিনি খান। তাই সদাচারের দরকার। আবার নিবেদন করে সব খেতে হয়। ঈশ্বরকে নিবেদন করে না খেলে—গীতায় ভগবান বলেছেন, চুরি করে খাওয়া হয়। তাই শুদ্ধভাবে রান্না আর নিবেদন করে আহার আবশ্যক।

ভক্তদের ভোজন শেষ হইল রাত্রি সওয়া এগারটায়। একজন ভক্ত মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন জগন্নাথমন্দিরে। উদ্দেশ্য, শয়ন ও শৃঙ্গার দর্শন, রাত্রি বারটায়। দ্বাররক্ষক প্রথমে তাঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তাঁহাদের 'পাশ' নাই। পরে কি ভাবিয়া যাইতে দিল। আন্তরিক ভক্ত ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়। তাই কি হৃদয়বিহারী ভগবান জগন্নাথ দ্বাররক্ষকের মন পরিবর্তন করিলেন ?

একটি সুবৃহৎ রৌপ্য ছত্রের নিম্নে রৌপ্য পালঙ্কে শায়িত লক্ষ্মীনারায়ণ, অচল জগন্নাথের সচল প্রতিনিধি, উৎসব বিগ্রহ। নানা সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ও চন্দনে বিভূষিত তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ। শৃঙ্গার, ভোগ, আরতি ও শয়ন—মধুর ও মনোমুগ্ধকর। দেবদাসীর সুললিত নৃত্যগীতের সহিত পূজারী আরতি করিতেছে। ঐ সঙ্গে বাজিতেছে ঢোলক ও সাত জোড়া বৃহৎ করতাল। একজন ভক্ত বাঁশের বাঁশরিতে বাজাইতেছে জয়দেবের 'জয় জগদীশ হরে।' যেমনি সুন্দর ও সুমধুর, তেমন মনোহর ও মনোরঞ্জন এই দৃশ্য। আরতির পর শয়ন।

ভক্তগণ শশী নিকেতনে ফিরিয়াছেন। রাত্রি এখন দেড়টা। একজন গেলেন শৌচাগারে। তাঁহার এক হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন অন্য হাতে মগে শৌচজল। হঠাৎ হ্যারিকেন প্রজ্জ্বলিত হইল। দ্বিতল হইতে গিন্নী-মা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, জল ঢেলে দাও, জল ঢেলে দাও। যেন দৈববাণী এই গভীর রজনীতে।

আজ রজনীতে একটি ভক্ত স্বপ্ন দেখিতেছেন, মনোরঞ্জনের সহিত তিনি ভারতের সকল দেবমন্দির, সকল দেবতা দর্শন করিতেছেন সকল তীর্থে।

শশী নিকেতন, পুরী
৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৫ই পৌষ ১৩৩২ সাল
বুধবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনবিংশ অধ্যায়

ধর্মজীবন—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

১

সমুদ্র সৈকত। শ্রীক্ষেত্র। শীতকালের প্রভাত। স্বর্ণবর্ণ সূর্যদেব বারিধির গর্ভ হইতে উদিত হইতেছেন। সোনালী রংএর মধুর ঝলক জলের উপর পড়িয়াছে। কি মনোহর দৃশ্য। বহু লোক সূর্যোদয় দর্শন করিতে আসিয়াছে। শীতকাল হইলেও পুরীতে প্রায় শীত নাই। সমুদ্রতটে বসন্তের মধুর ও শীতল সমীরণপ্রবাহ। অনেকে নগ্ন পদে সিক্ত বেলাভূমিতে বিচরণ করিতেছে 'ওজোন' লোভে।

বিনয়, মুকুন্দ ও জগবন্ধু ফ্ল্যাগস্টাফ' হইতে উত্তর মুখে চলিতেছেন। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা। লাটভবন ছাড়াইয়া চলিয়াছেন পাথর কুঠীর সন্ধানে।

পাথর কুঠী সমুদ্রমুখী। পূর্ব বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। নিঃশব্দে তাঁহারা বারান্দায় উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া উত্তর দিকের ক্ষুদ্র গৃহটির অভ্যন্তর দেখিতেছেন। তাঁহারা দর্শন করিলেন শ্রীমকে। বীরাসনে ধ্যানমগ্ন, মুখ সমুদ্রের দিকে। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। বাহ্য চেতনাহীন। মুখমণ্ডলে কি প্রশান্তি! যে দেখিতেছে, তাহার হৃদয়েও সংক্রামিত হইতেছে ঐ দিব্য প্রশান্তি। ভগবানকে কতখানি ভালবাসিলে এমন প্রশান্তি লাভ হয়!

একজন ভাবিতেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল স্পর্শে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ খাঁটি সোনা হইয়া গিয়াছেন—দুর্লভ বস্তু পরমাত্মা দর্শন করিয়াছেন। তবুও কেন অত ধ্যান? দ্বিসপ্ততিবর্ষ অতীত, তবুও কেন শ্রীম সর্বদা ধ্যান করেন? সংসারের কর্মপ্রবাহে তাঁহাদের মন থাকিতে চায় না। তাই কি এই স্বরূপ ধ্যান? শোকতাপক্লিষ্ট সংসার হইতে কি মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করাইতেছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুপ্তিতে সকল জীবই ব্রহ্মানন্দে নিত্য অবগাহন করে। কিন্তু জাগ্রত হইলে মনে থাকে না ঐ কথা।

শ্রীম চৈতন্য-পার্ষদ ছিলেন পূর্বাবতারে। এবারে ঐ চৈতন্যদেবই শ্রীরামকৃষ্ণ। এবারও শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ। তাই নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। ইঁহারা বুঝি স্বেচ্ছায় এক একবার ঐ পরমানন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিম্ন মনের শোকতাপ ধুইয়া মুছিয়া আসেন। গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিলে শরীরের ময়লা দূর হয়, ইঁহারাও বুঝি মনের ময়লা দূর করিতে কখনও ব্রহ্মসাগরে ডুব দেন। ভক্তগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আর শ্রীমর আননে প্রতিফলিত আনন্দে আনন্দিত হইয়া ধীর পদে পুনরায় সমুদ্রসৈকতে অবতরণ করিলেন। আনন্দ ও আক্ষেপ—দুই-ই ভক্তদের হৃদয়াভ্যন্তরে ওঠাপড়া করিতেছে। আক্ষেপ, কবে আমাদের দুর্লভ দিব্য অবস্থা লাভ হইবে?

ভক্তগণ সকলে নগরপরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন আশুবাবুর কুটীরে। ইহা স্টেশনের সন্নিকট। তারপর 'বড় দাণ্ডা' রাজপথে। এখানে পুটিয়ারানীর মন্দির দর্শন করিয়া নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর অনাথ আশ্রম ও আঠারনালা। পুনরায় নরেন্দ্র সরোবরের তীরে আসিলেন মিউনিসিপালিটির রাস্তায়। ভক্তগণ ক্ষুধার্ত। তাই তাঁহারা পুরীর উৎকৃষ্ট মর্তমান কদলী তিন আনায় এক ডজন খরিদ করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার করিলেন।

এইবার লক্ষ্মীবাজারের পথ দিয়া ভক্তগণ জগন্নাথমন্দিরের উত্তর ফটকে উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দ মহারাজের শিষ্য সন্ন্যাসী দ্বিজেন বলিলেন, মন্দির এখন খোলা আছে। তাঁহারা নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। তাহার পর দর্শন করিলেন শয়নমন্দির হইতে। গর্ভমন্দিরে দর্শনের অবসর নয়টার পর। বিমলামন্দির লক্ষ্মীমন্দির আদি সকল মন্দির দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দবাজারের ভিতর দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। মনোরঞ্জন ইতিপূর্বে মন্দিরে আসিয়া ভক্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুকুন্দ ইতিপূর্বে সমুদ্রতট হইতেই টি. রায়ের সঙ্গে শশী নিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ রামপুরহাট যাইবেন। ইনি ইউনিয়ান হাই স্কুলের রেক্টার। বিনয় মুকুন্দের জন্য কয়েক প্রকার মিষ্টি মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়াছেন। ভক্তগণ রাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুলাদি দর্শন করিয়া শশী নিকেতনে ফিরিলেন সাড়ে এগারটায়। রন্ধন, সমুদ্রস্নান ও ভোজনাদি শেষ হইল অপরাহ্ণ দুইটায়। মুকুন্দ আজ যাইবেন। তাই ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে বাহির হইলেন পৌনে তিনটায়। তিনি মুচিসাঁই হইতে কয়েক জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা খরিদ করিলেন। বিনয় আরও কয়েক জোড়ার বায়না দিলেন।

মন্দির এখনও খোলা হয় নাই। ভক্তগণ এই অবসরে বাসুদেব বাবাকে দর্শন করিয়া আসিলেন। মন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকট খাজাঞ্জিখানার পাশে বসিয়া ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন। একজন দিনপঞ্জী লিখিতেছেন। মন্দির খুলিয়াছে। সকলে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। আবার পরিক্রমায় বাহির হইলেন দক্ষিণ ফটক দিয়া। ভক্তগণ গোবর্ধন মঠে প্রবেশ করিয়া ভগবান শংকরাচার্যমন্দির ও গোবর্ধননাথ শিবমন্দির দর্শন করিলেন। এখন অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আজ সকালে সকলে সূর্যোদয় দর্শন করিয়াছেন। এখন সূর্যাস্ত দর্শন করিতে দ্রুতপথে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সূর্যোদয় যেমন মনোমুগ্ধকর, অস্তও তদ্রূপ মনোহারী। অত বড় প্রতাপশালী সূর্য দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল। উদয় ও অস্ত, জন্ম ও বিনাশ—বিধির এই নিয়মে আবদ্ধ সূর্যও।

ভক্তগণ সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে সমুদ্রের সুনীল জলরাশি, তাহার উত্তাল তরঙ্গ। সুবিস্তৃত আকাশ আর অস্তগামী সূর্য—এ সবই অনন্তের কল্পনার উদ্রেক করে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, যে অনন্তের সৃষ্ট এই অনন্ত বিশ্ব, যাঁহার কণিকামাত্র সূর্য, সমুদ্র ও আকাশ, সেই অনন্তই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন চৈতন্য-শরীরে। আর তিনি দিব্য লীলা করিয়া গিয়াছেন এই পবিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিতে ভক্তসঙ্গে। সম্মুখে স্থাপিত এই হরিদাস-সমাধি, তাঁহারই হস্তে রচিত।

ঐ অনন্ত ব্রহ্মশক্তিই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তাঁহারই হাতেগড়া অন্তরঙ্গ পার্ষদ কথামৃতকার সুশীল সুপণ্ডিত আচার্য শ্রীম। এই মহর্ষিরই পুণ্য ছায়াতলে আমরা বাস করি এই পুণ্যতীর্থে। শ্রীমর পুণ্যস্পর্শেই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত এই সকল উচ্চ পবিত্র ভাবরাশি। ভক্তগণের চর্মচক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা। কিন্তু মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ আত্মচিন্তায়। এক একবার মনের কোণে ধ্বনিত হইতেছে আশার বাণী। ভাবিতেছেন, তবে আমরাও সকলে ধন্য। আমরাও পরম সৌভাগ্যশালী। তাহা না হইলে অবতারলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ হইল কি ভাবে? কেন আমাদের অত ভালবাসেন অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ? আবার একই সঙ্গে ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন, নিজ নিজ মনের নিম্নগামী বৃত্তির নির্মম খেলা দেখিয়া। আশা ও হতাশা, দুই-ই যুগপৎ মনকে আন্দোলিত করিতেছে। কিন্তু অবশেষে ভরসার ও সৌভাগ্যের রক্তিমাভায় মন সতেজ সরস ও সাবলীল হইতেছে।

ভক্তগণের এই সুখকল্পনা ভঙ্গ করিল আরতির শঙ্খ-ঘণ্টানিনাদ। হরিদাস মঠে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ যুক্ত করে আরতি দর্শন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই-এর সম্মুখে সুচারুরূপে পঞ্চপ্রদীপাদি উপকরণে আরতি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব বাবাজীগণ ভক্তিভরে গাহিতেছেন—'শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল'—এই সুমধুর আরতিসঙ্গীত।

ভক্তগণ এইবার বাহিরে আসিলেন। পথিমধ্যে এক দ্বাদশ বর্ষীয় বৈষ্ণব বালক আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। এই বালক কখনও কখনও শশী নিকেতনে যাইয়া শ্রীমকে সংকীর্তন শোনায়। খুব সুকণ্ঠ। ভক্তদিগকে সে তাহার আশ্রমে লইয়া গেল। মন্দিরের সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতাল বাজাইয়া কিশোর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—'ঐ গোরা রায়। গোরা মুখে রা রা বলে' ইত্যাদি।

এবার কবীর মঠ, বিদুর মঠ। বিদুর মঠের প্রধান ভোগ 'খুদ'—ভাঙ্গা চালের কণা। ভক্তদের হাতে ঐ 'খুদ' প্রসাদ দেওয়া হয়। দুর্যোধনের রাজভোগ ছাড়িয়া ভগবান কৃষ্ণ মহর্ষি বিদুরের কুটীরে গিয়া ভিক্ষালব্ধ 'খুদ' অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি খুদ অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য।

নানক মঠও এখানে আছে। সব মিলিয়া সাত শত মঠ ও আশ্রম পুরীতে। কথিত আছে, তীর্থভ্রমণে আসিয়া গুরু নানক সন্ধ্যারতি দর্শন করিতে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বারপাল মুসলমান ভাবিয়া তাঁহার পথ রুদ্ধ করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তখন বাহিরে বসিয়াই আরতি গাহিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করিয়া। তিনি গাহিলেন—'গগনময় থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে। তারকামণ্ডল চমকে জ্যোতি রে।'

কাশীর মত ধর্মাচার্যগণও জগন্নাথপুরীতে আসিতেন। এখানে ধর্মমত গৃহীত না হইলে তৎকালিক সমাজ ঐ ধর্মমত গ্রহণ করিত না। শংকর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি সকল আচার্যই এই স্থানে আসিয়াছেন। আচার্যগণ এখানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠ ও রামানুজ আচার্যের বৈষ্ণব মঠ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, বর্তমান সত্রভোগের মন্দিরই প্রাচীন গোবর্ধন মঠ।

ভক্তগণ স্বর্গদ্বার হইতে রাধাকান্ত মঠে আসিলেন। এই মঠের 'গম্ভীরা' নামক প্রকোষ্ঠে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বাস করেন। শেষের অষ্টাদশ বৎসর এখানে একটানা বাস করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শেষ দ্বাদশ বর্ষ মহাভাবে অবস্থান করেন, দেশ-কালাতীত অবস্থায়। মঠের মহন্ত ভক্তগণকে চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কন্থা, খড়ম ও কমণ্ডলু জানালা দিয়া দীপকসহায়ে দর্শন করাইলেন। ভক্তগণ অবাক হইলেন, কি করিয়া অত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি অত দীর্ঘকাল ছিলেন! পা মেলিয়া একজন লোকের পক্ষে এখানে শয়ন সম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। আচার্যগণ লোকশিক্ষার জন্য অত কঠোরতা পালন করেন। সাধারণ লোক চায় অধিক আরাম। অবতারগণ চান, যতটা না হইলে নয় ততটা। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক সম্পদ কটিবস্ত্র, জলপাত্র, খড়ম ও একখানা ক্ষুদ্র কন্থা—দিনান্তে একবারমাত্র মহাপ্রসাদভক্ষণ। কেন এই কঠোরতা? লোককে শিক্ষা দিতে—যত অল্পে দেহযাত্রা সম্পন্ন হয় ততটা লও। বেশী নিলে ঈশ্বরভজনে ব্যাঘাত হয়।

এই গম্ভীরার বাতাবরণ কি পবিত্র! পাঁচশত বৎসর অতীত, তথাপি মহাভাবের শান্তিময় প্রবাহ আজও এখানে বিরাজমান। মরমী অকিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়তন্ত্রীতে ঐ দৈবপ্রবাহ আজও অনুকূল প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে—কি শান্তি, কি আনন্দ, কি উন্মুক্ত দিব্য ভাব! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও এই মহাভাব সর্বদা উপভোগ করিতেন। বেদান্তের নির্বিকল্প অবস্থা, আর দ্বৈতবাদের মহাভাব একই পদার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। জীবের ইহা হয় না। ইহার অধিকারী অবতারাদি। শ্রীমতী রাধারাণীর উহা সর্বদা হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান একই জিনিস। দুই-ই মিলিত হয় একই স্থানে—পরম ব্রহ্মে, পরম সত্যে, সচ্চিদানন্দে। প্রতি ধূলিকণা এই গম্ভীরার পবিত্র। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও সকল ভক্তগণের চরণরেণুতে এই স্থান জীবন্ত।

ভক্তগণ শ্রীমর আদেশে আজ সমস্ত দিনই নগর পরিক্রমা করিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমবোধ নাই, পরমানন্দে তাঁহারা মগ্ন। ইহাই বুঝি কৃপা। ভক্তের মনের চক্ষুতে কি এক অঞ্জন মাখাইয়া দেন মহাপুরুষগণ। তাহাতেই ভক্তদের আহার, নিদ্রা ও পরিশ্রমের বোধ হয় না। মন উৎসাহে আনন্দে সরস ও সজীব। প্রথমে ভক্তদের মন যাইতে চায় না এই বাহ্য রসহীন দর্শন ও পরিক্রমায়। কিন্তু, মহাপুরুষগণের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের আদিষ্ট সাধনপথে অগ্রসর হইলে, পরে বুঝিতে পারেন কত সরস সজীব প্রাণবন্ত এই দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা-সাধন। হিমালয়ের গহনে বসিয়া যোগী যে আনন্দ উপভোগ করেন ঠিক সেই আনন্দ উপভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ভক্তিযোগী অবতারাদির নরলীলাভূমিতে দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া। একটি স্থান প্রশান্ত গম্ভীর, অপরটি লীলাচাঞ্চল্যে আনন্দমুখর। উভয় যোগীই একই দিব্যানন্দ-উপভোগী।

২

জগন্নাথের সন্ধ্যারতি হইতেছে। গর্ভমন্দির অন্ধকারময়। কিন্তু এখন বেশ আলোকিত। এইক্ষণে একটি প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। ভক্তগণ গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। জগন্নাথের শ্রীমূর্তি যেন এখন সজীব ভাব ধারণ করিয়াছে। কত ভক্ত আর্তি নিবেদন করিতেছে কতভাবে। কেহ কাঁদিতেছে। কেহ প্রার্থনা করিতেছে, হে চকানয়ন মোর ভাল কর। কেহ বলিতেছে, তুমি খবর কর। সংসারে আমার আর কেহ আপনার নাই। কেহ আনন্দে করতাল বাজাইতেছে, কেহ রামশিঙ্গা। কেহ বা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে। ইহকালসর্বস্ব বর্তমান যুগের লোকের দ্বারা এ আনন্দ উপভোগ অসম্ভব। এইসকল লোকও যদি কোন পুণ্যফলে একবার এই দৃশ্য দর্শন করে তবে তাহারও মন বিগলিত হইবে নিশ্চয় এই দিব্য আনন্দময় গম্ভীর ভাবপ্রবাহে। তাহার শুষ্ক বিচার এখানে সরল বিশ্বাসে পরিণত হইবে নিশ্চয়।

আরতি শেষ হইয়াছে। এখন গর্ভমন্দিরে পরিক্রমা। মিট্‌মিট আলোর সহিত গর্ভমন্দিরের অন্ধকারের লড়াই চলিতেছে। আর লড়াই চলিতেছে দর্শকদের—কে আগে দর্শন প্রণাম পরিক্রমা করিবে। তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ লড়াই করিতেছে স্বীয় প্রতিকূল ভাবনার সহিত। একজন ভক্ত ভাবিতেছেন—চৈতন্যদেব স্বয়ং এই জগন্নাথ মূর্তিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, আমিই জগন্নাথ। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথই মহাদেব, লক্ষ শালগ্রামের উপর বিরাজমান। আর তিনি তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত শুদ্ধ হইলে দিব্যচক্ষুর উন্মেষ হয়। তাহাতেই দর্শন হয় সত্যকার রূপ—যাঁহার প্রতীক এই মূর্তি। তাহার পূর্বে মহাপুরুষ-গণের কথাই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তখন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ধর্মসাধনে অগ্রসর হইতে হয়। অন্য পথ নাই। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বই ধর্মজীবনের চিহ্ন। পূর্ণ বিশ্বাস হয় ঈশ্বরদর্শনের পর। তৎপূর্বে এই দ্বন্দ্ব চলে। যেমন অন্ধের চালক চক্ষুষ্মান, তেমনি ধর্মসাধকের চালক দিব্যচক্ষুষ্মান আচার্যগণ, অবতারাদি। যেমন জড়বিজ্ঞান-সাধকের অবলম্বন জড়বিজ্ঞান-বিশারদ আচার্য, তেমনি ধর্মবিজ্ঞান সাধকের অবলম্বন ধর্মবিজ্ঞান-বিশারদ অতীন্দ্রিয়দর্শী আচার্য। বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বন্দ্ব উভয় ক্ষেত্রে সমান।

ভক্তগণ রত্নবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। একজন ভক্ত তাঁহার দিনলিপি জগন্নাথের পাদস্পর্শ করাইলেন। ইহাতে আছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবর্ণন।

ভক্তগণ বাহিরে আসিয়াছেন শয়নমন্দিরের দক্ষিণ দরজাপথে। তাঁহারা সমগ্র অঙ্গন তিনবার পরিক্রমা করিলেন জগন্নাথ মন্দির ডান হাতে রাখিয়া। আর এই তিনবারই পার্শ্বদেবতাদের দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তাঁহারা দর্শন করিলেন,—বিমলা গোপেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল, লক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীগণেশ ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, সত্যভামা নীলমাধব ও রাধাকান্ত লক্ষ্মী, সূর্যদেব বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব আদি মন্দির। মহাপ্রসাদের মণ্ডি আনন্দবাজারও পরিক্রমা করিলেন আর দীনহীনভাবে ভূমি হইতে মহাপ্রসাদ কণিকা উঠাইয়া ভক্ষণ করিলেন।

অলৌকিক পরব্রহ্মের লৌকিক লীলাসম্পাদনই ভারতীয় দেবমন্দিরের বৈশিষ্ট্য। আর আত্মভাবে অর্চনাই দ্বৈতসাধনের হৃদয়কেন্দ্র। আজ লক্ষ্মীবার (বৃহস্পতিবার)। তাই দোলায় চড়িয়া লক্ষ্মীনারায়ণের উৎসব-বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যেন বাসরশয্যা। আচার্যগণ শিক্ষা দেন, আত্মভাবে সাধন করিলে শীঘ্র চিত্তশুদ্ধি হয়। আর সেই শুদ্ধ চিত্তে নিজের স্বরূপ দেখে—'অমৃতস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রাঃ' অথবা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আদি। ইহা হইয়া গেলেই কার্যসিদ্ধি। অপরোক্ষ দর্শন ভগবৎ কৃপাসাধ্য। 'যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য।' ঈশ্বর স্বতন্ত্র। সাধনলভ্য নন। যদি তাই হইত তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা বাধিত হয়। তিনি কোন বাহ্য দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত হইয়া পড়েন। তবে কিসে তিনি লভ্য—সাধনে? সেই সাধন সম্পন্ন করার পুরুষকারও যে তিনি—'পৌরুষম্ নৃষু'—গীতার বাণী।

তাহা সত্য। কিন্তু তিনি চান—যতক্ষণ মানুষের জাগতিক বিষয়ে পুরুষকার-শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা আছে তাবৎ সেই মানুষ ঈশ্বরীয় বিষয়েও সেই পুরুষকার-শক্তি প্রয়োগ করুক। এই দ্বন্দ্বই জগৎ। এইটি দিয়া ঈশ্বর জগৎলীলা করেন। এই দুইটি শক্তির সংঘাতই উন্নতি ও পতনের, জীবন ও মরণের মূল। যেখানে এই শক্তিদ্বয়ের অবসান সেখানেই ঈশ্বর। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'এই অজ্ঞান কাঁটাকে জ্ঞান কাঁটা দিয়ে তুলে দুই-ই পরিত্যাগ কর।' 'যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ অজ্ঞান। এই দু'টোই ছেড়ে তুমি বিজ্ঞানী হও।' তাই জগৎলীলা সংরক্ষণের জন্য পুরুষকার-শক্তির আবশ্যক। যতক্ষণ, 'আমি চোর'—এই বুদ্ধি, ততক্ষণই 'আমি সাধু'—এই বুদ্ধির প্রয়োজন।

তাই এই ধর্মপথেও পুরুষকার আবশ্যক। ইহা ভগবৎসৃষ্ট ও আচার্যোপদিষ্ট। তাই আচার্যগণ উপদেশ দেন আত্মভাবের অর্চনা। এইজন্য ভক্তগণ নিজেরা যাহা ভালবাসে তাহাই ভগবানকে করাইতে ভালবাসে। ইহা হইতেই লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্বতীর বিবাহাদি লীলার উদ্ভব। যদ্যপি ভগবান অনাদি অনন্ত, তথাপি জগৎলীলায় তিনি আদ্য সান্তাদি ভাব গ্রহণ করেন। ভক্তের হাতে পড়িয়া ভগবানকে জন্ম, কর্ম, বিবাহাদি করিতে হয়। এইসকল তাঁহার বিদ্যামায়ার খেলা। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য—ঈশ্বরত্বলাভ বা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তিলাভের উপায় নিজের ভাবে তাঁহার পূজা। তাই লক্ষ্মীনারায়ণ আজ দোলায় চড়িয়া লক্ষ্মীমন্দিরে যাইতেছেন, যেমন পুরুষ যায় স্ত্রীর কাছে বাসরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতির পর অভিষেক। এবার হইবে জগন্নাথের নৈশ শৃঙ্গার। মূল্যবান বস্ত্রাদি, সুগন্ধ পুষ্প, টাটকা তুলসী, চন্দন আদিতে মূর্তির অঙ্গ বিভূষিত। ভক্তগণ এই শৃঙ্গার দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিবাসস্থল শশী নিকেতনে ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়।

শশী নিকেতন। শ্রীম হলঘরে কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। ব্রহ্মচারী বিমল (পার্থ চৈতন্য) শ্রীমর সম্মুখে বসা। শীতকাল। শ্রীমর গায়ে ছাই রঙ্গের ওয়ার-ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। মাথায় কম্ফোর্টার। কাপড় পরিয়াছেন মুক্তকচ্ছ। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বিমলের প্রতি)—বড় কঠিন পথ। খুব সাবধানে চলতে হয়। ধর্মজীবন সকলের পক্ষে নয়। যারা বহু জন্ম তপস্যা করেছে তাদের হয় একটু। শুধু কতকগুলি বুলি আওড়ালেই হয় না। চার দিক থেকে বিপদ। সব চাইতে বড় বিপদ লোকমান্য। এটি না ছাড়তে পারলে ধর্মের ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের কৃপায় হয়। আর নিজের খুব চেষ্টা থাকলে হয়। ঠাকুর তাই লংকাফোড়ন দিয়ে বলতেন, ঝাঁটা মারি লোকমান্যে। সাধুদেরও ফেলে দেয় লোকমান্য—এখন অপরের 'কা কথা।'

ঠাকুর বলতেন, তাঁর শরণাগত হয়ে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দর্শন হয়। তাই তিনি প্রার্থনা করতে শিখিয়েছলেন, 'দেহসুখ চাই না, মা। লোকমান্য চাই না, মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না, মা। শতসিদ্ধি চাই না, মা। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর এই কর, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

এখন রাত্রি দুইটা। দুইটি ভক্ত দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। শ্রীমর নিদ্রা অতি অল্প। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? একজন বলিলেন, মনোরঞ্জন। শ্রীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কে? মনোরঞ্জন উত্তর করিলেন, জগবন্ধু। কোথায় যাচ্ছেন, শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। মঙ্গল আরতি দর্শন করতে মন্দিরে যাচ্ছি, মনোরঞ্জন বলিলেন।

শীতকালে জগন্নাথের মঙ্গল আরতি হয় রাত্রি প্রায় দুইটায়, অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যূষে। কি সুন্দর সময়! প্রকৃতি শান্ত। মন তখন স্বভাবতঃই আনন্দে পূর্ণ থাকে। কতকগুলি ব্যাকুল ভক্ত নিত্য এই শুভসময়ে আসিয়া আরতি দর্শন করেন। ভীড় নাই। এ সময়ে সকলের মন্দিরে যাইবার অনুমতি থাকে না। দ্বাররক্ষক কি ভাবিয়া এই দুইজন ভক্তকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল।

শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। পূজারী পঞ্চপ্রদীপ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দোলাইতেছে। বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা।

একটি ভক্ত আরতি দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন—বিশ্বাসের দৃষ্টিতে এই পাট ও শণময় মূর্তিই জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য দেখতেন এই মূর্তিতে সাক্ষাৎ ভগবান। শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন, মহাদেব। আর তিনি তাঁর চরণ পূজা করেছিলেন। কত বিশ্বাস চাই? কি করে হয় এই বিশ্বাস? দৈব সহায়তা ভিন্ন ইহা সম্ভব নয়। যখন শুষ্ক বিচার বিশ্বাসে রূপান্তর হয় তখন হয়, শ্রীম বলেন। ঠাকুর তাঁকে বলতেন, বালকের বিশ্বাস। মনের সকল সংসার-বাসনার যখন অবসান হয় তখনই মন হয় বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ মনে আসে বালকের বিশ্বাস। ঠাকুর আরও বলতেন, এই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা—এক। মনের মনত্ব গেলে হয় ঐ অবস্থা। অনেক দূরের কথা। সেই সৌভাগ্য কি আমাদের ভাগ্যে ঘটবে?

মঙ্গল আরতির পরই অভিষেকস্নান। দেবঅঙ্গ হইতে সকল বস্ত্রাদি উন্মোচন করা হইল। স্নানের পর আবার বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করা হইল। শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ সব দর্শন করিতেছেন। একজন পূজারী সকল ভক্তদের স্নানজল, চন্দন, তুলসী ও পিটুলি প্রসাদ দিল। এইবার বাল্যভোগ হইবে। এখন রাত্রি চারিটা।

ভক্তরা সব চলিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিবাসস্থল শশী নিকেতনে। কিন্তু মন পড়িয়া আছে শ্রীমন্দিরে। কি আকর্ষণ! কত যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাস, ভক্তির ভাণ্ডার শ্রীমন্দির। সত্যই সংসার-মরুভূমিতে এই সকল স্থানই মরূদ্যান। সংসারতপ্ত জীবগণ আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে শান্তিলাভ করে। শ্রীভগবান কৃপা করিয়া ভক্তদের রক্ষার জন্য মহাতীর্থরূপে বিরাজমান। সংসারে বৈকুণ্ঠ এই মহাতীর্থ।

শ্রীম কাল ও আজের সব কথা শুনিলেন ভক্তদের পরিক্রমার। বলিলেন, এই করে প্রতিটি মিনিট তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। তবেই কার্যসিদ্ধি। তবেই শান্তিসুখ আনন্দ।

শশী নিকেতন, পুরী
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৬ই পৌষ ১৩৩২ সাল
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

বিংশ অধ্যায়

এই সব দেবচিত্র মনের খোরাক

১

শ্রীজগন্নাথ ধাম। শশী নিকেতন। শীতকাল। সকাল ছয়টা। শ্রীম হলঘরে উপবিষ্ট কার্পেটের উপর, দক্ষিণাস্য। শ্রীমর সম্মুখে বসা স্বামী সিদ্ধানন্দ। ভক্তগণও আশে পাশে বসিয়াছেন। সকলের দৃষ্টি বিনয়ের উপর। তিনি একখানা গোলাপী রংয়ের বোম্বাই চাদরে মাথা ও মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী সিদ্ধানন্দের প্রতি)—কি আশ্চর্য! ঠাকুরকে এক মিনিটের জন্যও মা ছাড়া দেখা গেল না। আহার বিহার শয়নে যেমন শিশুর মা-বই অবলম্বন নাই, তেমনি ঠাকুরের অবস্থা। নিদ্রায়ও দেখেছি—তাঁর নিদ্রা নামমাত্র, দশ পনর মিনিট—মাঝে মাঝে, 'মা মা' বলে ডাকছেন। অমন ব্যাকুলতা দেখা যায় না।

সাধারণ মানুষ যেমন বিষয়ে মগ্ন, ঠাকুর তেমনি সচ্চিদানন্দে মগ্ন। আর এক extreme (প্রান্ত), দুরন্ত জড়বাদ সম্মুখে আসছে দেখতে পেয়ে ইনি ধরেছেন তার উল্টো পথটি। Contrast (তুলনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিকূলতা) না থাকলে চৈতন্য হয় না। তাই ঐ অবস্থা। যাকে তিনি বলতেন, ঘটি ঘট কান্না, তাই তিনি কেঁদেছিলেন ঈশ্বরের জন্য। তিনি ইচ্ছা করে করেছেন এসব ? না, তা নয়। জগদম্বাই করিয়েছেন সব। মায়ের হাতে যন্ত্র।

বলতেন, এর ভিতর দু'টি আছে। একটি ঈশ্বর—যাকে তিনি 'মা' বলতেন। আর একটি ভক্ত—যিনি কাঁদতেন, যিনি মায়ের জন্য ব্যাকুল। লোকশিক্ষার জন্য জগদম্বাই এই অবস্থায় রেখেছেন। মানুষ তাঁকে পাগল বলবে না তো কি ? এক বিন্দুও ঐশ্বর্য ছুঁতে পারলেন না—খালি মুখে, 'মা মা'। যদি কেউ তাঁর এ অবস্থাটি চিন্তা করে, এতেই তার কাজ ফতে হয়ে যাবে। ঈশ্বর দর্শন হবে।

তাঁর এ অবস্থাটি চিন্তা করলে differenceটা (পার্থক্যটা) ধরা যায় আমরা কোথায় আছি। এ না বুঝতে পারলে কি করে হবে, চাইবে কি ? হয়তো despair (হতাশা) আসবে যখন বোঝা যাবে। তবেই ব্যাকুল হয়ে কান্না আসবে। তখন শরণাগতি ঠিক ঠিক। এটি হয়ে গেলেই অরুণোদয় হলো। তারপর সূর্যোদয়। (সাধুর প্রতি) আপনাদের জন্য তিনি ঐশ্বর্য রেখে গেছেন। উপভোগ করুন। অত পরিশ্রম করে দুধ থেকে মাখন উঠিয়ে রেখে গেছেন। এখন কেবল খাওয়া।

শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন। স্বামী সিদ্ধানন্দও উঠিলেন। শ্রীম নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সাধুর সহিত দুই একটা কথা কহিতে কহিতে হলঘরে আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

স্বামী সিদ্ধানন্দ একটি ভক্তকে তাঁহার কুটীরে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভক্তটি সবিনয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন, আজ কলকাতা যাব। মনে করেছি, এখানেই প্রসাদ পাব। সাধু চলিয়া গেলেন। মনোরঞ্জন নিমন্ত্রণ রাখিলেন।

স্বর্গদ্বার। সমুদ্রতীর। একটি ভক্ত সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি প্রকাণ্ড তরঙ্গ, ঘরের সমান উঁচু। উঠছে নামছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরাম। কি প্রচণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি! কোথায় তার কেন্দ্র! কোথা থেকে আসছে, কোথায় বিলীন হচ্ছে! ভক্তের মনে এই সকল চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাই দৃষ্টি বাহিরে থাকিলেও অভিনিবেশশূন্য তাহা।

ভক্ত হঠাৎ দেখিলেন বহু দূরে কাল দুইটি পিণ্ড সমুদ্রজলে ডুবিতেছে আবার ভাসিতেছে। অনেকক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন, মৎস্যজীবি নুলিয়া দুইজন দূর সমুদ্রে জাল ফেলিয়াছে। অতি বিস্ময়ে তিনি ভাবিতেছেন—কি সাহস এদের, ভয় নাই মধ্য সমুদ্রে ভাসছে তবুও! তিন টুকরো কাঠ, দশ ফুট লম্বা। উহা রশিতে বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওতেই বসেছে দু'জন, মাছ ধরছে। অন্যের কাছে উহা ভয় ও বিস্ময়ের—তাদের নিকট অতি স্বাভাবিক। অভ্যাসে ভয় দূর হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়। ভক্ত ভাবিলেন, আজ সকালে শ্রীম বললেন, বালকের মত কাঁদলে ঈশ্বর দেখা দেন। এইরূপ কান্না ও দর্শন, দুই-ই অসম্ভব বলে তখন মনে হয়েছিল। নুলিয়াদের দেখে মনে হচ্ছে, ইহাও সম্ভব হতে পারে অভ্যাসে। সংসারসমুদ্রে ভাসা, কিন্তু লক্ষ্য থাকবে মৎস্যে, ঈশ্বরে।

একদল হিন্দুস্থানী ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া স্নানের প্রয়াস করিতেছে। উচ্চ তরঙ্গের জল গড়াইয়া আসিতেছে, যাইতেছে। যাত্রীগণ সকলে কাকস্নানের মত ঐ জলের ছিটা মাথায় দিতেছে। তাহাদের ভয়, পাছে তরঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ফলে তাহাদের শিরোদেশ জলের পরিবর্তে বালুকারাশিতে আবৃত। পাণ্ডারা কাহাকে ধরিয়া জলে নামাইতেছে। সব ভয়ে জড়সড়। একটা দুষ্ট তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে চিৎপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। চারিদিকের সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছে যাত্রীটির দুর্দশা দেখিয়া। বেশ মজায় মশগুল সব। কেহ সঙ্গীর দুর্দশা দেখিয়া একেবারে তীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা একেবারে নাছোড়বান্দা— ধর্মের নামে দোহাই দিয়া টানিয়া আনিয়া জলে নামাইতেছে। বলিতেছে, আস আস, ইয়ারে আস। ধর্ম করো সমুদ্রস্নান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন যাত্রী যাহা হোক করিয়া কাকস্নান করিয়া ফেলিয়াছে। পাণ্ডা তাহার হাতে একটি শুষ্ক ঝুনা নারিকেল দিয়া বলিতেছে, দাও সমুদ্র-ভগবানকো দাও। সমুদ্রে নারিকেল ফেলামাত্র নিম্নগামী তরঙ্গ উহা টানিয়া লইয়া যাইতেছে, পুনরায় ছুঁড়িয়া তীরে ফেলিতেছে। পাণ্ডাপ্রবর আবার ঐ নারিকেলটি আর একজনের হাতে দিতেছে। এইরূপে একই নারিকেল ফলে দশ জনের পূজা হইল—এক পাঁঠার একুশ বলির মত। নব্য শিক্ষিত লোক হয়তো এই দৃশ্য দেখিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু, নিরক্ষর গ্রাম্য যাত্রীদের মনে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে এইরূপ স্নান ও পূজায়—আমি সমুদ্রস্নান করিয়াছি এবং নারিকেল দিয়া সমুদ্র-ভগবানের অর্চনা করিয়াছি—এই বিশ্বাসে। বিশ্বাসই যে ধর্মের প্রাণ। ভগবান তুষ্ট বিশ্বাসে, শুষ্ক প্রাণহীন বিচারে নয়।

স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী বাবুরা কেহ কেহ সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছে। কেহ একাকী, কেহ পরিবারবর্গের সঙ্গে। কোনও নবীন দম্পতি সাহেবদের মত 'মর্নিং ওয়াক' করিতেছে আর রঙ্গরস করিতেছে। কেহ নগ্ন পদে সিক্ত বালুকার উপর দিয়া বেড়াইতেছে। কেহ জলের সন্নিকটে জুতামোজা পরিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু যেই একটু অমনোযোগী হইয়াছে অমনি একটা দুরন্ত তরঙ্গ আসিয়া তাহার জুতামোজা ভিজাইয়া দিতেছে, আর অপর সকলে এই মজা উপভোগ করিতেছে। কেহ আবার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

বালক বালিকাগণ আনন্দে নানা রঙের ঝিনুক কুড়াইতেছে। কোন বাঙ্গালী পরিবার নুলিয়াদের সাহায্যে সমুদ্রস্নান করিতেছে। দুইজন নুলিয়া এক একজনকে দুই হাতে ধরিয়া জলে নামাইতেছে—যেন বলির পাঁঠাকে হাড়কাঠে ঢুকাইতেছে।

অনেকে কিন্তু বেশ কৌশলে আরামে স্নান করিতেছে। যেই তরঙ্গ আসিতেছে অমনি লাফাইয়া উহার উপর পড়িতেছে। আবার নীচে আসিতেছে, যেন দোল খাইতেছে। তরঙ্গ যেই আসিল অমনি নীচু হইয়া ডুব দিল, আর তরঙ্গ উপর দিয়া চলিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের নিকট সমুদ্রস্নান বেশ সহজ ও আনন্দপ্রদ। জগন্নাথ পুরীর সমুদ্রস্নান বাস্তবিকই সহজানন্দময়।

শ্রীম বলেন, তীর্থের সমগ্র ছবিটি নিতে হয়। তবে হৃদয়ে ছাপ লাগে, আর উহা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে। মন স্বভাবত নিম্নগামী। তাই তাকে এই নিম্নশ্রেণীর আনন্দে রসায়িত করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে অনন্তের ছাপ, ভগবানের স্মৃতি। কেবল অনন্ত ভাল লাগবে কেন? সমগ্র দৃশ্যটির যে কোনও অঙ্গ স্মরণ হলে বাকীটাও সঙ্গে এসে যায়। তবেই কাজ হয়ে গেল। তাই সব দর্শন করতে হয়, সব রস গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীম বলেন, দেখ, এই জগন্নাথ ধামে চৈতন্যদেব নিমগ্ন ছিলেন ব্রহ্মরসে নিরবচ্ছিন্ন একটানা দ্বাদশ বৎসর। আবার সাধারণ মানব নিমগ্ন আদিরসে—বিষয়সুখে। এই দুইটি চিত্রই ভগবানের দুইটি রূপ – একটি বিদ্যার রূপ, অপরটি অবিদ্যার। প্রায় সকল মানুষই অবিদ্যারসে মগ্ন, কখন ফিন্‌কির মত একটু জ্ঞান হলো। এই বিদ্যারসটি যেন চাটনির মত সে গ্রহণ করে। জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসের ফলে সে যখন বিদ্যারসে নিমগ্ন হয়, ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হয়, তখন অবিদ্যারস, বিষয়ানন্দ হয় চাটনির মত। বিদ্যা ও অবিদ্যার ক্রীড়াভূমি এই সংসার। এর উপর ব্রহ্মরস। চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ নিমগ্ন ঐ রসে, ব্রহ্মানন্দে।

শ্রীম অতি প্রত্যূষে সমুদ্রতটে পাথর কুঠীতে গিয়াছেন একান্তে ধ্যান করিতে। কখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করেন। কখনও একটি ক্ষুদ্র গীতা খুলিয়া মহাবাক্য ধ্যান করেন। তিনি বলেন, রূপ বাণী ও জীবন—এই তিন প্রকারই ধ্যান। অরূপের ধ্যানও বিচারের দৃষ্টিতে রূপকল্পনা। শ্রীম আজ এখনও ফিরেন নাই। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

আজ ভক্তগণ কেহ কেহ কলিকাতা যাইবেন। একটি ভক্ত বিনয়কে লইয়া গেলেন শেষ দর্শন করিতে। গর্ভমন্দিরের পরিক্রমা বন্ধ হইয়া গিয়াছে নয়টা বাজিয়া দশ মিনিটে। ভক্তদের বড়ই দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। তাঁহারা অগত্যা শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল নিজ হস্তে কিছু ভেট দেন মন্দিরভাণ্ডে। তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। এখন সত্রভোগের আয়োজন হইতেছে। ইহাই আকারে বৃহৎ ভোগ, যদিও ভোগ্য দ্রব্যের প্রকারভেদ ও গুণবিচারে রাজভোগই প্রধান।

২

শ্রীম বলিয়াছেন, মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রসমূহ দুর্লভ। কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, আর কত পুরাণশাস্ত্র মন্থন করিয়া উহাদিগকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। এইসকল চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করা উচিত আর লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। ইহাতে নিজের ধ্যানের কাজ হয়। আর যাহারা দূরদেশে থাকে তাহারাও এইসকল চিত্রের বিবরণের মাধ্যমে লাভবান হয়। তাই ভক্তগণ এখন এইসকল চিত্র দর্শন ও লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এ সবই ন্যাটমন্দিরের অভ্যন্তর-গাত্রে। অভ্যন্তরে বিস্তৃত ছাদ। তাহার চারিদিকে চারিটি বেশ লম্বমান বৃহৎ slopes (ঢালু ছাদ)। সমগ্র স্থানের চিত্রগুলি নানা রংএ অঙ্কিত।

উত্তরের ঢালু ছাদে :

পশ্চিম দিক হইতে—(১) গোষ্ঠ (২) কৃষ্ণকোলে বসুদেবের যমুনা উত্তরণ (৩) বালকৃষ্ণ (৪) বকাসুর বধ।

ঢালুর নিম্নে (বর্ডারে) প্রান্তে :

(১) দত্তাত্রেয় (২) পৃথু ও গাভী (৩) সনকাদি ঋষিগণ (৪) সুযজ্ঞ—একদিকে হর-পার্বতী, অপর দিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ (৫) কপিল (৬) বরাহ ও অসুর।

পূর্ব ঢালুতে :

উত্তর দিক হইতে—(১) ননীচোরা কৃষ্ণ ও যশোদা (২) রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি (৩) কালীয়দমন (৪) অহল্যাউদ্ধার—বিশ্বামিত্রসঙ্গে রাম লক্ষ্মণের আগমনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢালুর নিম্নে, প্রান্তে :

(১) মীনাবতার ও অসুর (২) ব্যাস ও নারায়ণ (৩) বামন ও বলীর সভা (৪) রামের রাজসভা (৫) পরশুরাম ও অষ্টভূজা—পরমহংস ও ব্রহ্মা।

দক্ষিণ ঢালুতে :

পূর্ব দিক হইতে—(১) রাম লক্ষ্মণ সীতা ও মায়ামৃগ (২) বটপত্রে কৃষ্ণ (৩) রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র—ছত্রধারী দশরথ (৪) বনবাসী রাম ও লক্ষ্মণ—সম্মুখে হনুমান।

ঢালুর নিম্নে, প্রান্তে অঙ্কিত :

(১) হয়গ্রীব (২) গজকচ্ছপ মোক্ষণ—নারায়ণ লক্ষ্মী (৩) সমুদ্রমন্থন (৪) ধন্বন্তরী—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ ঔষধ লইতেছেন (৫) নারায়ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণ-বলরাম, বামে ব্রহ্মা ও সহচর, ডাহিনে হরপার্বতী (৬) চতুর্ভুজ বলরাম।

পশ্চিম ঢালুতে :

দক্ষিণ দিক হইতে—(১) প্রহ্লাদ—পর্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রে পতন—ভগবানের সমুদ্রজলে দাঁড়াইয়া অঙ্কে ধারণ (২) রাধাকৃষ্ণ-পাদপূজা (৩) রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র, জনকসভা, হরধনুভঙ্গ (৪) নারায়ণ ও যোগী, রাধার কৃষ্ণকালী পূজা।

ঢালুর নিম্নে, প্রান্তে :

(১) বুদ্ধ (২) নৃসিংহ—দুই দিকে কয়াধু ও প্রহ্লাদ (৩) মহাবীর (৪) গরুড়, ঋষভ (৫) মন্বন্তর।

মধ্যছাদে—বৃহৎ চিত্র :

মধ্যস্থলে—পদ্ম—রাসলীলা

উত্তরে—গোষ্ঠবিহার

পূর্বে—রাধাকৃষ্ণ, গোপীগণ, বাদ্যযন্ত্র—বীণা ও মৃদঙ্গ

দক্ষিণে—দোললীলা, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণের হোলী

পশ্চিমে—বৈকুণ্ঠ—লক্ষ্মী-জনার্দন সিংহাসনে; ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ দণ্ডায়মান, গরুড় সম্মুখে উপবিষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন বেলা এগারটা। বিনয় ও মনোরঞ্জন শশী নিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। জগবন্ধু সত্রভোগ দর্শন করিতেছেন। রন্ধনশালা হইতে বাঁকে করিয়া অন্নব্যঞ্জনের হাঁড়ি আসিতে লাগিল। প্রকাণ্ড সত্রভোগমন্দির হাঁড়িতে পরিপূর্ণ হইল। পুরীতে সাতশত মঠ ও আশ্রম আছে। সকল আশ্রমেই এখান হইতে অন্ন যায়। আবার যাঁহারা ক্ষেত্রবাসী, তপস্যা করেন, তাঁহাদের অন্নও এই মহাপ্রসাদ। লোকের বাড়ীতে একদিন উৎসব হইলেই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর এখানে নিত্য চলিতেছে এই ব্যাপার, বিরাট ব্যাপার। এইদিক দিয়া দেখিলেও মনে হয় এসব ঈশ্বরেচ্ছায় চলিতেছে।

সত্রভোগমন্দির, তাহার পর নাটমন্দির, তাহার পরে শয়নমন্দির, এবং তারও পরে গর্ভমন্দির—এটি সকলের পশ্চিমে। এখানে রত্নবেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বেদীর উপর বিরাজমান। সত্রভোগের মন্দিরে পূজারী কাঠের পিঁড়িতে বসিয়া ভোগ নিবেদন করিতেছে। জগন্নাথ এক হাজার গজ দূরে পশ্চিম প্রান্তে।

একটি ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের দাঁড়াইবার স্থানে গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া একসঙ্গে জগন্নাথ ও বিরাটভোগ দর্শন করিতেছেন। জগন্নাথ পশ্চিম প্রান্তে আর সত্রভোগের মন্দির পূর্ব প্রান্তে। ভোগের পর আরতি, তারপর দেবতাদের বিশ্রাম।

একজন ভক্ত কয়েকবার সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তাঁহার মন চলিতেছে না পুরী ও মন্দির ছাড়িয়া যাইতে। কিন্তু আজ অবশ্যই তাঁহাকে ফিরিতে হইবে কলিকাতায়। জগন্নাথের নিকট বিদায় লইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলা সাড়ে এগারটা। ভক্ত স্বর্গদ্বারের দিকে চলিতেছেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্ত মঠে গম্ভীরার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাহির হইতে শ্রীচৈতন্য-চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া স্বর্গদ্বারে গেলেন। এখানে সমুদ্রস্নান করিয়া তিনি শশী নিকেতনে ফিরিলেন বেলা বারটায়।

শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন ভক্তদের খাবার ঘরে। তাঁহার হাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি এনামেলের গ্লাস। তাহাতে ডাবের জল পান করিবেন। বিনয় নারিকেল ভাঙ্গিয়া জল শ্রীমকে দিলেন, আর নারিকেল খাইলেন ভক্তগণ। শ্রীম আজ ভক্তদের রান্নাই আহার করিলেন।

শ্রীম আহারান্তে আসিয়া বসিয়াছেন হলঘরের নৈর্ঋত কোণে তক্তাপোষের উপর। একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ আসছেন আপনি? কোথায় কোথায় গিছলেন? স্বর্গদ্বারের ওদিকেও গিছলেন কি? ভক্ত বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। মন্দিরে সকল চিত্রাবলী দর্শন করলাম। তারপর সত্রভোগ। তারপর অন্য সব মন্দির। তারপর রাধাকান্ত মঠ দর্শন করে স্বর্গদ্বারে যাই। সেখানে সমুদ্রস্নান করে এই ফিরলাম।

শ্রীম বলিলেন, বেশ হয়েছে। তন্ন তন্ন করে যে সব দেখলেন এটা কাজ হলো। মনে দীর্ঘকাল এর দাগ লেগে থাকবে। আর এর একটা কথা স্মরণ হলেই সমগ্র পুরীর সিন্‌টি চোখের সামনে এসে পড়বে। ঠাকুর আমাদের এই সব সঙ্কেত শিখিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, মন সর্বদাই খোরাক চায়। এই সব দেবচিত্র খোরাক, যারা ঈশ্বরের পথে যায় তাদের। অন্যদের অন্য রকম মনের আহার। মনটি এইরূপে দেব-রংএ রঙিয়ে ফেলতে পারলে অর্ধ জীবন্মুক্ত। এইসব উপায় কি আমরা জানতাম? ঠাকুর এসে শিখিয়ে গেছেন। এখন এসব পরম্পরায় চলবে। আবার চাপা পড়ে যাবে। আবার তিনি আসবেন। এইরূপে অনন্তকাল চলছে, এক দিকে সংসার, অন্য দিকে ঈশ্বর।

যান যান, খেয়ে নিন্। বেলা হয়েছে। সাড়ে বারটা এখন। আজ আবার কলকাতা যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি করুন।

ভক্তগণ আহার করিতে বসিয়াছেন, শ্রীম ঘরে আসিয়া আহার দেখিতেছেন। সুখেন্দুকে বলিলেন, এত বেলায় আপনার খেতে নেই—রোগা লোক। বসে পড়ুন। সুখেন্দু বিনয় মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু আহারে বসিয়াছেন। শ্রীম বাহির হইয়া নিজ কক্ষে গেলেন। খানিক পর আবার আসিলেন। হাতে একটা টিফিন কেরিয়ারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাটি, তাহাতে রস। বলিলেন, নিন্ এই রস দিয়ে খান, সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে নিন্ চাটনির মত হবে। বেশ লাগে। লেবু কে কেটে দিবে? বলিয়া নিজেই লেবু কাটিতে লাগিলেন।

একটি ভক্ত আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন লেবু কাটিতে। শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, আপনি বসুন। আহার থেকে এই রকম করে ওঠা উচিত নয়। এ-ও পূজা কিনা, আহুতি দেওয়া কিনা! গীতায় আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। একেই বলে আহার। ভগবান জঠরে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে রয়েছেন। বলেছেন, "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥"

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, হাতে একটি বড় রসগজা। ভক্তগণ উহা ভাগ করিয়া খাইলেন। আহারান্তে বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য সমাপ্ত হইল বেলা ছুইটায়।

শশী নিকেতন, জগন্নাথ পুরী
১লা জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৭ই পৌষ ১৩২২ সাল
শুক্রবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, কল্পতরু দিবস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবিংশ অধ্যায়

ডায়েরীপাঠ—মাখন তুলে ঘোলে থাক

১

শ্রীম একান্তে ধ্যান করিবার জন্য নিত্য সকাল ও বিকালে তিন ঘণ্টা করিয়া সমুদ্রতীরে পাথর কুঠিতে যান। আজ বিকালে যান নাই। তিনি অন্তেবাসীকে বলিলেন—কই, আনুন না আপনার ডায়েরী। শুনান একটু। অন্তেবাসী ডায়েরী হাতে করিয়া শ্রীমর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—কই, ওরা কই সব? একজন গিয়া বিনয় ও সুখেন্দুকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে আসিয়া হলঘরে কার্পেটের উপর বসিলেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি, মুচকি হাস্যে)—লক্ষ্মীদিদির কথাটা পড়ুন তো, সেই দিন যা বলেছিলেন আপনি।

অন্তেবাসী—আজ্ঞা, আমি ওসব কথা লিখি নাই। তিনি বলেন, সজনে ডাঁটা উনি চিবিয়ে দিতেন, ঠাকুর তা খেতেন। তবে সেই দিন দুপুরে, বারান্দায় বসে আপনাকে যা বলেছিলাম, তার যা মন্তব্য হয়েছিল সে কথা লিখেছি।

শ্রীম (সহাস্যে)—কোথায় পেল ওরা ওসব কথা?

অন্তেবাসী—আর একটি কথা লক্ষ্মীদিদি বলেছিলেন, আপনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে যান, আপনি নাকি মুখ বুঁজে বসে থাকতেন। তাই দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি কে গো, মুখ বুঁজে বসে বসে লেখো?

শ্রীম (সহাস্যে)—না, দেখে কত আহ্লাদ করতেন ঠাকুর।

অন্তেবাসী—ওঁর কথায় অনেক contradictory statements (পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি) দেখে আমি ওসব কথা লিখি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (গম্ভীরভাবে)—আমরা ওসব কথা শুনি নাই কখনও। আর ঠাকুরের কাছে বসে কখনও লিখি নাই। ঘরে এসে লিখতাম। তা কেউ জানতো না। কেবল ঠাকুর জানতেন। অনেক পরে ঠাকুরের শরীর গেলে ভক্তরা কেউ কেউ জানতেন।

শ্রীম—আচ্ছা, ঐ দিনের বিবরণ পড়ুন তো, ভুবনেশ্বরে যেদিন আমরা গিছলাম।

অন্তেবাসী বিগত ২৯শে ডিসেম্বরের বিবরণ পড়িতেছেন। শ্রীম শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে ষোলটি মন্তব্য হইয়াছে। পাঠ চলিতেছে।

অন্তেবাসী—(পুরী স্টেশনে) একজন রামায়ত সাধু চেলাসহ গাড়ীতে উঠিয়াছেন। চেলার চালচলন হাস্যের উদ্রেক করে।

শ্রীম (উচ্চ হাস্যে)—চেলার কথা ভুলবো না। এমনি করে (সটান) বসে (হাস্য)।

অন্তেবাসী—(খুর্দায়) শ্রীমর কক্ষে একজন নূতন লোক উঠিয়াছে ওড়িষ্যাবাসী। বয়স পঞ্চাশ। মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার রেখা, ইত্যাদি। তৎপর কথোপকথন।

শ্রীম (সহাস্যে)—Dramatic, dramatic। (নাটকের মত, ঠিক নাটকের মত হয়েছে বিবরণ।)

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—পরের স্টেশন খণ্ডগিরি। ভক্তদের ভিতর আলোচনা হইতেছে খণ্ডগিরি গাড়ীর কোন দিকে। মনোরঞ্জন বলিলেন, দক্ষিণে। একজন ওড়িয়া যাত্রী বলিলেন উত্তরে।...ঐ উত্তর দিকে খণ্ডগিরির শুভ্র মন্দির।...

শ্রীম—মনোরঞ্জনের কথা ঠিক হলো না। মন কত গোল করিয়ে দেয়। বিশ্বাস করবার যো নেই।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—(ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে) ঠাকুরের ভোগ হইয়া গিয়াছে। উহা এখন ব্রহ্মানন্দগৃহে নিবেদন করা হইয়াছে। ভক্তরা ব্রহ্মানন্দ গৃহে ভোগদর্শন ও প্রণাম করিলেন, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম—কি দেখলেন ঘরে লিখলেন না ?

অন্তেবাসী—ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যে বিছানায় শয়ন করতেন, সেই খাট, সেই বিছানা যেমনি ছিল তেমনি আছে, যদিও তিন বছর হয়ে গেল তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। বিছানার উপর তাঁর ফটো রয়েছে। তাতে নানা রকম ফুল। তিনি ফুল খুব ভাল বাসতেন। আর ইজিচেয়ারেও তাঁর ছবি আছে। ঘরটি বড়, নানা ভাবে সাজান আছে। আর একটি পবিত্র বাতাবরণ রয়েছে ঘরে। মন শান্ত হয় ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরের মেঝেতে চুনের সুন্দর প্ল্যাস্টার।

শ্রীম—এসব লিখতে হয়। এতে লোকের উপকার হয়। এই যা বললেন, 'মন শান্ত হয় ঘরে প্রবেশ করলে'—এটা অতি important (মূল্যবান) কথা। মহাপুরুষদের ঘরে তাঁদের চিন্তাধারা সঞ্জীবিত থাকে। কত চিন্তা, কত ভাব ওখানে হয়েছে। তার ছাপ থাকে। কত বড় লোক, ঠাকুরের মানসপুত্র কিনা। অন্য লোকের ঘরে যাও অন্যরকম ভাব হবে, এদিককার সব ভাব, হীন ভাব, সাংসারিক ভাব। ঠাকুর বলতেন, শিয়ালের গর্তে যাও অন্য জানোয়ারের লেজ টেজ মিলবে। সিংহের গর্তে মিলবে গজমুক্তা। 'লেজ টেজ' মানে হীন ভাব, সাংসারিক ভোগবাসনা। আর 'গজমুক্তা' মানে ঈশ্বরীয় ভাব। এসব বিবরণ হবে graphic (জীবন্ত)। তাতে dramatic touchও (নাটকীয় সজীবতাও) থাকবে। কিন্তু মূল চেষ্টা থাকবে যাতে পাঠকের মনে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, জীব ঈশ্বরের সন্তান—ঠাকুরের এসব ভাব উদ্রেক করতে পারলেই লেখার সার্থকতা।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—শ্রীম দক্ষিণাস্য লিঙ্গরাজ মন্দিরে চলিয়াছেন। তাঁহার ডান দিকে বিন্দু সরোবর। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দিরশীর্ষ ও মন্দির-গাত্র দর্শন করিতেছেন। ডান হাতে নিকেলের চশমা, এক একবার চক্ষুতে লাগাইতেছেন। ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (জিহ্বাদ্বারা প্রগাঢ় আনন্দসূচক 'চো চো' শব্দে)—একে একে সব মনে পড়ছে। সব ভুলে যাচ্ছিলাম। তাই এই সব graphic description (প্রাণবন্ত বিবরণ) স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করে। আবার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কাজ। যেমন তুলি দিয়ে পেন্টিং, তেমনি এসব বিবরণ কলমের পেন্টিং। আবার ভাস্করের পেন্টিং হাতুড়ী বাটালিতে, আবার ছুঁচ দিয়েও হয়। কাঠে হয়। ধাতুনির্মিত পাতে হয়, মাটিতে হয়। এ সবই আর্ট।

কিন্তু ঠাকুরের আর্ট ছিল দিব্য, অতুলনীয়। সমাধি, নৃত্য, ইঙ্গিত, ইসারা, কথা ও কার্যে মানুষের হৃদয়পথে ঈশ্বরীয় ভাব প্রস্ফুটিত করে দিত। তাতে মনের গ্রন্থি খুলে যেতো, জন্মজন্মান্তরের মনের ময়লা নির্মূল হয়ে যেতো।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে শ্রীম যাইতেছেন। পথের বাম দিকে একটি সাধু আসনে বসিয়া আছেন। যাত্রীদের কপালে সাধু বিভূতির তিলক দেন। আর যাত্রীগণ দুই একটা পয়সা দেয়। শ্রীমকে সাধু ডাকিতেছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে কপালে বিভূতির তিলক লইলেন। ইত্যাদি।

শ্রীম—প্রথমটা শোয়া ছিলেন। পরে উঠে বসলেন।

অন্তেবাসী—আমি তাঁকে বসা দেখেছি।

শ্রীম নিমীলিত নয়নে পাঠ শুনিতেছেন, বদ্ধাঞ্জলি স্বীয় অঙ্কে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—লোকে বলে সাধুরা পয়সা নেয়। ঠাকুর তার জবাব দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র মিত্রকে। বলেছিলেন, আমি বলি, পয়সা না নিলে ওরা খাবে কি ? পয়সার কথা হলেই বাবুরা নারাজ। এলাহাবাদ কুম্ভ থেকে ফিরে এসে রাজেন্দ্র মিত্র সব বলছিলেন। বলছিলেন, সাধু পয়সা চায়। বললাম, কাল দিব। আর চলে এলাম। শুনে ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে ঐ বলেছিলেন, পয়সা না দিলে ওরা খাবে কি ? আর 'কাল দিব' বলে চলে আসায় পয়সা না দিয়ে—এই কথা শুনে তিরস্কার করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

সুখেন্দুর অভ্যাস আহারান্তে একটু নিদ্রা দেওয়া। তাঁহার শরীর ভাল নয়। শ্রীম তাঁহাকে বলিতেছেন, শুনুন এসব। কি হবে ঘুমিয়ে। মনোরঞ্জন স্বামী সিদ্ধানন্দের কুটীরে প্রসাদ পাইতে গিয়াছিলেন। এখন ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি)—ওদিক সব হয়ে গেল ? কে কে খেলো ? বসুন, বসুন, শুনুন। আপনারা কি করলেন ?

মনোরঞ্জন—আমরা পরিবেশন করেছিলাম।

শ্রীম—হাঁ, ওটি খুব চমৎকার কাজ করেছেন—সাধুসেবা। সিদ্ধানন্দের কেমন সদ্‌বুদ্ধি হয়েছে। সাধু ভক্তের সেবা করছে। এতেই ওর হয়ে যাবে।

Having eyes we see not, having ears we hear not. একেই বলে চোখ থাকতে কানা, আর কান থাকতে কালা।

এই একটি জ্বল জ্বল করছে। আর একটি বাসুদেব বাবা। আর সবার মুখ বেজার। পুরীতে এই দুইটিই আছে।

মনোরঞ্জন (জগবন্ধুর প্রতি)—আপনি না যাওয়ায় দুঃখ করতে লাগলেন।

শ্রীম—সাধুদের নিমন্ত্রণ খেতে হয়। আমরা বুড়ো মানুষ। বললেই প্রথমে না করি।

একজন ভক্ত—মেগে এনে বিলিয়ে খায়—বাঙ্গাল দেশে (পূর্ববঙ্গে) এরূপ একটা কথা আছে।

শ্রীম—কি কথা, বলুন না।

ভক্ত—মাগ্যা আন্যা বিলাইয়া খায়। হাতে হাতে স্বর্গ পায়॥

শ্রীম—বাঃ, বেশ কথা তো !

শ্রীম ভক্তের সঙ্গে কথা কয়টি তিনবার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিয়া লইলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—আচ্ছা, পড়ুন আপনার ডায়েরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—শ্রীম সিংহদরজায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দশটি কলসীতে অভিষেকের জল লইয়া দশ জন সেবক মন্দিরে আসিতেছে। জলের উপর আচ্ছাদন বৃহৎ একটি ছত্র শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গলধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত ভগবানের জন্য যাহা করা হয় সেই কার্যই শুভ ও পবিত্র। লোক সেই কার্যকে পূজার অঙ্গ মনে করিয়া সম্মান করে। ইত্যাদি।

শ্রীম—হাঁ, এই একটি বেশ সিন্।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—দক্ষিণ দরজা দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দরজার পাশে একটি তালাবদ্ধ বাক্স আছে। লেখা আছে, প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া দিতে হইবে এই বাক্সে, মন্দিরের সংস্কারের জন্য। ইত্যাদি।

শ্রীম—এ সবাইকে দিতে হয় না। এইজন্য (খবরের) কাগজে অনেক লেখা হতো। এখন তাই হয়তো উঠে গেছে। দু'পয়সায় কত বড় কাজ হচ্ছে। সংস্কারের অভাবে কত মন্দির নষ্ট হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল নাটমন্দির খোলা। কিন্তু সব দেখলুম বন্ধ।

জগবন্ধু—আজ্ঞে, বন্ধ কেন হবে, খোলা। ওদিকে আপনি যান নাই। আপনার আসার পূর্বে আমরা যখন আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, তখন দেখেছিলাম, নাটমন্দিরে বসে একটি ব্রাহ্মণ কি পড়ছে। আর চারদিকে বসে অনেকে শুনছে।

মনোরঞ্জন (শ্রীমর প্রতি)—আপনারা ওদিকে যান নাই। প্রথমেই শয়নমন্দিরে গিছলেন।

শ্রীম—পাণ্ডা তাহলে আমাদের নাটমন্দির দেখায় নাই। খাল প্রদক্ষিণ করলে।

জগবন্ধু—ওটা শয়নমন্দির, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রথম দর্শন করলেন। নাটমন্দির থেকে শয়নমন্দিরে যাবার দরজাটি বন্ধ ছিল।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—(গাইড) ঘ্যান্‌র ঘ্যান্‌র করিয়া পিছনে চলিয়াছে···বলিল—বাবু, না কাঁদলে কি মা দুধ দেয়? তাই মায়ের কাছে কাঁদছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীম (সহাস্যে)—দেখলেন, কি একটা cordial (আন্তরিক) সম্পর্ক পাতিয়ে নিলে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—(ভুবনেশ্বর মঠে) শালপাতায় অন্ন প্রসাদ পরিবেশন করা হইয়াছে। আর চায়ের প্লেটে পায়েস। শ্রীমর পাশে বসা স্বামী শংকরানন্দ আর মহন্ত নির্বাণানন্দ। শ্রীম প্রসাদ খাইতেছেন আর ফষ্টি নষ্টি করিতেছেন। পায়েসের প্লেটটা মুখের কাছে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার এটা তোলা যেমন মেয়েরা নথ তুলে দেখে তেমনি (সকলের বিলম্বিত উচ্চহাস্য)।

শ্রীম—আহা, কি পায়েস! তিন দিন হাতে তার গন্ধ ছিল।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—ফুসফাস করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে খুর্দা জংশনে। কাল ধূমে আকাশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। শ্রীম বালকের ন্যায় কৌতুহলে উভয় পার্শ্বের বন জঙ্গল, রাখাল ও গরুর পাল দেখিতেছেন। নয়নে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শ্রীম—কই পাঁঠার কথা লিখেন নাই?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে না। অনেকে পছন্দ করে না 'বলি', তাই লিখি নাই।

একটি পবিত্র স্থানে পাঁঠা বলি দিয়া উহার ছাল ছাড়ান হইতেছিল। শ্রীম উহা দেখিয়াছিলেন।

শ্রীম (ব্যঙ্গ হাস্যে)—ও না খেলে কি হয়? কেমন করে লোক থাকবে? ঠাকুর নিরঞ্জনকে বলেছিলেন, এখানেও শনি মঙ্গলবারে বলি হয়—তবে তো আসবে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—ভক্তগণ খুর্দায় রাজেনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন।...তাঁহার পত্নী অসুস্থা থাকেন বার মাস। তাই বড়ই দুঃখী, বড়ই অশান্তি গৃহে।...

শ্রীম—তাইতো ঠাকুর বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। বলতেন, বিয়ে করো না, যারা এখনও বিয়ে কর নাই। যারা বিয়ে করেছে তাদেরও বলতেন, দু'টি একটি সন্তান হয়ে গেল—ব্যস্, ভাই বোনের মত থাক। কিন্তু সকলকেই সাধুসঙ্গ সাধুসেবা করতে বলতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসঙ্গটি থাকলে যারা ঘরে আছে, তাদের দুঃখ অত বোধ হয় না। সাধুদের দেখতে পায় কিনা—তাঁরা স্বেচ্ছায় কত দুঃখ বরণ করেন ভগবানের জন্য। কেন? না, সাধুদের এই জ্ঞান হয়েছে, ঈশ্বরই আমাদের অনন্ত কালের আপনার। তাই এঁদের কোনও দুঃখ অত কাবু করতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, আগে ঈশ্বরে ভালবাসা লাভ করে সাধুসঙ্গ ও তপস্যাদ্বারা, পরে সংসার কর। মাখন তুলে ঘোলে থাকলেও মাখন ভেসে থাকে। 'মাখন' মানে, ঈশ্বরে ভালবাসা। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য—এই জ্ঞান। তাইতো রাজেনবাবুকে বললাম, সাধুসঙ্গটি রাখবেন।

অন্তেবাসী—ভক্তরা খুর্দায় জলযোগ করেছিলেন, কলা আর মুড়ি দিয়ে। মর্তমান কলা একটা এক পয়সা।

শ্রীম—ও বাবা, এক পয়সা করে একটা মর্তমান কলা পেলে, কে না খায়? মধ্যাহ্ন ভোজন তো তেমন কারো হয় নাই। বেশ হয়েছে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—রাজেন শ্রীমকে (খুর্দায়) গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।...একজন লোক বসা। বেশ অনেকটা সাধুর। তাহার সম্মুখে একটি সেতার পড়িয়া আছে বেঞ্চের উপর।...শ্রীম সাধুর কাছে গিয়া বসিলেন।...এক সময়ে পরিবারের আট নয় জন লোক পর পর মরিয়া যায়...তাই সংসার অনিত্য বোধ হওয়ায় সাধু হইয়াছেন।...(শ্রীম তাঁহাকে) গাহিতে অনুরোধ করিলেও গান গাহিলেন না।

শ্রীম—হাঁ, সাধুটি গাইলেনও না, বাজালেনও না।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন)—গাড়ী সাক্ষীগোপাল ছাড়িয়া মালতীপুর স্টেশনের দিকে চলিতেছে।...শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন, ক্রাইস্টের কথা। এখন খ্রীস্ট-জন্মোৎসব চলছে।... ক্রাইস্ট জানতেন, তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে।...(বলেছিলেন) সে এখানে আমার সহিত ভোজন করছে। কিন্তু তবুও কিছু বললেন না।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো লোকশিক্ষার জন্য তাঁরই ইচ্ছাতে এ লীলা। লোভ কত বড় শত্রু এটি দেখাবার জন্য এই লীলা।...জুডাস্ কি আর খারাপ লোক ছিলেন, তা নয়।

শ্রীম—কি আশ্চর্য! জুডাস্ ইসকেরিয়ট এই কাজটি করবেন জেনেও তিনি তাঁকে সঙ্গে রাখলেন, একসঙ্গে খেলেন! কি উদার দোষশূন্য দৃষ্টি! একেই বলে সমদৃষ্টি। কি অমানুষিক সহনশীলতা!

ভক্তরা সহনশীল হতে চেষ্টা করবে এই ঘটনা দেখে। ঠাকুর তাই বলতেন, শ ষ স! সব সহ্য কর। নেহাই-এর মত সহনশীল হবে ভক্ত! কত আঘাত পড়ে নেহাইতে, কিন্তু উহা নির্বিকার। আঘাতে হয়তো ভেঙ্গেই গেল, তবু প্রতিবাদ নাই। ঈশ্বরের জন্য যে সব সহ্য করে, ঠাকুর বলতেন, সেই 'রয়। আর সব নাশ হয়।'

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম সুখেন্দুকে বলিলেন, যান এখন ঘুমুন গিয়ে। (অন্তেবাসীর প্রতি)—সব শুনতে পারলুম না। অন্য কোনও occasionএ (সুযোগে) শুনতে হবে।

অন্তেবাসী (শ্রীমর প্রতি)—কেউ যদি এসব কথা শুনতে চায় তবে শোনান যায় কি ভক্তদের ?

শ্রীম—হাঁ। Private circleএ (একান্ত আপন লোকদের) শোনান যেতে পারে। এর মাঝে মাঝে ঠাকুরের কথা থাকলে বেশ হয়। ঠাকুরের parallel (সমান্তরাল) উক্তি ও আচরণ থাকলে এর মূল্যবৃদ্ধি হয়, সমৃদ্ধ হয়। এ যুগে ধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা ঠাকুরের কথা।

শ্রীম বিশ্রাম করিতে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বালিয়াটির জমিদার ভক্ত হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী সপরিবারে আসিয়া বসিয়া আছেন। একটু পর ব্রহ্মচারী পার্থ চৈতন্যও আসিলেন। তারপর আসিলেন আরও কয়েকজন ভক্ত। সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম হলঘরে আসিয়া ভক্তদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। আজ ঠাকুরের কল্পতরু দিবস।

একজন ভক্ত কলিকাতা যাইতেছেন। শ্রীমকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন, কেউ কেউ যাচ্ছে তো স্টেশনে ? ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। বিনয় ও মনোরঞ্জন যাচ্ছেন। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে, 'দুর্গা, দুর্গা, শ্রীদুর্গা'—এই রক্ষাকবচ, এই মহামন্ত্র।

ভক্ত বিদায় লইলেন। কিন্তু তাঁহার মন চলিতেছে না। মন পড়িয়া আছে এই আনন্দময় ধামে। জগন্নাথ, সমুদ্র, সাধু, ভক্ত আর শ্রীচৈতন্যস্মৃতিপূত নূতন তীর্থস্থানসমূহ। এই দিব্যধামে এই সকল দিব্য বস্তু মনকে টানিয়া রাখিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বেও এস্থান ছাড়িয়া যাইতে ভক্ত প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের টান আরও প্রবল। যে টানটিতে এই সকল তীর্থে আন্তরিক সুরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে সেইটি—সেইটি জীবন্ত ধর্ম, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'কথামৃত'কার শ্রীম!

শশী নিকেতন, জগন্নাথ পুরী
১লা জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রী:, ১৭ই পৌষ ১৩৩২ সাল
শুক্রবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, কল্পতরু দিবস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

বেদতুল্য মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পুণ্য লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত চিরস্মরণীয় কয়েকটি দিনের স্মৃতিকথা

১

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এই মহিমময় মন্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে শত শত প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আরম্ভীকৃত আধ্যাত্মিক এক অপূর্ব নবযুগের আবির্ভাবের সূচনার অধিনায়কও স্বামী বিবেকানন্দ। আর তিনি যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' জগতের সর্বধর্মসমন্বয়সূচক এক বিশ্বমহাধর্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা সমস্ত বিশ্বে সুপরিচিত। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীয় মহাবাণী অতুলনীয় ছন্দে অননুকরণীয় ভাষায় জগতে প্রচারের মহামানবতার অধিকারী, সাধারণের সুপরিচিত শ্রীম অথবা মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। জগতের সুবিখ্যাত অধিকারীগণের মূল্যায়ণে শ্রীমর রচিত মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' আধ্যাত্মিক সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বস্তুত আজ পর্যন্ত জগতে যে সকল আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই গ্রন্থ সকলের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মত জগতের আর কোনও গ্রন্থেই আজ পর্যন্ত অত সমুজ্জ্বলভাবে কোনও মহাপুরুষের অথবা প্রোফেটের অথবা কোনও অবতারের মহাবাণী এরূপ সহজ সরল ও জীবন্ত ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলী ও অনুগামীগণের সকলের নিকটেই এ কথা সুবিদিত যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার সময়ে তাঁহার অবতারলীলা প্রচারের জন্য তিনি একদল অতি বিশিষ্ট শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই এক-একটি কার্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু শ্রীমর উপর সুবিন্যস্ত ছিল এই কথামৃতের মাধ্যমে তাঁহার মহাবাণী জগতে প্রচারের ভার। তাই ইহা কিছুই আশ্চর্য নয় যে এই মহাগ্রন্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী সংরক্ষণে সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই মহাগ্রন্থ সিদ্ধপুরুষ ও সাধকের নিকট সমভাবে সদা আদৃত সহচর। ইহাতে তাঁহারা কেবল শূন্যগর্ভ শব্দজালের সম্মুখীন তো হনই না, পরন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত সম্মুখীন হন। আর দেখিতে পান ভগবান স্বয়ং অমৃতসম মহাবাণী উদগীরণ করিতেছেন আর সকলকে নিজ নিজ অভীষ্ট আলোক ও চেতনার পথে পরিচালিত করিতেছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমুজ্জ্বল বার্তাবহ এই মহাপ্রচারকের সঙ্গে মিলিত হইয়া অবিস্মরণীয় এক সপ্তাহ কাল বাস করিবার এক অভাবনীয় সুযোগ আমার লাভ হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—শ্রীমর অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা। আর শ্রীম কি করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পদাশ্রয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন এই বিষয়ে ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরিত্রের সুসম্পর্কিত শ্রীম প্রদত্ত কতকগুলি দিব্য ঘটনার সাক্ষাৎ বিবরণ প্রদান করা।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর দুইবার দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। প্রথম-বার যান ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় বার ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। তিনি দ্বিতীয় বার যখন যান তখন উটিতে তাঁহার পূত সান্নিধ্যে থাকিয়া ছয় মাস ধরিয়া তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বারের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সময়ে তিনি আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার কলিকাতা দর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ দিকে তদানীন্তন বাঙ্গালোরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজীর অনুমতি লইয়া আমি বাঙ্গালোর ত্যাগ করি। কলিকাতার পথে আমি প্রথমে মাদ্রাজ মঠে যাই, তারপর ভুবনেশ্বর মঠে। ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তখন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে এক সময়ে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন, তুমি যখন এত নিকটে আসিয়া গিয়াছে তখন তোমার পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করা উচিত। হয়ত তোমার জীবনে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর নাও আসিতে পারে। জগন্নাথদেব ঠাকুরের অতি প্রিয়। ইহার আগে কখনও আমি পুরীতে আসি নাই। তাই দয়া করিয়া তিনি মিশনের একজন বাঙালী মহাত্মা স্বামী সিদ্ধানন্দজীর নিকট একখানা পরিচয়পত্র দিলেন আর লিখিলেন, তিনি যেন আমাকে দর্শনাদিতে সহায়তা করেন। এই পরিচয়-পত্র লইয়া আমি পুরীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

গাড়ী পুরীতে কিছু দেরীতে পৌঁছিল। তাই পাছে জগন্নাথদর্শন না হয়, এই ভাবিয়া আমি স্টেশন হইতে সোজা মন্দিরে চলিয়া গেলাম। আমি সিংহদরজায় প্রবেশ করা মাত্র একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মন্দিরের বাহিরে আসিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বাংলায় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমিও ভাঙ্গা বাংলায় উত্তর করিলাম, ভুবনেশ্বর মঠ থেকে। আমি বাংলা ভাল জানি না। ঐ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া বাংলা ভাষায় আমার এই সামান্য জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন, বেশ, বেশ। আসুন, এইবার ভগবান দর্শন করবেন। তিনি আর বাহির হইলেন না, একেবারে আমাকে লইয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, এই দর্শন করুন। ডান হাতে বলরাম, মাঝখানে সুভদ্রা আর বাম হাতে জগন্নাথ। ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে বলেছিলেন, 'আমিই পুরীর জগন্নাথ।' চৈতন্যদেব নিত্য এই জগন্নাথ দর্শন করে ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। গর্ভমন্দিরে সাধারণের প্রবেশ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণস্থিত অপরাপর দেবদেবীর মন্দিরে আমাকে লইয়া গিয়া দেবদর্শন করাইলেন এবং তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এইটি বিমলাদেবীর মন্দির, একান্ন দেবীপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। এই মন্দির লক্ষ্মীদেবীর। এখানে জগন্নাথের উৎসব-বিগ্রহ রূপার দোলায় চড়িয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত হইতে আসেন। এইভাবে সকল পার্শ্বদেবতার মন্দির দর্শন করাইয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন।

এই অযাচিত দয়াবান পুরুষ নাতিদীর্ঘাকৃতি। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার বয়স সত্তরের উপর। তাঁহার নাসিকা সুদীর্ঘ আর বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। তাঁহার শরীরের ঊর্ধ্বভাগ দৈর্ঘে নিম্নাঙ্গ হইতে অধিক। তাঁহার শুভ্র শ্বেত শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত। উহা তাঁহার উন্নত নাসিকা ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পরিধানে বাঙ্গালীর পোশাক। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের মূর্ত বিগ্রহ!

মন্দির হইতে তিনি আমাকে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তিনি তখন শশী নিকেতনে বাস করিতেছিলেন। গৃহটি ঠাকুরের অতি প্রিয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবলরাম বসুর। ভোজনের পর আমি বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্ণ প্রায় দুইটার সময় তিনি আমার ঘরে আসিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন আর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে যাবেন কি? আমি আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এই সদাশয় ব্যক্তির সৎসঙ্গে সময় অতিবাহিত করা তো ভাগ্যের বিষয়!

আমরা সমুদ্রসৈকতে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। ঐ দুই ঘণ্টা তিনি অনর্গল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার বর্ণনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এই লীলা কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণকীর্তন করিতেছিলেন, তখন এক অতি আশ্চর্য দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত আর দুই নয়নকোণ হইতে নির্ঝরের মত অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। পরে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, আমি যখন আপনাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করছিলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করছিলাম দীর্ঘকাল পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে সভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত দেবদৃশ্যাবলী। কালের ব্যবধান ভেদ করে ঐ দিব্যলীলা আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত—সাক্ষাৎ ও জীবন্ত! তাতেই আমি বিহ্বল হয়ে যাই। আবেগ সামলাতে না পেরে শ্রীভগবানের অমানবীয় করুণা আর এই দিব্যদর্শনের জন্য আমার মনপ্রাণ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে।

এই বৃদ্ধ সজ্জনের অঙ্গে ও বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত এই অতিবিরল ও আশ্চর্যজনক দেবদৃশ্য দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে কখনও আমার হয় নাই।

এরপর আমরা পুনরায় জগন্নাথ মন্দিরে যাই। ইনি আমাকে সমস্ত দেবদেবীর মন্দির পুনরায় ধীরে ধীরে দর্শন করাইলেন। অপরাহ্নের এই দর্শন আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিল। সকালের দর্শনে তাহা হয় নাই। কারণ, তখন সময় ছিল খুব অল্প। ইহার পরই আমাকে লইয়া আনন্দবাজারে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে জগন্নাথের ছাপ্পান্ন প্রকারের মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। ভক্তগণ এই মহাপ্রসাদ দেশদেশান্তরে লইয়া যান।

অতঃপর আরও কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান দর্শন করার পর আমরা আমাদের নিবাসস্থলে ফিরিয়া গেলাম। তখন সন্ধ্যার কিছু বাকি আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রাত্রে কি আহার করেন? আমি বলিলাম, আমি রুটি পছন্দ করি। আমার জন্য রুটির ব্যবস্থা হইল। আর সেবকদের দ্বারা বাজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে রাজভোগ আনাইলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়াই আমি বিশ্রাম করিতে গেলাম। দেখিলাম তিনি ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় বলেন না।

২

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমার পূর্বেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন দেখিলাম। আমিও শীঘ্র হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। সাতটা পর্যন্ত শ্রীম যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তারপর আমি জলযোগ করি। উনি সকালে কিছুই খান না। আমরা পুনরায় মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মন্দিরের বাহিরে পরিক্রমার সময় তিনি বলিলেন, গয়াধামে ভগবান জগন্নাথ তাঁর পিতাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমি তোমার পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্ম নেব। তারপর কথামৃতে বর্ণিত ঠাকুরের কতকগুলি লীলাকথা বলিতে বলিতে তিনি বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই বৃদ্ধ মহাপুরুষের আচরণ দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কে এই প্রেমময় মহর্ষি? সাহসে ভর করিয়া সমুদ্রস্নানে যাইবার পূর্বে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি দীনভাবে উত্তর করিলেন, আমার নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। লোকে সস্নেহে 'মাস্টার মশায়' বলে ডাকেন। এই কথা শুনিয়া যুগপৎ আমার মনে বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হইল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাহলে কথামৃতের লেখক শ্রীম? তিনি সবিনয়ে উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। একথা শুনিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমি বিস্ময়ানন্দে একেবারে ডুবিয়া গেলাম আর বিহ্বল হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অতি আদরণীয় ও অতি প্রিয় পার্ষদের শ্রীচরণধূলি লইতে অগ্রসর হইলাম। বয়সে বহু কনিষ্ঠ হইলেও আমি সাধু বলিয়া তিনি তাঁহার চরণধূলি লইতে দিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি বিষয়ে এখানে ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেটি এই—তাঁহার সঙ্গে বাসের সময় আমি অতি সজাগভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি নিজের সম্বন্ধে বা অপরের সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কখন একটি কথাও বলেন নাই। অবিরাম তাঁহার বদন হইতে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত নির্ঝরের মত নির্গত হইত। তাঁহার এই অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণকীর্তনের সব কথা কথামৃতে নাই বলিয়াই মনে হইত। অপ্রচারিত অনেক নূতন কথা শুনিয়াছি। আমার মনে হইত, তাঁহার এ কথামৃতবর্ষণ যেন জীবন্ত—হৃদয় মনকে জোর করিয়া অতি উচ্চে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে লইয়া যাইত। কাহারও লিখিত কোন প্রবন্ধ পুস্তক হইতে পড়া আর লেখকের নিজ মুখ হইতে তাহা শোনা যেরূপ ভিন্ন—'কথামৃত' পড়া আর শ্রীমর মুখে 'কথামৃত'-বর্ষণও সেইরূপ ভিন্ন। শ্রীমর কথামৃত বর্ণনা মনোমুগ্ধকর জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। স্থান কাল পাত্রসমন্বিত এই মধুর বর্ণনা আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-লীলার ছবি জীবন্ত উপস্থাপিত করিত। ঐ লীলারসে কেবল তিনিই নিমজ্জিত হইতেন না, শ্রোতারূপে আমাকেও নিমগ্ন করিতেন। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে শ্রীম যখন তাঁহার প্রকোষ্ঠে একাকী থাকিতেন, তখন তিনি পাদচারণ করিতে করিতে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত রামপ্রসাদের গান গুনগুন করিয়া গাহিতেন।

আমাদের মধ্যাহ্নভোজন বারটার মধ্যে শেষ হইত। তারপর আমরা বিশ্রাম করিতাম। বিশ্রামের পর তিনি আড়াইটার সময় আমাকে জাগ্রত করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই আমরা সমুদ্রসৈকতে যাইতাম। দ্বিতীয় দিনে সমুদ্রসৈকতে বসিয়া শ্রীম ভগবান শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, ঠাকুর বলেছিলেন, গৌরাঙ্গ আর আমি এক। পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ চব্বিশ বছর বাস করেন। ইহার ভিতর চার বছর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাঁহার জীবনের শেষের বার বৎসর স্থানকালাতীত মহাভাবে অতিবাহিত করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধার ভাবে নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন ঐ ভাবাবস্থায় সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন টোটা গোপীনাথে ভাগবতপাঠ শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মহাভাবে নিমগ্ন হন। সমুদ্র অতি নিকটে। সমুদ্রের নীল জল দেখিয়া যমুনার নীল জলের কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। আর ঐ মহাভাবে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। ঐ অবস্থায় ধীবরের জালে আবদ্ধ হন। ধীবর মনে করিল একটি বৃহৎ মৎস্য আজ জালে পড়িয়াছে। কিন্তু জাল তীরে টানিয়া তুলিয়া দেখিল, সেটি মৎস্য নয়, একটি মানুষ। ধীবর ঐ জলমগ্ন মনুষ্যটিকে জালমুক্ত করিতে গিয়া তাঁহার শরীরে হস্তস্থাপন করামাত্র সেই ধীবরও ভাবে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন চিত্তে চৈতন্যদেবকে খুঁজিতেছিলেন। ঐ হরিধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তিনি মহাভাবে নিমগ্ন অবস্থায় ঐ জালে আবদ্ধ। জাল স্পর্শমাত্রে তাঁহারাও ধীবরের মত ভাবে নিমগ্ন হইয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

ঐদিন আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা সমুদ্রসৈকতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগাথা শুনিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীম তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে ঠাকুরের গীত একটি রামপ্রসাদের গান গাহিতে লাগিলেন। গতকালের মত আজও শ্রীমর বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। দিব্য ভাবে তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মুখমণ্ডল বিকশিত, আর দুই নয়নকোণ হইতে গত কালের মতই অঝোরে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

পাঁচটার সময় আমরা দর্শনের জন্য মন্দিরে গমন করিলাম। দর্শনাদি সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়াই শ্রীম ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং আমরাও নৈশ আহারের পূর্ব পর্যন্ত ঐরূপ ধ্যানে অতিবাহিত করিলাম। তারপর বিশ্রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

তৃতীয় দিন আমি একটি নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। যথারীতি সকালবেলায় আমরা মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ধ্যান করিতে হয়। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আর বাহির হইলেন না। আমরা ঘরেই বসিয়া পড়িলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীমকে যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা তিনি এ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন আমার নিকট তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকট অত্যন্ত অভিনব এবং আলোকপ্রদ বলিয়া মনে হইল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানপ্রণালী ঈশ্বরচিন্তার সহজ ও সরল পথ।

শ্রীম বলিলেন, ধ্যান করিবার সময় ধ্যেয়কে অর্থাৎ ইষ্টকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত ধ্যান করিতে হয়। ঠাকুর যখন ধ্যান করিতেন, নিমেষমধ্যেই তাঁহার ইষ্ট জগদম্বা ঠিক জীবন্ত মানুষের মত তাঁহার মনের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনিও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন যেমন আমি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সাক্ষাৎ ও জীবন্ত ধ্যান এবং ধ্যেয়ের সহিত বাক্যালাপ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ আমার বহুবার হইয়াছে। শ্রীম আরও বলিলেন, সচরাচর লোক যেরূপ ইষ্টের কেবলমাত্র প্রাণহীন ছবি কল্পনা করিয়া থাকে, ধ্যেয়ের সঙ্গে জীবন্ত ভাবের কোনও সম্বন্ধ থাকে না, ঠাকুরের এই ধ্যান-প্রণালী সেরূপ শুষ্ক ও প্রাণহীন নয়—বরং সরস ও আনন্দপ্রদ। শ্রীমর এই উপদেশে আমি ধ্যানসম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। এই নূতন প্রণালী আমি অদ্যাবধি অনুসরণ করিতেছি এবং তদ্দ্বারা প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইয়াছি।

চতুর্থ দিবসে মন্দির দর্শন ও পরিক্রমাদি করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে আমি শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথামৃত তিনি কিভাবে লিখিতেন। শ্রীম উত্তর করিলেন, আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়ীতে এসে ডায়েরীতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় এক দিনের কথার নোট সাত দিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম্। তাঁর এক-একটি কথার জন্য আমি চাতকের মত চেয়ে থাকতাম। ডায়েরীর নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে 'কথামৃত' লিখিত হয়। এক-একটি scene আমি হাজার বারেরও বেশী ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম— সত্তর বৎসর পূর্বে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এই ভাবে বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের জীবন্ত সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হত না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন্ সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হত। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে ইহা সদ্য-অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হত।

অন্য ভক্তরা—যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি—কখনও কখনও ঠাকুরের কথামৃতের নোট রাখিতে চেষ্টা করিতেন সঙ্গোপনে। ঠাকুর জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ঐরূপ করিতে বারণ করিলেন। বলিলেন, 'ইহা রাখিবার জন্য লোক আছে।' স্বামী বিবেকানন্দের কথায়ও এই বিষয়টি, অর্থাৎ শ্রীম-ই যে কথামৃত লিখিবার জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিলেন তাহা বিশদ্রূপে পরিস্ফুট—'I now understand why none of us attempted his life before. It was reserved for you—this great work.'

ভক্তদের সহিত কথা কহিবার সময় শ্রীম উপস্থিত না থাকিলে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন। কারণ, ঠাকুর জানিতেন এই মহাকার্যটি করিবার জন্য দৈবী মেধা ও স্মৃতিসম্পন্ন শ্রীম পূর্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই জগদম্বা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট, শ্রীম তাঁহার জীবনীলেখকরূপে পূর্ব হইতেই চিহ্নিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে পূর্বে অনুষ্ঠিত কথামৃতের পুনরাবৃত্তি করিতে শ্রীমকে কখনও বলিতেন। শ্রীমর বিবৃতিতে কথার রূপান্তর হইলে ঠাকুর তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীম বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পূর্বরক্ষিত ডায়েরীর নোট সংশোধন করিতেন।

শ্রীম আমাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় অবতারলীলার এইটুকু সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমি ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ। তাই তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ ও চিরকালের জন্য বিক্রীত। শ্রীম আরও বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পরও তাঁহার সরল সরস ও সুগভীর বাণী যাহাতে চিরকালের জন্য সুন্দর সহজ সরল ভাষায় বিদ্যমান থাকে এবং দেশবিদেশে প্রচারিত হয়—এই মহতী ইচ্ছাও হয়ত ঠাকুর পূর্ব হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। 'কথামৃত' তাই তাঁহারই কথার প্রতিচ্ছবি (photograph)। এই মহাকার্যে আমার মতন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা তাঁহারই অপরিসীম দৈবী মহিমা ও কৃপার পরিচয় প্রদান করে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান প্রধান অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীমর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রকাশনে তাঁহার অবদানকে কত উচ্চ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার কলিকাতা অবস্থানকালে একদিন আমি মহাপুরুষ মহারাজকে বলিয়াছিলাম, আমি শ্রীমকে দর্শন করিতে যাইতেছি। ইনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, দর্শন করিবে বৈ কি? শ্রীম অসাধারণ পুরুষ। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বেদব্যাস! আর একদিন স্বামী সারদানন্দজী মহারাজও শ্রীমর পরিচয় অনুরূপভাবে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, শ্রীম বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাসদেব। আবার অন্য একদিন স্বামী অভেদানন্দজীর নিকট তাঁহার আশ্রমে তদীয় পবিত্র সঙ্গসুখলাভের জন্য গিয়াছিলাম। শ্রীমর কথা উঠিলে তিনিও বলিলেন, শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের' মাধ্যমে যেরূপ প্রচার করিয়াছেন তাহা আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্তানগণের সম্মিলিত প্রচারের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, সকলের সম্মিলিত প্রচারকার্য শ্রীমর কথামৃতের মাধ্যমে প্রচারের সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। তারপর শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীগীতা হইতে উদ্ধৃত শান্তিপাঠস্বরূপ কথামৃতের মুখবন্দনায় লিখিত 'তব কথামৃতং' নামক শ্লোকটি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার পর আমাকে লইয়া তাঁহার আশ্রমস্থিত ঠাকুরমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বার বার বলিলেন যে, শ্রীমকে পুরীতে ও কলিকাতায় দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করায় তুমি সত্য সত্যই অতি সৌভাগ্যবান। আরও বলিলেন, পুরীতে শ্রীমর সহিত বাস করায় তোমার সত্যকার সৎসঙ্গলাভ হইয়াছে এবং শ্রীমর দৈবী সাহচর্যে এক সপ্তাহকাল বাসে বাস্তবিকই তোমার তপস্যা কঠোর হইয়াছে। শ্রীম এই সপ্তাহকাল আমার হৃদয়মনকে কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ-সুধায় অবিরাম সিঞ্চিত করিয়াছেন। এই সপ্রেম সুধাবর্ষণ লাভ করিয়া আমি নিশ্চয়ই অতি ধন্য।

পূর্ব প্রসঙ্গ পুরীবাসের বর্ণনায় আবার ফিরিয়া যাইতেছি। চতুর্থ দিনে আমরা যথারীতি অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় সমুদ্রসৈকতে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে শ্রীম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাই কীর্তন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ মহাজনদের রচিত তাঁহার প্রিয় কতকগুলি গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। তারপর তিনি আমাকে দক্ষিণ ভারতীয় শ্রীপুরন্দরদাস এবং অন্যান্য মহাজনদের সংগীত গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইল না, কারণ আমি সেসব গান জানি না। আমি দক্ষিণদেশীয় লোক আর সেই জন্যই আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। কয়েক ঘণ্টা সমুদ্রসৈকতে আনন্দে অতিবাহিত করার পর শ্রীম আমাকে লইয়া পুনরায় সন্ধ্যা-আরতি দর্শনের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে গিয়াছিলেন। আরতি দর্শনের পর আমরা বাসস্থানে ফিরিয়া আসি।৮

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনেও আমরা পূর্বকথিত কার্যক্রমই অনুসরণ করিয়াছিলাম। তারপর আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাইবার জন্য বিদায় লইলাম। শ্রীম অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে আমায় বলিলেন, আমি যখন কলিকাতায় ফিরিব সেখানেও আপনি দেখা করিলে সুখী হইব। আমিও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার কলিকাতা বাসকালে নিয়ম করিয়া সপ্তাহে দুইবার শ্রীমর বাসস্থানে ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন ইনস্টিটিউশানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতাম। আমার সঙ্গে যাইতেন অদ্বৈত আশ্রমের মহাবীর মহারাজ (স্বামী প্রেমাত্মানন্দ)। প্রতিবারে আমি শ্রীমর নিকট স্বামী রাঘবানন্দজীকে দর্শন করিতাম। তাহা ছাড়াও ২৫।৩০ জন ভক্তকে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম। তাঁহারা সকলে জগৎ ভুলিয়া সমাহিত চিত্তে হৃদয়-মন উন্নতকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী শ্রীমর কণ্ঠে শ্রবণ করিতেন।

একদিন শ্রীম কৃপা করিয়া আমাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন আর ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র স্থানসমূহ দর্শন করাইলেন। যে সকল বিশিষ্ট স্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যেস্থানে তাঁহার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণ ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন, যেখানে স্বামীজী মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে গান শুনাইতেন, শিবমন্দিরের সিঁড়িতে যেখানে ঠাকুর প্রায়ই বসিতেন এবং যেখানে তাঁহার ফটো লওয়া হইয়াছিল, শ্রীম ও ভক্তগণ যেখানে ঠাকুরের আদেশে ধ্যান করিতেন—সেই সকল পবিত্র স্থান আমাকে দর্শন করাইলেন। ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় যেখানে স্বামীজীর কণ্ঠে 'চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন'—এই গানটি শুনিয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়াইয়া ঠাকুর সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, শ্রীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে স্থানে প্রথমে তাঁহাকে সমাধিস্থ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এই সকল মহা পুণ্যস্থানও একে একে তাঁহার কৃপায় দর্শন হইল।

ইহার পর শ্রীম আমাকে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার স্থান পঞ্চমুণ্ডীর আসন বিল্ববৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন। বলিলেন, একদিন ঠাকুর আমাকে গভীর অরণ্যে এই বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, আমি তাঁহার ঘরে ফিরিতেছি না দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং আমার সংবাদ লইতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। বিল্ববেদিকার উপর দক্ষিণ দিকে পূর্বমুখী হইয়া আমি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম। ঠাকুর বেদীর নিম্নে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দাড়াইয়া আছেন। তাঁহার সান্নিধ্যপ্রভাবে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলাম, চোখ মেলিয়া তাঁহাকেই সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে হতবাক্ হইয়া তাঁহার পাদমূলে বিলুণ্ঠিত হইলাম। শ্রীম আজও আমার সম্মুখে সেই মহাপবিত্র চরণতীর্থে ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

শ্রীমর আচার-আচরণে বুঝিলাম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানে সিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীম ঠাকুরকে যেরূপ বাহিরে পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইয়াও পৌরাণিক বীরশিশু তপস্বী ধ্রুবের মতই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীম তাই শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানে সিদ্ধ মহাপুরুষ।

মঠে ফিরিয়া শ্রীমসঙ্গে বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ঠাকুরের পবিত্র লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরধাম দর্শনের এই সকল কথা বলিলাম। সব কথা শুনিয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, শ্রীম সত্যই তোমাকে ঠাকুরের প্রকট মূর্তি ছাড়া দিব্য দক্ষিণেশ্বর ধাম দর্শন করাইয়াছেন। তুমি ধন্য!

আমি ভাবিলাম, প্রকট মূর্তি দর্শনের আবশ্যকতাই বা কি? এই দিব্য লীলাভূমিতে তাঁহার দিব্যচেতন স্পর্শ আমার হৃদয়মনকে দিব্যানন্দে আপ্লুত করিয়াছে। বুঝিলাম, ঠাকুর আজও চৈতন্যরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে বিরাজিত। তাই বৃক্ষলতা, বাড়ীঘর—সকল স্থান তাঁহার দিব্য চেতনা বহন করিতেছে।

এই পবিত্র বর্ণনা সমাপ্ত করিবার পূর্বে অমরগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত-গীতার রচয়িতা ভগবান বেদব্যাসকে যেরূপ স্তুতি করা হয় তদ্রূপ কথামৃত-রচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ব্যাস শ্রীমকেও অনুরূপ একটি স্তব-কুসুমাঞ্জলিতে অর্চনা করিতেছি।

হে মহামানব শ্রীম, নমি শত বার তব পায়,
ভগবানের প্রিয় তুমি, তাঁহার চিহ্নিত বার্তাবাহক।
তাঁহার প্রেম আর মহাবাণী জগতে প্রতি ঘরে ঘরে
করেছ প্রচার, তব অমরগ্রন্থ 'কথামৃত' মাধ্যমে।
সত্য সত্য তোমায় বন্দি হে মহানায়ক,
দ্বিতীয় ব্যাসরূপে তুমি করিয়াছ দান রামকৃষ্ণগীতা
তব পদে বারংবার আমার প্রণাম।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

। শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' 'মাষ্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্তা, যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে—লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা, এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা, ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীমর অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলেন,—একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।...এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন—শ্রীমর লেখা যেন শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন—কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী—কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন! মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে, আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর—'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব-যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূলস্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' 'শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীমর সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীমর যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কি ভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পনের ভাগে লিখিত। এই কার্য বিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম ও তপস্যার ফল—হিমালয়ে ঋষিকেশে গঙ্গাতীরে।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

॥ কয়েকটি অভিমত ॥

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয়-বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

বেদান্তকেশরী (মাদ্রাজ)—শ্রীম-দর্শন কথামৃতেরই উত্তর প্রবাহ।

প্রবুদ্ধ ভারত—শ্রীম-দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—ঈশ্বরান্বেষী শ্রীম-দর্শন পড়িয়া আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

বিশ্ববাণী—রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

বিশ্বজ্যোতি (পাঞ্জাব)—শ্রীম-দর্শন কথামৃতেরই পরিপূরক।

ভবন জারনেল (বম্বে)—প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা—শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের···জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi